



**The sweetest Children!**  
**Manmana Bava! Mathyaji Bava!**  
**Daily Murli Bengali**  
**June 2018**

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অশরীরী হওয়ার ড্রিল হল নম্বর ওয়ান ড্রিল, যার দ্বারা বায়ুমন্ডলে নিষ্কৃততা ছেয়ে যায়, বাবার ডাইরেকশন হল - এই ড্রিলের অভ্যাস করো"

প্রশ্ন:- দুনিয়ার অনেক বাধা বিঘ্নের মধ্যে থেকে একরস এবং খুশীর অনুভব কে করতে পারে ?

উত্তর :- যে কোনো রকম বাধা বিঘ্নের পরোয়া করেনা। তোমাদের শত্রু তো অনেক, বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, কলঙ্কিত করবে, অপশব্দ বলবে - কিন্তু মনে রাখবে যে কলঙ্ক লাগলে তবেই তোমরা কলঙ্গীধর অর্থাৎ মুকুটে ময়ূরের পাখা ধারণ করবে। বলা হয় কৃষ্ণ চতুর্থী-র চন্দ্রমা দেখেছিলেন তাই তিনি কলঙ্কিত হয়েছিলেন। কিন্তু এখন বাচ্চারা তোমাদের অনেক কলঙ্ক লাগে। শেষ সময়ে তোমরা বলবে - হে ভারতবাসী, দেখো তোমরা অনেক কলঙ্ক লাগিয়েছ আর আমরা এখন কলঙ্গীধরে পরিণত হয়েছি।

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদেরকে শিববাবার আদেশ। শিববাবা বলেন আমি ড্রিল টিচার, তাইনা। বলেন অশরীরী ভবা। বাচ্চারা, স্ব-ধর্মে স্থিত হও। মন্মনাভব, মামেকম্ স্মরণ করো। এই কথা তো জানো যে বর্তমান সময়ে ধর্মের গ্লানি হচ্ছে। গীতায় আছে - যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদাৎমানং সৃজম্যহম্ ..... এই শ্লোক জন্ম জন্মান্তর আমরা গেয়ে এসেছি। যবে থেকে ভক্তিমার্গ আরম্ভ হয়েছে গীতা পাঠ করা হয়েছে। শিববাবার পূজা অর্চনা করা হয়েছে। সেই শিববাবা এখন বলছেন মামেকম্ স্মরণ করো। তোমাদের উপরে আবার মায়ার ছায়া পড়েছে। এখন আমি এসেছি মায়াকে পরাজিত করতে, তাই - "মন্মনাভব", কারণ তোমাদের ফিরতে হবে আমার পরম ধামে। যদি কৃষ্ণ থাকত তাহলে বলা হত - মধ্যাজি ভবা। কৃষ্ণকে কৃষ্ণ পুরীতে স্মরণ করো। জ্ঞান দাতা কৃষ্ণ নয়। উনি হলেন শিব। শিবের-ই পূজা হয়, ওঁনাকেই পরমাত্মা বলা হয়। সুতরাং আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সেখানে যেতে হবে, তাই বাবা ড্রিল শেখান। এটি হল এক নম্বর ড্রিল - মন্মনাভব, অশরীরী ভবা। তোমরা সব ব্রাহ্মণ ওঁনাকে স্মরণ করবে, যদি কোনো শূদ্র এইখানে অন্য কিছু চিন্তা করবে তো সে বায়ুমন্ডল খারাপ করবে। একমাত্র ওঁনাকে যদি সবাই স্মরণ করে তাহলে নিষ্কৃততা ছেয়ে যাবে। যেমন কারো মৃত্যু হলে চারিপাশ নিষ্কৃত হয়ে যায়। আত্মার অশরীরী হওয়ার প্রভাব পড়ে। তাই এখন বাবা বলেন - তোমাদের সব আত্মাদের ফেরত নিয়ে যাব। কাল কেবল একজন আত্মাকে নিয়ে যায়। আমি তো কালের কাল। আমি সবাইকে নিতে এসেছি। এবং আমি আসি সাধারণ ব্রহ্মা দেহে। আমি হলম্ মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ চৈতন্য স্বরূপ। আমি গীতা শুনিয়েছি। দেখো, তোমাদের মাথায় এখন কলস রাখা হয়েছে তাইনা। কৃষ্ণের গোপীকাদের মাথায়ও কলস দেখানো হয়। বলা হয় কৃষ্ণ কলস ভেঙেছেন। এবারে সে কলস কিসের ? তোমাদের মাথায় যে বিকারের কলস থাকে, সেইটি ভেঙে জ্ঞান অমৃতের কলস প্রদান করেন। বাকি সত্যযুগে এইসব থোড়াই হয়েছে। গোপীকা হলে তোমরা। গোপী বল্লভের গোপীকাদের মাথায় যে বিষের কলস ছিল - সেসব ভেঙে জ্ঞান অমৃতের কলস রাখা হয়েছে। তাই এর জন্যে বুদ্ধি খুব ভালো থাকা চাই তবেই ধারণা হবে। গোপীকাদের বল্লভ (বাপ) হলেন শিববাবা। কৃষ্ণকে বল্লভ বলা যাবেনা। লেখা আছে গোপীকাদের নিয়ে পালিয়েছেন। এবারে বাবা কি নিয়ে পালাবেন। এইরকম তো নিয়ম নেই। বাবা বোঝান যখন কোনো মহাত্মা বলবেন শিবোহম্ বলা তখন বলবে যে একদিকে আপনি বলেন মহাত্মা অর্থাৎ মহান আত্মা তাহলে নিজেকে পরমাত্মা বা শিবোহম্ কেন বলেন ? মহান আত্মা তো পবিত্র

আত্মা হয়। এই রহস্যটি বোঝাতে হবে। একেই জ্ঞানের ধর্ম যুদ্ধ বলা হয়। তাদের কাছে আছে শাস্ত্রের মতামত আর তোমাদের কাছে আছে শ্রীমৎ। বাবা বলেন - আমি তখনই আসি যখন রাজ যোগ শেখাতে হয়। ভারতের উপরেই সম্পূর্ণ খেলা। হিরো-হিরোইনের পাট ভারতবাসীদের দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে বন্দে মাতরম এই মাতাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়। কংগ্রেসীরা ভূমিকে মাতরম বলে। ভূমি তো হল তব্ব। তাকে কি আর মাতা বলা যায়। এই ধরনীতে বসবাসকারী হলে তোমরা মাতারা। তোমাদের বন্দে মাতরম বলা হয়। তারা ভূমিকে বন্দে মাতরম বলে, অর্থাৎ এ হয়ে গেল ভূত পূজো। এখন তোমরা বাচ্চারা যোগবলের দ্বারা নিজের বাদশাহী প্রাপ্ত কর। সবাই পরিশ্রম করতে থাকে - পবিত্র হয়ে বাদশাহী প্রাপ্ত করার জন্যে। যে দিকে সাক্ষাৎ সর্ব সমর্থ সর্বশক্তিমান উপস্থিত আছেন, বিজয় তাদেরই নিশ্চিত। পরমাত্মার মহিমা একেবারেই আলাদা। তিনি এসে ড্রিল শেখান যে মামেকম স্মরণ করো। অন্য সবাই তোমাদের দুঃখ প্রদান করে। সবাই শত্রু রূপে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এইসব কোনো নতুন কথা নয়। আমাদের এই দুনিয়ার কোনো রকম পরোয়া নেই। কৃষ্ণের জন্যে বলা হয় - চতুর্থীর চন্দ্রমা দর্শন করেছিল তাই এত কটু কথা শুনেতে হয়েছে। যাদের কলঙ্কিত করা হয় তারা-ই আবার কলঙ্গীধর অর্থাৎ ময়ূর পঙ্খ মুকুটধারী হবে। শেষ সময়ে বলবে - আরে ভারতবাসী, তোমরা আমাদের কত কটু কথা বলেছ! দেখো, আমরা এই স্বরূপে পরিণত হই, রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করি। যুদ্ধের ময়দানে অনেক সহ্য করতে হয়। তাই যিনি রাজ্য ভাগ্য প্রদান করেন তার কাছে সমর্পণ করতে হয়। এইসব শিববাবা বোঝাচ্ছেন। এই দাদা (ব্রহ্মাবাবা) নিজেকে ভগবান ভাবেননা, তাই শিববাবা বলেন - বাচ্চারা, এ হল তোমাদের কল্ল-কল্লের পাট। তোমরাও বলবে যখন ধর্মের গ্লানি হয় তখন বাবা আসেন। এখন বাবা এসেছেন এবং আমরা বাবার কাছে বর্সা নিচ্ছি। নিমন্ত্রণ পত্রে লৌকিক পিতার হৃদের বর্সা ও পারলৌকিক পিতার বর্সার পয়েন্ট খুব ভালো লেখা আছে। বেহদের পিতার কাছে বেহদের বর্সা প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্মী নারায়ণকে বেহদের বর্সা কে দিয়েছেন? বাবা দিয়েছেন। তো এইসব হল বোঝার বিষয়। আমাদের এই কষ্ট সহ্য করার পাটও আছে। ২১ জন্মের জন্যে বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। তারজন্য পরিশ্রম তো করতে হয়। গায়ন আছে সান শোজ ফাদার, স্টুডেন্ট শোজ টিচার। এখন হল তোমাদের রিয়াল পাট। তোমরা বোঝাতে পারো তিনি হলেন আমাদের বাবা, টিচার, সদগুরু। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ রচয়িতা। সকল জীবাত্মার পিতা। ওঁনাকে সর্বব্যাপী কিভাবে বলা হবে! বাবা তো উপরে অবস্থান করেন তাই তো দুঃখে সবাই ওঁনাকেই স্মরণ করে। তিনি তখন আসেন যখন ধর্মের গ্লানি হয়। বাবা বলেন আমাদের জন্মভূমি ভারতের বাসিন্দা যখন দুঃখী হয় তখন আমায় আসতে হয়। পরমাত্মার জন্মভূমি হল ভারত। এই শব্দটি কারো মুখ থেকে কখনোই বের হবে না। যদি সবাই পরমাত্মা হয় তাহলে সবার জন্মভূমি ভারত হবে। বাবা বলেন সব প্রিন্সিপ্ট-দের আমি মুক্তি ধামে নিয়ে যাই। যখন তারা জানতে পারে যে আমাদের মুক্তি দাতা হলেন বাবা, তিনি ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন তখন ভারত সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ স্থানে পরিণত হয়। যদি তারা জেনেও যায় তবুও আসবে কিভাবে! সবাই তো ভারতে আসতে পারবেনা। এত অল্প নেই ভারতে। এই কথা শুনে তোমরা খুব খুশি হবে অহো, আমাদের বাবা, যিনি গুরুদেরও মুক্তি দেন ওঁনার জন্ম ভারতে হয়! নলেজ দ্বারা চিনতে পারবে, আর কি দেখবে! ব্রাহ্মণের দেহে যখন কারো আত্মার আগমন হয় তখন তার গলার স্বরে চেনা যায় তাইনা। না বললে চিনবে কিভাবে? কথা বললে জানতে পারবে - ঠিক, এ হল অমুক আত্মা। শিববাবাও যখন নলেজ প্রদান করেন তখনই তো জানা যায় শিববাবা বলছেন। জ্ঞান ইনি তো দিতে পারেন না। এইসব বাবা ছাড়া কেউ বোঝাতে পারবেনা।

কখনো কখনো কেউ বলে - আমরা শিববাবার সঙ্গে কথা বলি, কিন্তু তাঁকে চিনব কিভাবে ? বুঝতেও পারা যাবেনা। বুদ্ধি দ্বারা বোঝা উচিত যে এই নলেজ বাবা ছাড়া কেউ দিতে পারেনা। দেখো, কোথায় কোথায় কন্যারা বাবার সাথে দেখা না হওয়ায় কষ্ট পাচ্ছে - শিববাবার সঙ্গে দেখা করতে চায়। নিশ্চয়ই ঔনার শক্তি আছে যে আকৃষ্ট হয়, টান উৎপন্ন হয়। তখন তাদের শ্বেত বস্ত্র ধারী স্বরূপের সাক্ষাৎকার করানো হয়। তাই বাবা কখনো আমাদের বস্ত্র পরিবর্তন করতে দেন না। ঔনার নলেজ দ্বারা জানা যায়। অনেকের বিভিন্ন ধরনের সাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু তাতে লাভটা কি ? তোমাদের প্রয়োজন নলেজ । এই নলেজ অন্য কেউ দিতে পারেনা। অতএব এইসব হল গুপ্ত পাট। বলা হয় - আমি আত্মার রূপ ধারণ করে এর মধ্যে প্রবেশ করি। তো এই এত নলেজ বাবা-ই প্রদান করেন। আমরা কি কিছু জানতাম ! বাবা দেখো কত কামাল করেন ! বলেন - আমায় নিজের উত্তরাধিকারী করো। আমি তোমাদের এত সেবা করব যে তোমাদের সন্তানও এত কখনো করতে পারবেনা। আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করব। তবুও যদি উত্তরাধিকারী না কর তাহলে বলা হবে ভাগ্য। তোমরা কন্যারা জানো - আমরা শিববাবার কাছে বর্ষা নিতে এখানে এসেছি। শিববাবাকে এবং বৈকুণ্ঠকে তোমরা ছাড়া দিব্য দৃষ্টি দ্বারা কেউ দেখতে পারেনা। জ্ঞান তো খুব ক্রিয়ার প্রাপ্ত কর তাইনা। আমাদের বাবা রাজ যোগ শেখাচ্ছেন। সর্বোচ্চ বর্ষা হল বৈকুণ্ঠের বাদশাহী। তাও পড়াশোনা করে প্রাপ্ত হয়। অন্য কেউ রাজ যোগ শেখাতে পারেনা। আমরা নর থেকে নারায়ণে পরিণত হই। এই রাজ যোগ শেখানো হয় অন্ত সময়ে তবেই তো সত্যযুগে রাজা রানী হবে। মিসাইলের যুদ্ধ বিখ্যাত। গীতা দ্বারা দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়েছে। সেই সময়ে অন্য ধর্ম ছিলনা। সেসব কোথায় যায় ? বিনাশ হয়। খুব সহজ কথা। ট্রেনে তোমরা বাস্কারা অনেক সার্ভিস করতে পারো তবু প্রজা তো তৈরি হয়েই যাবে। গাড়ির কম্পার্টমেন্ট তোমাদের প্রজা হয়ে যাবে। বসে শুনে তাদের খুব ভালো লাগবে। লিটারেচার হাতে থাকা উচিত। সাথে প্রিয় শ্রী কৃষ্ণও থাকা উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাস্কাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাস্কাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) ২১ জন্মের জন্যে ভাগ্য নির্মাণ করতে শিববাবাকে নিজের উত্তরাধিকারী করতে হবে। প্রতিটি কর্ম দ্বারা পিতা, শিক্ষক, সদগুরু - তিনটি রূপের শো করতে হবে।

২) ক্রিয়ার জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে - তাই সাক্ষাৎকারের আশা রাখবেনা। সাক্ষাৎ সর্ব সমর্থ পিতা আমাদের সঙ্গে আছেন - তাই বাধা বিঘ্ন দেখে ঘাবড়াবেনা।

বরদান :- অলৌকিক স্বরূপের স্মৃতি দ্বারা অলৌকিক কর্ম সম্পাদনকারী সদা সমর্থ আত্মা ভব

ব্যাখ্যা: ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ অলৌকিক, হীরে তুল্য অমূল্য জীবন। এই অলৌকিক জীবনের স্মৃতি দ্বারা বা অলৌকিক স্বরূপে স্থিত থাকলে সাধারণ চলন, সাধারণ কর্ম হতে পারেনা। যা কর্ম করবে সেসব অলৌকিক-ই হবে কারণ যেমন স্মৃতি তেমন স্থিতি হয়। স্মৃতিতে যেন থাকে একমাত্র বাবা দ্বিতীয় নয় কেউ। তাহলেই বাবার স্মৃতি সদা সমর্থ করে দেবে ফলে প্রতিটি কর্মও শ্রেষ্ঠ, অলৌকিক হবে।

স্লোগান - স্ব-উন্নতির যথার্থ চশমা পরে নাও তাহলে সকলের বিশেষত্ব দেখতে পাবে।

---

মাতেশ্বরী দেবীর মধুর মহাবাক্য

"সৃষ্টির আদি কেমন হবে"

অনেক মানুষ এই প্রশ্ন করে যে পরমাত্মা সৃষ্টির রচনা কিভাবে করেছেন ? আদি কালে কোন্ মানুষের রচনা করেছিলেন এখন তার নাম রূপ বুঝতে চাইছে। এইবার এই সম্বন্ধে তাদের বোঝান হয় যে পরমাত্মা সৃষ্টির আদি করেছেন ব্রহ্মা দেহের দ্বারা, প্রথম মানুষ ব্রহ্মাকে রচনা করেন। সুতরাং যিনি পরমাত্মা স্বয়ং সৃষ্টির আদি করেছেন তিনি অবশ্যই এই সৃষ্টিতে নিজের পাট প্লে করেছেন। এবার পরমাত্মা কিভাবে পাট প্লে করেছেন ? প্রথমে তো পরমাত্মা সৃষ্টির রচনা করেছেন, তাতেও সর্ব প্রথম ব্রহ্মাকে রচনা করেছেন অর্থাৎ ব্রহ্মার হল পবিত্র আত্মা, সেই আত্মা গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ হয়েছে, সেই দেহের আধারে দেবী দেবতাদের সৃষ্টির স্থাপনা করেছেন। সুতরাং দৈবী সৃষ্টির রচনা ব্রহ্মা দেহের আধারে করেছেন, অতএব দেবী দেবতাদের আদি পিতা হলেন ব্রহ্মা, যিনি ব্রহ্মা তিনি শ্রীকৃষ্ণ হন সেই শ্রীকৃষ্ণের শেষ জন্ম হল ব্রহ্মা দেহে জন্ম। এইভাবেই সৃষ্টির নিয়ম চলছে। এখন সেই আত্মা সুখের পাট পূর্ণ করে দুঃখের পাটে আসে তো রজো তমো অবস্থা পার করে শুদ্ধ থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত হয়। তাহলে আমরা হলাম ব্রহ্মাবংশী ও শিব বংশী প্রকৃত ব্রাহ্মণ। এবার ব্রহ্মা বংশী তাদের বলা হয় - যারা ব্রহ্মার দ্বারা অবিনাশী জ্ঞান প্রাপ্ত করে পবিত্র হয় ফলে এই কথাটি প্রমাণিত হয় যে এই সৃষ্টির আদি পিতা হলেন ব্রহ্মা বাবা। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা - " মোস্ট সুইটেস্ট" বাবা এই তিক্ততার দুনিয়াকে পরিবর্তন করে মিষ্টি করে তোলেন। তোমাদেরও মিষ্টি বাবা আর বর্সাকে স্মরণ করে খুব মিষ্টি হতে হবে"

প্রশ্ন :- নিজেকে পারফেক্ট করে তোলার জন্য বাবা কোন্ কোন্ যুক্তি শুনিয়েছেন ?

উত্তর :- নিজেকে পারফেক্ট করে তোলার জন্য সততার সঙ্গে নিজেকে যাচাই কর : -

১ - আমার মধ্যে এখনও কি কি দোষত্রুটি রয়েছে ?

২ - সারাদিন মনসা, বাচা, কর্মণা দ্বারা কাউকে দুঃখ দিচ্ছি না তো ?

৩ - বাবাকে স্মরণ করে শক্তি নিয়ে ভিতরে জমে থাকা ভুতদের বের করে দেবার পুরুষার্থ কি করছি ?

৪ - অন্যদের সেবা করার সাথে সাথে কি নিজের সেবাও করছি ?

৫ - কতটুকু সময় বাবার স্মরণে থেকে পরম সুখের অনুভূতি লাভ করি ? কতখানি সতোপ্রধান হতে পেরেছি ?

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করছেন মিষ্টি বাচ্চারা, ভবিষ্যতে নিজের পুরুষোত্তম ( শ্রেষ্ঠত্ব, অমূল্য ) মুখ কি দেখতে পাম্ছ ? পুরুষোত্তম ( শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ) শরীর কি দেখতে পাও? বুঝতে পেরেছ যে আমি, ভবিষ্যতের নতুন সত্যযুগী দুনিয়াতে এই ( লক্ষ্মী নারায়ণ ) এর বংশে আসব অর্থাৎ সুখধামে যাব বা পুরুষোত্তম হব । স্টুডেন্টস যখন পড়াশোনা করে বুদ্ধিতে থাকে যে, আমি অমুক হব ;তোমরাও জানো যে আমরা বিষ্ণু রাজবংশে যাব, কেননা বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী নারায়ণ । এখন তোমাদের হল অলৌকিক বুদ্ধি, আর কারও বুদ্ধিতে এই অলৌকিকতা ঢুকবে না। এখানে তোমরা জান আমরা প্রকৃত শিবপিতার সাথে বসে আছি । উঁচু থেকে উঁচু ( শ্রেষ্ঠ, সর্বোচ্চ ) বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । উনি হলেন ভীষণ মিষ্টি, ওঁনার মতো মিষ্টি বাবাকে আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করা উচিত, কেননা বাবা বলেন, বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা পুরুষোত্তম হবে আর জ্ঞান রত্ন ধারণ করলে ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য পদমপতি হতে পারবে । যেমন বাবা তেমনই তাঁর আশীর্বাদ । বর প্রাপ্তি হবে মিষ্টি মিষ্টি প্রেমিকাদের অথবা মিষ্টি মিষ্টি বাধ্য সন্তান যারা হবে । মিষ্টি বাচ্চাদের দেখে বাবা খুশি হন ।

বাচ্চারা জানে এই সৃষ্টি রূপী নাটকে সবাই পার্ট বাজাচ্ছে । বেহদের বাবাও এই অনন্ত ড্রামায় তোমাদের সম্মুখে পার্ট বাজাচ্ছেন। মিষ্টি বাবার মিষ্টি বাচ্চারা নিজেদের মিষ্টি বাবার সম্মুখে দেখছে । আত্মাই এই শরীরের অরগ্যান্স দ্বারা একে অপরকে দেখে, সুতরাং তোমরা হলে সুইট বাচ্চা। বাবা জানেন আমি বাচ্চাদের অনেক মিষ্টি বানাতে এসেছি । লক্ষ্মী নারায়ণ কতো মিষ্টি তাই না! এনাদের রাজধানীও মিষ্টি, তেমনই মিষ্টি প্রজারা । যখন মন্দিরে যাও তখন ওনাদের কতো মিষ্টি লাগে দেখতে, কোথাও মন্দির খুললে আমরা মিষ্টি দেবতাদের দর্শন করি । দর্শনকারীরা বোঝে যে, এনারাই স্বর্গের মালিক ছিলেন । শিব মন্দিরে কতো মনুষ্য যায়, কেননা তিনি হলেন মিষ্টি থেকে মিষ্টির, ঐ মিষ্টি শিববাবার কত মহিমা করা হয় । তোমাদেরও খুব মিষ্টি হতে হবে । সবচেয়ে মিষ্টি বাবা তোমরা বাচ্চাদের সম্মুখে ছদ্মবেশে এসে বসেছেন । ওঁনার মতো মিষ্টি আর কেউ নেই, বাবা যেন মিষ্টির পাহাড়। সুইট বাবা এসেই এই তিক্ত দুনিয়াকে পরিবর্তন করে মিষ্টি করে তোলেন। বাচ্চারা

জানে মিষ্টি বাবাই আমাদের খুব মিষ্টি বানাচ্ছেন, অবিকল নিজের মতো করে তৈরি করেন । যে যেমন হবেন সেরকমই বানাবেন তাই না! সুতরাং এমন মিষ্টি হওয়ার জন্য মিষ্টি বাবা আর মিষ্টি বর্সাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা বারবার বাচ্চাদের বলছেন মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে অশরীরী মনে করে আমাকে স্মরণ কর, আমিও প্রতিজ্ঞা করছি স্মরণেই তোমাদের সব দুঃখ যন্ত্রণার অবসান হবে । তোমরা চির হেল্দি আর ওয়েল্দি হয়ে যাবে । তোমরা খুব মিষ্টি হয়ে উঠবে । আত্মা মিষ্টি হলে, শরীর ও মিষ্টি ( পবিত্র ) পাবে । বাচ্চাদের এই নেশাতেই থাকা উচিত যে আমি মোস্ট বিলাভেড বাবার সন্তান, সুতরাং আমাকে বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । অতি প্রিয় মিষ্টি বাবা আমাদের মিষ্টি করে গড়ে তুলছেন । বাবা বলেন, তোমাদের মুখ থেকে যেন সবসময় স্তন্য বেরোয় । কোনও কটু কথা যেন না বেরোয় । যত মিষ্টি হতে পারবে ততই বাবার নাম উচ্ছল হবে তোমরা বাবাকে ফলো করলে অন্যরাও তোমাদের ফলো করবে। বাবা তো শিক্ষকও তাই না ! শিক্ষক যখন নিশ্চয়ই বাচ্চাদের শিক্ষা দেবেন । বাচ্চারা স্মরণের চার্ট তৈরি করে নিজেদের কাছে রাখ । যেমন ব্যাপারীরা রাতে তাদের একাউন্ট চেক করে । তোমরা ব্যবসায়ীরাও বাবার সাথে কত বড়ো কারবার করছ । যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই অগাধ সুখ প্রাপ্তি করবে । সত্যপ্রধান হবে। প্রতিদিন নিজেকে যাচাই কর, যেমন নারদকে বলা হয়েছিল নিজেকে দেখ, "লক্ষ্মীকে বিবাহ করার উপযুক্ত কিনা" । তোমাদেরও দেখতে হবে আমি এর উপযুক্ত কিনা, যদি না হই তবে আমার মধ্যে কি কি দোষত্রুটি এখনও রয়েছে ? কেননা তোমরা বাচ্চাদের পারফেক্ট হতে হবে । বাবা এসেইছেন পারফেক্ট করে তুলতে । সত্যতার সঙ্গে নিজেকে যাচাই কর যে , আমার মধ্যে কি কি কমজোরি রয়েছে ? যার কারণে বুঝতে পারছি যে উঁচু পদ প্রাপ্তি লাভ করতে পারব না । এই ভুতদের ( অবগুণ ) তাড়াবার যুক্তি বাবা তো বলতেই থাকেন । বাবা বসে সব আত্মাদের দেখেন, কারও কমজোরি দেখলেই বাবা তাকে কারেন্ট ( শক্তি ) দিয়ে বিঘ্ন থেকে মুক্ত করেন । যত বাবার সহযোগী হয়ে বাবার মহিমা করবে ততই ভুত পালাতে থাকবে আর খুশি অনুভব করতে পারবে, তাই সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে যাচাই কর । সারাদিন মনসা, বাচা , কর্মণা দ্বারা কাউকে দুঃখ দাওনি তো ? সাক্ষী হয়ে নিজের চলন ( আচরণ ) দেখতে হবে। অন্যদের চলন ও দেখতে পার কিন্তু প্রথমে নিজের চলন দেখতে হবে । শুধু অন্যের চলন দেখলে নিজেরটা ভুলে যাবে । প্রত্যেককে নিজের সার্ভিস ( সেবা ) করতে হবে । অন্যকে সার্ভিস দেওয়া মানেই নিজেকে সার্ভিস দেওয়া। তোমরা শিববাবার জন্য সার্ভিস করনা । শিববাবার তো আসেন তোমাদের সার্ভিস দিতে ।

মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা মূল্যবান হীরা তৈরি হও। মূল্যবান হীরার অলঙ্কার সুরক্ষার জন্য ব্যাঙ্কে রাখা হয় । তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাও হলে মূল্যবান হীরা, যারা শিববাবার ব্যাঙ্কের নিরাপদ ছত্রছায়ায় বসে আছে । তোমরা জানো দুনিয়ার সব মানুষকেই মরতে হবে, কিন্তু তোমরা বাবার নিরাপদ ছত্রছায়ায় থেকে অমর হয়ে যাও । তোমরা কালের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে চলেছ । শিববাবার হওয়া মানেই সেফ ( নিরাপদ ) হয়ে গেছ । বাকি উঁচু পদ প্রাপ্তি করতে হলে পুরুষার্থ করতে হবে । দুনিয়াতে মানুষের কাছে যতই ধন দৌলত থাকুক না কেন তা বিনাশ হবেই , কিছুই থাকবে না । তোমরা বাচ্চাদের কাছেও এখন কিছুই নেই, শরীরও নেই । এই শরীর বাবারই দেওয়া । সুতরাং যাদের কাছে কিছুই নেই তাদের কাছেই যেন সবকিছু আছে । তোমরা ভবিষ্যতের নতুন জগতের জন্য বেহদের বাবার সাথে সওদা ( চুক্তি ) করেছ । তোমরা বলো – বাবা দেহ সহিত যা কিছু নীচতা আছে সব তোমাকে দিয়ে দিলাম, আর ওখানে তোমার কাছ থেকে সবকিছুই নেব। সুতরাং তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছ । তোমাদের যা কিছু সব বাবার সিন্দুকে সুরক্ষিত হয়ে গেল । তোমরা

বাচ্চাদের কত খুশি হওয়া উচিত, খুব অল্প সময় আছে তারপর আমরা নিজেদের রাজধানীতে ফিরে যাব। কেউ তোমাদের জিজ্ঞাসা করলে বলবে আমরা তো বেহদের বাবার কাছ থেকে সুখের বর্সা নিচ্ছি। চির হেল্দি ওয়েল্দি হচ্ছে। আমাদের সর্ব মনোকামনা পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। বাবা জানেন, এই সময় কেউ সম্পূর্ণ নয়, মায়ার সাথে যুদ্ধ তোমাদের শেষ পর্যন্ত চলবে। যুদ্ধ তখনই বন্ধ হবে যখন মহাযুদ্ধ শুরু হবে, তারপরই ফলাফল জানা যাবে। নিজের প্রতি অনেক নজর দিতে হবে। দেখতে হবে কতটা সময় আমরা বাবাকে স্মরণ করি। বাবা জানেন কিছু বাচ্চার তো স্মরণ করার সময় হয়না। বাবা বলেন, আমাকে প্রেমপূর্বক স্মরণ কর, তারপরও স্মরণ না করলে তো এটাই বুঝব সময় নেই। মায়া পুরো গ্রাস করে নেয়, বাবাকে স্মরণ করার সময় দেয়না। স্মরণের যাত্রার উপরই সব নির্ভর করছে। স্মরণেই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে, স্মরণ ভুলিয়ে দেয়, তাই বাবা বুঝিয়ে বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, দেহী অভিমানী হও। যোগের শক্তি সঞ্চয় করে যদি কাউকে কিছুটা বোঝাও তাহলেও ঝট করে অনুভব হবে। যার তীর লাগবে সে একেবারেই ঘায়েল হয়ে যাবে। প্রথমে ঘায়েল হবে তারপর বাবার হয়ে যাবে। আন্তরিক ভাবে বাবাকে স্মরণ করলে বাবাও চেষ্টা করেন। কেউ কেউ তো একদমই স্মরণ করে না, বাবার করুণা হয় তাদের প্রতি, তবুও বাবা বলেন, উল্লসিত লাভ করতে থাকো। পূর্ববর্তী নশ্বরে এগিয়ে যাও। যত উঁচু পদ পাবে ততই কাছে এগিয়ে যাবে আর অনন্ত সুখ অনুভব করবে। পতিত পাবন তো এক বাবা-ই, সুতরাং এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। শুধু বাবা নয়, সাথে সুইট হোমকেও স্মরণ করতে হবে, সুইট হোমের সাথে ঐশ্বর্য সম্পদও চাই, তাই স্বর্গ ধামকেও স্মরণ করতে হবে। পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। যতটা সম্ভব অন্তর্মুখ হতে হবে। বেশি কথা না বলে শান্ত হতে হবে। বাবা বাচ্চাদের শিক্ষা দেন যে, বাচ্চারা অশান্তি ছড়িও না। নিজের গৃহস্থ পরিবারে শান্তিপূর্ণ ভাবে বাস কর, অন্তর্মুখ হয়ে থাক। মধুর বাক্য বোলো, কাউকে দুঃখ দিও না, ক্রোধ কোরো না। ক্রোধের ভুত থাকলে স্মরণ হবে না। বাবা কত মিষ্টি, তাই বাচ্চাদের বোঝান অতি মিষ্টি হও, বারমুখো নয়, অন্তর্মুখী হও। বাবার মতো প্রিয় আর পবিত্র হতে হবে। আন্তরিকতার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা তুমি আমার জীবনে অদ্বিতীয়। বাবার মতো প্রিয় আর কেউ নেই। তোমরা প্রত্যেকে হলে ঐ এক মাশুকের আশিক। সুতরাং ঐ মাশুকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেছেন, শরীর ধারী আশিক - মাশুক ( প্রেমিক, প্রেমিকা ) কেউ একসাথে থাকে না, একবার দেখা হলো ব্যাস। এমনটা নয় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা মামেকম্ স্মরণ করলে জীবন তরী পার হয়ে যাবে। যে মিষ্টি বাবার দ্বারা আমরা হীরা হয়ে উঠি, সেই বাবার প্রতি কতটা ভালবাসা থাকা উচিত। বাবার স্মরণে একান্ত হলে অন্তর্মন একদম শীতলতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠা উচিত, রোমাঞ্চিত হওয়া উচিত। যা কিছু দোষত্রুটি আছে সব শেষ করে ডায়মন্ড হয়ে উঠতে হবে। একটুও কমতি যদি থাকে মূল্য কমে যাবে। নিজেকে মূল্যবান হীরে তুল্য করে তুলতে হবে। বাবাকে স্মরণ করার কথা ভুলে না গিয়ে আরও স্মরণের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠা উচিত। বাবা বাবা বলে তাঁর স্নেহে লীন হয়ে যাও। তোমরা বাচ্চাদের এটাও নিশ্চয় আছে যে, বেহদের বাবার দ্বারাই আমরা স্বর্গের মালিক হতে যাচ্ছি। স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য অপার খুশি অনুভব হয়। বাবা বসে বাচ্চাদের দেখেন যে, এর মধ্যে কি কি গুণ আছে আর কি কি অবগুণ আছে? বাচ্চারাও জানে আর তাই বাবা বলেন, নিজেদের দোষত্রুটি নিজেরা লিখে নিয়ে এসো। সম্পূর্ণ তো কেউ হয়নি, কিন্তু হতে হবে। কল্প কল্প ধরে হয়েছ। বাবা বোঝান প্রধান দুর্বলতা হল দেহ অভিমানের। দেহ অভিমানই বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এগোতে দেয়না, তাই এই শরীরকে ভুলতে হবে। এই পুরানো শরীর ছেড়ে যেতে হবে। দৈবী গুণও এখানেই ধারণ করতে হবে। যেতেই যখন হবে অবশিষ্ট দাগটুকুও যেন না থাকে। তোমরা হীরে

তুল্য হতে যাচ্ছ সুতরাং কি কি দাগ আছে তা তোমরা জান । ঐ হীরে থেকে দাগ তো বের করা যাবে না কারণ ওটা হল জড় বস্তু, তাই তাকে কাটতে হয় । তোমরা হলে চৈতন্য হীরে তাই যেটুকু দাগ আছে তাকে মিটিয়ে দিয়ে দাগহীন হতে হবে । দাগ না মেটালে মূল্য কম হয়ে যাবে । তোমরা চৈতন্য হওয়ার কারণে দাগকে মিটিয়ে ফেলতে পার । তোমরা বাচ্চারা এই অবিনাশী পার্ট অক্লান্ত হয়ে বাজাতে সক্ষম, কখনও ক্লান্ত হওনা । তোমরা জান আমরা অসংখ্য বার এই চক্রে এসেছি । কত আশ্চর্যজনক খেলা । এই আশ্চর্যজনক খেলাকে বুঝতে পারলে কত খুশি অনুভব হয় । ঐ খেলা ( হদের ) দেখে শুধুই খুশি হওয়া যায়, প্রাপ্তি হয়না কিছুই ।

এই খেলাকে বুঝে তোমরা খুশিও হও আর বিশ্বেরও মালিক হও । আর তাই বাবা রোজ বোঝান যে, মিষ্টি বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হও । এই শরীরে থেকেও মনে কর এই শরীর আমার নয়, এতো শেষ হয়ে যাবে । আমাদের বাবার কাছে যেতে হবে । দেহী অভিমানী হওয়ার প্রচেষ্টা তোমাদের থাকা উচিত । এই পুরানো শরীরের প্রতি মমত্ববোধ মিটিয়ে ফেলতে হবে । এখন তো ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । এবার ঘরে ফিরতে হবে । বাচ্চাদের এটাই বুদ্ধিতে থাকা উচিত । সময় তো অনেক বেঁচে যায় । ৮ ঘন্টা কাজকর্ম কর, ৮ ঘন্টা বিশ্রাম নাও বাকি ৮ ঘন্টা বাবার সাথে বার্তালাপ, রুহরিহান করো । রুহানী সেবা করো । মায়ার ভূত ভিতরে থাকলে কখনও সফল হতে পারবে না । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত -পিতা বাপ দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দেহ সহ যা কিছু দোষত্রুটি আছে সব শিববাবার ব্যাঞ্জে জমা করে ভবিষ্যতের জন্য বেহদের সুখের বর্ষা নিতে হবে ।

২) বেদাগ হীরা হওয়ার জন্য অন্তর্মুখী হয়ে দেহ অভিমানের মমত্ববোধ মিটিয়ে ফেলতে হবে । অশান্ত হয়ে অশান্তির প্রকম্পন প্রবাহিত করা উচিত নয় ।

বরদান :--- স্ব-ইচ্ছা আর দৃঢ় সংকল্প দ্বারা এক মুঠো দিয়ে পদমণ্ডল নিতে সমর্থ সুকৌশলী (চতুরসুজান, সব চেয়ে চালাক) ভব

সুকৌশলী বাচ্চারা মাটি মিশ্রিত শুকনো একমুঠো চাল দিয়ে পদমণ্ডল ভাগ্য নির্মাণ করতে সমর্থ । একমুঠো চালের বিনিময়ে সর্ব শক্তি, সর্ব খাজানা, সম্পদ, ৩৬ প্রকারের ভিন্নতর প্রাপ্তি লাভ করে। কিছু বাচ্চা আছে যারা দেওয়ার সময় সুদামার মতো বগলে লুকিয়ে রাখে । বাবা জোর করে বের করে নিতে পারেন কিন্তু জোর করে নেওয়ার বিনিময়ে তেমন কিছু প্রাপ্তি হয়না, আর তাই স্ব-ইচ্ছা আর দৃঢ় সংকল্প দ্বারা এক দিয়ে পদমণ্ডল নাও, একেই বলে কুশলতা বা চতুর বুদ্ধি । এই দানেই কল্যাণ লুকিয়ে আছে ।

স্নোগান :-- সাক্ষী রূপে সব কিছুর থেকে আলাদা হয়ে (ন্যারা) প্রতিটি খেলাকে দেখতে সমর্থরাই সাক্ষী দ্রষ্টা হয়।



### সঙ্গমযুগ হলো বাবা এবং বাচ্চাদের মিলনের যুগ

আজ, তোমরা সবাই মিলন মেলা উদযাপন করতে এখানে পৌঁছে গেছ । এই মেলা বাবা আর বাচ্চাদের মধুর মিলন মেলা । যে মিলন মেলার জন্য অনেক আত্মারা বিভিন্ন রকম মেহনত করেও, ঈশ্বর অসীম, তাঁর সঙ্গে মিলন হওয়া অসম্ভব বা মুশকিল , এইরকম বিশ্বাস লালন করতে করতে তারা প্রতীক্ষাতেই থেকে গেছে । কবে মিলন হয় - এই আশায় চলতে থাকে আর এখনো চলছেই চলছে । এইরকম অনেক অন্য আত্মারাও বিয়োগের গীত গাইতে থাকে, কবে মিলন হবে, কবে তিনি আসবেন, কবে তারা তাঁকে খুঁজে পাবে ! তারা সবাই বলে, কখন , সেখানে তোমরা বলো এখন । তারা বিয়োগী আর তোমরা সহজ যোগী । সেকেন্ডে মিলনের অনুভবকারী । এখনও যদি তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করে কখন এবং কতো সময়ের মধ্যে মিলন হতে পারে, তবে তোমরা কি বলবে ? তোমরা নিশ্চয় এবং প্রবল আগ্রহে বলবে, বাবার সাথে বাচ্চাদের মিলন হওয়া কখনও মুশকিল হতে পারেনা । সদা সহজভাবে তাঁর সাথে তোমাদের মিলন হতে পারে । সঙ্গমযুগই তো বাবা আর বাচ্চাদের মিলনের যুগ । নিরন্তর মিলনে থাকো, তাই না ! এটাই তো মেলা । মেলা অর্থাৎ মিলন । সুতরাং, খুব উৎসাহের সাথে বলবে, তোমরা বলো মেলা, কিন্তু আমরা অনুক্ষণ তাঁর সাথেই থাকি, অর্থাৎ বাবার সাথেই ভোজনপান করি, তাঁর সাথেই চলি, তাঁর সাথেই খেলি, তাঁরই পালনায় থাকি । এত নেশা থাকে তোমাদের ? তারা জিজ্ঞাসা করে, পরমাত্মা বাবার সাথে কিভাবে তোমাদের স্নেহ হতে পারে, তাঁর সাথে কিভাবে তোমাদের মন লাগে ! তখন তোমাদের হৃদয় থেকে আওয়াজ বার হয়, মন কিভাবে লাগে সেটা তো কোনো ব্যাপারই নয়, কারণ মনই তো তাঁর হয়ে গেছে । তোমার মন কি এখনো তোমার নিজের আছে যে বলো, মন কিভাবে লাগবে ? একবার যখন মন বাবাকে দিয়ে দিয়েছো, তাহলে মন কার হলো ? তোমার নাকি বাবার ? মনই যখন বাবার হয়ে গেছে তখন এই প্রশ্নই থাকবে না যে তাঁকে মন কিভাবে দেবো ? এমনকি এই প্রশ্নও উঠতে পারেনা, কিভাবে তাঁকে ভালোবাসো, কারণ, তুমি তো ভালোবাসায় নিরন্তর লাভলীন হয়ে থাকো, প্রেমস্বরূপ হয়ে গেছ । মাস্টার ভালোবাসার সাগর হয়ে গেছ , সুতরাং, তোমাকে ভালোবাসতে হয়না, তুমি ভালোবাসার প্রতিমূর্তি হয়ে গেছ । সারাদিন কি অনুভব করো ? ভালোবাসার তরঙ্গ স্বতঃই উতাল হয়ে ওঠার অনুভব করো । জ্ঞান সূর্যের কিরণ বা প্রকাশ যত বাড়তে থাকে ততই বেশি ভালোবাসার তরঙ্গ জেগে ওঠে । অমৃতবেলায় জ্ঞান সূর্যের মুরলি কি কাজ করে ? অনেক তরঙ্গ জাগিয়ে তোলে, তাই না ! সবাই তোমরা এর অনুভাবী, তাই তো ? জ্ঞানের, ভালোবাসার, সুখের, শান্তির এবং শক্তির তরঙ্গ জেগে ওঠে আর তোমরা সেই তরঙ্গে ডুবে যাও । এই অলৌকিক বরসা তোমরা প্রাপ্ত করে নিয়েছো, তাই না ! এটাই ব্রাহ্মণ জীবন । তরঙ্গে নিমজ্জমান হয়ে সাগর সমান হয়ে যাবে । এইরকম মিলনমেলা পালন করো নাকি এখন পালন করতে এসেছো ? ব্রাহ্মণ হয়ে যদি সাগরে অন্তর্লীন হওয়া অনুভব না করো তাহলে ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব কি থাকলো ! এই বিশেষত্বকেই উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি বলা হয় । জাগতিক সমস্ত ব্রাহ্মণ এই অলৌকিক প্রাপ্তির অনুভবের জন্য তৃষ্ণার্ত ।

এখনও, সব তৃষ্ণার্ত বাচ্চারা বাপদাদার সামনে । বাপদাদার সামনে বেহদের হল । এই হলেও সবাই আসতে পারে না । বাচ্চারা সবাই দূরবীন নিয়ে বসে আছে । সাকারে দূরের দৃশ্য সামনে দেখার অনুভবে বাচ্চাদের সহজ এবং শ্রেষ্ঠ পূর্ণ প্রাপ্তি দেখে বাপদাদাও পুলকিত হন । সবাই তোমরা এতই

পুলকিত হও নাকি কখনো প্রসন্ন আর কখনো মায়ায় আকৃষ্ট ? মায়ার বিভ্রান্তিতে আটকে পড়ো না তো ? সংশয় দল-দলে বানিয়ে দেয় । তোমরা এখন দলদল থেকে বেরিয়ে হৃদয়-সিংহাসনাসীন হয়েছো, তাই না ! ভাবো, কোথায় দলদল আর কোথায় হৃদয়সিংহাসনাসীন ! তোমরা কোনটা পছন্দ করবে ? চিংকার নাকি সিংহাসনে চড়ে বসা ? সিংহাসনই তো পছন্দ, তবে কেন দলদলের দিকে চলে যাও ? দলদলের কাছে গেলে দূর থেকেই দলদল নিজের দিকে আকৃষ্ট করে ।

নিজেদের নতুন ভেবে এখানে এসেছো নাকি নিজেদের প্রতি কল্পের অধিকারী ভেবে এখানে এসেছো ? নতুনরা এসেছো, তাই না ! পরিচিত হওয়ার জন্য নতুন বলা হবে, কিন্তু চেনার ক্ষেত্রে তো নতুন নও, তাই না ! স্বীকৃতির তৃতীয় নেত্রের প্রাপ্তি হয়েছে নাকি এখন প্রাপ্ত করতে এসেছো ?

এখানে আসা সব বাচ্চারা, তোমাদের ব্রাহ্মণ জন্মের বার্থে গিফ্ট পেয়েছো নাকি তোমাদের বার্থে পালন করতে এখানে এসেছো ? তোমাদের বার্থে গিফ্ট হিসেবে বাবার থেকে তোমরা তৃতীয় নেত্র লাভ করো । তোমরা তৃতীয় নেত্র লাভ করো বাবাকে চিনতে । তোমরা জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে এবং তৃতীয় নেত্র পেয়েই তোমাদের মুখ থেকে প্রথম কি শব্দ বার হয় ? বাবা ! এর কারণ তোমরা চিনেছো, তবেই তো বলেছ বাবা । সবাই তোমরা বার্থে গিফ্ট পেয়েছো নাকি কারও বাকি থেকে গেছে ! সবাই পেয়েছো তোমরা, তাই না ? গিফ্ট সদা সামলে রাখতে হয় । বাপদাদার তো সব বাচ্চাই একে অন্যের থেকে অধিক প্রিয় । আচ্ছা ।

এইরকম সর্ব অধিকারী আত্মাদের, সদা সাগরের ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গে তরঙ্গিত হওয়া অনুভাবীমূর্ত বাচ্চাদের, সদা হৃদয় সিংহাসনাসীন বাচ্চাদের, সদা বাবার সাথে মিলন মেলা পালনকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সেইসঙ্গে দেশ-বিদেশের সেই বাচ্চাদের, যারা তাদের দূরবীন নিয়ে বসে আছে, বাপদাদাকে এখনও জানেনা, দুনিয়ার এমন বাচ্চাদেরও বাপদাদা স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন । সর্ব আত্মাদের যথা স্নেহ তথা স্নেহ সম্পন্ন স্মরণ-স্নেহ এবং সকল উত্তরাধিকারীদের নমস্কার ।

দাদীজির সাথে :- বাবার সঙ্গে রঙ লেগেছে । তুমি বাবা সমান হয়েছো । তোমার মধ্যে সদা কাকে দেখা যায় ? তোমার মধ্যে বাবা দৃশ্যমান হন । সুতরাং, বাবার সঙ্গে লাভ করেছো, তাই না ? যখন কেউ তোমাকে দেখে তো বাবা স্মরণে আসেন, কারণ তুমি তাঁর মধ্যে ডুবে আছো । সমাহিত হয়ে সমান হয়ে গেছ, এইজন্য বিশেষ স্নেহ আর সহযোগের ছত্রছায়া আছে । তোমার স্পেশাল পার্ট আছে এবং সুরক্ষার স্পেশাল ছত্রছায়া যা বিশেষভাবে খাস বতনে বানানো হয়েছে, সেইজন্যই তুমি সদা হালকা হয়ে থাকো । কখনো বোঝা মনে হয় তোমার ? ছত্রছায়ার মধ্যে আছো, তাই না ! সবকিছু খুব ভালো চলছে । তা'দেখে বাপদাদা আনন্দিত হন ।

গ্রুপের সাথে - অব্যক্ত বাপদাদার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারঃ -

১) সারা বিশ্বে তোমরা বিশেষ আত্মা, এই স্মৃতি সদা আগ্রত থাকে ? বিশেষ আত্মারা সেকেন্ডের জন্যও একতা সাধারণ সঙ্কল্প বা সাধারণ উক্তি করতে পারে না । এই স্মৃতিই তোমাদের সদা সমর্থ বানায় । তোমরা যে সমর্থ আত্মা, বিশেষ আত্মা এই নেশা আর খুশি বজায় রেখো । সমর্থ অর্থাৎ যারা ব্যর্থকে সমাপ্ত করে । সূর্য যেমন অন্ধকার এবং বর্জিতাংশ সমাপ্ত করে দেয়, ঠিক একইভাবে সমর্থ আত্মারা সমস্ত ব্যর্থকে সমাপ্ত করে দেয় । ব্যর্থের হিসেব সমাপ্ত হয়ে শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের হিসেব, শ্রেষ্ঠ কর্ম, শ্রেষ্ঠ বোল, সম্পর্ক এবং সম্বন্ধের হিসেব সদা বাড়তে থাকে । এইরকম অনুভব করেছো তোমরা

? 'আমি সমর্থ আত্মা' - এই স্মৃতি আসতেই ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে যায়। বিস্মৃতি হলেই ব্যর্থ শুরু হয়ে যাবে। তোমাদের স্মৃতিই তোমাদের স্থিতিকে বানায়। সুতরাং, স্মৃতিস্বরূপ হয়ে যাও। স্বরূপ কখনো ভোলা যায়না। তোমাদের স্বরূপ হলো স্মৃতিস্বরূপ তথা সমর্থের প্রতিমূর্তি। ব্যস্ ! এই অভ্যাস এবং এই গভীর নির্ভা প্রয়োজন। এমন গভীর নির্ভায় সदा মগ্ন - এটাই জীবন। কখনো কোনও পরিস্থিতিতে অথবা বায়ুমন্ডলে তোমাদের উদ্যম-উৎসাহ কম হবেনা। তোমরা সदा অগ্রবর্তী, কারণ সঙ্গমযুগ এমন একটা যুগ যখন তোমরা উদ্যম-উৎসাহ প্রাপ্ত করো। যদি সঙ্গমে তোমাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা না থাকে, তবে সারা কল্পে হতে পারেনা। এখন নয় তো কখনই নয়। ব্রাহ্মণ জীবনই উৎসাহ-উদ্দীপনার জীবন। যাকিছু প্রাপ্তি হয়েছে তা অন্যদের বিনিময়ে দিতে হবে। উৎসাহ সदा খুশির লক্ষণ। যাদের উৎসাহ আছে তারা সदा খুশি থাকে। আর সদাসর্বদা এই উৎসাহ থাকে যা কিছুর পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গেছি।

সদা অচল-অনড় স্থিতিতে থেকে অঙ্গদের মতো তুমিও শ্রেষ্ঠ আত্মা, এই নেশা আর খুশিতে থাকো, কারণ যারা সदा এক এর রসে ডুবে একরস স্থিতিতে থাকে তারা সदा অচল থাকে। যেখানে একাধিপতি সেখানে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। যেখানে দুইয়ের অস্তিত্ব সেখানেই দ্বিধা থাকে। একের অনুরাগী হয়ে স্বতন্ত্র থাকো (ন্যারে আউর প্যারে)। এক ব্যতীত অন্য কোথাও তোমার বুদ্ধি যেতে দিওনা। যখন একের মধ্যে সবকিছু প্রাপ্ত হতে পারে তখন অন্যদিকে যাওয়ার-ই কি দরকার! কতো সহজ মার্গ লাভ করেছে। একই ঠিকানা, একের থেকেই সর্ব প্রাপ্তি, আর কি-ই বা চাই! সবকিছু পেয়ে গেছ, ব্যস্! বাবাকে পাওয়ার ইচ্ছা ছিলো, তাঁকেই প্রাপ্ত করেছে। সুতরাং, এই খুশিতেই নাচতে থাকো, খুশির গীত গাইতে থাকো। দ্বিধাগ্রস্ত হলে কোনও প্রাপ্তি নেই, এইজন্য এক-এর মধ্যেই সারা সংসার অনুভব করো।

নিজেকে সदा হিরো পার্টধারী মনে করে সব কর্ম করো। যারা হিরো পার্টধারী হয় তাদের কতো খুশি থাকে, কিন্তু সেসবই হলো হদের পার্ট। তোমাদের সবার পার্ট বেহদের। কার সাথে তোমরা তোমাদের পার্ট প্লে করতে যাচ্ছ! কার সহযোগী তোমরা, কোন সেবার নিমিত্ত? এসব তোমাদের স্মৃতিতে থাকলে, তোমরা সदा উৎফুল্ল, সदा সম্পন্ন, সदा ডবল লাইট থাকবে। প্রতি পদে তোমাদের উন্নতি হতে থাকবে। তোমরা কি ছিলে আর কি হয়েছে! বাহ্ আমি! বাহ্ আমার ভাগ্য! সदा এই গীত গাও এবং অন্যদেরও শেখাও কিভাবে এই গীত গাইতে হয়। পাঁচ হাজার বছরের লম্বা রেখা টানা হয়ে গেছে, সুতরাং খুশিতে নাচো। আচ্ছা।

২) সदा একাধিপতি বাবার স্মরণে একরস স্থিতিতে থাকা তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মা, তাই না? তোমরা একরস আত্মা নাকি আর কোনও রস তার নিজের দিকে তোমাদের টানে? কোনও অন্য রস নিজের দিকে তো টানেনা, তাই না? তোমাদের তো আছেনই একেশ্বর। একের মধ্যে সব সমাহিত হয়ে আছে। যখন একাধিপতিই আছেন, অন্য কেউ নেই, তখন তোমরা যাবে কোথায়? কোনো কাকা, মামা তো নেই, তাই না! সবাই তোমরা কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে? এই প্রতিজ্ঞাই তো করেছিলে, সবকিছু শুধুই তুমি! কুমারী সবাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছো? তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছ আর বরমালা তোমাদের গলায় পরে নিয়েছ। প্রতিজ্ঞা করেছ আর বর পেয়ে গেছ। বরও পেয়েছ, ঘরও পেয়েছ। তাহলে বর আর ঘর পেয়ে গেছ তোমরা। কুমারীদের জন্য তাদের মা-বাবাকে কি ভাবতে হয়? যাতে তারা ভালো বর আর ঘর পেয়ে যায়। তোমরা তো এমন বর পেয়ে গেছ, যাঁর মহিমা

সারা জগৎ করে । ঘরও এমন পেয়েছ যেখানে অপ্রাপ্তি কোন বস্তু নেই । সুতরাং, ভালোভাবে বরমালা পরে নিয়েছ তো ? এমন কুমারীদের বলা হয় বিচক্ষণ । সর্বতোভাবে কুমারীরা তো বিচক্ষণই হয় । কুমারীদের দেখে বাপদাদা খুশি হন । কারণ তোমরা বেঁচে গেছ । যদি কেউ পতন হওয়া থেকে বেঁচে যায়, খুশি তো হবেই, তাই না ! মাতারা, যাদের পতন হয়েছিলো, তাদের ক্ষেত্রে বলা হবে, যারা পতিত হয়েছিল তারা বেঁচে গেছে । কিন্তু কুমারীদের জন্য বলা হবে পতন হওয়া থেকে বেঁচে গেছে । সুতরাং তোমরা কতো লাকি ! মাতাদের নিজেদের লাক, আর কুমারীদের নিজেদের লাক । মাতারা লাকি কারণ, তবুও তো তারা গো-পালকের গাভী ।

৩) সদা তোমরা মায়াজিৎ ? যারা মায়াজিৎ, তাদের বিশ্ব কল্যাণকারী

হওয়ার নেশা অবশ্যই থাকবে । এইরকম নেশা থাকে তোমাদের ? 'বেহদ সেবা' অর্থাৎ বিশ্ব সেবা' । সদা যেন এই স্মৃতি থাকে, 'আমরা বেহদ মালিকের বালক' । তোমাদের এই স্মৃতি সদা থাকে, কি হয়েছে, আর কি লাভ করেছে । ব্যস্ ! এই খুশিতে সদা এগিয়ে চলো । যারা এগিয়ে চলে তাদের দেখে বাপদাদা উৎফুল্ল হন ।

সদা বাবার স্মরণের মত্ততায় মত্ত থাকো । ঐশ্বরীয় উন্মাদনা তোমাদের কি বানায় ? ভূ-নিবাসী থেকে একেবারে গগন-নিবাসী । সদা আকাশে থাকো নাকি ভূমিতে ? যদিও তোমরা উঁচু থেকেও উঁচু বাবার বাচ্চা হয়েছে, তাহলে নীচে কিভাবে থাকবে ? জমিন তো নীচে, আকাশ উপরে, সুতরাং নীচে কিভাবে আসবে ? বুদ্ধিরূপী পা কখনো ভূমিতে থাকেনা । ওপরে । এটাই বলা হয় উঁচু থেকেও উঁচু বাবার উঁচু বাচ্চা হওয়া । এই নেশা বজায় রাখতে হবে । সদা অচল-অনড় থেকে সর্ব খাজানায় সম্পন্ন থাকো । মায়ার কৌশলে যদি সামান্যতম দ্বিধাগ্রস্ত হও তো সর্ব খাজানার অনুভব হবেনা । বাবার থেকে কতো খাজানা তোমরা লাভ করেছে ! সেই খাজানা সদা কায়ম রাখার সাধন হলো, সদা অচল-অনড় থাকো । অচল থাকলে সদাই খুশির অনুভূতি হতে থাকবে । বিনাশী ধনেরও তো খুশি থাকে, তাই না ? যখন লোকে বিনাশী নেতৃত্বের চেয়ার পায়, নাম-যশ লাভ করে তখনও কতো খুশি হয় । যতই হোক, এটা অবিনাশী খুশি । একমাত্র যারা অনড় এবং অচল হবে, তাদেরই এই খুশি থাকবে ।

সব ব্রাহ্মণদের স্বরাজ্য প্রাপ্ত হয়ে গেছে । প্রথমে গোলাম ছিলো, গাইতো আমি তোমার দাস, আমি তোমার দাস . . . তোমরা এখন স্বরাজ্যধারী হয়ে গেছ । গোলাম থেকে রাজা হয়েছে । সুতরাং কতো ফারাক হয়ে গেল ! রাত আর দিনের মতো তফাৎ, তাই না ! বাবাকে স্মরণ করো আর দাস থেকে রাজা হও । সারা কল্পে এইরকম রাজ্য খুঁজে পাবেনা । এই স্বরাজ্যের সাথেই বিশ্ব রাজ্যের প্রাপ্তি হয় । সুতরাং, সদা এই নেশায় থাকো, 'আমরা স্বরাজ্য অধিকারী' , তবেই এই কর্মেন্দ্রিয় সব স্বতঃই শ্রেষ্ঠ রাস্তায় চলবে । সদা এই খুশিতে থাকো, যা পাওয়ার ছিলো তা' পেয়ে গেছি...দেখ, তোমরা কি থেকে কি হয়ে গেছ, কোথায় ছিলে আর কোথায় পৌঁছে গেছ । আচ্ছা ।

বরদানঃ - প্রবৃত্তিতে থেকে একাধিপতি বাবার সাথে কস্মাইন্ড হয়ে দেহের সমস্ত সম্বন্ধ থেকে নিবৃত্ত ভব

প্রবৃত্তিতে থেকে পবিত্র প্রবৃত্তির পার্ট প্লে করতে হলে দেহ-সম্বন্ধের সবকিছু থেকে নিবৃত্ত থাকো । আমি পুরুষ, ইনি স্ত্রী, এই ভাব স্বপ্নও আসা উচিত নয় । আত্মা যদি ভাই-ভাই হয়, তবে এই স্ত্রী-পুরুষ কিভাবে হবে ! যুগল তো তুমি আর বাবা ! এটা তো নামমাত্র সেবার্থে, যতই হোক, কস্মাইন্ড রূপে

আমি আর বাবা"। এইরকম ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলো, তখনই তোমাদের বলা হবে, "হিম্মতবান বিজয়ী আত্মা"।

স্লোগানঃ - যারা সদা সন্তুষ্ট আর খুশি থাকে, তাদের বলা হয় সৌভাগ্যবান, তীর পুরুষার্থী।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- গৃহস্থ জীবনের রক্ষণাবেক্ষণ করেও এই পড়ার কোর্স করো, এ হলো দেবী - দেবতা হওয়ার কলেজ, তোমাদের ভগবান - ভগবতী ( দেবী - দেবতা ) হতে হবে"

প্রশ্ন :- শিববাবার মহানতা - তাঁর কোন্ কর্তব্যের কারণে এই প্রশস্তি উচ্চারিত হয় ?

উত্তর :- শিববাবা সকল বাচ্চাদের নট ওয়ার্থ এ পেনি (মূল্যহীন) জীবন থেকে ওয়ার্থ (অমূল্য) পাণ্ডব জন্ম দেন । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান, পতিত থেকে পবিত্র করেন, এই কারণেই তাঁর মহানতার প্রশস্তি উচ্চারিত হয় । যদি শিববাবা না আসতেন তাহলে আমরা বাচ্চারা কোনো কাজেরই হতাম না । দীননাথ বাবা এসেছেন গরীব কন্যা এবং মাতাদের দাসত্ব মুক্ত করতে। এই কারণেই দীননাথ বলে বাবার মহানতার প্রশস্তি উচ্চারিত হয় ।

গীত :- মাতা ও মাতা তুমিই ভাগ্য বিধাতা .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা তাদের মায়ের মহিমা শুনলো । এমনিতে তো নিজের মা আছে কিন্তু ইনি হলেন জগদম্বা । তোমরা তো জানোই এ কার মহিমা । জগদম্বার কত বড় মেলা হয় । জগদম্বা কে -- এ কেউই জানে না । পরম পিতা অথবা ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর অথবা লক্ষ্মী - নারায়ণ ইত্যাদি যাঁরা সবথেকে উঁচু, তাঁদের জীবন কাহিনী কোনো মানুষ মাত্রেরই জানে না । এখন তোমরা জানো যে, জগদম্বা হলেন ব্রহ্মাকুমারী সরস্বতী । জগৎ - অম্বার যত ভুজ দেখানো হয়েছে, তা তো থাকে না । দেবতাদের অনেক হাত দেওয়া হয় । বাস্তবে মানুষের তো দুটো হাত হয় । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন নিরাকার । বাকি মানুষের হলো দুটো হাত । স্বর্গের লক্ষ্মী - নারায়ণেরও দুটি করে হাত থাকে । সূক্ষ্ম - বতনে ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্কর আছে । প্রবৃত্তি মার্গ হওয়ার কারণে চতুর্ভুজ দেখানো হয়েছে । সূক্ষ্ম - বতনেও মাঝমা - বাবা আছেন । বিষ্ণুরও সাক্ষাৎকার হয় তাতে দুই হাত লক্ষ্মীর আর দুই হাত নারায়ণের । বাকি মানুষের কখনো চার হাত হয় না । এ তো বোঝানোর জন্য বিষ্ণুর চার হাত দেখানো হয়েছে । দেবীদের এত হাত দেখানো হয় । তা আসলে থাকে না । সরস্বতী - কালী ইত্যাদি অনেক চিত্র বানানো হয়েছে । বাস্তবে এ আসলে কিছুই নয় । এ সবই হলো ভক্তিমার্গের অলংকার । এখন তোমরা ভক্ত নও । তোমরা হলে গড ফাদারলী স্টুডেন্ট । তোমরা এখন এই পড়া পড়ছো । ভগবান এসে ভক্তদের ভক্তির ফল দেন । যারা অন্ধ শ্রদ্ধায় থাকে, তারাই হলো ভক্ত । সকলের ছবিই তারা রাখবে । কৃষ্ণেরও রাখবে, লক্ষ্মী - নারায়ণেরও রাখবে আবার রাম - সীতারও রাখবে । গুরু নানক ইত্যাদিদেরও রাখবে । এ অনেকটা আমার চাটনির মতো । কারোর কর্তব্য সম্বন্ধে জানেই না । এঁদের কেন আমরা পূজো করি তা অবশ্যই জানা উচিত । এঁদের মধ্যে উঁচুর থেকেও উঁচু কে ? ভক্তদের মধ্যে মুখ্য শিরোমণি ভক্ত নারদকে দেখানো হয়েছে আর মেয়েদের মধ্যে শিরোমণি ভক্ত বলা হয়েছে মীরাকে । কাহিনী লেখা আছে -- যখন লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর হয়েছিলো -- । এখন এই স্বয়ম্বর তো সত্যযুগে হয় । এ তো হলো নরক । এ সব দৃষ্টান্ত দেখানো হয় । বাস্তবে কোনো একজনের কথা নয় । এই সময় পুরুষ - মহিলা সকলেই দ্রৌপদী এবং দুর্যোধন । দ্রৌপদীরা ডাকতে থাকে --- হে ভগবান, আমাকে নগ্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করো । ছবিতে দেখানো হয় যে, ভগবান শাড়ি দিয়ে যাচ্ছেন । বলা হয় -- একুশ জন্ম নগ্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করলেন । এখন বাবা এসেছেন সব দ্রৌপদীদের রক্ষা করতে । বাবার শ্রীমতে চললে ২১ জন্ম কখনোই বস্ত্রহীন হবে না । সে হলো

সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া । তোমরা জিজ্ঞেস করো --- বাবা, আমরা লক্ষ্মীকে বরণ যোগ্য হয়েছি কি ? বাবা বলেন -- মনের দর্পণে দেখো যে আমরা উপযুক্ত হয়েছি কি ? এই সময় সমস্ত মানুষের মধ্যে পাঁচ বিকার রয়েছে । ভারতে সম্পূর্ণ নির্বিকারী দেবী - দেবতা ছিলো । এখন তো সম্পূর্ণ বিকারী । সত্যযুগে যে এক সন্তান হয়, সেও যোগবলের দ্বারা । আগে থেকেই তার সাক্ষাৎকার হয় । তোমরা যেমন সাক্ষাৎকার করো যে, আমরা প্রিন্স - প্রিন্সেস হবো । প্রিন্স - প্রিন্সেসদেরও নিজেদের মধ্যে রাসের সাক্ষাৎকার হয় যে, ভবিষ্যতে আমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এভাবে রাস করবো । বাবা বুঝিয়েছেন যে ---- এত ভুজার কোনো দেবী হয় না । লক্ষ্মী - নারায়ণেরও দুটি মাত্র হাত । তাঁদের বিষ্ণুর অবতার বলা হয় । বিষ্ণুর ডায়নস্টি -----তাঁদের মহালক্ষ্মী বা নারায়ণ বলা হয় । নর - নারায়ণের মন্দিরে চতুর্ভুজ রূপ দেখানো হয় । মহালক্ষ্মীরও চার হাত দেখানো হয় । লক্ষ্মীকে জগত আশ্বা বলা হবে না । লক্ষ্মী কোনো ব্রহ্মাকুমারী নন । ব্রহ্মাকুমারী তো এখানে । সরস্বতীর গায়নও আছে যে --- ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী সরস্বতী । ব্রহ্মাকুমারী সরস্বতীকে জগদম্বা বলা হয় । বরাবর তোমরাই জানো যে, প্রজাপিতার মুখ বংশাবলী আমরাই । এক হলো কলিযুগী ব্রাহ্মণ, আর দ্বিতীয় তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ । ওই ব্রাহ্মণরা হলো শরীরের যাত্রাকারী কুলজাত ব্রাহ্মণ আর তোমরা হয়েছে মুখ বংশাবলী । তোমরা রুহানী যাত্রা করাও । তোমরা সমস্ত ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী গিয়ে মানুষ থেকে দেবতা হও । এরমধ্যে মুখ্য হলেন মায়া, যাঁর এত মহিমা । তিনি স্বর্গের সমস্ত মনোকামনা পূরণ করেন । তোমরাও তাঁর সন্তান হলে । জগত - আশ্বা রাজযোগ শেখান, যা শিখে তোমরা একুশ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হও, এরজন্য তাঁর নামে গায়ন আছে যে ---শিব শক্তি সেনা । লক্ষ্মী হলেন মহারানী, তাঁর একটি সন্তান হয় । প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং জগদ্বার তো অনেক সন্তান । জগদম্বারও দুটি হাত । তেমনই লক্ষ্মী - নারায়ণেরও দুটি হাত । চিত্রে অনেক ভুল করে দিয়েছে । নারায়ণকে কালো আর লক্ষ্মীকে গোরা করে দিয়েছে । এমন তো হতেই পারে না যে, নারায়ণ কালো আর লক্ষ্মী গোরা বা কৃষ্ণ কালো আর রাধা গোরা । বাবা বসে বোঝান যে -- এই সময় সকলেই কালো । তোমরা যখন স্বর্গে পবিত্র ছিলে তখন গোরা ছিলে । এরপর কাম চিতায় বসার কারণে কালো হয়ে গেছে । কৃষ্ণকে শ্যাম - সুন্দর বলা হয় । সুন্দর হলো সত্যযুগ আর ত্রেতায় তারপর ৮৪ জন্ম ভোগ করতে করতে অন্তে এসে সকলেই কালো হয়ে গেছে । কৃষ্ণের আত্মা পুনর্জন্ম নিতে থাকে । সেই নাম আবার খোড়াই থাকে । এইসময় সেই আত্মা তমোপ্রধান অবস্থায় আছে । সত্যযুগ ইত্যাদিতে ছিলো দেবী - দেবতা । তাঁরাই ৮৪ জন্ম নেবে । এ হলো ৮৪ জন্মের চক্র ।

তোমরা বাচ্চারা মায়া'র মহিমা শুনেছো । মায়া'র মহিমা আলাদা আর লক্ষ্মী'র মহিমা আলাদা । কত রকম চিত্র বানানো হয়েছে । কালীর এমন জিভ দেখানো হয়েছে । এমন তো কোনো মানুষ হয় না । সূক্ষ্ম বতনেও এমন কালী তো নেই । সেখানে ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্কর আছে । বিষ্ণু তো হলেন যুগল । ব্রহ্মা এবং সরস্বতীকে তোমরা সূক্ষ্ম বতনে দেখো । তাহলে কালীর এমন ভয়ংকর রূপ কোথা থেকে এলো । কালীর রূপ বড় ভয়ানক দেখানো হয় । হিংসা করার মত এমন শক্তি খোড়াই থাকে । প্রতিটি কথা বাবা বুঝিয়ে বলেন । এইসব চিত্র বিভিন্ন ধরনের থাকে । কিন্তু মানুষ তো মানুষের মতোই হয় । সূক্ষ্ম বতনে থাকে ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্কর -- এর উপরে মূল বতন, যেখানে শিব আর শালগ্রাম থাকে । ব্যস, আর কিছুই নেই । বাকি সব এতো চিত্র ইত্যাদি সবই ভক্তিমাগের সামগ্রী । সত্যযুগ আর ত্রেতায় এমন হয় না । জ্ঞান আর ভক্তি -- জ্ঞান অর্থাৎ দিন, ভক্তি অর্থাৎ রাত । ব্রহ্মার দিন হলো জ্ঞান আর ব্রহ্মার রাত হলো ভক্তি । সত্যযুগ আর ত্রেতা হলো দিন, দ্বাপর আর

কলিযুগ হলো রাত । এখন হলো অন্ধকারের রাত । এরপর দিন হবে । বাবা বলেন - আমার জন্ম হয় সঙ্গম যুগে । কলিযুগের অন্ত হলো ঘোর অন্ধকার আর সত্যযুগের আদি হলো আলোর প্রভাত । এই সঙ্গম যুগে এসেই আমি তোমাদের বুকিয়ে বলি । এখন ভক্তিমার্গের এমন সব যে চিত্র আছে -- এর মধ্যে মুখ্য হলেন পতিত পাবন শিববাবা । এইসময় সমস্ত মনুষ্য মাত্রই পতিত । এ হলো পতিত দুনিয়া । যদি শিববাবা না আসতেন তাহলে সকলের জন্মই মূল্যহীন হতো । শিববাবাকে বলিহারি যিনি পতিতদের পবিত্র করেন । এই সময় সকলেই তমোপ্রধান, সকলেই দুঃখী । প্রথমে যখন পবিত্র আত্মা আসে, তারা সতোপ্রধান থাকে, তারপর সতো, রজো এবং তমোতে আসতে হয় । সমস্ত জিনিসই এমনভাবে হয় । ছোটো বাচ্চাও সতোপ্রধান থাকে, তাই বলা হয় ব্রহ্মজ্ঞানী আর বালক এক সমান । তারপর সতো, রজো এবং তমোতে আসতেই হবে । পরিবর্তন তো করতেই হবে । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতেই হবে । এই দুনিয়াও একসময় সতোপ্রধান ছিলো, এখন তমোপ্রধান । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান একমাত্র বাবাই বানাতে পারেন । বাবাকে না জানার কারণে মানুষ সবাইকে স্মরণ করতে থাকে । কত চিত্র বানাতে থাকে । কিন্তু তার মধ্যেও প্রত্যেকেরই একজন মুখ্য দেবতা অবশ্যই থাকে । বাবার কাছে যেমন অনেক চিত্র থাকতো । তারমধ্যে মুখ্য ছিলো শ্রী নারায়ণের । শিখ ধর্মের লোকেরা যদিও শিব বা লক্ষ্মী - নারায়ণের ছবি রাখে কিন্তু তারা গুরু নানককে অধিক স্মরণ করে । উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান তো একজনই । তাঁর মহিমাও লেখা আছে । সতনাম, কর্তা পুরুষ, অকালমূর্ত -- সত্যযুগ আদি হলো সত্য, এই যে চক্র তাও সত্য । তোমরা অবশ্যই এই চক্র সম্পূর্ণ করবে । এইসব কথা বাবা বসে বোঝান । ভক্তিমার্গে গোরা কৃষ্ণের মন্দির আলাদা এবং কালো কৃষ্ণের মন্দির আলাদা দেখানো হয় । কোথাও শিবেরও রাখে, কোথাও আবার লক্ষ্মী - নারায়ণেরও রাখে কিন্তু এঁদের কর্তব্য কেউ জানে না । বাবা এসে বাচ্চারা তোমাদের এই সৃষ্টিচক্রের আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বুকিয়ে, স্বদর্শন চক্রধারী বানিয়ে, চক্রবর্তী রাজা বানান । যদিও তোমরা সকলেই গৃহস্থী, তবুও তোমরা পড়ার এই কোর্স করো । বৃদ্ধাদের প্রশ্ন করো যে -- তোমরা কোথায় যাও ? তো তারা বলবে -- আমরা ভগবানের কলেজে যাই । ভগবান উবাচঃ আমি তোমাদের সেই দেবী দেবতা বানাই । ভগবান তোমাদের পড়ান, তিনি তোমাদের ভগবান - ভগবতী বানান । এমন কিন্তু নয় যে, সত্য যুগে কেউ ভগবান ভগবতীর রাজ্য বলবে । তা নয়, সে হলো আদি সনাতন দেবী - দেবতার রাজ্য । বিদেশীরা বলে "লাডে - কৃষ্ণা"। আমেরিকানরা যখন দেখে যে, এ হলো দেবতাদের চিত্র তখন একটার দাম লাখ - দু লাখ দিয়েও দেয় । প্রাচীন জিনিস দেখলে লাখ টাকা দিতেও রাজী হয়ে যায় । তাও দেয় না কারণ পুরানো জিনিস তো । এই পুরানো তো পাঁচ হাজার বছরের কথা । সবথেকে পুরানো তো দেবী - দেবতাদের চিত্র । ভক্তিমার্গে কতো চিত্র বানানো হয় । ভক্তিমার্গ যখন শুরু হয় তখন সোমনাথের মন্দির বানানো হয় । বাবা বোঝান যে, ভারতবাসী কতো বিত্তবান ছিলো, এখন তো ভারত কতো নরক হয়ে গেছে । এখন সম্পূর্ণ ভিখারী, কাঙ্গাল হয়ে গেছে । এই ভারতের হিস্ট্রি আবারও রিপিট হওয়া উচিত । তোমরা বাচ্চারা সম্পূর্ণ বেহদের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি জানো । সত্যযুগের দেবতার তা জানবে না । এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায় । সেখানে কোনো পতিত থাকে না যে জ্ঞান দিতে হবে । এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায় । তাহলে এই গীতা কোথা থেকে এলো । এ সমস্তই ভক্তিমার্গের শাস্ত্র বানানো হয়েছে । নতুন দুনিয়ার জন্য তো নতুন জ্ঞান চাই । ইসলামী জ্ঞান আগে ছিলো কি ? ইব্রাহিম এসে ইসলাম ধর্ম স্থাপন করেন এবং জ্ঞান দেন । এ তো নতুন কথা হলো, তাই না । এখানে গীতা, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদিতে অনেক মিথ্যে কলঙ্ক লাগিয়ে দিয়েছে । বাবা বলেন -- এক নম্বর আমার গ্লানি হলো, আমাকে সর্বব্যাপী বলে দেয় । যখন এমন গ্লানি হয়, ভারতবাসী মহা দুঃখী হয়ে যায়, তখনই আমি আসি । এই সময় সকলেই পতিত । সমগ্র বিশ্বের

সবাইকে পবিত্র করতে আমিই আসি, তাই আমি পতিত এই দুনিয়ার বিনাশ করিয়ে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করাই। তোমরা এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাও। "মনমনাভব"। বাবা এবং তাঁর অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করো। তোমরা এই রাজযোগ শিখে সেই দেবী - দেবতা হও। এ হলো রাজযোগ শেখার গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি। এ এত বড় কলেজ আর হাসপিটাল কিন্তু তোমরা তিন পদ জমিও পাও না। বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক বানাচ্ছি। এ হলো একই সঙ্গে হাসপিটাল এবং ইউনিভার্সিটি। হাসপিটাল থেকে স্বাস্থ্য এবং ইউনিভার্সিটি থেকে সম্পদ পাওয়া যায়। বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের পড়াতে এসেছি কিন্তু তোমাদের কাছে তিন পদ জমিও নেই। আমি তো গরীবের প্রভু। কন্যারা, মাতারা সম্পূর্ণ গরীব হয়ে গেছে, তাদের হাতে আর কিছুই নেই। বাবার অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা বাচ্চারা পায়। বাস্তবে স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী বলা হয়। ভারতের হিন্দু নারীদের বলা হয় ---- তোমাদের পতিই তোমাদের গুরু - ঈশ্বর সবকিছু কিন্তু অর্ধাঙ্গিনীকে খোড়াই বলা যায় -- আমি তোমার গুরু বা ঈশ্বর আর তুমি আমার দাসী ! বাবা এসে তোমাদের এই দাসত্ব থেকে রেহাই দেন। প্রথমে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্নেহ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) রুহানী যাত্রা করতে হবে এবং করাতে হবে। সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান বুদ্ধিতে রেখে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে।

২) দেবী - দেবতা হওয়ার জন্য এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে বাবা এবং তাঁর অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করতে হবে। এই নতুন জ্ঞান নিজে পড়াতে হবে এবং অন্যদেরও পড়াতে হবে।

বরদান :- মহাবীর হয়ে সঞ্জীবনী বুটির দ্বারা মূর্ছিতকে সুরজিত করে শক্তিবান হও

সূর্য যেমন শক্তিশালী হয়ে চারিদিকে নিজের শক্তির প্রকাশ ছড়িয়ে দেয়, তেমনই শক্তিমান হয়ে অনেককে সঞ্জীবনী বুটি দিয়ে মূর্ছিতকে সুরজিত করার সেবা করতে থাকো, তখনই বলা হবে মহাবীর। সদা এই কথা স্মৃতিতে রাখো যে, আমাদের বিজয়ী হয়ে সবাইকে বিজয়ী করতে হবে। আর এই বিজয়ী হওয়ার সাধন হলো ব্যস্ত থাকা। স্ব - কল্যাণ অথবা বিশ্ব কল্যাণের কাজে ব্যস্ত থাকো তাহলেই বিঘ্ন - বিনাশক বায়ুমণ্ডল তৈরী হতে থাকবে।

স্লোগান :- দিল (মন) সর্বদা এক দিলারামের (প্রাণনাথ) সঙ্গে যুক্ত থাকা --এটাই হলো প্রকৃত তপস্যা।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের হল সতোপ্রধান সন্ন্যাস, তোমরা দেহ সহ এই সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়াকে  
বুদ্ধি দ্বারা ভুলে যাও"

প্রশ্ন:- ব্রাহ্মণ বাচ্চারা তোমাদের উপরে যে বিরোট দায়িত্ব আছে সেইটি কি ?

উত্তর :- তোমাদের দায়িত্ব হল পবিত্র হয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র করা। এর জন্য তোমায় নিরন্তর শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ হল যোগ অগ্নি যার দ্বারা আত্মা পবিত্র হয়। বিকর্ম বিনাশ হয় ।

গীত :- দুঃখীদের উপর করো একটু দয়া, ও মা-বাপ আমাদের  
ভুলে ছিলে যে বাচ্চাদের, তারাই তো আমরা .....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গান শুনেছে যে আমরা হলাম সন্তান। তিনি হলেন অবশ্যই তোমাদের পিতা। এখন বাবাকে বাচ্চারা সর্বব্যাপী কখনোই বলেনা। লৌকিক পিতার বাচ্চারা কখনো এমন বলবেনা যে আমাদের পিতা হলেন সর্বব্যাপী। এইসব বেহদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন তোমরা সবাই হলে সন্তান, তোমাদের পিতা যাঁকে পরম পিতা বলা হয়। পরমাত্মাকে সুপ্রীম সোলও বলা হয়। পরম অর্থাৎ সুপ্রীম আত্মা অর্থাৎ সোল। সুতরাং নিশ্চয়ই সবাই হল সন্তান এবং একজন হলেন পিতা। সব ভক্তরা এক ভগবানকেই স্মরণ করে যাঁকে স্মরণ করা হয়, তাঁর নাম, রূপ, দেশ, কাল অবশ্যই হয়। তাঁকে অন্ত হীন বলা যাবেনা। মানুষ ঈশ্বর পিতাকে অন্ত হীন বলে দেয়, তাঁর কোনো অন্ত খুঁজে পায়না, তবুও বলে সর্বব্যাপী। এত খানি অনর্থ হয়েছে। বলেছে নুড়ি পাথর সবেতেই ঈশ্বর বাস করেন তবুও ওঁনাকে অন্ত হীন বলা হয়েছে। বাচ্চারা বাবাকে ভুলে গেছে, তাই সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী পতিতে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি নর নারী পতিত হয়েছে, তবেই পতিত থেকে পবিত্র করেন যিনি তাঁকে স্মরণ করে। এই দুনিয়ায় কাউকে মহান আত্মা বলা যাবেনা। পবিত্র আত্মা পতিত দুনিয়ায় বাস করতে পারেনা। বাপু গান্ধীজি বলতেন পতিত পাবন সীতারাম - এটা মানুষের উদ্দেশ্য বলতেন, গঙ্গা নদীর উদ্দেশ্য নয়। এইসবই হল মিথ্যা। মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া, এ হলই মিথ্যা খন্ড। সত্য খন্ড ছিল যখন নতুন দুনিয়ায় নতুন ভারত ছিল। এখন ঐ হয়েছে পুরানো ভারত। ভারত যখন নতুন ছিল তখন ভারতকে স্বর্গ বলা হত , যার পাঁচ হাজার বছর পূর্ণ হয়েছে। ত্রেতা ১৬ কলা থেকে দুটি কলা (কোয়ালিটি) কম হয়েছে। এই সময় তো হল কলিযুগ, একে বলা হয় পুরানো দুনিয়া। পুরানো দুনিয়ায় পুরানো ভারত। ওয়ার্ল্ড নতুনও হয় পুরানোও হয়। এখন হল পুরানো, সব মানুষ হয়েছে নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, তাই দুঃখধাম বলা হয়। এই দুঃখ ধামকে সুখধামে পরিণত একমাত্র বাবা-ই করতে পারেন। ভারত যে পবিত্র ছিল পতিত হয়েছে, যখন পবিত্রতা ছিল তখন শান্তি সমৃদ্ধি ছিল। ভারতে মানুষের গড় আয়ু বেশি ছিল। এখন তো অনেক কম হয়েছে। ভারত কবে থেকে রুগী হয়েছে - দুনিয়া জানে না। এমন তো বলা হবেনা পরম্পরা থেকে রুগী। ভক্তি শুরু হয় দ্বাপর থেকে। কলিযুগের যখন অন্ত হয় তখন বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন। জ্ঞান আছে জ্ঞান সাগরের কাছে। জ্ঞানের সাগর নলেজফুল - এ হল সেই পিতার মহিমা। মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ তিনি। সর্বব্যাপী বললে পিতা-সন্তানের স্নেহ থাকেনা। এ হল অনাথের দুনিয়া। সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে তাই একেই রৌরব নরক বলা হয়। ভারত স্বর্গ ছিল, এখন নরক

হয়েছে। এইসব কেউ জানতে পারেনা যে আমরা নরকবাসী হয়েছি সুতরাং নরক থেকে ট্রান্সফার হবে। কিন্তু এমন নয় নরকবাসী স্বর্গে পুনর্জন্ম নিতে পারে। তারা পুনর্জন্ম সব নরকেই নেয়। নরককে পতিত দুনিয়া বলা হয়। নির্বাণ ধাম আত্মাদের বাস স্থান যাকে নিরাকারী দুনিয়া বলা হয়। আত্মা স্টার স্বরূপ অবিনাশী অমর। শরীর হল নশ্বর। আত্মাকে এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করতে হয়। ৮৪ জন্মের গায়ন আছে। ৮৪ লক্ষ জন্ম বলাটা গল্পো। বাবা বোঝান যে আত্মা পার্ট করতে আসে, এসে অর্গানে প্রবেশ করে অর্থাৎ দেহে প্রবেশ করে। কিন্তু সবার ৮৪ জন্ম হতে পারেনা। সত্যযুগে যে দেবী দেবতা হবে তাদের ৮৪ জন্ম হবে। বাবা বলেন আগেও বলা হয়েছিল তোমরা নিজের জন্মকে জানো না, আমি বলি। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার কুমারী। আত্মা, ব্রহ্মার পিতা কে ? শিব। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর হলেন শিববাবার সন্তান। ওঁাদের নিজস্ব সূক্ষ্ম শরীর আছে। পরম পিতা পরমাত্মার নিজস্ব শরীর নেই। বাবা বলেন আমার নাম হল শিব। যদিও কেউ রুদ্র বলে, কেউ সোমনাথ বলে। আমি হলাম নিরাকার। বরাবর ভারতে শিবের মন্দিরও আছে। জ্ঞানের সাগর পরম পিতা পরমাত্মাকেই বলা হয়, কৃষ্ণকে নয়। তিনি তো হলেন স্বর্গের প্রিন্স। ওঁনার এই (সৃষ্টির) আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান নেই। সত্যযুগী দেবতাদের এই জ্ঞান থাকেনা। তোমরা জানো এখন আমরা হীরে তুল্য হই। পরম পিতা পরমাত্মা ব্যতীত রাজ যোগের শিক্ষা কেউ দিতে পারেনা। কৃষ্ণকে পরমাত্মা বলা যাবেনা। পরমাত্মা কেবল একমাত্র নিরাকারকে বলা হয়। সেই পিতাকেই সবাই ভুলে গেছে।

এই সময় সবাই হল পতিত, তমোপ্রধান। বাবা বলেন এ হল সম্পূর্ণ ভ্যারাইটি মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ। যা তমোপ্রধান রূপী দুঃখী হয়েছে। ভারত কত উঁচুতে ছিল, এখন কাঙাল হয়েছে। শাস্ত্রে তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছর লিখে দিয়েছে। ভাবে কলিযুগ এখন ৪০ হাজার বছর চলবে। বাবা বোঝান এ হল ঘোর অন্ধকার। এখন জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছেন ফলে অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ হয়। বাবা হলেন জ্ঞান সূর্য। তিনি এসে অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকার মিটিয়ে দেন। এখন হল ব্রহ্মার রাত। সত্যযুগ ত্রেতাকে ব্রহ্মার দিন বলা হয়। সুতরাং তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার কুমারী, ব্রহ্মার সন্তান। ব্রহ্মা তো বিশ্ব অথবা স্বর্গের রচয়িতা নন। নিরাকার হেভেনলি গড ফাদারের মহিমা-ই আছে। সেই পিতা-ই এসে রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেন। বাবা বলেন - হে বাচ্চারা, আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। আত্মা সবকিছু শোনে, ধারণ করে এবং সংস্কার নিয়ে যায়। যেমন বাবা বুঝিয়েছেন যুদ্ধের মাঠে মৃত্যু হলে সংস্কার অনুযায়ী জন্ম নিয়ে আবার যুদ্ধে চলে যাবে। এই সময় সব আত্মারা হল তমোপ্রধান। সবাই একে অপরকে দুঃখ দেয়। সবচেয়ে বড় দুঃখ কে দেয় ? যে তোমাদের পরমাত্মার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায় তাই শিববাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা ঐ সবাইকে ত্যাগ করো। গড ইজ ওয়ান বলা হয়।

তোমরা সবাই হলে ব্রাইড, আমি হলাম তোমাদের ব্রাইডগ্রুম । হে সজনীরা, তোমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্যে একেবারেই যোগ্য নও। মায়া তোমাদের একদম অযোগ্য করে দিয়েছে। এ হল রাবণের রাজ্য। সত্যযুগে হয় রাম রাজ্য। রাম শিবকে বলা হয়। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, পরম পিতা পরমাত্মা যিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন ওঁনার কাছে তোমরা বর্সা প্রাপ্ত কর। ভারতবাসীদের স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত হচ্ছে। কলস মাতাদের মাথায় রাখা হয়। মাতা গুরু বিনে কারো কল্যাণ হয় না। যাঁর উদ্দেশ্যে গায়ন আছে স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব ... তাঁকে সর্বব্যাপী বলা কত বড় ভুল। মাতা- পিতাকে আবার অন্ত হীন বলা হয়েছে। গায়নও করে তুমি মাতা-পিতা , আমরা বালক (সন্তান) তোমার,

তোমার কৃপায় গহন সুখের ছায়া আমাদের । তাহলে বাবাকে দোষ দাও কি করে। বাবা তো এসে পতিত থেকে পবিত্র করেন। পতিত রাবণ করেছে। এখন রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে রাম রাজ্য আবার আরম্ভ হবে। এই চক্রটি ভালো ভাবে বুঝতে হবে। বেহদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বেহদের বাবা-ই বলবেন। এ হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। কৃষ্ণের যজ্ঞ হয়না। সেই গীতার রাজ যোগ কিন্তু কৃষ্ণ কোনো জ্ঞান প্রদান করেন না। এ হল রুদ্র শিব ভগবানুবাচ। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা বিনাশ স্বালা প্রকট হয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা এসেছ মাতা পিতার কাছে স্বর্গের বর্সা নিতে। এ কোনও অন্ধ শ্রদ্ধার কথা নয়। তোমরা বাবার কাছে বেহদের বর্সা নিতে মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হতে এসেছ। এ হল গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি। বাবা বোঝান এই ভারত দৈবী রাজস্থান ছিল। হীরে জহরতের মহল তৈরি হত। ভক্তি মার্গেও সোমনাথের বিশাল মন্দির তৈরি করা হয়েছে। তার আগে কি ছিল। এখন তো ভারত কাঙাল হয়েছে। আবার মুকুটধারী করা বাবার-ই কাজ। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা মাতা-পিতার সম্মুখে বসে আছি এবং ২১ জন্মের সুখ প্রাপ্ত করছি। বাবা বলেন - হে আত্মারা, এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি হলম তোমাদের গাইড ও লিভের। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কিভাবে রিপোর্ট হয় - এইসব তো বাচ্চাদের বোঝান হয়। এতে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথা নেই। তোমাদের হল সত্যপ্রধান বেহদের সন্ধ্যাস। তোমরা পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধি থেকে ত্যাগ কর তাই বাবা বলেন সর্ব ধর্ম্মানি পরিত্যজ... দেহ সহ দেহের যা কিছু সম্বন্ধ আছে সব ভুলে নিজেকে অশরীরী আত্মা ভাবো। বাবা বলেন দেহের ভান ত্যাগ কর। আমি পিতা আমায় স্মরণ করলেই তোমার পাপ বিনষ্ট হবে। নিরন্তর আমায় স্মরণ কর আর কোনো উপায় নেই। অন্ত কাল পর্যন্ত স্মরণ করতে হবে। মায়াজিৎ হয়ে জগৎ জিত হতে হবে। মায়াকে পরাজিত করার ক্ষমতা একমাত্র বাবা-ই দিতে পারেন।

আত্মা ! এখন বাবা শক্তিদেব দ্বারা ভারতে অবিনাশী বৃহস্পতির দশা তৈরি করছেন। বাবা বলেন - আমি এই দেহের লোন নিয়ে এনার নাম ব্রহ্মা রাখি। তোমরা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা বর্সা প্রাপ্ত করে শিববাবার কাছে। স্মরণও শিববাবাকেই করতে হবে। তিনি বলেন আমার একটি নাম শিব। তোমরাও আত্মা কিন্তু তোমরা শরীর ধারণ কর ও ত্যাগ কর তাই জন্ম প্রতি জন্ম তোমাদের নাম পরিবর্তন হয়। ৮৪ জন্ম নিলে ৮৪ টা নাম হয়। সবার তো ৮৪ জন্ম হবেনা। কারো ৮০, কারো ৬০, কারো ৫-৬ টি জন্মও হতে পারে। আমার একটাই নাম শিব। শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে। যোগ অগ্নি ব্যতীত কেউ পবিত্র হতে পারেনা। তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছ - বাবা, আমরা পবিত্র হয়ে ভারতকে পবিত্র করে তারপরে রাজত্ব করব। শিববাবাকে স্মরণ না করা অর্থাৎ নিজেকে পতিতে পরিণত করলে ধর্ম্মরাজের কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে। তোমাদের উপরে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে, এ হল রুহানী যাত্রা। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) নিরন্তর এক পিতার স্মরণে মায়াজিৎ জগৎজিৎ হতে হবে। পবিত্র হয়ে ভারতকে পবিত্র করতে হবে।

২). বুদ্ধি দ্বারা বেহদের পুরানো দুনিয়ার সন্ধ্যাস করতে হবে। এই দেহ ভান ভুলে যাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। দেহী অভিমানী হয়ে থাকতে হবে।

বরদান :- কলিযুগী বায়ুমন্ডলে থেকেও সেই ভাইব্রেশনে নিজেকে সেফ রাখতে সমর্থ স্বরাজ্য অধিকারী ভব

ব্যথা: স্ব রাজ্য অধিকারী তাকে বলা হয় যাকে কোনো কর্মেন্দ্রিয় নিজের দিকে আকৃষ্ট করেনা, সদা এক বাবার দিকে আকৃষ্ট হবে। কোনও বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ উৎপন্ন হবেনা। এমন রাজ্য অধিকারী-ই হল তপস্বীমূর্ত, তারা-ই হংস, যারা বক পাখির কলিযুগী বায়ুমন্ডলে থেকেও সর্বদা সুরক্ষিত থাকে। একটুও দুনিয়ার ভাইব্রেশনে, তাদের আকৃষ্ট করবেনা । সব কমপ্লেন সমাপ্ত হয়ে যায়।

স্লোগান - খারাপকে ভালো করে দেওয়াই হল উচ্চ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শক্তি ।

-----  
মাতেস্বরী দেবীর মধুর মহাবাক্য

"ওম্ শব্দের যথার্থ অর্থ কি ?"

যখন আমরা "ওম্ শান্তি" শব্দটি বলি তখন সর্বপ্রথম ওম্ শব্দের অর্থটি পূর্ণ রূপে বুঝতে হবে। যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় ওম্ শব্দের অর্থ কি ? তাহলে তারা ওম্ শব্দটির খুব বিস্তারিত অর্থ বলে। ওম্ শব্দের অর্থ ওঙ্কার বিশাল আওয়াজ করে শোনায়, এই ওম্ শব্দটির উদ্দেশ্যে বিস্তৃত শাস্ত্র রচনা করে কিন্তু বাস্তবে ওম্ শব্দের বিরাট কোনো অর্থ নয়। আমাদের তো স্বয়ং পরমাত্মা ওম্ শব্দের অর্থ খুব সরল ও সহজ ভাষায় বুঝিয়েছেন। সেই অর্থটিও পরমাত্মার সঙ্গে মিলন ঘটানোর জন্যেই বুঝিয়েছেন। পরমাত্মা পরিষ্কার বলেন বাচ্চারা ওম্ শব্দের অর্থ হল আমি আত্মা হলাম পরমাত্মার সন্তান। মুখ্য কথা হল যে ওম্ শব্দের অর্থে স্থির হতে হবে বাকি বসে বসে মুখ দিয়ে ওম্ শব্দটি উচ্চারণ করোনা, এই নিশ্চয় বুদ্ধিতে নিয়ে চলতে হবে। ওম্ শব্দের যা অর্থ সেই স্বরূপে স্থিত থাকতে হবে, বাকি তারা যদিও ওম্ শব্দের বিস্তারিত অর্থ বলে কিন্তু সেই স্বরূপে স্থির হয়ে থাকে না অথচ আমরা তো ওম্ শব্দের স্বরূপ জানি, তবেই সেই স্বরূপে স্থির হই। আমরা এই কথাও জানি যে পরমাত্মা হলেন বীজরূপ এবং সেই বীজরূপ পরমাত্মার দ্বারা এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের রচনা কিভাবে হয়েছে, তার সম্পূর্ণ জ্ঞান আমরা এখন প্রাপ্ত করছি। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- ঘুমিয়ে থাকা ভাগ্যকে জাগিয়ে তোলার সাধন হলো পড়া, এই পড়াই হলো উপার্জনের উৎস, যাতে ২১ জন্মের জন্য ভাগ্য জাগ্রত হয়"

প্রশ্ন :- এই রুহানী কলেজের একটি বিশেষত্ব শোনাও, যা দুনিয়ায় অন্য কোনো কলেজে থাকে না ?

উত্তর :- এ এমনই এক কলেজ, যেখানে কোনো মানুষ গুরু বা টিচার হয় না। স্বয়ং নিরাকার ভগবান টিচার হয়ে পড়ান। ইনি এমন বিচিত্র বাবা, যাঁর নিজের কোনো চিত্র নেই, তাঁর কোনো বাবা বা টিচার নেই আর তিনি এমন পড়ান যাতে ২১ জন্মের জন্য আমাদের ভাগ্য জাগ্রত হয়। ওই পড়াতে তো এক জন্মের জন্য ভাগ্য তৈরী হয়, আর এতে ২১ জন্মের জন্য ভাগ্য তৈরী হয়।

গীত :- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি আমরা....

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। যিনি এখানে সকলের ভাগ্য বানাতে এসেছেন, কেন এই ভাগ্যের কি হয়েছে? ভাগ্যে গণ্ডি টানা হয়ে গেছে। ভারত একসময় ভাগ্যবান ছিল। ভারতবাসী দেবী - দেবতা ছিল। তখন সকলের ভাগ্য জাগ্রত ছিল। এখন ভারতবাসী নরকের মালিক, তাই তাদের ভাগ্য নিভে গেছে। এ কথা কে বোঝান? যিনি সকলের ভাগ্য বানান। যিনি সকলকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন এবং সবাইকে সুখের দান করেন। এ হলো দুঃখধাম। ভারত পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সুখধাম ছিলো। তখন সকলের ভাগ্য জাগ্রত ছিলো। সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টির ভাগ্য অবশ্যই বেহদের বাবাই জাগিয়ে তোলেন। বাবা হলেন রচয়িতা। এখন তোমরা জানো যে ভারতে একসময় সব মানুষ সুখী ছিলো। কোন্ মানুষ? এমন নয় যে, সত্যযুগে এতো মানুষ ছিলো। প্রথমে সত্যযুগে ৯ লাখ মানুষ ছিল। তখন দেবী - দেবতা ধর্মের শুরু হয়েছিল। এই সব কথাই বোঝান জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ বাবা। তিনি বাচ্চাদের প্রশ্ন করবেন - তোমাদের বীজের রচয়িতা কে? তখন বলবে - মাশ্বা, বাবা আমাদের সৃষ্টি করেছেন কেননা মা - বাবাই জন্ম দেন। বাবা কখনো তার স্ত্রীকে জন্ম দেন না। তিনি তার স্ত্রীকে গ্রহণ করেন, বলেন -- তুমি আমার স্ত্রী। তারপর তার মাধ্যমে সন্তানের জন্ম হয়। তিনি হলেন জন্মদাতা। কন্যা ছিলো পরের ঘরের, তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন, তাকে নিজের পত্নী বানান। তারপর যখন বাচ্চা জন্ম নেয়, তখন সেই বাচ্চা তাদের মাতা - পিতা বলে ডাকে। এরা হলো হদের মাতা - পিতা। বাবা তার মেয়ের বিয়ে দেন। প্রথমে কন্যা পবিত্র থাকে, তখন কতো মান - সম্মান থাকে। এরপর বিকারী হওয়ার কারণে সেই মান আর থাকে না। বলা হয় -- কন্যা হলো সেই, যে একুশ কুলের উদ্ধার করে। এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন -- এই যে ব্রহ্মাকুমারীরা, এরা এই সময় ভারতবাসীদের একুশ জন্মের জন্য উদ্ধার করে। এরা সবাই কুমারী। যদিও বিয়ে করে থাকে কিন্তু ব্রহ্মাকুমার - কুমারী হওয়ার কারণে ভাই - বোন হয়ে গেছে। কাম কাটারী আর চালাতে পারে না। পবিত্রতার মান তো আছে, তাই না। সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে, তাঁদেরও কতো মান থাকে। ভারতে যখন পবিত্রতা ছিলো তখন ভারত সদা সুখী ছিলো। সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলো। মানুষ মন্দিরে গিয়ে গায় -- আপনি সর্বগুণ সম্পন্ন -- বাস্তবে তোমাদের ধর্ম হিন্দু ধর্ম নয়। হিন্দুস্থান তো থাকার জায়গা। ইউরোপের বাস করা মানুষদের ধর্ম খোড়াই ইউরোপিয়ান বলবে। তাদের ধর্ম তো খৃষ্টান। হিন্দুস্থানে যারা থাকে, তাদের ধর্ম হিন্দু নয়। ধর্ম তো অন্য হওয়া উচিত। বাবা বোঝান যে, যারা দেবী - দেবতা ধর্মের ছিলো তারাই নিজেদের

হিন্দু বলে কেননা তারা নিজেদের ধর্মকে ভুলে গেছে। হিন্দু কোনো আদি সনাতন ধর্ম নয়। খৃষ্টানরা ক্রাইস্টকে মানে কারণ তিনি খৃষ্টান ধর্ম স্থাপন করেছিলেন। এখানে তো কেউই জানে না যে, আমরা কোন্ ধর্মের। কেউ শিখ ধর্মের হলে তারা বলবে, আমরা শিখ ধর্মের। শিখ ধর্মকে স্থাপন করেছিলেন? তো বলবে গুরু নানক স্থাপন করেছিলেন। তিনি এই ধর্ম কিভাবে স্থাপন করেছিলেন? এ তো তোমরাই জানো। কোনো পতিত আত্মা ধর্ম স্থাপন করতে পারে না। যে - যে ধর্মস্থাপক হন তারা প্রথমে পবিত্র হন, তারপর অপবিত্র শরীরে প্রবেশ করে ধর্ম স্থাপন করেন। যেমন গুরু নানকেরও সন্তানাদি ছিলো। তারপর তাঁর মধ্যে পবিত্র আত্মা প্রবেশ করে শিখ ধর্ম স্থাপন করেছিলেন। এই ব্রহ্মারও পতিত শরীর ছিলো, এনার মধ্যেও জ্ঞানের সাগর বাবা এসেছেন। তোমরা জানো যে, তিনি আমাদের বাবা। এই কথা আত্মা বলে। এখন তোমাদের আত্মা - অভিমানী হতে হবে। দেহের মধ্যে আত্মা থাকে। যেমন কেউ বলে - আমি মার্চেন্ট। এই কথা আত্মা এই অরগ্যান্সের দ্বারা বলে। আত্মা বলে, আমি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি। বাবা বসে বোঝান, আমি হলাম তোমাদের আত্মাদের বাবা। আমার অবতরণ এই ভারতেই হয়। আমার নিজের কোনো শরীর নেই। ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করের নিজেদের সূক্ষ্ম শরীর আছে। আমার অবতরণ এই ভারতেই হয়। স্মরণের জন্য শিবলিঙ্গ দেখানো হয় কিন্তু আমার কোনো এতবড় রূপ নেই। আমি হলাম স্টার। আত্মা কোনো বড়কিছু হয় না। ক্রকুটির মধ্যে আজব তারা ঝলমল করে। আত্মা খুবই ছোটো। অনেক করে সাদা লাইটের সাক্ষাৎকার হয়। এখন কতো কোটি আত্মা, কিন্তু সত্যযুগে এতো শরীরধারী আত্মা থাকবে না। যদি সত্যযুগে এতো আত্মা থাকত তাহলে এখন পর্যন্ত অজস্র হয়ে যেতো। এতো তো থাকে না।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এ কোনো সাধু - সন্ন্যাসী নয়, এ তো আমাদের বাবা বোঝান। এই বাবার আর কোনো বাবা হয় না। ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করেরও বাবা আছে। কৃষ্ণেরও বাবা ছিলো। বেহদের বাবা বলেন, আমার কোনো বাবা নেই। না আছে টিচার। সত্যযুগেও বাচ্চারা রাজবিদ্যা পড়ার জন্য স্কুলে যাবে। সেখানে টিচার থাকবে। আমার কোনো টিচার নেই। আমি তোমাদের রাজযোগের শিক্ষা দিই। আমি কোনো রাজা বা মহারাজা হবো না। তোমরা বাচ্চারা তা হবে। পূজ্য ছিলেন শ্রী লক্ষ্মী আর শ্রী নারায়ণ। তাঁরা সত্যযুগে রাজত্ব করতেন। এই নিরাকার বাবা এই শরীরে বিরাজমান হয়ে আত্মাদের পড়ান। আমরা আত্মারা পড়ি। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর। বাবা বলেন, আমি তোমাদের আমার আশীর্বাদী বর্ষা দিই একুশ জন্মের জন্য। সত্যযুগে তোমরা সুখ শান্তিতে ছিলে। সেখানে রাবণ ভূত থাকে না। সে হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। এখন হলো সম্পূর্ণ বিকারী দুনিয়া। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা বাবার কাছে ভাগ্য বানাতে এসেছি। স্কুলে তো ভাগ্য বানানো হয়। পড়াশোনা করে পাস করবে, তারপর টিচার হবে। এখানে তোমরা একুশ জন্মের জন্য ভাগ্য তৈরী করো। ওরা ভাগ্য বানায় এই এক জন্মের জন্য। স্কুলে পড়ে শরীর নির্বাহের জন্য রোজগার করবে, নিজের এবং অন্যের শরীরও নির্বাহ হবে। ওই স্কুলে তো এক জন্মের জন্য ভাগ্য বানানো হয়, জন্ম - জন্মান্তরের জন্য ব্যরিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার হবে না। অন্য জন্মে আবারও পড়তে হবে। সে হলো শরীর নির্বাহের জন্য এক জন্মের পড়া। বাবা তো বলেন - আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য সুখ - শান্তির আশীর্বাদী বর্ষা দিই। এই কথা বেহদের বাবা বলেন, তাঁর কোনো বাবা নেই। তোমরা বাচ্চারা বলো - বাবা আমরা আপনার। বাবাও বলেন -- হ্যাঁ বাচ্চারা, আগের কল্পে তোমরা আমার ছিলে, আবারও এখন হয়েছে। এ হলো ঈশ্বর বাবার কাছে বাচ্চাদের স্নেহ। আত্মা - পরমাত্মা আলাদা আছে বহুকাল -----পাঁচ হাজার বছর আগেও তিনি তোমাদের ফুল বানিয়ে স্বাস্থ্য এবং সম্পদ দিয়েছিলেন কেননা জ্ঞানই হলো এই রোজগারের উৎস। এই পড়ার দ্বারাই

ভাগ্য বানাতে হয় । সে হলো হদের ভাগ্য আর এ হলো বেহদের ভাগ্য । এ হলো স্কুল, কোনো সৎসঙ্গ নয় । সৎসঙ্গে তো মানুষ যায়, সেখানে কেউ রামায়ণ, কেউ আবার অন্য গ্রন্থ পড়ে শোনায় । বাবা তো হলেন জ্ঞানী । বাবা কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েন না । তিনি বলেন - আমি তো সবকিছুই জানি । এ কেবল তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে যে, তিনি হলেন অতি প্রিয় বাবা, যাঁকে সবাই স্মরণ করে যে, এই পতিত দুনিয়াতে এসো, এসে আমাদের অপার সুখ দাও । তুমি আমাদের মাতা - পিতা, আমরা তোমার বালক -----এখন তোমরা সামনে এসে বাচ্চা হয়েছো । বাবা হলেন বিচিত্র । তাঁর কোনো চিত্র বা শরীর নেই । কিন্তু শরীর ছাড়া তিনি শিক্ষা কেমন করে দেবেন । তাই তিনি বলেন, আমি এনার শরীরের আধার নিয়ে, এনার দ্বারা তোমাদের পড়াই । তোমরা জানো যে, আমাদের কোনো মানুষ গুরু বা শিক্ষক পড়ান না । লেখা আছে যে --ভগবান উবাচঃ । তিনি হলেন নিরাকার, কিন্তু ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ বা বিষ্ণু দেবতায় নমঃ বলা হয় । ব্রহ্মাকে ভগবান বলা হবে না কারণ তিনি হলেন সুক্ষ্ম বতনবাসী । দেবতার হলে রচনা, তাঁদের থেকে কোনো আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায় না, তাহলে মানুষ মানুষকে কিভাবে বর্ষা দেবে ! এই কথা কেউই বুঝতে পারে না । এ হলো গড ফাদারলী কলেজ । এখানে ভগবান পড়ান । বাচ্চারা, আমি তোমাদের মানুষ থেকে দেবী - দেবতা বানাই । এমন কথা আর কেউই বলতে পারে না । সন্ন্যাসীরা তো স্বর্গের মালিক হতে পারে না । তাঁদের হলো নিবৃত্তি মার্গ । সত্য যুগের প্রবৃত্তি মার্গে পবিত্র দেবী - দেবতার ছিলেন । এখন আমি আবার এসেছি পতিতদের পবিত্র করতে । তোমরা যত স্মরণ করবে তত বিকর্ম বিনাশ হবে । আত্মাই পতিত হয় । সোনায় যেমন খাদ হয় তখন সেই গয়নাও খাদ যুক্ত তৈরী হয় । আত্মায়ও খাদ পড়লে আয়রন এজড হয়ে যায় । এখন সকলেই তমোপ্রধান, এরপর তোমরা আত্মারা যখন সুন্দর হবে তখন শরীরও সুন্দর পাবে । সত্যযুগে তোমরা গোরা অর্থাৎ সুন্দর ছিলে । তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে কালো হয়ে গেছো এই কারণেই কৃষ্ণকে শ্যাম সুন্দর বলা হয় । এ তো একজনের কথা নয় । সম্পূর্ণ রাজধানী গোরা সুন্দর ছিলো । এখন তা শ্যাম হয়ে গিয়েছে । আত্মা এবং শরীর দুইই রোগী হয়ে গেছে । তোমরা জানো যে, তোমরাই সেই পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলে । মায়া তোমাদের পূজ্য থেকে পূজারী বানিয়ে দিয়েছে । দেবী - দেবতা ধর্মের মানুষ এখন ধর্ম ভ্রষ্ট এবং কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে গেছে । তারাই দেবতাদের সামনে গিয়ে বলে -- আমরা নীচ পাপী, আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই, আমরা কাঙ্গাল - দুঃখী । ভারতে একসময় দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো । ভারত মুকুটধারী ছিলো । এখন তো প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব । বাবাকে কেউ জানে না । তোমরা এই কথা তো জানো যে, এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে । গায়ন আছে যে - বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি -- কাদের ? যাদব আর কৌরবদের, যারা বাবাকে জানে না । ভগবান উবাচঃ হলো -- তোমাদের ভাগ্য যা এতকাল ঘুমিয়ে ছিলো, তা এখন জেগে উঠেছে । এ হলো ভাগ্য বানানোর পড়া । স্বর্গের মালিক তো স্বর্গের স্থাপনা করার জন্যই তৈরী করবেন । স্বর্গের স্থাপনা করেন হেভেনলী গড ফাদার । নরকবাসী মায়া তৈরী করে । তোমরা গেয়েও থাকো --- দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখে কেউ করে না । দ্বাপর যুগ থেকে ভক্তি শুরু হয় । ভক্তির ফল দিতে ভগবানকে আসতে হয় । এখন ভগবান ভারতের ঘরে এসে বসেছেন । ভারত তো তাঁর ঘর, তাই না । শিবরাত্রিও এখানে পালন করা হয় আবার মন্দিরও এখানেই বানানো হয়েছে । শিববাবা এসে তোমাদের এই জ্ঞান দেন, যাকে জ্ঞান অমৃত বা সোমরসও বলা হয় । তিনি এই স্বর্ণ যুগ বানানোর জন্য জ্ঞান দেন । তাঁর নাম সোমনাথ । এখন তো ভারত কতো কাঙ্গাল । তোমরা এই সময় তিন পদ পৃথিবীও পাও না । তোমরা কোথায় বসে পড় ? এ তো অনেক বড় হসপিটাল কাম কলেজ । তোমরা হলে অতি ক্ষুদ্র । তোমরা বলো, বাবা, আমি আপনার ১২ মাসের বাচ্চা । আত্মা এই শরীরের দ্বারা বলে -- বাবা, আমি ৬ মাসের বাচ্চা, তাহলে তো অতি

ক্ষুদ্রই হলো, তাই না । তারা বলে - আমি আপনার হয়েছি । আচ্ছা, এখন ভালো করে পড়, তাহলেই আমি সাথে করে নিয়ে যাবো । সন্ন্যাসীরা ব্রহ্ম বা তত্ত্বকে স্মরণ করে । বাবাকে ছেড়ে তারা থাকার জায়গাকে বা ঘরকে স্মরণ করে । তাঁরা মনে করে ব্রহ্মই হলো ভগবান, কিন্তু এ তাঁদের মিষ্টি ভুল । ব্রহ্ম তত্ত্ব, যেখানে আমরা অশরীরী আত্মারা নিবাস করি, তাকে কিভাবে ভগবান বলা যাবে ! এরপর তাঁরা বলেন যে, আমরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবো । আত্মা তো অবিনাশী । তাকে তো অভিনয় করতেই হবে । বাবা খুব ভালো করে বসে বোঝান । এই দাদাও অনেক শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছিলেন কিন্তু আমাকে জানতেন না । এখন আমি এনাকেও শোনাই, এনার আত্মাও শোনে । আমি এনার শরীরে এসে তোমাদের পড়াই । ইনিও শোনে, এনার মুখের দ্বারাই আমি তোমাদের পড়াই । আমি তোমাদের দেহী - অভিমানী বানাই । এই দুনিয়াতে কেউই দেহী অভিমানী হয় না । তোমরা বাচ্চারা বেহদের বাবার থেকে বেহদের সুখের বর্ষা নিচ্ছে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতো । সন্ন্যাসীদের বুদ্ধিতে শাস্ত্রের গুণ থাকে । এখানে কোনো শাস্ত্রের কথা নেই । বাবার আর কি স্মরণে আসবে ? তিনিই তো মালিক । তোমরা সেই বেহদের বাবাকে স্মরণ করো । প্রজাপিতা ব্রহ্মার তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী । ব্রহ্মার দ্বারা তোমরা দাদুর থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নাও । ব্রহ্মা বাবা হলেন সাকার । গ্র্যান্ড ফাদার হলেন নিরাকার । শিববাবার আত্মা ঐর মধ্যে আছে । দুই আত্মাই নিরাকার । এই সাকার বাবা -- যেমন বাবা, তেমনি মাও, এনার মাধ্যমে আমি তোমাদের দত্তক নিই ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।  
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পড়ার প্রতি সম্পূর্ণ নজর দিয়ে একুশ জন্মের জন্য সম্পূর্ণ ভাগ্য বানাতে হবে । এক বাবার মতে চলে নিজেদের সম্পদে পূর্ণ করতে হবে ।

২) আত্ম - অভিমানী হতে হবে । স্মরণের যাত্রায় আত্মাকে সম্পূর্ণ পবিত্র বানাতে হবে ।

বরদান :- জ্বালা রূপ স্মরণের দ্বারা নিজেকে পরিবর্তন করে ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা, ফরিস্তা থেকে দেবতা হও

অগ্নিতে যেমন কোনো জিনিস দিলে তার নাম, রূপ আর গুণ সব পরিবর্তন হয়ে যায় । তেমনি যখন বাবার স্মরণের লগনের অগ্নিতে পড়লে, পরিবর্তন হয়ে যাও । মানুষ থেকে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা তারপর দেবতা হয়ে যাও । কাঁচা মাটিকে যেমন ছাঁচে ঢেলে আগুনে ফেলা হয়, তখন ইট হয়ে যায়, তেমনি এও পরিবর্তন হয়ে যায়, এই কারণে স্মরণকে জ্বালা রূপ বলা হয় ।

স্নোগান :- শক্তিশালী আত্মা সে-ই, যে যখন চাইবে তখন শীতল স্বরূপ আর যখন চাইবে তখন জ্বালা স্বরূপ ধারণ করতে পারবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- সাইলেন্সের আধারে তোমরা এই বিশ্বে এক ধর্ম, এক রাজ্যের স্থাপনা করো -- এ হলো সাইলেন্সের শক্তি"

প্রশ্ন :- সমগ্র দুনিয়া কীভাবে নিজেদের অভিশাপ দেয় আর তোমরা বাচ্চারা কীভাবে দাও ?

উত্তর :- সম্পূর্ণ দুনিয়া ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে দিয়ে নিজেদের অভিশপ্ত করে আর বাচ্চারা যদি বাবা - বাবা বলে তারপর কাম অগ্নিতে নিজেকে ভস্ম করে, তখন অভিশপ্ত হয়ে যায়। মায়ার খাপ্পড় লেগে যায়। বাবা বলেন -- হে মিষ্টি আদরের বাচ্চারা, এখন সতোপ্রধান হও, ভস্মাসুর নয়।

ওম শান্তি। বাচ্চারা জানে যে আমরা এখন অন্ধকার থেকে আলোতে যাচ্ছি। চন্দ্রমার রশ্মি হল - যেমন সুস্পষ্ট বতন। সূর্য যখন উদিত হয় তখন তার উষ্ণতার অনুভব হয়। চন্দ্রমা শীতলতা প্রদান করে। এখন এই লাইট তো এই চোখে দেখা যায়। আত্মারও চোখ আছে। আত্মার আছে বুদ্ধির চোখ। আত্মা জানে যে -- বরাবর এখন আমরা বেহদের বাবাকেও জানি আর এই চোখের দ্বারা ব্রহ্মার রথ যাঁর মধ্যে শিববাবা প্রবেশ করেন, তাঁকেও জানি। বাচ্চারা, তোমাদের এখন এই পরিচয় হয়েছে। এই পরিচয় তখনই হয়, যখন সম্মুখে পাওয়া যায়। নন্দীগণ, ভাগীরথ -- বলা হয়। নন্দীগণ সবসময় ষাঁড়কে দেখানো হয়। ভাগীরথ মানুষকে দেখানো হয়। এক শঙ্করের চিত্র দেখানো হয়, মানুষ মনে করে তাঁর থেকে গঙ্গা নির্গত হয়েছে। এ তো জলের গঙ্গা নয়। এ কথা এখন তোমরা জেনে গেছো। এখন তোমাদের ব্রাহ্মণদের সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান আছে। সমস্ত বেদ - গ্রন্থ - উপনিষদের সার তোমরা বুঝিয়ে বলতে পারো। কোনো - কোনো বাচ্চারা যারা কখনোই কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েও নি বা শোনে নি। তারা কিন্তু সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সারকে বুঝতে পারছে। অশিক্ষিতরা শিক্ষিতদের থেকেও তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। শিক্ষিতরা অশিক্ষিতদের সামনে মাথা নত করবে। না হলে অশিক্ষিতরাই তো শিক্ষিতদের সামনে মাথা নত করে। এখানে তো এ আশ্চর্যের, তাই না। কিছু না পড়েও সবাই বেদ, শাস্ত্র, ধর্ম, ভক্তিমার্গের কর্মকান্ডকে জানে। মানুষ বাণপ্রস্থ অবস্থায় গুরু করে তারপর সেই গুরু তাদের শাস্ত্র ইত্যাদি শোনান। তারা মনে করে এর থেকে পরমাত্মার কাছে যাওয়ার পথ পাওয়া যায়। যেমন মনে করে কোনো পাহাড়ে যে কোনো পথ দিয়ে উপরে যেতে হয় কিন্তু এমন তো হয় না। তোমরা আগে যা কিছু জানতে না, এখন সব জেনে গেছো। কুমারীদের দিয়েই পরমপিতা পরমাত্মা ভীষ্ম পিতামহকে জ্ঞান বাণ নিষ্ক্ষেপ করিয়েছিলেন। দুনিয়ার মানুষ এই কথা জানে না। জগদম্বা সরস্বতী তো কুমারী, তাই না। বড় বড় পণ্ডিতরা সরস্বতী পদবী রাখে। বাস্তবে জ্ঞান সাগর থেকে নির্গত হওয়া জ্ঞান সরস্বতী হলেন মায়া। বরাবর এখন কন্যাদের মধ্যে অনেক বেশী শক্তি আসে কেননা তারা উল্টো সিঁড়ি চড়ে না। পুরুষ যখন বিয়ে করে তখন বাবা - মা, সকলের থেকে মোহ দূর হয়ে স্ত্রীর প্রতি মোহ চলে যায় এবং স্ত্রীর গোলাম হয়ে যায়। তারপর সন্তানের জন্ম হলে, তার প্রতি মোহ চলে যায়। এখন তোমরা সকলের থেকে নষ্টমোহা হচ্ছে। তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো। আত্মার যোগ হলো বাবার সাথে, যোগ অর্থাৎ স্মরণ। তোমাদের কথাই তো আলাদা। কন্যারা তো পবিত্র হয়। তারা তীর্থ আদি করে না কারণ তারা পবিত্রই থাকে। মানুষ তীর্থে যায় পাপ খন্ডন করার জন্য। তারা মনে করে গঙ্গা হলো পতিত পাবনী। পতিত - পাবন তো একজনই হওয়া উচিত। গঙ্গা পতিত পাবনী হলে তীর্থে যায় কেন? সেখানে দেখতে যায়। বলা হয় যেখানে তীর মারা হয়েছিলো, সেখান থেকে গঙ্গা নির্গত হয়েছিলো। তারা এই কারণে গোমুখ বানিয়ে রেখেছে

। তাই বাবা বসে বোঝান -- বাচ্চারা, তোমরা হলে আত্মা । নিজেকে আত্মা মনে মনে করে আমাকে স্মরণ করো । তিনি তোমাদের বাবাও আবার সঙ্গুরুও । মন্দিরে কৃষ্ণের চরণ দেখানো হয় । শিববাবার তো কোনো চরণ নেই কারণ তাঁর তো কোনো শরীর নেই যে চরণের ধুলো হবে । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমাদের শিববাবার চরণের ধুলো হতে হবে না । আমি এসে তোমাদের এই কলিযুগী নিয়ম - কানুন থেকে মুক্ত করি । আমার কোনো চরণ নেই । শিবের তো কোনো শরীর নেই । এ তো ব্রহ্মার শরীর, তাই তোমরা শিববাবাকে কখনো পূজা করতে পারো না । এই ভাগ্যশালী রথে শিব এসেছেন । ভক্তিমার্গে যারা শিবোহম বলে মানুষ তাদের উপর ফুল চড়ায় । এ সকলই হলো ভক্তিমার্গের নিয়ম - রেওয়াজ । মানুষ এর অর্থ কিছুই বোঝে না । তারা বলে স্ত্রীজাতিকে লিপ্তের পূজা করা উচিত নয় । শিবের অর্থই হলো পরমপিতা পরমাত্মা কল্যাণকারী । বাস্তবে তাঁর পূজাই তো অনেক বেশী হওয়া উচিত । শিব কল্যাণকারী একজনই । তিনিই পতিত থেকে পবিত্র করেন । সকলের কল্যাণ করেন । যাঁরা প্রথম নম্বরে লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলেন তাঁরাই ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছেন তাই সবাই সেইভাবেই পতিত হয়েছে । সতোপ্রধান থেকে সবাই রজো, তমোতে এসেছে । সবার কল্যাণকারী হলেন এক বাবাই । এই সময় মানুষ সকলেই পতিত হয়ে গেছে । প্রথমে যখন আসে তখন পতিত থাকে না । প্রথমে তো সবাই পবিত্র থাকে । এই বাবা বসে বোঝান -- আমার প্রিয় আদরের সিকিলধে বাচ্চা বা শালগ্রাম, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছে, বাবা এই মুখ দিয়ে কি বলছেন ? আর কেউই তো এমন বলতে পারে না । কোনো সন্ন্যাসীরাই বলতে পারে বা যে, আমরা চির পবিত্র, এই শরীরের দ্বারা তোমাদের আত্মাদের সাথে কথা বলছি । বাবাই এই কথা বলতে পারেন । কেউ কেউ বাবা - বাবা বলে আবার ভয়সুর হয়ে যায় । মায়া যখন থাপ্পড় দিয়ে দেয় তখন নিজেকে ভয় করে দেয় । এ তো কাম অগ্নি । বাবা এসে এই ভয়সুর অবস্থা থেকে মুক্তি দেয় । তিনি বোঝান -- মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা আমার সন্তান । তোমরা ব্রহ্মাণ্ডে থাকো । সেখানে তোমরা অশরীরী অবস্থায় থাকো, তাই সেখানে কোনো সঙ্কল্প বা বিকল্প চলে না । তারপর তোমরা এই সৃষ্টিতে অভিনয়ের জন্য আসো --- এই নাটকও বানানো আছে । এখন সামনে তোমাদের প্রালঙ্ক । এখন তোমরা হলে ত্রিকালদর্শী । এই সংস্কার তোমাদের প্রায় এখানেই লোপ হয়ে যায় । এই জ্ঞান সেখানে থাকে না । যতক্ষণ তোমরা এখানে থাকো, এই জ্ঞান থাকে । মনে করো, কেউ যদি এখান থেকে সংস্কার নিয়ে যায়, সেই সংস্কার আবার ইমার্জ হয়, তখন সেই অনুসারে এই শক্তিসেনাতে আবার আসতে পারে । উদাহরণ হিসাবে যুদ্ধের সংস্কার থাকলে তাকে যেমন মিলিটারীতে নিয়ে নেওয়া হয় । কারোর যদি এখানে আবারও আসতে হয় তাহলে তারা এই সংস্কার নিয়ে যায় এবং সেই সংস্কার অনুসারে সংস্কারী পরিবারে জন্ম হয়, এবং সংস্কারী ছোটো বাচ্চাই আবার এখানে আসে । আবার যখন স্বর্গে নতুন জন্ম নেবে তখন এখানকার সংস্কার সব শেষ হয়ে যাবে । তারপর প্রালঙ্ক ভোগ করার জন্য রাজধানীর সংস্কার আসবে । এই সংস্কার মার্জ হয়ে যায় । কোনো কোনো বাচ্চার তো খুব ভালোবাসা থাকে । তখন তারা আত্মা দেখে খুশী হয় । কিন্তু অরগ্যান্স ছোটো হওয়ার কারণে বলতে পারে না । বড় হতে থাকলে এই সংস্কারও ইমার্জ হতে থাকবে । বাবা কতো কথা বুঝিয়ে বলেন ।

পরমপিতা পরমাত্মা পিতাই তো তাই অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা অবশ্যই পাওয়া উচিত । তিনিই হলেন স্বর্গের রচয়িতা । তাকে নরকের রচয়িতা বলা হবে না । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা বাবার থেকে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা নিচ্ছি । আগের কল্পেও তা নিয়েছিলাম । এই সময়েই বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদের সুখের বর্ষা পাওয়া যায় । এ কেবল তোমরাই বলতে পারো । এ হলো সম্পূর্ণ নতুন

কথা । তোমরা মনে করো -- গীতা হলো আমাদের বাবা । বাকি সমস্ত শাস্ত্রই তার ছোটো সন্তান তুল্য । গীতা থেকেই রাজযোগের এবং স্বর্গের রাজত্বের বর্সা পাওয়া যায় । বাকি ছোটো ছোটো সন্তানদের থেকে কিভাবে বর্সা পাওয়া যাবে । তোমরা এখন পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির হতে চলেছো, খুব শীঘ্র তোমাদের জন্য মহল ইত্যাদি তৈরী হবে । তোমাদের হলো সাইলেন্সের শক্তি আর ওদের হলো সাইলেন্সের শক্তি । তোমরা সর্বশক্তিমান বাবার থেকে রাজত্ব নাও । তোমরাই এই ভারতের মালিক হও । বিশ্বের রচয়িতা আমাদের বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য পড়াচ্ছেন --- এই কথা সর্বদা বুদ্ধিতে রাখো । এক সেকেন্ডে যদি জীবনমুক্তি দিতে পারেন তাহলে বাবা এক সেকেন্ডে এনার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন না কি ? এক সেকেন্ডে আত্মা এখান থেকে লন্ডন - আমেরিকা ইত্যাদি জায়গায় গিয়ে জন্মগ্রহণ করে । আত্মা হলো একদম ফ্লাইং স্কাইড । আত্মা কতো ছোটো স্টার । পুনর্জন্ম তো অবশ্যই তোমরা মানবে । তোমরা কতো পুনর্জন্ম নিয়েছো । ৮৪ জন্মে তো অবশ্যই আসতে হবে, যারা সম্পূর্ণ পতিত শূদ্র বুদ্ধির, তারাও এখানে এসে স্বচ্ছ বুদ্ধির তৈরী হয় । স্বচ্ছ বুদ্ধির সঙ্গে অবশ্যই এমন বানাতে হবে । এখন তোমরা মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়েছো । বাবার যা গুণ তাই তোমরা ধারণ করো । তোমরাও বলো -- মনমনাভব । তখন তোমাদের আত্মাও স্বচ্ছ হয়ে যাবে । বাকি দিব্য দৃষ্টির চাবি তো বাবার কাছে । তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও তাই বাচ্চাদের মাথায়ও মুকুট দেখানো হয় । না হলে ছোটো বাচ্চাদের তো মুকুট হয় না । তারা প্রিন্সই দেখে । মায়েরা সাক্ষাৎকারে দেখে - --- আমরা মহারানী হবো । তোমরা জ্ঞানের সাহায্যে বুঝতে পারো যে, এখনো আমাদের আত্মা পতিত । আমি কার্পেন্টার --- আমি গরীব --- এমন কথা আত্মারাই বলে । এখন তোমরা জানো যে, শিববাবার দ্বারা আমরা দেবতা হচ্ছি । আত্মাই পতিত আবার পবিত্র হয় । এখন আমি আত্মা পতিত তাই এই শরীরও তেমন পতিত । খাদ জমা হয়ে আছে । এমনভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলে বিচার সাগর মন্বন করতে থাকা উচিত । তখন অভ্যাসে পরিণত হবে । বিচার সাগর মন্বন, বাচ্চারা তোমাদেরই করা উচিত --- ঠিক কি আর ভুল কি ।

নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করতে হবে । আমি ব্রাহ্মণ । এই শরীরের দ্বারা আত্মাকেই ডাকে । শরীরকে কেন ডাকে না ? খাওয়ায়ও আত্মাকেই । আত্মা, আত্মা কি করে থাকে ? ব্রাহ্মণের শরীরের দ্বারাই তো থাকে, তাই না । স্ত্রী মনে করে তার স্বামীর আত্মাকে ডাকা হয়েছে । কারোর যদি স্ত্রীর প্রতি প্রেম থাকে, যখন তার আত্মাকে ডাকা হয়, তখন মনে করে এখন একে কি উপহার দেবো । তখন তাদের আংটি বা নখ পড়িয়ে দেয় । এ তো আত্মা, শরীর তো আর আসতে পারে না । বাস্তবে আত্মাও আসে না । এ সবই এই ড্রামায় নিহিত আছে । এও এক খেলা । তারা মনে করে অমুকে এসেছে । আমি তাকে খাওয়াই । বড় মানুষদের অনেক ধুমধাম করে খাওয়ানো হয় । এ হলো রীতি রেওয়াজ । বাস্তবে ব্রাহ্মণদের কোনো চাকরী করতে হয় না কিন্তু আজকাল পেটের জন্য সবকিছুই করে । না হলে ব্রাহ্মণরা নিজেকে খুব উঁচু মনে করে কিন্তু তারা হলো কুলজাত ব্রাহ্মণ । তোমরা হলে মুখজাত বংশাবলী ব্রাহ্মণ । তোমাদের অনেক মহিমা । তোমরা এখন তা বুঝেও গেছো । আমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞানকে জানি । এক বাবা ছাড়া আর কাউকেই নলেজফুল বলা যাবে না । যাঁকে মানুষ থেকে দেবতা বানান তাকেও অবশ্যই দত্তক নেওয়ার প্রয়োজন কেননা ইনি হলেন মাতা - পিতা । বাবা এসে এনার দ্বারা তোমাদের রচনা করেন । এই কথা অন্য কেউ মুশকিলের সঙ্গেই বুঝতে পারে । এ কতো আশ্চর্যের কথা । তিনি বলেন, আমি দিন - প্রতিদিন তোমাদের গোপন রহস্যের কথা শোনাই । অন্তিম সময় পর্যন্ত এই জ্ঞান ধারণ করতে হবে । শেষের দিকে গিয়ে তোমাদের কর্মজীবিত অবস্থা হবে । আট জন পাস উইথ অনার হয় । মিলিটারীর কোনো সৈনিক মারা

গেলে তাকে সম্পূর্ণ সম্মান দেওয়া হয়। তোমরা সবাই পুরুষার্থ করছো, এ হলো কর্মাতীত হওয়ার রেস। কারা ভালোভাবে যোগ লাগায় এবং রুদ্র মালায় যায়। মাম্মা - বাবাতো প্রসিদ্ধ কিন্তু তবুও নশ্বর অনুসারে। পাস উইথ অনার্স যারা হয় তারা ফুল মার্কস পায়। তারা সাজা ইত্যাদি কিছুই খায় না। তাদের অনেক মান হয়। সবসময় নয় রক্তের গায়ন হয়, আট নয়। চারের জোড়া হয়। বাকি মাঝে হলো এক বাবা। ওরা তো এই অর্থ বুঝতেই পারে না। যারা যেমন রায় দেয় তেমন বানিয়ে দেয়। জৈনরা কতো হঠযোগ করে। তারা মাথার চুল কেটে ফেলে। এ তো হিংসা হয়ে গেলো। এই সন্ন্যাস তো দুঃখ দেয়। তোমাদের তো কিছুই করতে হয় না। তোমাদের তো স্বর্গের লোভ দেখিয়ে বিকারের সন্ন্যাস করাই। এই জ্ঞানও তোমাদের ছাড়া আর কারোর নেই। তোমরা বরাবর ৮৪ জন্মের চক্র লাগিয়েছো। এখন আমরা ঘরে ফিরে যাই। তোমরা যত যোগে থাকবে ততই পবিত্র হতে পারবে। স্মরণে থেকে সার্ভিস করতে থাকলে তারা অনেক বেশী ফল পাবে। বাবা হলেন অতি প্রিয় যাঁর থেকে ২১জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায়। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কর্মাতীত হওয়ার রেস করতে হবে। ভালো ফল প্রাপ্ত করার জন্য স্মরণে থেকে সার্ভিস করতে হবে।

২) স্বচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্নদের সঙ্গ করে স্বচ্ছ হতে হবে। বাবার গুণকে স্বয়ং ধারণ করতে হবে। নিজেকে কখনোই শাপগ্রস্ত করো না।

বরদান :- মালিক হয়ে কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কর্ম করিয়ে কর্মযোগী, কর্মবন্ধনমুক্ত ভব

ব্রাহ্মণ জীবন কর্মবন্ধনের জীবন নয়, কর্মযোগীর জীবন। কর্মেন্দ্রিয়র মালিক হয়ে যা চাও, যেমন চাও, যত সময় কর্ম করতে চাও --- তেমনই কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কর্ম করতে থাকো তাহলেই ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা হতে পারবে। কর্মবন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই দেহ সেবার কারণে পেয়েছো, কর্মবন্ধনের হিসেব - নিকেশের জীবন সমাপ্ত হয়েছে। পুরানো দেহ আর দেহের দুনিয়ার সম্বন্ধ সমাপ্ত হয়েছে, তাই এই জীবনকে জীবন্মুত জীবন বলা হয়।

স্লোগান :- দিলারামের সাথে অনুভব করতে হলে সাক্ষীভাবের স্থিতিতে থাকো।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের বাপদাদার শ্রীমতের ডাইরেকশন অনুযায়ী চলে দেহী অভিমানী হতে হবে, চিত্র দেখলেও বিচিত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে"

প্রশ্ন:- কোন্ মহিমার আধারে তোমরা বাচ্চারা লাকি স্টার্স রূপে পরিচিত হও ?

উত্তর :- পবিত্রতার মহিমার আধারে। তোমরা এই শেষ জন্মে পবিত্র হয়ে ভারতকে পবিত্র করার সেবা কর, তাই তোমরা হলে লাকি স্টার্স, দেবতাদের চেয়েও উঁচুতে। তোমাদের এই হল হীরে তুল্য জন্ম। তোমরা হলে উষ্ণ সেবাধারী। ব্রহ্মার আত্মা এই সময় শ্রীকৃষ্ণের চেয়েও উঁচুতে, কারণ তিনি পিতা হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ তো প্রালব্ধ ভোগ করেন।

গীত :- আগামী দিনের তোমরা হলে প্রতিকৃতি ....

ওমশান্তি। বাবা বলছেন বাচ্চাদের। বাবাও হলেন নিরাকার বাচ্চারাও হল নিরাকার। কিন্তু এই যে সাকারী দেহ ধারণ করা হয়েছে, তার দ্বারা পার্ট প্লে করতে হয় এমন পার্টধারী বাচ্চাদেরকে বাবা বলছেন এখন দেহী অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এমন বোলো না - অহম্ (আমি) আত্মা হলাম সেই পরমাত্মা। এখানেই তো তোমরা বাবাকে ৮৪-র চক্রে ঠেলে দাও। নিজেকে পিতা ভেবে ৮৪ জন্মের চক্রে প্রবেশ করিয়েছ। এই কথা বলে তোমরা রসাতলে পৌঁছেছ। জীবন নৌকো ডুবতে আরম্ভ করেছে। এখন তোমরা শ্রীমৎ প্রাপ্ত কর। বাচ্চারা জানে দুইটি মতের গায়ন আছে। এক হল শ্রীমৎ। এই হল ভগবানের শ্রীমৎ অর্থাৎ বেহদের পিতার মতামত। তারা কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। সেইটি হল ভুল। কৃষ্ণকে পিতা বলা যাবেনা। পিতা হয় তিন। এক হলেন উঁচু থেকে উঁচু পরম পিতা পরমাত্মা, আত্মাদের পিতা, দ্বিতীয় হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। এনাকে পরম পিতা বলা হবেনা। ইনি হলেন প্রজার পিতা। এনার নামও খুব বিখ্যাত। কৃষ্ণকে প্রজাপিতা বলা হবেনা। তৃতীয় হলেন লৌকিক পিতা। বেহদের বাবা বলেন - বাচ্চারা , দেহী-অভিমানী ভব। এখন তোমরা শ্রীমতের ডাইরেকশন প্রাপ্ত কর। দুজনের মত একসাথে চলে। তোমরা অনুভব করো - এই মহাবাক্য টি শিববাবা বোঝাচ্ছেন। ত্রিমূর্তি শিবের পরিবর্তে ভুল করে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দিয়েছে। তার কোনো অর্থ নেই। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বললে ব্রহ্মার মত গায়ন আছে। শিবকে উধাও করে দিয়ে হয়েছে। বলা হয় ব্রহ্মাও নেমে এসেছেন। ব্রহ্মা সূক্ষ্ম বতন থেকে নেমে এসে মতামত দেবেন। এখন তোমরা এইটি বুঝেছ , প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে ব্যক্ত ব্রহ্মা বলা হয়। তোমরা এখন ব্যক্ত ব্রাহ্মণ, তারপর অব্যক্ত সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণে পরিণত হও। তারপরে অব্যক্ত সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ হও। তারপরে তোমরা সূক্ষ্ম বতন বাসী ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ ব্রহ্মা, সম্পূর্ণ সরস্বতী - দুজনে সূক্ষ্ম বতনে বাস করে। বিষ্ণু স্বরূপ তো হলেন যুগল। দুটি ভূজা লক্ষ্মীর, দুটি ভূজা নারায়ণের । এবার এই মত-টি হল খুব বিখ্যাত। ভগবানুবাচ, ব্রহ্মাকে মত দেন শিব। এনার নাম রাখা হয়েছে ব্রহ্মা। ব্রহ্মা হলেন এইখানে পতিত দুনিয়ায়। এনাকে উঁচু বলা উচিত নয়। বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী নারায়ণ তারপরে এখানে স্বর্গে আসেন। দেব-দেব মহাদেব বলা হয় কিনা। অতএব মহাদেব হলেন শঙ্কর। বাচ্চারা তো বুঝেছে শিব হলেন উঁচু থেকে উঁচু পিতা। তারপরে সূক্ষ্ম বতন রচনা করেন। মুখ্য কথা হল শ্রীমৎ অনুসারে চলা। ব্রহ্মাও শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে যেত বিখ্যাত হয়েছেন। যোগ্য (মুরব্বী) বাচ্চা হলেন একমাত্র ব্রহ্মা। শিববাবাও এক , ব্রহ্মাও একজনই আছেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয় কিনা। প্রজাপিতা

বিশ্ব বা প্রজাপিতা শঙ্কর বলা হবেনা। এখন তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সম্মুখে বিরাজিত আছো। বাবা বলেন গৃহস্থ থেকে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। নিরন্তর আমায় স্মরণ করার পুরুষার্থ করো। ত্যাগের কথা পরে আসে। জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য বলা হয় কিনা। বৈরাগ্য হলে ত্যাগ করা হয়। সন্ন্যাসী প্রথমে বৈরাগ্য উৎপন্ন করেন যে এই সুখ হল কাগ বিষ্ঠা সম তাই ঘর সংসার ত্যাগ করে। বলে যে ভারত সত্যযুগে স্বর্গ ছিল। নরক বাসীরা বলে আমরা স্বর্গ বাসী ছিলাম। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে স্বর্গে দেবী দেবতাদের বাস ছিল। প্রাচীন ভারতে পিউরিটি, পীস, প্রম্পারিটি সব ছিল। নরকবাসী মানুষ স্বর্গ স্থাপনকারী পিতার মহিমা গায়ন করে - আপনি হলেন সুখের সাগর, শান্তির সাগর। এই বাবার কাছেই সেকেন্ডে জীবনমুক্তির বর্সা প্রাপ্ত হয়। বাবা ঋণে ঋণে বলেন কার সঙ্গে চলেছ ? শিববাবার কাছেই বর্সা প্রাপ্ত হবে। বুদ্ধিতে যেন শিববাবার-ই স্মরণ থাকে। ওঁনার কাছে স্বর্গের অসীম সুখের প্রাপ্তি হবে। তোমরা বলবে আমরা শিববাবার সঙ্গে চলি। কেউ নতুন যদি হয় বলবে শিববাবা তো নিরাকার। ইনি তো ব্রহ্মা, তোমরা শিববাবার সঙ্গে কিভাবে চল ? বিচিত্র কিনা। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা শিববাবার সম্মুখে বিরাজিত আছি। শিববাবার কোনো আকার সাকার রূপ নেই। তিনি নিরাকার এনার দেহেই আসেন। এনার মধ্যে এসে বলেন। ইনি নিজের জন্ম সম্বন্ধে জানেন না। এখন তোমরা জানো সঠিক রূপে আমরা ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছি। ৮৪ জন্মের-ই গায়ন আছে। সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণ ছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁরা ৮৪-র চক্র পরিক্রমণ করেছেন। অন্য ধর্মীয় জন তো পরে আসে, তাদের এত জন্মও হয়না। প্রথমে আত্মা হয় সতোপ্রধান, পরে তমোপ্রধান হয়। সুতরাং এই হল ভগবানের শ্রীমং। ব্রহ্মাকেও তিনি মত দেন। কিন্তু মুরব্বী বাচ্চা হওয়ার দরুন ব্রহ্মাবাবা ভালো করে ধারণ করে বোঝান। কখনও শিববাবা এসেও বোঝান। বলেন - বাচ্চারা, দেহি অভিমানী ভব। শিববাবাও বলেন, ব্রহ্মাও বলেন দেহী অভিমানী ভব। এখন তোমরা প্রাক্টিক্যালে সম্মুখে বসে আছো। তিনি হলেন বিচিত্র। তোমরা হলে চিত্র যুক্ত। সবাইকে বল - হে ভাই, হে আত্মারা, বাবাকে স্মরণ কর। আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। একে অপরকে সাবধান করে উল্লিখিত কর। এইসব ব্রহ্মার দেহ দ্বারা বাবা বলেন - আমি পিতা আমায় স্মরণ করলে স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত হবে। এই ভূতের বশে বশীভূত হবেনা। সর্ব প্রথম হল অশুদ্ধ অহংকার। বডি কনসাস অর্থাৎ দেহ অভিমান ত্যাগ কর। সোল কনসাস অর্থাৎ দেহি অভিমানী হও। ভাই ভাই তোমরা তবে পিতাও হবেন নিশ্চয়ই। ভাই-বোনের পিতা হলেন ব্রহ্মা। ভাই-ভাইয়ের পিতা হলেন নিরাকার। ইনি হলেন সাকার। আমরা সবাই আসলে হলাম নিরাকার। পাট প্লে করতে আসি। এই হল শ্রী শ্রী শিব ভগবানুবাচ। কৃষ্ণ ভগবান নন। এনাকেই প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয়। কৃষ্ণের চেয়ে উঁচু হয়ে গেলেন ব্রহ্মা। এই সময় ব্রহ্মা হলেন কৃষ্ণের উপরে কারণ কৃষ্ণের আত্মা সত্যযুগে ছিলেন। সেই আত্মা এই ৮৪তম জন্মে এসে বাবার আপন হয়েছে। সুতরাং কৃষ্ণের আত্মার চেয়ে ইনি হলেন শ্রেষ্ঠ তাই না কারণ এইসময় সেবা করেন। কৃষ্ণের আত্মা তো কেবল প্রালব্ধ ভোগ করবে। তাহলে দুজনের মধ্যে কে বড়, কে উঁচু হল ? ৮৪ জন্মের চক্রে প্রথম জন্মধারী কৃষ্ণ উঁচুতে নাকি এইসময় জন্মধারী ব্রহ্মা উঁচুতে ? বাস্তবে হীরে তুল্য জন্ম হল এই জন্ম কারণ এখানে তোমাদের প্রাপ্তি হয় অনেক। সেখানে তো এমন বলা হবে না যে প্রাপ্তি হয়। এই সময়েই তোমাদের সম্পূর্ণ প্রপাটি প্রাপ্ত হয়।

তোমরা হলে খুব উঁচু সেবাধারী। তোমরা ভারতকে স্বর্গ, পতিতকে পবিত্র করে তারপরে এই দুনিয়ায় রাজ্য করবে। তোমরা হলে লাকি স্টার্স তাই সবাই মাথা নোয়াবে তোমাদের কাছে তাইনা। এই সম্পূর্ণ মহিমা হল পবিত্রতার মহিমা তাই বাবা বলেন কাম হল মহা শত্রু, যে তোমাদের অপবিত্র

করেছে, তাকে পরাজিত কর। আমি সর্ব শক্তিমান, আমার সঙ্গে যত যোগ যুক্ত হবে, ততই পবিত্র হতে থাকবে। তোমরা ৬৩ জন্ম বিষয় সাগরে নিমজ্জিত অবস্থায় ছিলে। এখন এই হল তোমাদের অন্তিম অর্থাৎ শেষ জন্ম। অজামিল সম পাপীদের গায়ন আছে। সত্যযুগে আছেই একমাত্র পতিব্রতা, পাবন বা পবিত্র ধর্ম। সর্বদা সুখ-ই সুখ থাকে সেখানে। এখানে তো হয়েছে পতিত। সন্ন্যাসী প্রথমে সতোপ্রধান ছিলেন তাই তীক্ষ্ণ ছিলেন। বনে জঙ্গলে যেকোনো স্থানে ভোজন প্রাপ্ত করতেন। পবিত্রতায় শক্তি ছিল। এমন তো নয় যে পরম পিতা পরমাত্মা শিবের শক্তি ছিল। তোমরা ঔনার শক্তি প্রাপ্ত কর। মায়ার রাজ্য শুরু হয় দ্বাপর থেকে। পাঁচ বিকার রূপী রাবণের রাজ্য অধিকল্প চলে। মানুষ বোঝেনা যে পতিত-পাবন কে ? গঙ্গাকে পতিত পাবনী ভেবে নিয়েছে। পরমাত্মাকে কেউ জানেনা। বলে দেয় পরমাত্মা এবং তাঁর রচনা হল অন্ত হীন। সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছর বলে। যদি এরকম হত তাহলে দেবতা ধর্মীয় জনের সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত। এখন তো কথিষ্টান ধর্মীয়জন যারা পরে এসেছে তাদের সংখ্যা বেশি আছে। এইসব বাবা বোঝান। বুদ্ধির জন্যে এইরূপ ভোজন দেন। তোমাদের বুদ্ধি এখন কত কাজ করে! মানুষের বুদ্ধি এখন কাজ করেনা। রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানবার বুদ্ধিতে তালা বন্ধ আছে। তাদের হল হদের সন্ন্যাস, হঠ যোগ। তোমাদের হল বেহদের সন্ন্যাস, রাজযোগ। তোমরা রাজার রাজা স্বর্গের মালিক হও। এইসময় যারা পতিত, তারা এই রহস্য খোঁড়াই বলতে পারবে। গীতা পাঠ করে, ১৮ অধ্যায়ের বিরাট অর্থ বের করে। কতগুলি গীতা তৈরি করেছে ! সবার নিজের নিজের মতামত আছে। গীতাকে বুঝতে পারেনা। কৃষ্ণ ভগবানই নয়, তাহলে গীতা কীকরে বুঝবে। কিছুই বোঝে না। এখন তোমরা জানো - সেসব হল ভক্তিমার্গের। পাঁচটি ভূত অজামিল সম পাপী করেছে। নম্বর অনুযায়ী তো আছেই। একরকম তো কেউ নয়। বোঝান হয় - ভগবান হলেন এক, তিনি এসে রাজ যোগের শিক্ষা দেন। লক্ষ্মী নারায়ণ ও তাঁদের ডিনায়িস্টি তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হচ্ছে। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি আবার রিপটি হবে। প্রথমে তো নিশ্চয় চাই। বাবা, ব্যাস এবার আমরা তো আপনার শ্রীমৎ অনুসারে চলব। বাচ্চারা তোমাদের ভাগ্য উদয় হচ্ছে। তোমরা বিশ্বের মালিক হও। অন্য সবার ভাগ্য এখন সুপ্ত অবস্থায় আছে। সবাই খুব দুঃখে আছে। আদি সনাতন ভারত স্বর্গ ছিল। এখন আর নেই। তমোপ্রধান পতিত হয়েছে। পতিত পাবন পরমাত্মাকে বলা হয়। কৃষ্ণকে নয়। স্বর্গে সবার আত্মা জ্যোতি জাগ্রত থাকে। দীপ মালা বলা হয় কিনা। এখন তো সবার জ্যোতি নিভে আছে। বাবা বলেন - এই হল আমার আত্মাদের মালা। প্রথমে আত্মাদের মালা তৈরি করি। তারপরে বিষ্ণুর মালা তৈরি করি। শিববাবা তৈরি করেন ব্রহ্মা দ্বারা। এই কথাও বোঝান হয়েছে - ব্রাহ্মণদের মালা তৈরি হতে পারেনা কারণ আকাশে চড়ে কখনো নীচে পড়ে থাকে। নিশ্চয় বুদ্ধি থেকে পরিবর্তন হয়ে সংশয় বুদ্ধি হয়ে যায়। আজ যে পাকা ব্রাহ্মণ, অন্যদের নিজ সমান তৈরি করে, কাল শূদ্র হয়ে যায় তাই শিববাবা বলেন ব্রাহ্মণদের মালা তৈরি হতে পারেনা। তোমরা পুরুষার্থ কর, রুদ্র মালা তৈরি হবে তাই যোগ যুক্ত হতে হবে। যোগ পুরো হবে তো বুদ্ধি রূপী পাত্র পবিত্র হবে ফলে ধারণা হবে। বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা বর্ষা প্রাপ্ত কর। তোমাদের নজর বর্ষার দিকে থাকে। লৌকিক পিতার সন্তানদেরও বর্ষার দিকে নজর থাকে তাইনা। কেউ আবার বলে এই বুড়ো কবে মরবে তো সম্পত্তি পাওয়া যাবে। কোনো কোনো পিতা এমন থাকেন যে বাচ্চাদের কিছু দেন না। স্ত্রীকে সংসার খরচও দেন না।

বাবা বলেন মুখ্য কথা হল নিশ্চয় বুদ্ধি হও। তোমরা বিচিত্রের হাত ধরেছ। এই চিত্রের দ্বারা - আমায় স্মরণ করো। তোমাদের বুদ্ধি জিনের মতন হওয়া উচিত। শিববাবা পরম ধামে থাকেন। এখন শিববাবা মধুবনে মুরলী ক্লাস করছেন হয়তো। ঋণে ঋণে শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে।

এখন তোমরা এখানে বসে আছ, তিনি বলছেন মামেকম্ স্মরণ কর তো তোমরা আমার মালার দানা হতে পারবে। এ হল রুদ্র জ্ঞান যন্ত্র। এতে ব্রাহ্মণও নিশ্চয়ই চাই। শাস্ত্রে কোথাও এমন লেখা নেই যে জগৎ অশ্রা ব্রাহ্মণী ছিলেন। এই কথা বাবা-ই বোঝাচ্ছেন। কিন্তু মায়াও খুব কঠিন। নিশ্চয় হওয়ার সময় মায়া চট করে সংশয় বুদ্ধি করে দেয়। তখন শ্রীমৎ প্রাপ্তির জন্যে বুদ্ধি চলায়মান হয় না। তাদের পদও ভ্রষ্ট হয়ে যায়। চড়লে চাখবে বৈকুণ্ঠ রস, নীচে পড়লে হবে ভেঙে চুরমার ..... প্রজাতেও পদ মর্যাদা কম হবে। তোমরা হলে লাকি জ্ঞান সিতারা বা জ্ঞান নক্ষত্র। তোমাদের উপরে বিশাল দায়িত্ব আছে। বাবা বলেন - খবরদার থাকবে, বিকার গ্রস্ত হবে না। তোমাদের কর্তব্য হল পতিতদের পবিত্র করা। কাউকে দুঃখ দেবেনা। সদা সুখী করতে হবে। বাবা বাচ্চা বাচ্চা বলে বোঝান যদিও উনি হলেন বৃদ্ধ। এনার আত্মাকেও বাচ্চা বলা হবে। এই আত্মাও ওঁনাকে বাবা বলেন। প্রতি কদমে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। সেন্টার সব শিববাবার, কোনো মানুষের নয়। শিববাবা এনার দ্বারা স্থাপনা করেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বুদ্ধিকে রোজ জ্ঞানের ভোজন দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। যোগের দ্বারা বুদ্ধি রূপী পাত্রটি পবিত্র করতে হবে।

২) "আমরা বিচিত্র বাবার হাত ধরেছি" - এই নিশ্চয়ের আধারে প্রতি ক্ষণ বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কাউকে দুঃখ দেবেনা।

বরদান :- নিজের অনাদি সংস্কার গুলি ইমার্জ করে সর্ব সমস্যা পার করতে পারা উড়ন্ত বিহঙ্গ ভব

ব্যাখা: তোমরা সবাই অনাদি রূপে উড়ন্ত বিহঙ্গ, কিন্তু ভার যুক্ত হওয়ার দরুন উড়ন্ত বিহঙ্গের বদলে খাঁচার পাখি হয়ে গেছ। এখন আবার অনাদি সংস্কার ইমার্জ করো অর্থাৎ ফরিস্তা রূপে স্থিত থাকো, একেই সহজ পুরুষার্থ বলা হয়। উড়ন্ত পাখি হলে পরিস্থিতি নীচে এবং তোমরা হয়ে যাবে উপরে। এইটি হল সর্ব সমস্যার সমাধান।

স্নোগান - প্রতি কদমে কল্যাণ ভেবে প্রত্যেকটি আত্মাকে শান্তির শক্তি দান করা-ই হল প্রকৃত সেবা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- মুখে চুশিকারি এঁটে নাও, অর্থাৎ নিজের শান্তি স্বধর্মে স্থিত হয়ে গেলে মায়া কিছুই করতে পারবে না"

প্রশ্ন :-- এক শিববাবাই ভোলানাথ, দ্বিতীয় আর কেউ ভোলানাথ হতে পারে না -- কেন ?

উত্তর :-- কেননা এক শিববাবাই আছেন, যাঁর নিজের কোনও ইচ্ছে নেই বা যিনি নিজের জন্য কোনও ইচ্ছে রাখেন না, উনি এসে বাচ্চাদের সেবাবাহারী হন।

বাচ্চাদের মায়ার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে, প্রতিটি বাচ্চাকে নিজ সমান মাস্টার জ্ঞান সাগর তৈরি করেন। জ্ঞান রত্ন দ্বারা ঝুলি ভর্তি করে দেন। এমন নিষ্কাম সেবাবাহারী দ্বিতীয় কেউ হতে পারে না, আর তাই ভোলানাথ এক শিববাবাকেই বলা হয়।

গীত :-- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম আর কেউ নেই .....

ওম্ শান্তি। যারা ছিলেন বা যা কিছু ছিল, ভক্তি মার্গে তার মহিমা করা হয় যে এমনটাই ছিল। যা এখন আছে, পরে তাকে বলবে এমন ছিল। কেউ শরীর ত্যাগ করলে বলা হয় অমুক এমনই ছিল। নিশ্চয়ই পরমাত্মারও মহিমা করে, তা নাহলে মহিমাম্বিত কি করে হতো? এখন প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে। সব ভক্তের ভগবান এক। ভক্তদের রক্ষক বা সঙ্গতি দাতা তিনিই, তাঁকেই জাদুকর বলা হয়। গীত ও আছে - সবার সঙ্গতি দাতা। সবার সঙ্গতি এখনই প্রাপ্তি হয়। নম্বরানুসারে ভিন্ন ধর্মের মানুষ যারা আছে, সবাইকেই গতি সঙ্গতি অবশ্যই দিয়ে থাকেন। মানুষ মাত্রই অবশ্যই মুক্তিধামে যায়, তারপর সতোপ্রধানে আসে। নম্বর অনুযায়ী আসবে তাই না! প্রথমে দেবতার, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আসবে। বর্ণ বদল হবে। কেউ ভালো কিছু করলে তার মহিমা করা হয়, কিন্তু সে তো অল্প কালের জন্য মহিমা গায়ন হয়; কেননা বাচ্চারা জানে - বিনাশ সামনে অপেক্ষা করছে। সবচেয়ে বেশি মহিমা তাঁর হয় যিনি প্রথমে আসেন। ভক্তি মার্গে প্রথমে শিববাবারই পূজা শুরু হয়, যেমন এখন হয়ে আবার চলে যাবে। এনার গায়ন পূজন আবার ভক্তি মার্গে শুরু হবে। সত্য যুগে ভক্তি নেই। ওরা তো এটাও জানেনা যে, প্রথমে কি ছিল, অথবা সত্য যুগের পরে ত্রেতা আসবে। এসব বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে হয়। ভক্তি মার্গ শুরু হয় দ্বাপর থেকে। যে বুদ্ধিমান নলেজফুল বাচ্চা হবে, সে-ই ভালোভাবে বুঝতে পারবে। আর যারা কেবল কন্ঠস্থ করে, তারা সবাই তোতা পাখি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব ভালো কন্ঠস্থ করতে পারে, অন্যরা কিছু বোঝেনা। তারা হল পায়রার (কবুতরের) মতো। তোতাকে যা শেখানো যায়, সে তাই রিপিট করে। পায়রা শিখতে পারেনা। অমরনাথে পায়রাকে দেখানো হয়েছে। পায়রা শুধুমাত্র সংবাদ বহনকারী। তোতা যা শোনে তাই রিপিট করে। পায়রা রিপিট করতে পারেনা। এখানেও এমন আছে যে, শুনে রিপিট করতে পারেনা; তাদের পায়রা বলা হয়। এই সময় অনুসারে যেমন তোতাপাখির মতো হিউম্যান (মানুষ) আছে, পাশাপাশি পায়রা হিউম্যানও আছে। যারা কোনো কাজেরই নয়।

বাবা হলেন রূপ-বসন্ত। বাবা বুঝিয়েছেন ওঁনার কোনও বড়ো রূপ হয়না। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে শিববাবার রূপ কেমন? তবে বোঝানো উচিত, যে শিববাবার রূপ তেমনই যেমন আত্মা বিন্দু স্বরূপ। যেমন বাবা তেমন বাচ্চা। আত্মা কখনও ছোট বড়ো হয়না, না বাবা কখনও বড়ো হয়। উনি

হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, উনিই আমাদের বোঝান । ওঁনার নামই হলো ভোলানাথ । নিজের জন্য কণামাত্র ইচ্ছে রাখেন না । বাচ্চাদের নিশ্চয়তা আছে যে, পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীর ( ব্রহ্মা ) দ্বারা বুদ্ধিয়েছেন । অরগ্যান ছাড়া তো আত্মা বলতে পারে না । বাবা স্বয়ং বসে বোঝান । বলাও হয় পরমাত্মা আসেন, তাঁর সাথে নন্দীগণও থাকে । ওরা তো ষাঁড় দেখিয়েছে । জানোয়ার তো হতেই পারে না । এমন খোড়াই হয় যে, লাফ দিয়ে ষাঁড়ের উপর চড়ে বসে । বলাও হয় ভাগীরথ, অর্থাৎ ভাগ্যশালী রথ, কিন্তু কে তিনি সবার এটা অজানা । পতিত পাবন কিভাবে আসেন ? নরককে স্বর্গ বানাতে নিশ্চয়ই এসেছিলেন, তাইতো গায়ন আছে । ভক্তিও প্রথমে শিববাবারই করবে, নন্দ্রর অনুসারে বাস্তবে প্রকৃত মহিমা একমাত্র শিববাবার । এখন তো কুকুর, বিড়াল সব কিছুই মহিমা করে, নন্দীগণ তৈরি করে, ষাঁড় নিয়ে ঘোরে। এখন শিববাবা এই নন্দীর ( ব্রহ্মা ) মধ্যে এসে তোমাদের জ্ঞান শোনাচ্ছেন । জ্ঞান রূপী দুষ্ক পান করছেন । ওঁনার কত মহিমা । ভোলানাথ ভগবান যিনি সবার ঝুলি ভর্তি করেন।

শিবের সামনে এমন বলবে না যে, ঝুলি ভর্তি করে দাও, কেননা বোঝে যে তিনি নিরাকার । শঙ্করের কাছে ঝুলি নিয়ে যায় ভর্তি করার জন্য । বিষ্ণু আর ব্রহ্মার কাছে যায় না । শঙ্করের কাছে যায় কেননা শিব আর শঙ্করকে মিলিয়ে দিয়েছে। ভেবেছে যে শিব শঙ্করেরই রূপ । ভক্ত, পূজারীরা কেউ দেবতাদের অ্যকুপেশন ( পেশা ) জানেনা, কারণ যে প্রথম পূজারী হয়েছিল সে-ই কিছু জানেনা । ওদের বলবে তোমরাই পূজ্য দেবী-দেবতা । তোমরাই পূজারী । এখন তোমরা বুঝেছ যে , আমরাই পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলাম এখন পূজারী হয়েছি। শিব তো মূলবতনবাসী, কিন্তু মন্দির তো আছে তাই না ! সূক্ষ্ম বতনবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করেরও পাট আছে, কেননা তাঁদেরও তো আসতে হয় ।

শিবকেও আসতে হয়, শঙ্করের এখানে কোনও ভূমিকা নেই । ত্রিমূর্তি মার্গও নাম রাখে, ত্রিমূর্তি স্ট্যাম্প তৈরি করে, তার উপর সিংহ দেখানো হয় । নীচে লেখা হয় 'সত্যমেব জয়তে'। সেটা তো ঠিক আছে শুধু শিবের নাম বা চিহ্ন টুকু নেই ।

'সত্যমেব জয়তে' -- পশুর নীচে লেখা উচিত নয় । সত্য যিনি তিনি এক বাবাই । যিনি সত্য বাক্য শুনিয়া আমাদের বিজয়ী করে তোলেন । সব কিছু সহজ রীতিতে বুদ্ধিয়ে দেন । তোমরা মাস্টার নলেজফুল হতে থাক । যেদিন থেকে নলেজ নিতে শুরু করেছ, ওঁনার সব মুরলী যদি রাখা যায় বাড়ি ভর্তি হয়ে যাবে । কত কাগজ ব্যবহার করেছ আর করতে হবে। মুরলী বাচ্চাদের কাছে অবশ্যই আসবে । প্রচুর কপি বেরোবে, ঝাড় বৃদ্ধি পেতেই থাকবে ।

বাচ্চারা জানে মায়ার তুফান অনেক আসবে । চুম্বিকারি মুখে থাকলে মায়া আর কিছুই করতে পারবে না । বাবাকে স্মরণ করা খুব সহজ । আমি আত্মা, আত্মা বলে আমার স্বধর্ম শান্ত স্বরূপ । আমরা সবাই পরদেশী, এই মায়ার দেশে আসি । গীত আছে -- 'ও দূর দেশের পরবাসী'.... সব আত্মাই দূর দেশের অধিবাসী । তোমরা এখন জেনে গেছ, এটা তো ঠিকই আমরা পরদেশে আছি । অনেক দূরদেশ থেকে আসি, যাকে নিরাকারী দুনিয়া বলে । দুনিয়াতে সবাই পরদেশী । ভক্তি মার্গে সবাই ভগবানকে স্মরণ করে । ভক্তরা চায় যে, ভগবান আসুন । উনি এসে কি করবেন? তোমরা বাচ্চারা জান বাবা পরমধাম থেকে আসেন। বলেন, আমাকে কলিযুগী পতিত দুনিয়াকে স্বর্গ বানাতে হবে । তোমাদের কোনও মানুষ পড়ায় না। মানুষ না নিজের সঙ্গতি করতে পারে, না অন্যকে দিতে পারে । এখন নাটকের অন্তিম সময়ে, সব কুশীলবদের হাজির হতে হবে । গীতাতেও আছে, শুধু শিববাবার পরিবর্তে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ বলে দিয়েছে । কৃষ্ণ তো প্রথম প্রিন্স । ওরা ভেবেছে উনিই

আমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তোমরা জেনেছ - রাজযোগ শেখাতে স্বয়ং ভোলানাথ এসেছেন । গীতায় কৃষ্ণের নাম লেখা হয়েছে । নলেজফুল বাবাকেই ভোলানাথ বলা হয় । কৃষ্ণের চরিত্রের উপর কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে, বাস্তবে কলঙ্ক ওরা কৃষ্ণের উপর নয়, বাবার উপর লেপন করে । প্রথমে দাদার উপর কলঙ্ক লেপন করা হয়নি, বাবা আসার পরই কলঙ্ক লেপন করেছে । চলতে চলতে পথিক ( দূরদেশী ঈশ্বর ) এসে যখন প্রবেশ করেছেন, তখন থেকেই কলঙ্ক লেপন করে আসছে । এই রাস লীলা খেলা ইত্যাদি হল বাবার-ই। তিনিই বাচ্চাদের মনোরঞ্জন করেন । বাচ্চারা জানে, আমরা বাবাকে পেয়েছি, বাবার কাছ থেকে আমরা রত্নের ঝুলি ভর্তি করছি । শাস্ত্রে লেখা জ্ঞানকে রত্ন বলা যায় না । এ হলো জ্ঞান রত্ন । এক-এক রত্ন লক্ষ টাকা মূল্যের । এই সময় মানুষ একে অপরকে পাথর মারতে মারতে পাথরবুদ্ধি হয়ে গেছে, বাবা এসে পাথরবুদ্ধি থেকে পারসবুদ্ধি তৈরি করে তোলেন । কবরস্থান থেকে পরিস্থান তৈরি হচ্ছে । এখানে তো কাল প্রতি মুহূর্ত কবরদাখিল ( অকালমৃত্যু ) করে দেয় । ওখানে (সত্যযুগে) তো এমন হয়না । যেমন সর্প পুরানো খোলস ছেড়ে নতুন খোলস ধারণ করে, তেমনই পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে । এই দৃষ্টান্ত বাবা এখনই এসে দেন । সন্ন্যাসীরা এখন নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে নেয় । তারা মনে করে যে, বুদবুদ সাগরে মিশে যায় । কেউ বলে জ্যোতি, জ্যোতিতে লীন হয়ে যায় । অনেক মত আছে, এখন তোমরা পাও এক মত, সে মতেই চলতে হবে । বাবা বলেন, তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমাকে ডেকে চলেছ । আমি একবারই আসি । তোমরা অনেক ডেকে বলেছ -- আমি তোমার দাস .... বাবা এসে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন। তোমরা মায়ার গোলাম হয়ে পড়েছে, বাবা এসে গুলামি থেকে মুক্ত করেন । তোমরা জান আমরা অনেক ভক্তি করেছি, ভক্তির ফল দিতে বাবা এখন এসেছেন । এখন ভক্তির পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে । জ্ঞান, ভক্তি তারপর আসে বৈরাগ্য । বৈরাগ্য দুই রকমের । সন্ন্যাসীরা তো ঘর পরিবার সব ছেড়ে বৈরাগ্য গ্রহণ করে, তোমাদের হলো সারা দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য । তোমরা বাচ্চারা তো জান এ সবই ভস্মীভূত হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না । কেউ ধূলায় লুটোবে আর সে সময় চোর এসে সব লুটপাট করে নিয়ে চলে যাবে । ঠিক যেমন প্লেন উপর থেকে পড়ে আগুন ধরে যায় আর চোর ,আশপাশের সবাই লুটপাট চালাতে থাকে, সময় তো পাওয়া যায় যতক্ষণ না পুলিশ এসে পৌঁছায় । এই বিনাশ তো ঘটবেই । কতো বড় সৃষ্টি ! তোমরা জান আমেরিকা ইত্যাদি দেশে সুখের আড়ম্বর অনেক। যেহেতু খ্রিস্টানরা পরে পরে আসে তাদের সুখের পার্ট এখন । কতখানি সাহস রাখে ওরা -- নক্ষত্রে, চাঁদে যাবার জন্য । সূর্যের কাছে যায় না, জানে জ্বালিয়ে দেবে। চেষ্টা করে চাঁদ, নক্ষত্রে জমি নেওয়ার। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী নাম শুনলে ভাবে হয়তো ওখানে কোনও দুনিয়া আছে । জাপানিরা নিজেদের সূর্যবংশী বলে। কেউ এটা কেউ ওটা বলে দেয় । এখন তোমরা জান ভারত বরাবর সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় ছিল, এমন উঁচু খন্ড আর কোথাও থাকতে পারে না । এটাই সৃষ্টি রূপী অনাদি ড্রামা, এর কোনও বদল হতেই পারে না । এটাই ভালো করে বুঝতে হবে ।

বাচ্চারা যখন শান্ত হয়ে বসে তখন নিজ স্বধর্মে বসে । বাবাকে স্মরণ করতে হবে । শান্তির জন্য কোনও জঙ্গলে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না । কেউ এলে তোমরা বোঝাতে পার যে, শান্তি হলো গলার হার ; একে তোমরা কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছ ? আত্মা বলে, আমার স্বধর্ম হল শান্ত স্বরূপ। যখন শরীর ধারণ করি তখন টকি হয়ে যাই (কথা বলি) । সাইলেন্সের তো নাটক হতে পারে না । আগে নির্বাক বায়োস্কোপ দেখানো হতো । সূক্ষ্ম বতনে মুভি হয়, কোনও আওয়াজ হয় না । সেই সময় কল্প প্রথমে যারা বুঝেছি তারাই এসে নিজেরা বুঝে অন্যদের বোঝাবে । কোনও নতুন কথা নয় ।

এই সম্পূর্ণ ড্রামা আমাদের ৮৪ জন্মের মধ্য দিয়ে নাচ নাচিয়ে নেয় । এ হলো অনাদি ড্রামা । সবাই শরীর ধারণ করে নিজ নিজ পার্ট বাজাচ্ছে । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা -- এ কথা শিববাবা বলছেন । আত্মাদের বলেন, মামেকম্ স্মরণ কর । ব্রহ্মা বলবে না যে , মামেকম্ স্মরণ কর । কতো গুহ্য রহস্য । ইনিও বলেন আমাকেও তাঁকে স্মরণ করতে হয়। আমি ব্রহ্মপুত্র নদী । কলকাতায় ব্রহ্মপুত্র নদী আর সাগর সঙ্গমে মেলা হয় । সরস্বতী আর সাগরের মেলা হয়না । একটাই মেলা উদযাপন হয় । উনিও এখানে এসে মেলা উদযাপন করেন । সাগর ছাড়া থোড়াই মেলা হবে । মাম্মা গেলে নদীর মেলা উদযাপন হয় । এই মেলা হচ্ছে সাগর আর ব্রহ্মপুত্র নদীর সাথে, এ তো তোমরা নিজেরাই বুঝতে পার যদি বিচার সাগর মন্তন করতে পার তো বিচার কর । এই সাগর হলো চৈতন্য আর ও হলো জড় ( হদের ) । সব নদী সাগর থেকেই উৎপন্ন । এ হলো মঙ্গল-মিলন । বাবা প্রতি মুহূর্তে বুঝিয়ে বলেন, মামেকম্ স্মরণ কর । বাচ্চারাও বলবে, বাবাকে স্মরণ কর । "বাচ্চারা মামেকম্ স্মরণ কর" -- এ কথা তোমরা বলতে পারনা । বাবাই এনার ( ব্রহ্মা ) দ্বারা বলতে পারেন -- বাচ্চারা মামেকম্ স্মরণ কর । এখন তোমরা সামনে বসে আছ । তোমরা বলবে, শিববাবা বলেন, "আমাকে স্মরণ কর"। সবাইকেই বলতে হবে যে, বাবাকে স্মরণ কর তবেই 'অন্তিম কালে যেমন মতি তেমনই গতি হবে । মৃত্যু তো সবার জীবনেই আসবে। এখন দেখ কি কি ঘটতে চলেছে, আমেরিকা ইত্যাদি কতো বড়ো । এই বোম্বাই ইত্যাদি কিছুই থাকবে না, অল্প কিছু থাকবে । এখন তো কোটি সংখ্যক মানুষ রাজস্ব করে । ওখানে তো শুরুতেই কত অল্প সংখ্যক আত্মা থাকে । পরে বৃদ্ধি পেতে থাকে । বাচ্চাদের তোমাদের বোঝানো হয় যে, মায়া বড়ো প্রবল, স্মরণ করতে দেয়না । বিদ্বান সৃষ্টি করে । বাবার থেকে বিমুখ করিয়ে দেয়, কিন্তু পুরুষার্থ করে পাক্ষা মহাবীর হতে হবে । এমনই যোগযুক্ত হতে হবে যাতে মায়া টলাতে না পারে । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা, বাপ-দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রহানী বাবার রহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

- ১) নিজের শান্ত স্বধর্মে স্থিত থাকতে হবে । মায়ার হাত থেকে বাঁচতে মুখে চুশিকার্ট দিতে হবে ।
- ২) পুরানো দুনিয়া থেকে বেহদের বৈরাগ্য নিতে হবে । বিনাশের আগে নিজের সবকিছু সফল করে তুলতে হবে।

বরদান :- লৌকিককে অলৌকিকে পরিবর্তন করে, ঘরকে মন্দির বানাতে সমর্থ আকর্ষণ মুক্ত ভব

প্রবৃত্তি মার্গে থেকেও ঘরের বায়ুমণ্ডল এমনই তৈরি করতে হবে যাতে কোনও লৌকিকতা না থাকে । যে-ই আসবে যেন অলৌকিকতা অনুভব করে । এ কোনও লৌকিক সাধারণ ঘর নয়, মন্দির। এ হলো পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের সেবাধারীর প্রত্যক্ষ স্বরূপ । স্থান ও বায়ুমণ্ডলও সেবা করবে, ঠিক যেমন মন্দিরের বায়ুমণ্ডল সবাইকে আকর্ষণ করে, ঠিক তেমনই তোমাদের ঘরের পবিত্রতার সুগন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে সকলকে আকৃষ্ট করবে ।

স্লোগান :-- মন-বুদ্ধির দূতাকে সাথে একাগ্র করে দুর্বলতা গুলিতে ভস্মীভূত করলেই - তবেই  
বলা হবে প্রকৃত যোগী

১০-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইস: ২৫-০৫-৮৩ মধুবন

### বাচ্চাদের থেকে ব্রহ্মাবাবার এক আশা

আজ, বাপদাদা সকল বাচ্চাদের সেবার, স্মরণের এবং বাবা সমান হওয়ার চার্ট দেখছিলেন। বাপদাদার থেকে তোমরা যেসব খাজানা লাভ করেছ, বাবাকে নিরাকার এবং আকাররূপ থেকে সাকারে আহ্বান করেছ আর বাপদাদাও বাচ্চাদের প্রতি স্নেহবশতঃ তাদের ডাকে সাড়া দিতে এসেছেন, মিলন করেছেন, এখন তার ফলস্বরূপ তোমরা সব বাচ্চারা কোন্ ফল হয়েছ ? প্রত্যক্ষ ফল হয়েছ তোমরা ? তোমরা সিজনের ফল হয়েছ ? শুধুই কি ফলের রূপ হয়েছ নাকি রূপ-রসে ভরা মিষ্টি ফল হয়েছ ? ডাইরেক্ট পালনার অর্থাৎ গাছের পরিপক্ব ফল হয়েছ নাকি কাঁচা ফলের একটা দুটো বিশেষত্বের কোনো পদার্থের আধারে নিজের রঙ রূপ বানিয়েছো নাকি এখনও কাঁচা ফল হয়ে আছো ? সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব অনুযায়ী এবং প্রত্যক্ষ ফলের সময় অনুযায়ী, প্রতি সাবজেক্টে, প্রতি পদে, প্রতি কর্মে প্রত্যক্ষ ফল দিয়ে এবং প্রত্যক্ষ ফল খেয়ে বাবার পালনার সাথে তোমাদের রঙ-রূপ-রস সমন্বিত অমূল্য ফল হতে হবে। এখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, 'আমি কে' ? আমি কি সদা সঙ্গে থাকার রঙে এবং সদা ব্রহ্মাবাবার সমান বাবাকে প্রত্যক্ষ করার রূপে, সদা সর্বপ্রাপ্তির রসে থাকা বাবা সমান হয়েছি ? আজকাল ব্রহ্মাবাবা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা কতদূর পর্যন্ত সমান এবং সম্পন্ন হয়েছে তা বিশেষভাবে দেখছেন। সারা সময় বিশেষ বাচ্চাদের চিত্র এবং চরিত্রের বিশেষ বিবরণ তাঁর সামনে রেখে দেখেন, কতখানি তারা সমান হয়েছে এবং কারা মালার দানা হয়েছে আর কারাই বা তাদের নিজের নস্বরে সেট হয়েছে ! সেই হিসেবে রেজাল্ট দেখে ব্রহ্মাবাবা বিশেষভাবে বলেছেন, ব্রাহ্মণ আত্মা অর্থাৎ যে সর্বকর্মে বাপদাদাকে প্রত্যক্ষ করে। কর্মের কলম দ্বারা প্রত্যেক আত্মার হৃদয়ে, বুদ্ধিতে বাবার চিত্র বা স্বরূপ ঐকে দেওয়া তোমরা রুহানী চিত্রকর হয়েছ, তাই না ! এখন ব্রহ্মাবাবার, এই সিজনের রেজাল্টে বাচ্চাদের প্রতি এক আশা আছে। কি আশা আছে ? বাবার সদা এই আশা থাকে যে সব বাচ্চা নিজকর্মের দর্পণ দ্বারা বাবার সাক্ষাৎকার করাবে অর্থাৎ প্রতি পদে ফলো ফাদার করে বাবা সমান অব্যক্ত ফরিস্তা হয়ে কর্মযোগীর পার্ট প্লে করবে ! বাবার এই আশা পূর্ণ করা কঠিন নাকি সহজ ? সদা আদি থেকে ব্রহ্মাবাবা তাৎক্ষণিক দান মহাপুণ্য এই সংস্কারকে সাকার রূপে রেখেছেন, তাই না ! আমি করবো, পরে ভেবে দেখবো, পরে প্ল্যান বানাবো, তাঁর মধ্যে এই ধরনের সংস্কার বাস্তবে কখনো দেখেছ তোমরা ? এখনই করতে হবে এই মহামন্ত্র তাঁর প্রতি সঙ্কল্পে এবং কর্মে দেখেছ, তাই না ! সেই সংস্কার অনুসারে বাচ্চাদের থেকে কি আশা করবেন ? তাঁর সমান হওয়ার আশা করবেন, তাই না ? বাবা সবার আগে মধুবননিবাসীদের আগে রাখেন। আগেই তো আছো, তাই না ? ভালো থেকেও ভালো স্যাম্পল সবাই কোথায় দেখে ? মধুবনে, সবচেয়ে বড় থেকেও বড় শোকেস। দেশ-বিদেশ থেকে সবাই আসে অনুভব করার জন্য, তাই না ? সুতরাং, মধুবন সবচেয়ে বড় শোকেস। এমন শোকেসে রাখা শোপিস কতো অমূল্য হবে ! তোমরা শুধু বাপদাদার সাথে মিলনের জন্য এখানে আসোনা, কিন্তু পরিবারের প্রত্যক্ষ রূপও দেখতে আসো। সেই রূপ কে দেখাবে তোমাদের ? পরিবারের প্রত্যক্ষ স্যাম্পল, কর্মযোগীর প্রত্যক্ষ স্যাম্পল, অক্লান্ত সেবাধারীর প্রত্যক্ষ স্যাম্পল, বরদান ভূমির বরদানী স্বরূপের প্রত্যক্ষ স্যাম্পল কারা ? মধুবন নিবাসী, তাই না ?

ভগবতের মাহাত্ম্য শোনাতেই মহত্ব। সমগ্র ভাগবতের এত মাহাত্ম্য হয়না। দৈবী কর্মভূমি অর্থাৎ চরিত্র ভূমির মাহাত্ম্য মধুবন নিবাসীদের, তাই না ! তোমরা নিজেদের মহত্ব নিজেরা স্মরণে রাখো

তো ? মধুবন নিবাসীদের স্মৃতিস্বরূপ হওয়া মেহনতের নাকি সহজ ? মধুবন রাজা এবং প্রজা উভয় আত্মাদের বরদান দেয় ।

আজকাল তো প্রজা আত্মারাও নিজেদের বরদানের অধিকার নিয়ে ফিরে যাচ্ছে । যখন প্রজাও বরদান নিচ্ছে তাহলে কল্পনা করো, যারা বরদানভূমিতে থাকে তারা কতো কতো বরদানে সম্পন্ন আত্মা হবে ! এখনের সময় অনুসারে সব ধরনের প্রজাদের নিজের অধিকার নেওয়ার জন্য চতুর্দিক থেকে এখানে আসা শুরু হয়ে গেছে । চতুর্দিকে সহযোগী আত্মাদের এবং সম্পর্কিত আত্মাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে । প্রজাদের সীজন শুরু হয়ে গেছে । তাহলে রাজারা তৈরি, তাই না ! নাকি রাজছত্র কখনো ফিট হয় কখনো ফিট হয়না । সিংহাসনাসীন যারা, তারাই মুকুটভূষিত হতে পারে । সিংহাসনাসীন না হলে মুকুটও সেট হতে পারে না । এইজন্য তুচ্ছসব বিষয়ে তোমরা আপসেট হয়ে যাও । এই (আপসেট হওয়া) লক্ষণ হলো সিংহাসনাসীন না হওয়ার অর্থাৎ তোমার সিংহাসনে সেট না হওয়ার । সিংহাসনাসীন আত্মাদের কোনো ব্যক্তিই শুধু নয়, প্রকৃতিও আপসেট করতে পারেনা । সেখানে তো মায়ার চিহ্নমাত্রও নেই । সুতরাং, তোমরা সব সিংহাসনাসীন মুকুটধারী বরদানী আত্মা, তাই তো ! বুঝেছ তোমরা, মধুবনের ব্রাহ্মণদের মাহাত্ম্যের মহত্ব ! আত্মা - আজ তো মধুবন নিবাসীদের টার্ন । বাকি সবাই গ্যালারিতে বসে আছে । তোমাদের খুব ভালো গ্যালারি দেওয়া হয়েছে । আত্মা ।

তোমরা আদি রত্ন-সকল আদি স্থিতিতে এসে গেছ, তাই না ! তোমরা মধ্য ভুলে গেছ, ডালপালা ইত্যাদি সব ছাঁটা হয়ে গেছে, তাই না ? তোমরা সব আদি রত্নরা উড়ন্ত বিহঙ্গ হয়ে ফিরে যাচ্ছ, তাই তো ? সোনার হরিণেরও পেছনে ছুটোনা । কোনরকম আকর্ষণ বশতঃ নীচে এসে না । যে কোন ধরনের সারকামস্ট্যান্স আসুক তোমাদের বুদ্ধিরূপী পা-কে নাড়িয়ে দিতে, কিন্তু তোমাদের সদা অচল, অনড়, নষ্টমোহ এবং নির্মাণ হতে হবে, তবেই তোমরা উড়ন্ত বিহঙ্গ হয়ে উড়তে এবং উড়তে পারবে । তোমরা পৃথক হয়ে সদা বাবারপ্রিয় হবে । না কোনো ব্যক্তি, না হদের কোনো প্রাপ্তির প্রিয় হবে । জ্ঞানী তু আত্মা র সামনে হদের এই প্রাপ্তিই স্বর্ণমৃগের রূপে আসে, এইজন্য হে আদি রত্নগণ ! আদি পিতা সমান সদা নিরাকারী, নির্বিকারী, নিরহঙ্কারী থাকো । বুঝেছ তোমরা ? আত্মা-

পুণ্য আত্মারা, যারা তাদের সব কর্মে বাবার প্রত্যক্ষ স্বরূপ দেখিয়ে, প্রতি কর্মে ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করে, বিশ্বের সামনে চিত্রকর হয়ে বাবার চিত্র প্রদর্শন করে, এইরকম ব্রহ্মাবাবা সমান শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

মহারথীরা সবাই সেবার যে প্ল্যান বানিয়েছে, তার মধ্যে বিশেষভাবে ইয়ুথদের জন্য বানানো হয়েছে, তাই না ! তোমরা ইয়ুথ বা যুবদলের সেবার পূর্বে, যখন যুবদল গভর্নমেন্টের সামনে নিজেদের প্রত্যক্ষ হওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে সামনে এগোচ্ছে, তখন তোমরা ময়দানে আসা থেকে একটা বিষয়ে সদা লক্ষ্য রাখো, কথা কম, কাজ বেশি । তোমাদের মুখ দ্বারা প্রকাশিত হবেনা, কার্যকরীভাবে তাদের দেখাতে হবে । কর্মের ভাষণ স্টেজে দাও । মুখ দ্বারা কিভাবে ভাষণ দিতে হয়, যদি শিখতে চাও তো রাজনৈতিক নেতাদের থেকে শেখো । যাই হোক, রুহানী যুবদল শুধু মুখেই ভাষণ দেয়না, তাদের নয়ন, ললাট, তাদের কর্ম ভাষণ দেওয়ার নিমিত্ত হয়ে যায় । কর্মের ভাষণ কেউ করতে পারেনা । মুখের ভাষণ অনেকেই করতে পারে । কর্ম বাবাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে । কর্ম রুহানিয়ত প্রমাণ করতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, যুবদল সদা সাফল্যের জন্য নিজেদের কাছে এক রুহানী কবচ রাখো । সেটা কি হবে ? রিগার্ড দেওয়াই রিগার্ড নেওয়া । রিগার্ড দেওয়ার এই রেকর্ড সফলতার অবিনাশী রেকর্ড হয়ে যাবে

। যুবদলের জন্য মুখে সদা সফলতার একই মন্ত্র থাক, "প্রথমে তুমি" । তোমার মনে এই মহামন্ত্র মজবুত বানাও । 'প্রথমে তুমি' এটা শুধু মুখে বললে, আর অন্তর্মনে থাকলো 'আমি প্রথম', এমন নয় । এমন অনেকে চালাকি করে বলে "তুমি প্রথমে", কিন্তু অন্তর্মনের ভাবনা থাকে 'প্রথমে আমি' । যখন তুমি যথার্থরূপে আমি প্রথমে র ভাবনাকে শেষ করে অন্যকে এগোতে দেওয়াতেই নিজের এগিয়ে যাওয়া মনে করে এই মহামন্ত্রের সাথে সামনে এগিয়ে চলবে, তখনই তুমি সাফল্য লাভ করতে থাকবে । বুঝেছ তোমরা ? এই মন্ত্র আর কবচ যদি সদা সাথে থাকে তবেই প্রত্যক্ষতার কাড়ানাকাড়া বাজবে ।

প্ল্যানস খুব ভালো, কিন্তু প্লেইন বুদ্ধি দ্বারা প্ল্যানস প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে এসো । সেবা করলেও জ্ঞানকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ করো । বিশ্বের সকলেই তো শুধু শান্তি, শান্তি করছে কিন্তু তারা অশান্তির সাথে শান্তি মিশ্র করে দেয় । বাহ্যিকভাবে, সবাই এই স্লোগান দিচ্ছে শান্তি হোক । যারা অশান্তি করে তারাও শান্তির স্লোগানই দিচ্ছে । শান্তি তো চাই কিন্তু যখন তুমি নিজের স্টেজে প্রোগ্রাম করো তখন তোমার নিজের অথরিটি দিয়ে কথা বলো, বায়ুমন্ডল অনুযায়ী নয় । তোমরা সেটা অনেক সময় ধরে করেছ, এবং সেই সময়ে সেটাই ঠিক ছিল । যাই হোক, এখন যখন ভূমি প্রস্তুত তখন জ্ঞানের বীজ বপন করো । টপিকও এইরকম হতে হবে । তোমরা টপিক এই কারণে চেঞ্জ করো যাতে দুনিয়ার লোক ইন্টারেস্ট নেয় । যতই হোক, আসবে তো তারাই যাদের ইন্টারেস্ট আছে । তোমরা কতো মেলা, কনফারেন্স, কতো সেমিনার ইত্যাদি করেছ ! এত বছর তো সেইসব লোকের ওপর ভিত্তি করেই টপিকস বানিয়েছ । আর কতো গুপ্ত বেশে থাকবে ! এখন প্রত্যক্ষ হও । সেই সময় অনুসারে যা হওয়ার তা'তো হয়েছেই । কিন্তু এখন নিজের স্টেজে পরমাত্রা বস্তু তো লাগাও । তাদের বুদ্ধিতে এটুকু তো আসুক যে এরা কি বলছে ! নয়তো, শুধু বলে, আপনারা খুব ভালো জিনিস বলেছেন । সুতরাং, ভালো, ভালোই থেকে যায় আর তারা যেখানের সেখানেই থেকে যায় । কিছু আলোড়নের সৃষ্টি করো ! প্রত্যেকের নিজের অধিকার আছে । অথরিটি এবং স্নেহ দিয়ে তাদের পয়েন্টস দাও তবে কেউ কিছু করতে পারবে না । এমন অনেক স্থানে তারা তোমাদের কথাকে বিশ্বাস করেছে, তোমরা তোমাদের বিষয়কে স্পষ্টভাবে নির্মাণ করতে শক্তিশালী ছিলে । বিধি কেমন হবে তা'তোমাদের বুঝতে হবে । কিন্তু শুধু অথরিটি নয়, স্নেহ এবং অথরিটি দুটোই একসাথে থাকতে হবে । বাপদাদা সবসময় বলেন, তীরবিদ্ধ করো আর তারপরে তাদের মলম লাগাও । অবশ্যই তাদের ভালোভাবে রিগার্ড (সম্মান) দাও, কিন্তু নিজের সত্যতাও প্রমাণ করো । তোমরা ভগবানুবাচ অর্থাৎ ভগবানের উক্তি বলো, তাই না ? নিজের কথা তো বলোনা । যারা বিগড়ার তার তো চিত্র (প্রদর্শনীীর চিত্র) দেখেও বিগড়ে যায়, তখন তোমরা কি করো ? ছবি তো সরিয়ে দাও না, তাই না ? সাকার রূপেও কারও সামনে অথরিটি এবং নেশার সাথে যখন বলতে তখন তার কি প্রভাব পড়েছিল ? কখনো ঝগড়া হয়েছিল কি ? ভাষণের এই বিধিই তোমরা শিখেছিলে, তাই না ! জ্ঞান প্রদানের ক্ষেত্রেও কিভাবে বলতে হবে তা' তোমরা স্টাডি করেছ, তাই না ? এখন আবার এটা স্টাডি করো । দুনিয়ার হিসেবে তোমরা তোমাদের বদলেছ, ভাষা চেঞ্জ করেছ, তাই তো ! সুতরাং, যখন তোমরা দুনিয়ার জন্য নিজেদের চেঞ্জ করেছ তবে তোমরা যথার্থরূপে কি না করতে পারো । এইভাবে কতদিন চালাবে ? যখন তারা তোমাদের বলে যে তোমরা যা বলো খুব ভালো তাতে তোমরা খুশি হও । শেষ পর্যন্ত দুনিয়ায় এটা প্রসিদ্ধ হবে যে, 'এটাই যথার্থ জ্ঞান' । একমাত্র এর মধ্যে দিয়েই গতি সদগতি হবে । এই জ্ঞান ব্যতীত গতি বা সদগতি হয়না । এখন লোকে যোগ শিবির করে চলে যায় । বাইরে যেতেই তারা সেই একই কথা বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী । এখানে বলে যোগ খুব ভালো লেগেছে, অথচ তাদের ফাউন্ডেশন বদলায়

না । তোমাদের শক্তির প্রভাবে তাদের পরিবর্তন হয়ে যাবে, কিন্তু তারা নিজেরা শক্তিশালী হয় না । যা হয়েছে সেটাও জরুরি ছিল । যে ভূমি বন্ধ্যা হয়ে গেছিল, সেই ভূমিতে লাঙল চালিয়ে যোগ্য ভূমি বানানোর এটাই ছিল একমাত্র যথার্থ বিধি । যাই হোক, শেষে তো শক্তিরাই নিজের শক্তিস্বরূপে এসে যাচ্ছে, তাই না ! তারা স্নেহের রূপে এসেছিলো, কিন্তু এরা শক্তি, এদের উচ্চারিত প্রতিটা শব্দ হৃদয়ের পরিবর্তন করে, বুদ্ধি বদলে যায়, না থেকে হ্যাঁ - তে এসে যায় । এই রূপও প্রত্যক্ষ হবে, তাই না ! এখন সেটা প্রত্যক্ষ করো । সেটার জন্য প্ল্যান বানাও । তারা আসে, খুশি হয়ে ফিরে যায় । সেতো যারাই এত আরাম, এত স্নেহ, সমাদর পাবে, তারা তো সন্তুষ্ট হয়েই যায় ! কিন্তু শক্তিস্বরূপ হয়ে যায়না । ব্রহ্মাবাবা বলতেন, সব প্রদর্শনীতে প্রশ্রাবলী রাখতে হবে । তা'তে কি ধরনের বিষয়বস্তু ছিল ? তীরের মতো বিষয়ের উল্লেখ ছিল, তাই না ! তোমরা তাদের ফর্ম ভরানোর জন্য বলতে । তাদের রাইট অথবা রং , হ্যাঁ অথবা না লিখতে বলা হতো । ফর্ম তো ভরাতে, তাই না ? সুতরাং, যোজনা কি ছিল ? এক তো ছিল এমনিই ভরানো । তাড়াতাড়িতে তাদের বলতে বলা হতো, কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল ! যেমনই হোক, তোমাদের অবশ্যই তাদের বুঝিয়ে তারপর ফর্ম ভরাতে হবে । আর এইভাবেই তারা যথার্থভাবে ফর্ম ভরবে । তাদের কাছে এটা তোমাদের প্রমাণ করতে হবে । নিজেদের মধ্যে সেই প্ল্যান বানাও, যাতে অথরিটিও থাকবে এবং স্নেহও থাকবে ; রিগার্ডও থাকবে এবং সত্যতাও প্রসিদ্ধ হবে । এমনিই তোমরা কাউকে ইনসাল্ট করবে ! তোমরা জানো যে তারা তোমাদের ব্রাঞ্চেস এবং এখান থেকেই তারা বেরিয়েছে । তাদের রিগার্ড দেওয়া তো নিজের কর্তব্য । ছোটদের স্নেহ দেওয়া, এতো তোমাদের পরম্পরা । আচ্ছা ।

বরদানঃ- দয়াভাব ধারণ করে সবার সমস্যা সমাধা করে মাস্টার দাতা ভব

যে আত্মাদের সম্পর্কেই আসো, তারা যে ধরণের সংস্কারেরই হোক, তারা অপজিশন (বিরুদ্ধাচরণ) করুক অথবা সঙ্ঘর্ষ স্বভাবের হোক, ক্রোধী হোক, যতই বিরোধী হোক, তোমাদের দয়ার ভাবনা তাদের অনেক জন্মের কড়া হিসেবনিকেশ সেকেন্ডে সমাধা করে দেবে । তোমাদের শুধু নিজেদের দাতা হওয়ার আদি এবং অনাদি সংস্কার ইমার্জ করে দয়াভাব ধারণ করে নিলে ব্রাহ্মণ পরিবারের সর্ব সমস্যা সমাধা হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ - নিজের ক্ষমাশীল স্বরূপ বা দৃষ্টি দ্বারা সব আত্মার পরিবর্তন করাই পুণ্যাত্মা হওয়া ।

১১-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- দেহ সহ যা কিছুই তোমাদের আছে, তার থেকে মমত্ব দূর করো, ট্রাস্টি হয়ে থাকো  
-- একেই জীবন্মৃত অবস্থা বলা হয়"

প্রশ্ন :- সঙ্গম যুগী ব্রাহ্মণদের টাইটেল কি, বাবার কাছে তারা কোন্ বেস্ট প্রাইজ পায় ?

উত্তর :- তোমরা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণরা হলে রাজস্বমি, রাজযোগী । তোমরা ব্রহ্মমুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞের দেখভালের নিমিত্ত, তোমরা বড়র থেকেও বড় শেঠের কাছে অনেক বড় দক্ষিণা পাও । স্বর্গের বাদশাহীই হলো বেস্ট প্রাইজ ।

গীত :- মরণ তোমারই দ্বারে, জীবনও তোমারই দ্বারে....

ওম শান্তি । বেহদের বাবা বসে বেহদের বাচ্চাদের বেঁচে থেকেও মৃত্যুতুল্য থাকার জন্য খুব ভালো ভালো পয়েন্টস শোনান । বাচ্চারাও গান শুনেছে যে, বেঁচে থেকেও মরে যেতে হবে । কাশীতে মানুষ নিজেদের বলি দেয় । তারা তো নিজেদের শরীরকে শেষ করে দেয় । তারা কোনো জ্ঞান বা যোগ ইত্যাদি শেখে না । এখানে তো বেঁচে থেকেই বাবার হতে হবে । জ্ঞান শোনার জন্য দেহ সমেত সর্ব বন্ধন ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে । বাবা এখন বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেন । বাচ্চারা, তোমরা এখন এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর সবকিছুই আমাকে সমর্পণ করে দাও । ব্যাস, আমরা তো বাবার হয়ে গেছি । তোমরা বেঁচে থেকেই বলো -- আমরা হলাম শিববাবার । আমরা এখন প্র্যাকটিকালি বাণপ্রস্থ অবস্থায় আছি । ওই বাণপ্রস্থীরা ঘরদুয়ার ছেড়ে গিয়ে হরিদ্বারে থাকে । তবুও এই মৃত্যুলোকেই জন্ম নেয় । এখন বাবা বোঝান যে, তোমরা এখন এই মৃত্যুলোকে জন্ম নেবে না । মৃত্যুলোক, কলিযুগী দুনিয়া মূর্খাবাদ । অমরলোক, সত্যযুগী দুনিয়া জিন্দাবাদ হয় তাই বাবা বলেন, গৃহস্থ জীবনে থাকো কিন্তু দেহ সহিত যা কিছুই তোমাদের, তার থেকে মমত্ব দূর করো । মনে করো, আমরা সবকিছুই শিববাবাকে দিয়ে দিই । সমস্ত কিছুই শিববাবার । তখন শিববাবা বলেন, ঠিক আছে, সবকিছু ট্রাস্টি হয়ে দেখভাল করো । তোমরা মনে করো যে, শিববাবার ভাণ্ডার থেকে আমরা শরীর নির্বাহ করি । অজ্ঞান অবস্থাতেও তো মানুষ বলে যের সব জিনিসই পরমাত্মার । পরমাত্মাই সব দিয়েছেন । আবার কোনো সন্তান মারা গেলে মানুষ কান্নাকাটি করে । এখন বাবা বলেন, পুরানো জিনিসের কথা সব ভুলে যাও । এক বাবাকে স্মরণ করো যে বাবা তোমাদের নতুন দুনিয়ার জন্য রাজ্য - ভাগ্য দেন । ঘর - গৃহস্থীতে থেকেও মনে করো, এ সমস্তকিছুই শিববাবার । আমরা শিববাবার ভান্ডার থেকে অন্ন গ্রহণ করি । আমরা তাঁর শ্রীমত অনুযায়ী চলি । অনেকে বলে, বাবা, আমরা গাড়ি কিনবো কি ? বাবা বলেন, হ্যাঁ বাচ্চা, নাও । যে বাচ্চারা মনে করে সবকিছুই বাবার, তারা বাবার কাছে মতামত জিজ্ঞেস করে । বেঁচে থেকেও মৃত্যুতুল্য জীবন --- আমাদেরই বলা হয় । ভক্তিমার্গেও শিববাবার সামনে মানুষ নিজেকে সমর্পণ করতো কিন্তু মানুষের এই জ্ঞান ছিলো না । এ তো এখন পরমপিতা পরমাত্মা বসে এই জ্ঞান শোনাচ্ছেন । কতো সহজ রীতিতে তিনি একুশ জন্মের জন্য এই আশীর্বাদী বর্ষা দেন । বাবা বলেন - আমি কখন এসেছি, এ কথা কেউই জানে না । মানুষ বলে -- ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর পূর্বে ভারতে স্বর্গ ছিলো, এখন সেই স্বর্গ কে স্থাপন করেছিলেন ? দেবী - দেবতার স্বর্গে কোথা থেকে এসেছিলেন ? গায়নও আছে যে --- মানুষ থেকে দেবতা হতে সময় লাগে না । তাঁরা কখন এসেছিলেন ? অবশ্যই তাঁরা কলিযুগের অন্তিম সময়ে আর সত্যযুগের আদি

অর্থাৎ সঙ্গম যুগে এসেছিলেন । বাবা বলেন, আমি এখন তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানাতে এসেছি । এতজন এখানে পড়তে আসে । এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথা নেই । এ অন্য কোনো সত্যসঙ্গের মতো নয় । সত্য বাবা বসে বাচ্চাদের পড়ান । বাবাও বুঝিয়েছেন যে, ভক্তিমার্গেও বরাবর দুজন বাবা থাকেন । এক শরীরের লৌকিক বাবা, দ্বিতীয় আত্মার পারলৌকিক বাবা । আত্মারা সেই পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে ---ও গড ফাদার, তারা বিভিন্ন নাম রূপে স্মরণ করে । লৌকিক বাবার কাছ থেকে তোমরা জন্মে জন্মে আশীর্বাদী বর্ষা নিয়ে এসেছো । এমন নয় যে সত্য যুগেও লৌকিক বাবার আশীর্বাদী বর্ষা নিয়ে এসেছো । তা নয়, সত্য যুগে লৌকিক বাবার থেকে যে আশীর্বাদী বর্ষা নাও তা হলো এই সময়ের এখানকার কামাই । এই সময় তোমরা এত কামাই করো যে একুশ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্ষা নিয়ে নাও । এখানকার পুরুষাণেই তোমরা সত্যযুগের আশীর্বাদী বর্ষা পাও । তোমরা বেহদের বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী বর্ষা পাও । বাবাই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বানান । এ হলো লাক্ষ সাবান, যাতে মানুষ পবিত্র হয় । বাবা বলেন ----নিজেকে অশরীরী মনে করো । তোমরা আত্মারা কান দিয়ে শোনো । সত্যযুগ এবং ত্রেতার একুশ জন্মের বর্ষা এখন পারলৌকিক বাবার থেকে পাওয়া যায় । এরপর দ্বাপর থেকে লৌকিক বাবার কাছ থেকে অল্পকালের জন্য বর্ষা নিয়ে এসেছো ভিন্ন নাম, ভিন্ন রূপ, ভিন্ন দেশ বা ভিন্ন কালে । স্মরণ যদিও তোমরা সেই পারলৌকিক বাবাকেই করেছো তবুও আত্মা স্মরণ করে এবং বলে যে, আমার এই শরীর লৌকিক বাবা দিয়েছেন । তাহলে তো দুজন বাবা হলো । এখন তোমরা জানো যে -- তৃতীয় বাবা হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা । তোমরা প্র্যাকটিকালি ব্রহ্মাকুমার , ব্রহ্মাকুমারী । এক হলো লৌকিক বাবা, দ্বিতীয় পারলৌকিক নিরাকারী বাবা আর তৃতীয় হলো অলৌকিক বাবা । প্রজাপিতার গায়ন আছে কিন্তু মানুষ তা জানে না । তারা মনে করে ব্রহ্মা তো সুক্ষ্মবতনবাসী । তোমরা জানো যে ব্রহ্মা হলেন সাকারী বাবা । এখন তোমরা পরলোক যাওয়ার তৈরী করছো । তোমরা বেঁচে থেকেও সকলেই বাণপ্রস্তু । তোমাদের বাণীর উর্ধে যেতে হবে । এই শরীর তো অবশ্যই ছেড়ে যেতে হবে । সকলেরই মৃত্যু হবে । মানুষ বাণপ্রস্তু গ্রহণ করে, সাধু - সন্ত ইত্যাদির থেকে মন্ত্র গ্রহণ করে কিন্তু তারা জানেই না যে এই শরীর ছেড়ে আমরা সুইট হোমে যাবো । তোমরা তা অবশ্যই জানো । তোমরা এখন অধৈর্য্য হয়ে যাও যে এই পুরানো শরীর ছেড়ে আমরা আত্মারা বাবার স্মরণে থাকলে পবিত্র হয়ে বাবার কাছে চলে যাবো । বাবার থেকে আমরা একুশ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্ষা নেবো । তাই তোমাদের লৌকিক বাবাও আছে, ব্রহ্মা বাবাও আছে আবার শিব বাবাও আছে । তিন বাবাই তো বরাবর আছে । এতে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো কথা নেই ।

তোমরা বিষ্ঠার পোকাকে নিয়ে আসে, তারপর ভোঁ ভোঁ করতে থাকে, সেই পোকার মধ্যে একই প্রজাতির যারা হয়, তারা সেই ভ্রমরের মতো হয়ে যায় । বাকি যারা অন্য প্রজাতির হয় তারা মারা যায় । এখানেও য তোমাদের কাছে যারা আসে তাদের মধ্যেও যারা দেবী - দেবতা ধর্মের হবে, তারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে । বাকিদের বুদ্ধিতে এই কথা বসবে না । ওরা হলো ভ্রমরী আর তোমরা হলে ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী । তোমাদের জ কাজ হলো - বিষয় সাগরের বিকারী পোকাকে নিয়ে এসে ভোঁ ভোঁ করা । কি ভোঁ ভোঁ করতে হবে ? ইনি হলেন তোমাদের পারলৌকিক বাবা । বাবা বলেন, আমি এসেছি বাচ্চারা, তোমাদের আশীর্বাদী বর্ষা দেওয়ার জন্য । আমরা যারা ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী আছি, তারা সবাই বেহদের বাবার কাছ থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিচ্ছি । তোমরাও নাও । এখন আমাদের নির্বাণধামে যেতে হবে, যেখান থেকে এসে আমরা অভিনয় করেছিলাম । এ হলো আমাদের অনেক জন্মের অন্তিমেরও অন্ত জন্ম । এখন তোমরা অমরলোক যাওয়ার জন্য অমর কথা

শুনছো । একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন জ্ঞানের সাগর । ব্রহ্মা জ্ঞান সাগর বা বিষ্ণু জ্ঞান সাগর বা শঙ্কর জ্ঞান সাগর কখনোই বলা হবে না । এক শিববাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর । জ্ঞান সূর্য প্রকট হলো -- বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন এই সম্পূর্ণ দুনিয়া কবরস্থান হয়ে যাবে । এখন পরীক্ষার স্থাপনা হচ্ছে, যাকে স্বর্গ বলা হয় । তোমরা এখানে এসে জীবন্মুত হও । বাবা, আমরা তোমার । অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা বাবার আশ্রয় করে এসেছো । তোমরা বলো -- বাবা, আমরা অনেক ধাক্কা খেয়ে এসেছি । এ এই ড্রামার ভবিষ্যৎ । এখন আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্ষা দিচ্ছি । তোমরা জানো যে, বাবার হলে মানুষ থেকে দেবতা হওয়া যায় । এক তো উত্তরাধিকারী হয়, তারা বাবার প্রকৃত সন্তান আর দ্বিতীয় হলো নামমাত্র সন্তান, যারা পবিত্র হতে পারে না । তারা কেবল বাবা - বাবা বলে কিন্তু জীবন্মুত হতে পারে না । যারা জীবন্মুত হয়, তারাই হলো প্রকৃত সন্তান । বাকি সবাই নামমাত্র সন্তান । এখানে কোনো বিকারী এলে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তোমরা জীবন্মুত হয়েছে কি ? তোমরা প্রতিজ্ঞা করবে তো, যে বাকি জীবন পবিত্র থাকবে ? তখন বাবা বলেন, তোমরা প্রতিজ্ঞা করো যে, বাবার কাছে আসবে, তখন আশীর্বাদী বর্ষা পাবে । মায়েরা তাদের জীবন সফল করছে । এই রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে । শিববাবা তো দাতা । তোমরা এমন মনে করো না যে, তোমরা শিববাবাকে দিচ্ছো । না, আমরা তাঁর থেকে স্বর্গের বাদশাহীর বর্ষা নি । শিববাবা খোড়াই বাড়ী ঘর বানাবেন । তিনি সে সবই বাচ্চারা, তোমাদের কাজে লাগান । এই দাদারও সবকিছু আমি কাজে লাগিয়েছি, যাতে মায়েরা, অবলারা তাদের জীবন সফল বানাচ্ছেন । তোমরা ভবিষ্যৎ একুশ জন্মের জন্য রোজগার করছো । লৌকিক বাবার বর্ষা পাওয়ার সময় এখন বন্ধ হয়েছে । স্বর্গে লৌকিক বাবার থেকে তোমরা যে আশীর্বাদী বর্ষা পাবে তা এই সময়ের কামাইয়েই পাবে । একটি গল্প আছে -- বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কার খাবার খাচ্ছো ? তো উত্তর দিয়েছিলো, আমার নিজের । তাই এখানেও তোমরা নিজের পুরুষার্থ করে অধিকার নেও । সকলের আত্মাই একুশ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্ষার অধিকারী । অজ্ঞান কালে বাবার থেকে মেয়েরা বাবার সম্পত্তি পেতো না, কেবলমাত্র ছেলেরাই পেতো । এইসময় সমস্ত আত্মারাই আশীর্বাদী বর্ষা পাবে । ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন । এমন গায়ন আছে যে, কুমারী তারাই যারা একুশ কুলের উদ্ধার করে । তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী । তোমরা জানো যে, আমরা ভারতের মানুষমাত্রকেই বাবার শ্রীমতে একুশ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্ষা দেওয়ার পুরুষার্থ করাই । প্রত্যেককে বোঝাও এখন লৌকিক বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নেওয়া বন্ধ হবে । এখন তোমরা পারলৌকিক বাবার থেকে একুশ জন্মের জন্য অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা পাবে । এ কতো বড় রোজগার । এ বোঝার জন্য কতো ভালো কথা । মনও বলে যে পুরুষার্থ করি কিন্তু মায়া আবার তুফান নিয়ে আসে । মায়ার তুফান লাগলে দীপ নিভে যায় । এই কথা সম্পূর্ণ সহজ । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে - এ হলো বুদ্ধির কথা । আমাদের, বাবাকে স্মরণ করতে হবে, শরীরের চিন্তা ছেড়ে দিতে হবে । তোমরা তো গুরুদের স্মরণ করো । অনেক গুরু তাদের ছবি শিষ্যদের দিয়ে বলে -- নিজের গলায় ঝুলিয়ে রাখো । এমন অনেকেই আছেন যারা নিজের স্বামীর ছবি বের করে সেখানে গুরুর ছবি রেখে দেয় । বাবা বলেন, এখানে ছবি রেখে দেওয়ার কোনো কথা নেই । কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে । ছোটো বড় সকলেরই এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা । এখন তো অবশ্যই সেই মিষ্টি ঘরে ফিরে যেতে হবে । তাহলে কেন আমরা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করবো না আর বাবার স্মরণে যদি থাকি তাহলে বিকর্মও বিনাশ হয়ে যাবে । আমাদের কাউকেই দুঃখ দেওয়া উচিত নয় । সবথেকে বড় দুঃখ হলো কাম কাটারি চালানো । এ হলো কংসপুরী । বলা হয় -- কৃষ্ণপুরীতে কাম কাটারি চলে না । এখানে কাম কাটারি চলে তাই একে কংসপুরী বলা হয় । বাকি কোনো অসুরের সঙ্গে দেবতার বা পাণ্ডবদের সঙ্গে কৌরবদের লড়াই

হয় নি । লড়াই হলো যবন আর কৌরবদের সঙ্গে । বাম্ভারা সাফাংকার করেছে যে কিভাবে তারা মাখন পাবে । আমরাই এসে আবার রাজ্য - ভাগ্য করবো ।

বাম্ভারা জিঞ্জেস করে - বাবা, এতো বাড়ী কেন তৈরী করছো ? বাবা বলেন, এখন তো একের পর এক আসছে তাই হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এর পরে যখন এই অ্যাসাইলামে অনেক বাম্ভা আসবে, তখন কোথায় থাকবে । দিন প্রতিদিনে বৃদ্ধি হতে থাকে । প্রজাপিতা ব্রহ্মার তো অনেক বাম্ভা হয়ে যাবে । শিববাবা বলেন -- আমার তো অনেক সন্তান কিন্তু কোটির মধ্যে কয়েকজনই আমাকে জানতে পারে । তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারেই আমাকে জানতে পারে । তারা মনে করে, আমরা শিববাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিচ্ছি, তবুও কোনো কোনো বাম্ভা ঝিমিয়ে পড়ে । বাম্ভারা জানে যে আমরা ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবার শ্রীমতে চলছি । বাবা বলেন, এই ধার নেওয়া শরীর অনেক জন্মের অন্তরও অন্ত জন্মের । আমি সেই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীরে এসেছি -- এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো --- আমি তোমাদের গাইড হয়ে এসেছি । গড ফাদারকে লিবারেটর বলা হয় । মানুষ মানুষকে এই কথা বলতে পারে না । তিনি সম্পূর্ণ দুনিয়াকে লিবারেট করেন । এই সময় সম্পূর্ণ বিশ্ব হলো লক্ষা, শোক বাটিকা । যদিও ধনবান মানুষ মনে করে যে, আমরা স্বর্গে আছি কিন্তু এই সমস্তকিছুই মাটিতে মিশে যাবে । আমেরিকানরাও লেখে যে, কেউ আমাদের বিনাশের প্ররোচনা দিচ্ছে । বোম্বও তৈরী করাচ্ছে । এরজন্য কতো বেশী খরচও হচ্ছে । কলিযুগ সম্পূর্ণ হলে সত্যযুগ তো অবশ্যই চাই । এখন আবার নতুন করে স্থাপনা হচ্ছে । বাবা আবার সেই রাজযোগ শেখাচ্ছেন । তোমরা হলে রাজাঋষি । ওরা হলো হঠযোগী ঋষি । একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া কাউকেই রাজযোগী বলা যাবে না । এ কোথাও খোড়াই লেখা ছিলো যে রাজযোগীরা ব্রাহ্মণ ছিলো । কৃষ্ণ থাকলে তিনি কিভাবে ব্রাহ্মণের রচনা করবেন । ব্রহ্মা থাকলে তবেই তো মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ তৈরী হবে । ব্রাহ্মণীদের দ্বারাই যজ্ঞের রচনা হয় । বাবা হলেন কতো বড় শ্রেষ্ঠ । কতো বড় দক্ষিণা পাওয়া যায় তাঁর কাছ থেকে । সেই দক্ষিণা হলো স্বর্গের রাজত্ব । এ হলো সবথেকে শ্রেষ্ঠ উপহার । ব্রাহ্মণরাই পরে দেবতা হয় সে সূর্যবংশীই হোক বা চন্দ্রবংশী । বাবা বলেন তোমরা জিঞ্জেস করতে পারো -- বাবা, কাল যদি আমাদের মৃত্যু হয় তাহলে আমরা কি পদ পাবো ? বাবা চট করে বলে দিতে পারেন । এখন তো খুবই অল্প সময় বাকি আছে । এই শরীর চলে গেলে তোমরা খোড়াই জ্ঞান নিতে পারবে । ছোটো বাম্ভা তখন কি আর বুঝবে । বাম্ভারা এখন বুঝতে পারে যে, এবার কলিযুগ শেষ হয়ে সত্যযুগ আসবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাম্ভাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।  
রুহানী বাবার রুহানী বাম্ভাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সদা স্মৃতিতে রাখতে হবে যে, এ হলো আমাদের বাণপ্রস্থ অবস্থা, আমাদের বাণীর উর্ধে সেই সুইট হোমে যেতে হবে, অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে ।

২) ২১ জন্মের জন্য নিজের অধিকার নেওয়ার জন্য পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করতে হবে । সর্বদা শ্রীমতে চলতে হবে । বেঁচে থেকেও মরতে হবে ।

বরদান :- ব্যক্ত ভাবের উর্ধ্বে থেকে ফরিস্তা হয়ে উড়তে থাকা সর্ব বন্ধন মুক্ত ভব

দেহের ধরনী হলো ব্যক্ত ভাব, ফরিস্তা যখন হয়ে গেছো তখন এই দেহের ধরনীতে কিভাবে আসতে পারো । ফরিস্তা ধরনীতে পা রাখে না । ফরিস্তা অর্থাৎ যারা উড়তে পারে । তাদের নীচের আকর্ষণ টানতে পারে না । নীচে থাকলে শিকারী শিকার করে দেবে, উপরে উড়তে থাকলে কেউ কিছুই করতে পারবে না তাই যতই সুন্দর সোনার খাঁচা হোক না কেন, তাতেও আটকে যেও না । সদা স্বাভাব্য, বন্ধনমুক্তরাই উড়তি কলায় যেতে পারে ।

স্লোগান :- অসম্ভবকে সম্ভব করে সফলতার অনুভব যারা করে তারাই সফলতার নক্ষত্র ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা জ্ঞান সাগর বাবার কাছে এসেছ - সম্মুখে মিলিত হতে, মেঘেরা ভরপুর হতে, তোমরা এখানে কোনও তীর্থ করতে বা পাহাড়ের হাওয়া খেতে আসো না"

প্রশ্ন:- গৃহস্থ থেকে কিভাবে চললে এভারহেলদী হয়ে যাবে ?

উত্তর :- এভারহেলদী হওয়ার জন্যে সর্বদা বাবা-বাবা করতে থাকো। বাবা তোমার সঙ্গেই থাই, তোমার সঙ্গেই বেড়াই ... সব কিছু বুদ্ধি দ্বারা বাবার কাছে অর্পণ করে দাও। এমন ভেবে নাও যে আমরা শিববাবার লালন পালনে রয়েছি। কোনও জিনিসের প্রতি মমত্ব যেন না থাকে। অর্পণ করে তাঁর আদেশ অনুযায়ী ভোজন গ্রহণ কর তাহলেই সব পবিত্র হয়ে যাবে এবং তোমরা এভারহেলদী হয়ে যাবে।

গীত :- দূর দেশের নিবাসী এসেছেন পরদেশে ...

ওমশান্তি। দূর দেশের নিবাসীর সঙ্গে বাচ্চারা দেখা করতে এসেছে। বাচ্চারা কোনো তীর্থে আসেনি বা পাহাড়ে হাওয়া খেতে আসেনি। মানুষ পাহাড়ে যায় হাওয়া খেতে। কিন্তু বাচ্চারা এখানে আসে মাতা পিতার সঙ্গে দেখা করতে। এই কথা তো জানো যে মাতা পিতা দূরদেশের নিবাসী আসেন অন্যের দেশে। কেন আসেন ? স্বর্গ রচনা করতে। ওঁনার সঙ্গে দেখা করতে বিভিন্ন গ্রাম থেকে, দূর দেশ থেকে বাচ্চারা আসে। বিদেশ থেকেও আসবে। কেন ? কোনো জিনিস দেখতে নয়। আত্মা বা জীবাত্মা আসে মাতা পিতার সঙ্গে দেখা করতে। মাতা পিতাও হলেন দূরদেশের নিবাসী। এখন তোমরা কার সম্মুখে বসে আছ ? মাতা পিতার সম্মুখে, যাঁর কাছে স্বর্গের সুখ প্রাপ্ত হবে কিন্তু ওঁনার মতানুসারে চললে। তাই শ্রীমতের এত গায়ন। ভগবানুবাচঃ শ্রীমতের গায়ন আছে। ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্করের শ্রীমতের গায়ন নেই। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাতা পিতা যাঁর গায়ন করা হয়। এই সৃষ্টির রচয়িতা মাতা পিতার আহবান করে যে এই পতিত দুনিয়ায় এসে আমাদের পবিত্র করুন। এখন তিনি এই অন্যের দেশে এসেছেন। তোমরাও অন্যের দেশে বসে আছ। এ হল রাবণের দেশ। এই অকাসুর, বকাসুর, পুতনা, সুপ্ননা, হিরণ্যকশ্যপ ইত্যাদি সব এই মনুষ্য সৃষ্টির মানুষদের বলা হয়েছে। অসুরদের কোনো অন্য রূপ নেই। না-ই দেবতাদের অন্য কোনো রূপ আছে, না-ই চারটি ভূজা আছে। তারাও মানুষ, দেবতারাও মানুষ। কিন্তু দেবতাদের পবিত্র দেশে পুনর্জন্ম হয়েছিল।

সত্যযুগ-ত্রৈতা হল ঈশ্বরের বাস স্থান। স্বর্গে আসা অর্থাৎ নিজের ঘরে আসা। এখন আছ অন্যের ঘরে রাবণের ঘরে। তাই বাবা এসে তোমাদের রাবণের ঘর থেকে মুক্ত করেন, উদ্ধার করেন। অর্ধকল্প তোমরা মায়ায় দেশে পুনর্জন্ম নাও। সত্যযুগ-ত্রৈতা হল রাম রাজ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্য কারণ ঈশ্বর স্থাপনা করেন। অর্ধকল্প সেখানে পুনর্জন্ম হয়। অর্ধকল্প রাবণের রাজ্যে পুনর্জন্ম হয়। এখন বাচ্চারা বুঝেছে যে আমরা কার সম্মুখে বসে আছি। ইনি হলেন টিচারও, সদগুরুও। তোমরা মাতারা টিচারও হও, সদগুরুও হও। তোমরাও পড়াও - মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করার জন্যে। এখন তো তোমরা অসুরী সম্প্রদায় থেকে দৈবী সম্প্রদায়ে পরিণত হচ্ছে। তোমাদের কাঁটা থেকে ফুল করতে বাবা এই রথে চেপে এসেছেন। ইনি তো বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করতে অন্য দেশেও যান কারণ ইনি হলেন চৈতন্য জ্ঞান সাগর। জড় সাগর নন যে নিমজ্জিত হবেন। না, ইনি

হলেন চৈতন্য। গায়ন আছে - আত্মা পরমাত্মা পৃথক আছে বহুকাল... তাই পরমাত্মাও আসেন। তাই ওঁনার সঙ্গে মিলিত হতে আত্মারাও আসে। কত জায়গা থেকে বাচ্চারা আসে। বাবাও পরিক্রমা করেন। ভক্তজন যেখানে সেখানে মন্দির নির্মাণ করেছে। যেমন ক্রাইস্টের জড় চিত্রও তৈরি করে। এখন তিনি হলেন দেহধারী আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও হলেন দেহধারী। সকলের মধ্যে উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান, ওঁনার নিজস্ব শরীর নেই। ওঁনাকে সবাই পিতা বলে সম্বোধন করবে। পরম পিতা গড ফাদার। ওঁনার না তো স্থূল শরীর আছে, না আছে সূক্ষ্ম শরীর। আসেনও নিশ্চয়ই। কিভাবে আসেন ? এইসব সবাই ভুলে গেছে। এমন তো বলা হবেনা কৃষ্ণ হলেন পতিত পাবন। না কৃষ্ণের দেহে এসে পবিত্র করেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ ভুল হয়ে গেল। কৃষ্ণের মুখ দিয়ে কি রচনা করেছেন ? দেবতাদের ? না। প্রথমে তো ব্রাহ্মণ চাই। তার জন্যে ব্রহ্মা থাকা উচিত। নাহলে ব্রহ্মার অকুপেশন কি ? কৃষ্ণের নাম লিখলে ব্রহ্মার বায়োগ্রাফি লুপ্ত হয়ে যায়। কৃষ্ণ দ্বারা সত্যযুগের স্থাপনা হয়েছে ফলে ব্রহ্মার অকুপেশন লুপ্ত করে দিয়েছে। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা জানো যারা এখানে আসো, বাকি যারা জানেনা তারা ভাবে এইটিও একটি সংসঙ্গ যেখানে গীতা শোনানো হয়। কিন্তু এখানে শোনাচ্ছেন কে - এই কথা তোমরা বাচ্চারা জানো। জ্ঞানের সাগর মোস্ট বিলাভড মাতা পিতা শোনাচ্ছেন। কত মিষ্টি, কত প্রিয় তিনি! তোমরা কোনো মানুষকে মিষ্টি বলতে পারোনা কারণ সবাই হল কটু বিকারী। বাবা তাদের পবিত্র করছেন। সুতরাং উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান। এর পরে যে মানুষ চলে গেছেন তারা হলেন লক্ষ্মী নারায়ণ ও সীতা রাম। এখন তো তারাও হলেন পতিত। যতক্ষণ বাবা এসে পবিত্র না করছেন ততক্ষণ সব পতিত দুঃখী থেকে যায়। যেমন মানুষ বলে - কলিযুগ হল হাজার বছরের, সে তো অসম্ভব। মহাতারী লড়াই সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যার দ্বারা মুক্তি-জীবনমুক্তির গেট খুলে যায়, ততক্ষণ কেউ মুক্তি-জীবনমুক্তিতে যেতে পারেনা। সবাই এখানে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। যেন এক ভুল-ভুলাইয়া বা গোলকধাঁধা। সবাই হোঁচট খেতে থাকে। দ্বার খুঁজে পায়না। সবাই চায় মুক্তি-জীবনমুক্তির গেট প্রাপ্ত হোক। কারো মৃত্যু হলে ব'লে স্বর্গবাসী হয়েছে। কিন্তু এইটি তো হল নরক। স্বর্গে তখনই যাওয়া সম্ভব যখন বাবা আসবেন, রাজ যোগ শেখাবেন, তবেই রাজা পদ বা প্রজা পদ প্রাপ্ত হবে। এই হল উপার্জন। বলা হয় কিনা - কি এমন কর্ম করেছে যে অমুক এত বিত্তবান হয়েছে। অর্থাৎ সত্যযুগের দেবতারা কি কর্ম করে কবে এই উপার্জন করেছে যে এমন স্বরূপ প্রাপ্ত করেছে ? নিশ্চয়ই কলিযুগের অন্ত সময়ে করেছে তবে সত্যযুগে ফল প্রাপ্ত হয়ে হয়েছে। এখন তোমরা জানো আমরা এমন উপার্জন করছি, যার দ্বারা স্বর্গের মালিক হব। এর রেজাল্ট অবশ্যই তোমরা স্বর্গে ভোগ করবে। এখন তোমরা কলিযুগ ও সত্যযুগের সঙ্গমে আছো। তাদের অন্য যুগ করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি বাবা বুঝিয়ে দেন। বলেন - বাচ্চারা, এখন যে কর্ম আমি তোমাদের শেখাই সেই কর্ম কর। একে কলিযুগ বলা যাবেনা, সঙ্গম যুগের বিষয়ে কারো জানা নেই। যখন সত্যযুগ থেকে ত্রেতা হয় তখনও কেউ জানতে পারেনা যে সত্যযুগ ও ত্রেতার সঙ্গম পার হচ্ছে। এইসব পরে গায়ন হয় সত্যযুগে অমূকের রাজত্ব ছিল, ত্রেতায় অমূকের। দ্বাপরে দেবী দেবতারা বাম মার্গে প্রবেশ করে, এইসব এখন তোমরা জেনেছ। এই জ্ঞান কারো কাছে নেই। তোমরাই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি অধ্যয়ন কর। তোমাদের কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য আছে। দুনিয়ায় যে গীতা পাঠশালা গুলি আছে সেখানে বেদ-শাস্ত্র পঠন হয়। মুখ্য উদ্দেশ্য কিছু নেই। স্থূল কলেজকে পাঠশালা বলে। সেসব পড়াশোনা হল সোর্স অফ ইনকাম। সুতরাং তোমাদের কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য আছে যে এই পড়ার আধারে তোমরা পবিত্র হয়ে মুক্তি ধামে যাবে। সেখান থেকে পার্ট করতে সত্যযুগে আসবে। তোমাদের সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত কি পার্ট প্লে করতে হবে - সেসব তোমাদের জ্ঞান আছে। তোমরা মেঘ এখানে ভরপুর হতে এসেছ। ২১ জন্মের

সোর্স অফ ইনকাম অর্জন করতে এসেছে। সর্বোচ্চ শিক্ষা তাই সর্বোচ্চ একমাত্র ভগবান এই শিক্ষা প্রদান করেন। বাকিরা সবাই হল ভাই বোন। ব্রহ্মা সরস্বতী, শঙ্কর পার্বতী, বিষ্ণু সবাই হলেন ভগবানের সন্তান। সন্তানরা সন্তানের কাছে বর্ষা প্রাপ্ত করেন। বর্ষা প্রাপ্ত হয় পিতার কাছে। যে যেরকম পুরুষার্থ করবে সেরকম বর্ষা প্রাপ্ত করবে। এবং এই পুরুষার্থ হল খুব সহজ। আচ্ছা, এত জ্ঞান যদি না শোনাতে পারো তবে তিনটি পায়ের সম পৃথিবী নিয়ে ছোট কামরায় গীতা পাঠশালা খুলে দাও ! বোর্ডে লিখে দাও -এসে বাবার কাছে ২১ জন্মের বর্ষা প্রাপ্ত করো। ছোট বোর্ড লাগাও। তাতে লেখ যে ২১ জন্মের জন্যে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করা তোমার জন্মগত অধিকার। ইচ্ছা হলে এসে জিজ্ঞাসা করো। তোমরা যাঁদের মাতা পিতা বল তাঁরা হলেন স্বর্গের রচয়িতা তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের স্বর্গের বর্ষা প্রাপ্ত হওয়া উচিত। তিনি বলেন বাচ্চারা নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো এবং অন্য সব কিছু ভুলে যাও। ব্রহ্মাবাবার সঙ্গে থেকে, এনাকে সামনে দেখে বুদ্ধি সেখানে যুক্ত করতে হবে। বাবার আদেশ মাথায় করে রাখা উচিত তাইনা ! বাবা নির্দেশ দেন - বাচ্চারা, এবারে বিষের ধান্দা বন্ধ কর। অন্য কাউকে বলেন না, শুধু বাচ্চাদের বোঝান। বাইরের কেউ এখানে সভায় এসে বসতে পারবেনা। যতক্ষণ সাত দিন এসে না বুঝবে। কাহিনী আছে না - ইন্দ্রপ্রস্থে পাথরাজ পরী এক পতিত মানুষকে নিয়ে এসেছিল বলে দন্ড ভোগ করেছিল। অতএব এমন নিয়ম নেই। যতক্ষণ সাত দিনের ভাঙিতে প্রবেশ হয়নি এখানে বসতে পারবে না। ভাঙিতে স্বচ্ছ না হয়ে বসতে পারবেনা। হ্যাঁ, কোনো বিশেষ ব্যক্তি দেখা করতে এলে, একটু কিছু শুনে যদি সকালের ক্লাসে আসতে চায় তবে সিনিয়র টিচারের অনুমতি নিয়ে তাকে আসতে জানাবে। প্রথমে দেখতে হয় যদি ভালো লোক হয় তবে উল্টো কথা বলবেনা তখন আগে একটু বুঝিয়ে তারপরে ক্লাসে আসার অনুমতি দিতে হয়।

তোমরা সবাইকে বোঝাও যে ইনি হলেন আমাদের মাতা পিতা যাঁর কাছে স্বর্গের সুখ প্রাপ্ত হয়। ইনি হলেন পিতা, টিচার, সদগুরু । তোমরা যেন তিনটি ইঞ্জিন পেয়েছ। এই সময়ে তিনজনকে একত্রে পাওয়া হয়। সেখানে তো আলাদা হয়। প্রথমে পিতা তারপরে টিচার এবং বৃদ্ধ অবস্থায় গুরু প্রাপ্ত হয়। তোমরা এখন কার লালন পালনে আছ ? শিববাবার কারণ তোমাদের কাছে যা কিছু আছে সেসব শিববাবাকে অর্পণ করেছ। তোমাদের লালন পালন এখন যেন শিববাবার ভান্ডার থেকে হচ্ছে। তোমরা নিজের সবকিছু শিববাবাকে দান করেছ। এখন ওঁনার কাছেই তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ হয়। খুব পবিত্র অন্ন প্রাপ্ত হয়। এমন কখনও হয়না যে কেউ দান করলে সেসবের দ্বারা তার পালনা হবে। সে তো যাকে দান করা হয় সেসব সে খেয়ে নেয়। এখানে তো তোমরা শিববাবাকে দান কর সেসব কত পবিত্র হয়ে যায়! এর দ্বারা তোমাদের-ই লালন পালন হয়। বাবা বলেন বাড়িতে থেকে এমন ভাবে যে সব কিছু হল বাবার। এমন চিন্তা করে ভোজন করলে যথাযথভাবে তোমরা শিববাবার ভান্ডার থেকেই ভোজন গ্রহণ করছ । এতে কোনো মমত্ব নেই। সবকিছু বাবার ভাবছ। বাবার দেওয়া সবই। বাবাকে অর্পণ করা হয়েছে। ওঁনার আদেশ অনুযায়ী ভোজন গ্রহণ করি। যদিও বসে আছ ঘরে তবুও শিবের ভান্ডার থেকেই ভোজন গ্রহণ কর। তোমরা বলো কিনা তোমার সঙ্গে থাই ..... তোমার সঙ্গে বেড়াই । বাবা-বাবা বললে ওঁনার সঙ্গে যোগ যুক্ত থাকবে। এভারহেলদী হয়ে যাবে। এই হল হেলদী হওয়ার স্যানেটোরিয়াম (আরোগ্য নিকেতন)। ওই সানেটোরিয়ামে সারা জীবন থাকা যায় না । কিছু সময় থেকে তারপরে ফিরে যেতে হয়। এখানে তো তোমরা বসে আছ। এভারহেলদী হও ২১ জন্মের জন্যে। এখানে আসো কেন ? অর্ধকল্পের জন্যে এভারহেলদী, এভারওয়েলদি, এভারহ্যাপি হতে। এই ইচ্ছা নিয়ে আসো তাইনা। এখানে হওয়া খেতে বা তীর্থ করতে

তো আসোনা তাইনা। এখানে আসো শিববার কাছ। বাবাও আসেন অন্যের দেশে, অন্যের দেহে। গীতায় যে গায়ন আছে, তা কিছু তো ঠিক হবে। বাবাকে আসার জন্যে আহবান করে। ফলেই ঊঁনাকে পতিত থেকে পবিত্র করতে অবশ্যই আসতে হয়। পতিত তো পরমধামে ঊঁনার কাছে যাবেনা, পবিত্র হতে। যেতেই পারবেনা। প্রত্যেকটি ভক্তের আত্মা আহবান করে বাবা এসো। বাবা বলেন আমি আসি সকলের গতি সদগতি করতে। সর্বের উপরে দয়া করেন যিনি, সর্বদয়া হলেন একমাত্র বাবা তাইনা। কি দয়া করেন ? শ্রীমৎ দেন। শ্রীমৎ হল বিখ্যাত। যার অনুসারে চললে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হবে। তারপরে যে যতখানি নির্দেশ অনুযায়ী চলতে পারে। কোনও কষ্ট তো দেওয়া হয়না - হঠাৎ যোগ করতে অথবা তীর্থে গিয়ে ধাক্কা খেতে বলা হয়না। আমেরিকা হোক বা ফিলিপাইন .... যেখানেই থাকো গৃহস্থে তো থাকা উচিত। কিন্তু পদ্ম ফুলের মতন থাকতে হবে। জনক রাজার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। তোমাদের হল রাজ যোগ। তারা তো বলবে স্বর্গের সুখ তো কাগ বিষ্ঠা সম। কিন্তু ভারতের রাজ যোগ হল বিখ্যাত। এই বিষয়ে কেউ জানেনা। প্রাচীন যোগ তো প্রাচীন বাবা-ই শেখাবেন। গীতা বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি সব হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। ঝাড় পূর্ণ হবেই, তারপরে এই ঝাড় আবার সবুজে পরিণত হবে। সুতরাং তোমরা এসেছ মাতা পিতার কাছে রিফ্রেশ হতে এবং প্রতি ক্ষণে আসবে কারণ সম্মুখে আনন্দ বেশি। এখানে সদাকালের জন্যে বসা যাবেনা। নিয়ম নেই। নিজের গৃহস্থ ব্যবহার অবশ্যই পালন করতে হবে।

বাকি এই পাঠশালা এখন অনেক বৃদ্ধি হবে। এই বাধা বিঘ্ন ইত্যাদি না হলে তো সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে তাই বিঘ্ন আসে। পাঁচ হাজার একত্রে বসে কিভাবে পড়বে, তাই লিমিট আছে, বাবা যাতে সম্মুখে তাদের দেখতে পান। বাবা তো আত্মাদের দেখেন, তাইনা। শরীর দেখেন না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে তো শরীর ভুলে যাবে। চুম্বক কিনা। যার ফলে আন-কনসাস হয়ে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ, স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) উঁচু লক্ষ্যে পৌঁছাতে পিতা-শিক্ষক-গুরু রূপে আমরা তিনটি ইঞ্জিন পেয়েছি - সদা এই স্মৃতিতে এগিয়ে যেতে হবে।

২) বুদ্ধি দ্বারা সব কিছু বাবার কাছে অর্পণ করে ঊঁনার লালন পালনে থাকতে হবে। খুব মিষ্টি পবিত্র হতে হবে। পতিত ভাবের কটুতা থেকে মুক্ত হতে হবে।

বরদান :- সঙ্গম যুগের এই নতুন যুগে প্রতি সেকেন্ড নতুনত্ব অনুভবকারী ফাস্ট পুরুষার্থী ভব

ব্যাখা: সঙ্গম যুগে সবকিছু নতুন হয়ে যায়, তাই এই সময়কে নতুন যুগও বলা হয়। এখানে ওঠা, বসা, চলা, বলা সবই নতুন। নতুন অর্থাৎ অলৌকিক। স্মৃতিতে নতুনত্ব এসে যায়। কথা গুলো নতুন, মিলন নতুন, দর্শন নতুন। একে অপরকে দেখলে আত্মা, আত্মাকে দেখবে, দেহকে নয়। ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি দ্বারা সম্পর্কে আসবে, দৈহিক সম্বন্ধে নয়। এমন প্রতি সেকেন্ড নিজের মধ্যে নতুনত্বের

অনুভব করা, এক সেকেন্ড পূর্বে যে অবস্থা ছিল পরের সেকেন্ডে সে অবস্থা নয়, বরং তার থেকেও এগিয়ে, একেই ফাস্ট (তীব্র) পুরুষার্থী বলা হয়।

স্লোগান - পরমাত্ম প্রেম দ্বারা জীবনে সদা অতীন্দ্রিয় সুখ ও আনন্দের অনুভূতি করা-ই হল সহজ যোগ ।

"মিষ্টি বাচ্চারা- তোমাদের সকলের জীবনের অবলম্বন, তোমাদেরকে যমদূতের দুঃখের পীড়া থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। তিনি তোমাদেরকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন, তিনি সর্বব্যাপী নন"

প্রশ্ন:- কোন্ যোগ এই রাজযোগের সাথে সর্বদা কন্সাইন্ড থাকে?

উত্তর- প্রজাযোগ এই রাজযোগের সাথে সর্বদা কন্সাইন্ড থাকে। কারণ রাজা-রানীর সাথে প্রজাদেরকেও দরকার। যদি সকলেই রাজা হয়ে যায়, তাহলে কার ওপরে রাজত্ব করবে? সবাই বলে যে আমি মহারাজা-মহারানী হব, আমি রাজযোগ শিখতে এসেছি। কিন্তু রাজা-রানী হওয়ার জন্য তো অনেক সাহস থাকতে হবে। সম্পূর্ণ শক্তি দরকার। বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হলেই রাজত্বে যেতে পারবে।

গীত- প্রীতম আন মিলো ... (হে প্রিয়তম, তুমি এসে মিলিত হও)

ওম্ শান্তি। কে প্রিয়তমকে আহ্বান করে? প্রিয়তমকে সজনী কিংবা ভক্ত বলা হয়। সে তার সাজনকে, ভগবানকে অথবা বাবাকে আহ্বান করে। এর মধ্যে সর্বব্যাপী তত্ত্বের কোনো স্থান নেই। প্রিয়তমকে আহ্বান করে- তুমি এসে মিলিত হও। জীব আত্মারা নিজের পরমপিতা পরমাত্মাকে আহ্বান করে - হে পরমপিতা পরমাত্মা, তুমি এসো, দয়া করো। স্বর্গে তো এইভাবে ডাকবে না। এটা হল দুঃখধাম, তাই প্রিয়তমকে আহ্বান করে। প্রিয়তম ভগবান হলেন এক। রচয়িতা একজনই। বিশ্বের কিংবা সৃষ্টির চক্রও একটাই। বাচ্চারা জানে যে কলিযুগের পর পুনরায় সত্যযুগ আসবে। সত্যযুগে পুনরায় একটাই আদি সনাতন দেবী দেবতাদের রাজত্ব হবে। এইগুলো তো জ্ঞান, তাই না? তোমরা বাচ্চারা জানো যে প্রিয়তম কিভাবে এসেছেন। শিববাবা তো নিরাকার। তোমরা সবাই হলে নিরাকারী আত্মা। এখানে অভিনয় করতে এসেছ। কিন্তু নিরাকার বাবা কিভাবে এসেছেন? রাজযোগ কে শিখিয়েছেন? কৃষ্ণের পক্ষে তো শেখানো সম্ভব নয়। সে তো সত্যযুগ স্থাপন করে না। তাই তাকে রচয়িতা বলা যাবে না। সকল জীব-আত্মাদের প্রিয়তম, পরমপিতা পরমাত্মা এবং রচয়িতা কেবল নিরাকারকেই বলা যাবে। তিনি বলেন, আমার জন্মকে শিব জয়ন্তী রূপে পালন করা হয়। আমার জন্ম কৃষ্ণের জন্মের মত নয়। কৃষ্ণ কিভাবে মাতৃ-গর্ভ থেকে জন্ম নেয় সেটাও বাচ্চাদেরকে সাক্ষাৎকার করানো হয়েছে। বাবা বলেন, আমার অপর নাম রুদ্র। গীতাতেও আছে- এটা হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ অর্থাৎ শিববাবার রচনা করা যজ্ঞ। তাই নিরাকার শিববাবাকে অবশ্যই সাকারে আসতে হবে। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, গীতার এই দুটো কথার দ্বারাই সর্বব্যাপীর তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়। প্রিয়তমকে কৃষ্ণ বলা যাবে না। বলা হয়, ওহ গড ফাদার, হে আমার জীবনের অবলম্বন - কারণ তিনি হলেন সকলের জীবনের অবলম্বন। সকলকে যমদূতের দুঃখের পীড়া থেকে মুক্ত করেন। তাই তাঁকে অবশ্যই আসতে হবে। বাবা বলেন, আমি প্রতি কল্পের সঙ্গমে আসি। এটাই হল সেই কল্যানকারী সঙ্গমযুগ। সত্যযুগের পর আবার দুইকলা কম হয়ে যাবে। কেবল এই সঙ্গমযুগই হল উত্তরণ কলার যুগ। এটা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। নূতনদের জন্য খুব সহজভাবে বোঝানো হয়। তোমার বাবা হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিব। কেবল তাঁকেই স্মরণ কর, ব্যসা। এছাড়া সমস্ত গুরু গোসাইয়ের মন্ত্রতন্ত্র হল ভক্তিমার্গ। অর্ধেককল্প ধরে ভক্তিমার্গ চলে। তারপর জ্ঞানের প্রালম্বও অর্ধেক কল্প ধরে চলে। ওখানে জ্ঞান থাকবে না। দুর্গতি থেকে সদগতিতে নিয়ে যাওয়ার

জন্যই জ্ঞান দেওয়া হয়। গুরুর কাজ হল শিষ্য কিংবা অনুগামীদের গতি-সদগতি করা। কিন্তু তারা তো জানেই না যে গতি-সদগতি আসলে কি। গায়ন করে- রাম হল সকলের সদগতি দাতা। পতিত-পাবন সকল সীতাদের রাম। বাচ্চারা জানে যে সত্যযুগে একটাই ধর্ম ছিল, সূর্যবংশীদের রাজত্ব চলত। তারপর রামরাজ্য অর্থাৎ ত্রেতাযুগে দুইকলা কম হয়ে যায়। ওখানে রাবণ থাকবে না। কোনো রকম উপদ্রব হওয়ার প্রসঙ্গ নেই। এখন গোটা দুনিয়াটাই হল লঙ্কাপুরী, রাবণ-রাজ্য। এই সময়ে সকল মানুষই বাঁদরের থেকেও অধম। কারণ সকলের মধ্যেই ৫ বিকার রয়েছে। মানুষের মধ্যে কত ক্রোধ রয়েছে। একে অপরকে কেমন ভাবে মেরে ফেলছে। মরার এবং মারার প্রস্তুতি করছে। তোমরা সবাই বিকারী ছিলে। এখন বাবা এসে রাবণের ওপর বিজয়ী বানাচ্ছেন। শাস্ত্রতে কেমন সব কথা লিখে দিয়েছে। এটা কি আদৌ সম্ভব যে লেজে আগুন লেগে গোটা লঙ্কাপুরী পুড়ে গেল। বাস্তবে লঙ্কাপুরী হল এই গোটা দুনিয়া। তোমরা ব্রাহ্মণকুল ভূষণ বাচ্চারাও আগে পতিত ছিলে। এখন তোমরা মায়ারূপী রাবণের ওপরে বিজয়ী হচ্ছে। বাবা এসে বুদ্ধির তালা খুলেছেন। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি তো বাবা, তাই না? মানুষ তো কত রকম কথা শুনিয়ে মাথাটাই খারাপ করে দেয়। বাবা বলেন, তা সত্ত্বেও এইসব অবশ্যই হবে। আগে সর্বব্যাপীর জ্ঞান প্রচলিত ছিল না। বলা হত, পরমাত্মা হলেন অন্তহীন। অন্তহীন বলার পরে তাঁকে সর্বব্যাপী বলে দেওয়া কত বড় ভুল। নিজেকেই শিব বলে দেয়। কখনো নিজেকে শিব বলে দেয়, আবার কখনো নিজেকে ব্রহ্ম বলে দেয়। এই সবকিছুই ভুল। ব্রহ্ম তো থাকার জায়গা। শিববাবা ব্রহ্মতত্ত্বতে নিবাস করেন। তাই তাকে ব্রহ্মান্ড বলা হয়। আমরা আত্মারাও হলাম ঐখানের নিবাসী। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ শিবকে নাম-রূপের উর্ধ্বে বলে দেয়। এইগুলো সব বোঝার বিষয়। যদি কেউ এক সপ্তাহ রেগুলার বোঝে, তাহলেই তার ঝুলি জ্ঞানের দ্বারা রঞ্জিত হবে। বোঝাতে হবে যে, যিনি এই ভারতকে জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন, তিনি তোমার বেহদের বাবা হন। বাকি সবাই মুক্তির উত্তরাধিকার পায়। বাবা বাচ্চাদের বলছেন, এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে। তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এতটা সময় ধরে অভিনয় করেছে, এবার পুনরায় ফিরে যেতে হবে। বাবা তো এসে আমাদের জন্য রাজধানী স্থাপন করেন, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা সঙ্গমযুগেই স্থাপিত হবে। তাহলে তো সত্যযুগে তোমরা উত্তরাধিকার পাবে। তোমাদের কত শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখানো হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ এমন কি করেছিল যে তারা এত শ্রেষ্ঠ জীবন পেল? তোমরা এখন জেনেছ যে বাবা রাজযোগ শেখান। সত্যযুগে তো শেখাবেন না। ওখানে তো কেবল লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব থাকবে। এটা হল কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ, এই সময়ে ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা বলছেন, এই দেহের ভান ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ কর। তোমরা ধাক্কা খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে গেছ। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরাই ত্রিকালদর্শী হয়। বাবা-ই এইরকম বানান।

তোমরাই স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাও। বিষ্ণু মোটেও ত্রিকালদর্শী ছিল না। দুনিয়ার মানুষ তো বিষ্ণুকে অলংকার দিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে তোমরা ব্রাহ্মণরাই ত্রিকালদর্শী হও। বর্ণের ব্যাপারেও বোঝানো হয়েছে। ব্রাহ্মণ হল সর্বোত্তম বর্ণ। ভারতবাসীরা ছবি বানায়, কিন্তু তাতে টিকি দেয় না। ব্রাহ্মণ বর্ণটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো আছে, তাই না? তাই ব্রাহ্মণদের বংশ সবার আগে থাকা উচিত। এখন তো সকলেই শুদ্র। তোমরা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ হয়েছ।

গীতাতেও শুনেছ- প্রীতম আন মিলো... (হে প্রিয়তম, তুমি এসে মিলিত হও)। এটা সর্বব্যাপীর প্রসঙ্গ নয়। তোমরা, সকল প্রিয়তমা, এখন প্রিয়তমর সামনে বসে আছ। প্রিয়তম স্বর্গের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। তিনি কতই না সুন্দর। কথিত আছে, কৃষ্ণ তার পাটরানী বানানোর জন্য ভাগিয়ে নিয়ে গেছিল। কিন্তু পাটরানী আসলে কি, সেটাই বোঝে না। তোমরা এখন জেনেছ এবং স্বর্গের মহারাজা-

মহারানী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। এটা হল রাজযোগ। এর সাথেই প্রজাযোগ কন্বাইন্ড আছে। শুধু কি রাজা-রানী হবে? সবাই বলে যে মহারাজা-মহারানী হবে না। আমরা রাজযোগ শিখতেই এসেছি, কিন্তু সবাই তো আর মহারাজা-মহারানী হবে না। তার জন্য সাহস চাই। সম্পূর্ণ শক্তি থাকতে হবে। ভক্তিমার্গে প্রচুর ভক্তি করলে তবে সাক্ষাৎকার হয়। শিবের কাছে নিজেকে বলি দেয়। বাস্তবে নিজেকে বলি দেওয়াটা হল এইখানের-ই প্রথা। এটাও বোঝানো হয়েছে যে গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, বেদ ইত্যাদি সত্য এবং ত্রেতায়ুগে থাকবে না। এমন নয় যে এইসব পরম্পরা ধরে চলে আসছে। এইগুলোর প্রচলন তো দ্বাপরযুগে হয়েছে। পুনরায় দ্বাপরযুগেই হবে। মুসলমানেরা এসে রাজ্য করেছে, মুহম্মদ গজনবী লুণ্ঠ করেছে - এইসব ব্যাপার তোমরা জেনেছ। আমরাই পূজনীয় থেকে পূজারী হয়ে নিজের মন্দির বানিয়েছি। আমাদের কাছে কতই না সম্পত্তি থাকবে! পাঁচ হাজার বছরের ব্যাপার। তার ওপর আদিকালে। এরপর ভক্তিমার্গেও তোমাদের কাছে কতই না ধন-সম্পত্তি থাকে। যারা হীরে-মানিক দিয়ে মন্দির বানিয়েছে, তাদের নিজের মন কেমন হবে! ওদের নাম কত সুপ্রসিদ্ধ। দেখেছ, লক্ষ্মী-নারায়ণ কত সুসজ্জিত! এখন তো বেচারাদের কাছে কোনো পয়সা নেই। আগে লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্য সবকিছু হীরা দিয়ে বানাত। পরে সেইসব লুণ্ঠ করে নিয়ে গেছে। ওখানে তো ইঁটও সোনার হয়। সেইসব দিয়ে তোমরা মন বানাত। তখন তোমরা বোধবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। এখন তো নির্বোধ হয়ে গেছ। তারজন্যেই কাঙাল হয়ে গেছ। শিববার ওপরে এবং দেবতাদের ওপরে অনেক কলঙ্ক লাগিয়েছে। তাই বাবা বলেন, "যদা যদাহি ..."। এর মধ্যে প্রবেশ করেই তো ব্রাহ্মণদের রচনা করব। ভারতেই এসে ব্রহ্মা মুখের দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করি। আমি কি আর বিলেতে যাব? যে নম্বর ওয়ান পাবন এবং পূজনীয় ছিল, কিন্তু এখন পূজারী হয়ে গেছে, তারই পতিত শরীরে আমি আসি। কেবল ত্রিমূর্তি বলা হয়, শিবকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বললে তো কোনো অর্থ বোঝায় না। বাবা বলেন, প্রতি কল্পের সঙ্গমে এই শরীরে এসেই তোমাদের মত ব্রাহ্মণদের রচনা করি। তোমাদের মত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদের কাছে এটা হল সর্বোত্তম যুগ। তোমরা এখন ঈশ্বরের কোলে আছ। ঈশ্বর অর্থাৎ বাবার কাছ থেকে অসীম উত্তরাধিকার নিচ্ছ। তোমরা জানো যে তাঁকেই স্মরণ করতে করতে তাঁর কাছে পৌঁছে যাব। কথিত আছে, অন্তিমকালে যে স্ত্রীর কথা স্মরণ করে...। যেমন কথা স্মরণ করে, সেইরকম জন্ম পায়। এটা হল অন্তিমকালের সময়। তোমাদেরকে এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। এখন আমাকে অর্থাৎ বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। দেহী-অভিমানী হও, অশরীরী হও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ কর। নির্ণা সহকারে কেবল এক জায়গায় বসে থাকলে হবে না। সন্তান তো চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে বাবাকে স্মরণ করে।

বেহদের বাবা বলছেন, অন্য সবকিছু থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে কেবল আমাকেই স্মরণ কর। এর জন্য পরিশ্রম করতে হবে। ৮৪ জন্ম নিয়েছ, এখন এটা হল অন্তিম জন্ম। তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছ বলে বাবা কত মিষ্টি-মিষ্টি নাম দিয়েছেন। বাবা সন্দেশী (বার্তাবাহক)-দের দ্বারা নাম পাঠান। ওখানে খুব ভালো ভালো নাম হয়। কিন্তু সেই নামটাই দেওয়া হবে যেটা আগের কল্পে দেওয়া হয়েছিল। 'সর্বব্যাপী'-কথার অর্থ ভালোভাবে বুঝতে হবে। সমস্ত ভক্তকেই যদি ভগবান বলে মনে করি, তাহলে প্রাপ্তি কি হবে? কিছুই নয়। এখন তোমরা ঈশ্বরের কোলে আছ। এই ঈশ্বরীয় ক্রোড়ের দ্বারাই তোমরা ব্রাহ্মণ হও। শুদ্ধবর্ণ এখন সমাপ্ত হয়েছে। এইসকল বর্ণ কেবল তোমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের জন্যই। তোমরা জানো যে আমরা শুদ্ধ বর্ণ থেকে ট্রান্সফার হয়ে ব্রাহ্মণ ধর্মে এসেছি। সে-ই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হবে, যে আগের কল্পে হয়েছিল। বৃক্ষ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। বাবা বাচ্চাদেরকে কত ভালো ভালো কথা শোনান। কিন্তু মায়ার তুফান লাগার ফলে ভালো ভালো

বাচ্চারাও পড়ে যায়। এটা তো যুদ্ধ, তাই না? তোমরা সর্বশক্তিমানের সন্তান হতে পার, কিন্তু মায়াও কম নয়। অর্ধেক কল্প হল রাবণের রাজত্ব। এই সময়ে মায়াও খুব জোরে আঘাত করবে। একেই তুফান বলা হয়। হনুমানের উদাহরণ দেখানো হয়। যতই মায়াবী তুফান আসুক না কেন, তোমাদেরকে অটল থাকতে হবে। সর্বদা হাসিখুশি থাকতে হবে। যত শক্তিশালী হবে, মায়া তত জোরে আঘাত করবে। যোগ্য নাকি অযোগ্য সেটা যাচাই করবে। কোনো বাচ্চা বলে- বাবা, আমি তো মুখ পুড়িয়ে দিয়েছি। যদি মুখ পুড়িয়ে দাও, তাহলে বুদ্ধিতে তালা লেগে যাবে। ধারণা হবে না, কারণ বাবার নামে কলঙ্ক লাগিয়েছ। লৌকিক বাবাও বলে যে তুমি হলে বংশের কলঙ্ক। বাবা বোঝাচ্ছেন, কখনো বংশের কলঙ্ক হয়েও না। বাবা পরমধাম থেকে তোমাদেরকে পড়ানোর জন্য এসেছেন। ভগবান উবাচ হল- আমি রাজাদের রাজা বানানোর জন্য এসেছি। রাজত্বের স্থাপন অবশ্যই হবে। এখন তোমরা যতজন ব্রাহ্মণ হয়েছ, ততজন-ই আগে হয়েছিলে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। বাচ্চাদেরকে মনে রাখতে হবে যে সেই পারলৌকিক পিতার কোনো বাবা নেই। তিনি স্বয়ং সুপ্রীম নলেজফুল, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, চৈতন্য, পতিত-পাবন, দয়াময়, নলেজফুল এবং ব্লিশফুল। তাঁর ওপর কেউ ব্লিশ করে না। তিনি নিজেই বাবা, শিক্ষক এবং সদগুরু। বেহদের বাবার ঘরে তোমরা সন্মুখে বসে আছ। এরা সবাই হল ঈশ্বরীয় অতিথি। ক্রমশ বুদ্ধি হতে থাকবে। ৮৪ চক্রটাও বুদ্ধিতে রয়েছে। আমরাই এত জন্ম দেবতা ছিলাম, আমরাই এত জন্ম ক্ষত্রিয় ছিলাম...। এরপর আমরা পুনরায় দেবতা হব। মায়া দুঃখধামের রচনা করে। কত সহজ জ্ঞান। অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। এই সময়ের পুরুষার্থটাই তোমাদের জন্য প্রত্যেক কল্পের পুরুষার্থ হয়ে যাবে। বলবে যে, আমরা প্রতি কল্পেই এইরকম পুরুষার্থ করে এসেছি। মাঝমাঝ-বাবাও পুরুষার্থ করেন। এরপর এরাই পূজনীয় দেবী-দেবতা অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে যাই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

- ১) এই অন্তিমকালে কেবল বাবাকেই স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। অশরীরী হতে হবে।
- ২) কখনো বংশের কলঙ্ক হয়ো না। মায়াবী তুফান আসলে টলে যেও না। সর্বদা হাসিখুশি থাকতে হবে।

বরদান:- কন্সাইন্ড রূপধারী হয়ে সেবাতে খুদা-ই জাদুর (ঈশ্বরীয় জাদু) অনুভব করতে সক্ষম খুদাই খিদমৎগার (ঈশ্বরের সহায়ক) হও

নিজেকে কেবল সেবাধারী নয়, ঈশ্বরীয় সেবাধারী মনে করে সেবা কর। এই স্মৃতির দ্বারা স্মরণ এবং সেবা স্বাভাবিক ভাবেই কন্সাইন্ড হয়ে যাবে। যখন খুদাকে খিদমত (সহায়তা) করতে না দাও তখন একলা হয়ে যাওয়ার জন্য সফলতার লক্ষ্য অনেক দূরে বলে মনে হয়। তাই কেবল খিদমতগার (সহায়ক) নয়, আমি হলাম খুদাই খিদমতগার (ঈশ্বরীয় সহায়ক)- এই নাম সর্বদা স্মরণে থাকলে, সেবা স্বাভাবিক ভাবেই ঈশ্বরীয় জাদুতে পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যদি কর্মযোগী হতে চাও, তাহলে কমল আসনধারী (অলিপ্ত অথচ প্রিয়) হও।

"মিষ্টি বাচ্চা - সেবার জন্য নতুন নতুন উপায় বের করতে থাকো । ভারতকে দৈবী স্বরাজ্য বানানোর জন্য বাবার সম্পূর্ণ সাহায্যকারী হও"

প্রশ্ন :- বাবা তাঁর বাচ্চাদের কোন্ স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে তাদের কাছে একটি আশা রাখেন ?

উত্তর :- বাবা এই স্মৃতি দেন যে বাচ্চারা, তোমরা কল্পে কল্পে মায়াজিত আর জগতজিত হয়েছে । তোমরা মাতা - পিতার হৃদয় আসনের জয় পেয়েছো তাই এখন তোমরা মায়ার তুফানে ভয় পাবে না । কখনোই মায়ার বশে এসে কুলকে কলঙ্কিত করো না । অতি প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা এই বুড়ো বাবার দাড়ির লাজ রেখো । এমন কোনো কাজ করো না যাতে বাবার নাম বদনাম হয়ে যায় । তোমরা যোগ বলের দ্বারা বিকারকে দূর করে, বাবার সমান নিরাকারী, নিরহংকারী হও ।

গীত :- (দর পে আয়ে হয় কসম লে, দিল হাথেলি পর লে, শুনলে, হম না যায়েঙ্গে) প্রতিজ্ঞা নিয়ে তোমার দ্বারে এসেছি ...

ওম শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা খুব ভালোভাবে জেনে গেছে যে, বেহদের বাবার থেকে বাচ্চারা অবশ্যই ভালোবাসা পায় । হদের লৌকিক বাবা যেমন তার নিজের বাচ্চাদের ভালোবাসেন । তাদের খুব ভালোভাবে দেখভাল করেন, তাদের সেবা করেন, মনে করেন যে, এতে আমাদের কুল বৃদ্ধি পাবে । ভক্তিমাগেও বেহদের বাবাকে সবাই স্মরণ করে । অবশ্যই তাদের কখনো বাবার সাথে মিলন হবে । এখানেও বাবা বলেন ---আমি তোমাদের বাবা, আমিই তোমাদের শিক্ষা দিই অর্থাৎ এই ড্রামার আদি, মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আমিই দিই । একেই জ্ঞান বলা হয় । বাকি শাস্ত্রে আছে ভক্তিমাগের জ্ঞান । তাতে কোনো মুক্তি বা জীবনমুক্তি পাওয়া যায় না । বাবা বলেন সকলের মুক্তি বা জীবনমুক্তি আমিই দিই । আমাকেই মুক্তি আর জীবনমুক্তি দিতে আসতে হয় । তাই কল্পে - কল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগে আমাকে আসতে হয় । ড্রামা অনুসারে মায়া রূপী পাঁচ বিকার তোমাদের দুঃখী বানায় । তোমরা জানো যে এখন দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে । এখন বিনাশ হবে । সেই সময় কোনো কারণ ছাড়াই রক্তের নাটকের পার্ট শুরু হবে । তখন কতো রক্তের নদী বইবে, সত্যযুগে কিন্তু ঘিয়ের নদী বইবে । যখন রক্তের নদী বইবে তখন চারিদিকে হাহাকার শুরু হবে । সবাই খুব দুঃখী হবে । এখন বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে বাবার এই সেবা বাড়াতে হবে । সাহায্যকারী তোমাদের দ্বারা এই ভারত স্বর্গ হবে । তোমরা জানো যে, আমরাই সেই হারানিধি ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ বাচ্চা, যারা ভারতে আবার দৈবী স্বরাজ্য স্থাপন করি । আমরা বাবার থেকে দৈবী স্বরাজ্যের আশীর্বাদী বর্ষা গ্রহণ করি । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা এই সেবার নানা উপায় বের করতে থাকো । বাবারও তো সেই চিন্তাই চলতে থাকে, তাই না । একেই স্বদর্শন চক্র বলা হয় । এ খুবই সুন্দর জিনিস, এর উপরে তোমরা খুব ভালো সেবা করতে পারো । এই রাজধানী স্থাপন করাতে বা ভারতের রাবণ রাজ্যকে পরিবর্তন করে রাম রাজ্য স্থাপন করাতে কোনো খরচ নেই । তোমরা হলেই নন - ভায়োলেন্স, অহিংসক । তোমরাই সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, অহিংসা পরম ধর্ম হও ।

তোমরা বলো যে -- আমাদের বাবার সাহায্যকারী হয়ে ভারতকে হীরের তুল্য বানাতে হবে । কল্পে - কল্পে আমরা এই সেবাই করি । এখন আমরা সেই গড - ফাদারলী সার্ভিস করছি । এখানে গড

ফাদারলী স্টুডেন্টও যেমন আছে, তেমনি গড ফাদারলী চিলড্রেনও আছে। আমাদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব। যারা বাবার বাচ্চা হয়, তাদের উপর অনেক দায়িত্ব থাকে। বাবা বলেন, সাবধান থেকো, কখনোই কোনো ভুল করে ফেলো না। বাবা অনেক ধরনের সেবা বলে দেন যে কিভাবে ভারতবাসীদের বেহদের বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নেওয়ার রাস্তা বলা যায়। তাদের বোঝানো হয় যে, এই আশীর্বাদী বর্ষা হলো সত্যযুগের ২১ জন্মের জন্মসিদ্ধ অধিকার। সত্যযুগী দৈবী রাজত্ব তোমাদের গড ফাদারলী জন্মসিদ্ধ অধিকার। বাবাই হলেন স্বর্গের স্থাপনাকারী। তোমাদের পুরুষার্থ এখানেই করতে হবে। এমন নয় যে, তা সত্যযুগে করবে। বাবাকে বোঝাতে হয়, তখনই সমস্ত বাচ্চারা শোনে। এই গোলা হলো স্বদর্শন চক্রের, আয়রন সীটে বড় বড় বানিয়ে কোনো বড় জায়গায় রাখো। নীচে সবকিছুই লেখা আছে। যারা দেখবে, তারাই বুঝবে যে, এ তো ঠিক কথা। সময় ধীরে ধীরে কাছে আসতে থাকবে। মানুষ মনে মনে বুঝতে পারবে যে, বরাবর সত্যযুগ খুব কাছাকাছি। বাবা সময় মতো বাচ্চাদের সেবার প্রতি রায় দিতে থাকেন। তিনি বলেন - এমন করো তাহলেই সেবা বাড়তে থাকবে। প্রত্যেকেই নিজের ঘরে এই বোর্ড লাগাও। শিববাবার চিত্রও যেন থাকে, তিনিই হলেন গীতার ভগবান। তাতে যেন লেখা থাকে যে - দৈবী স্বরাজ্য তোমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। প্রত্যেকেই নিজের ঘরে বোর্ড লাগিয়ে দাও। তোমরা তো জ্ঞান - গঙ্গা। এই বোর্ড দেখে অনেকেই আসবে। তাদের বোঝাতে হবে। তোমাদের আত্মাদের বাবা হলেন নিরাকার। তোমরা সকলেই ভাই - ভাই। আমরা সেই বাবার থেকেই আশীর্বাদী বর্ষা নিচ্ছি। এর পরে অনেক ধুমধাম হবে যে, সেই ভগবান এখানে এসেছেন। নাম তো হলো ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। শিববাবারও নাম আছে। এর পরের দিকে মানুষ বুঝতে পারবে যে, রাজধানী তো অবশ্যই স্থাপন হবে। এই যজ্ঞে অনেক বিঘ্ন হয় কেননা এখানে কেউই রাজা - রাণী নেই। এখানে এখন প্রজার ওপর প্রজার রাজত্ব। কাউকে বোঝালে সে যদি ব্রহ্মাকুমারীর পক্ষ নিয়ে নেয়, তাহলেও অনেকে হাঙ্গামা করে দেবে। মনে করে সমস্ত ধর্ম মিলে যেন এক হয়ে যায়। এখন যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম আছে, তারা কিভাবে এক হবে। নিজেরাই বলে - আমরা কোনো ধর্ম মানি না। নিজের ধর্মকে ভুলে যাওয়া - এও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ। যখন অন্য ধর্ম স্থাপন হয় তখন দেবী দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যায় তাই তখন সবাই নিজের হিন্দু বলে দেয়। দেবতা ধর্ম যখন লোপ হয়ে যায়, তখন বাবা বলেন, আমি আবার সেই দেবী - দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে এসেছি। সামনে অনেক ধর্মের বিনাশও হবে। বাকি কতো সময় আছে। নানা বিপর্যয়ও আসবে। মানুষ তো বলে থাকে, সত্যযুগ আসতে লাখ বছর বাকি। তোমরা জানো যে, আজ নরকে আছি, কাল স্বর্গে যাবো। আমরা আত্মারা এখন ছুটছি। এখন আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। দুঃখের পার্টও সম্পূর্ণ হয়েছে। ব্যস বাবা, এখন আমরা এলাম বলে। এ হলো আমাদের অন্তিম জন্ম। সাজন বাবা এখন এসেছেন। তিনি বলেন - এখন তোমরা পবিত্র দুনিয়ার যোগ্য হও, তাহলেই আমি সাথে করে নিয়ে যাবো। যোগে যদি যোগ্য হতে না পারো তাহলে শাস্তি খেতে হবে। আবার পদও কম হয়ে যাবে। এই কথা তো খুবই সহজ। বেহদের বাবার থেকে তোমরা বেহদের সুখ পাও, তাই সেই বেহদের বাবাকে আর বেহদের সুখকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা যত চাও স্মরণ করো, আর যত স্মরণ করবে, তেমন পদ পাবে। আট ঘন্টা অবশ্যই স্মরণ করার প্রয়োজন। তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে। তোমরা এই কথাও জানো যে, আগের কল্পের মতোই বাচ্চারা পুরুষার্থ করে। একে সাক্ষী হয়ে দেখা হয় -----কে কতটা পুরুষার্থ করে অতি প্রিয় বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নেয়। কল্প - কল্পান্তর তাই নেওয়ার জন্য অধিকারী হবে।

বাবা রাজযোগ শিখিয়েছেন স্বর্গের জন্য। লৌকিক বাবাও বাচ্চাদের কতো দেখভাল করেন। বেহদের বাবাকেও কতো দেখভাল করতে হয়। মায়া অনেক হয়রান করে, অসুস্থ করে দেয়। তখন বাবা এসে ওষুধ দেন। সে হলো সঞ্জীবনী বুটি। বাকি হনুমান কোনো পাহাড় থেকে বুটি নিয়ে আসে নি। কেবলমাত্র বাবা আর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ না করলে বর্সাকে স্মরণ করতে পারবে না। এখন ভক্তি মার্গ অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত সম্পূর্ণ হচ্ছে। এরপর বাবা এসে দিন স্থাপন করেন। অর্ধেক কল্প হলো ব্রহ্মার দিন আর অর্ধেক কল্প হলো ব্রহ্মার রাত। এ তো ঘোর অন্ধকার, তাই না। প্রতি মুহূর্তে বাচ্চারা বোঝালে তাহলেই লৌকিক এবং পারলৌকিক মাতা পিতার খুব ভালো প্রদর্শন হবে। রচয়িতা বাবার কাজ হলো -- স্ত্রী, বাচ্চা সবাইকে নিজের সাথী করা। নিজের রচনাকেও তো পথ বলে দিতে হবে। কাম চিতার পরিবর্তে জ্ঞান চিতায় বসতে হবে। এই বোর্ড খুব সুন্দর হতে পারে। বাবার তো খুব আশা থাকে। বাবা হলেন নিরাকার, নিরহংকারী। তিনি কেমন বসে বাচ্চাদের পালনা করেন। এ কথা তো বলা হয় যে - রাস্তায় চলতে চলতে ব্রাহ্মণ ফেসে গেলো, বাবা খোড়াই জনতেন যে তিনি প্রবেশ করবেন, আমি ব্রহ্মা হবো, তারপর শ্রীনারায়ণ হবো। তিনি কতো গালি খেয়েছেন। বাবা বলেন যে, তোমাদের থেকেও আমার অনেক বেশী গ্লানি করে। তোমাদের তো এক, দুটি গালি দেয় আর আমাকে তো নুড়ি-পাথরে বলে দেয়। আমার কতো নিন্দা করে দিয়েছে। রাজ্য - ভাগ্য পেতে হলে গালি খাওয়া কোনো বড় কথা নয়। আমাকে তো অর্ধেক কল্প ধরে গালি দিয়ে এসেছে। এও এই ড্রামার খেলা বানানো হয়ে আছে।

বাবা বলেন যে -- আমার অতি প্রিয় বাচ্চারা, আমি এনার মধ্যে এসেছি। তোমরা এনার দাড়ির লাজ রাখো। এনার দাড়ি অর্থাৎ এনার সম্মান। এখন কোনো কলঙ্ক লাগিও না। বিকারকে যোগবলের দ্বারা দূর করতে থাকো। কল্পে কল্পে তোমরা মায়াকে জয় করে জগতজিত হয়ে এসেছো। প্রজারাও স্বর্গের মালিক হয় কিন্তু তোমরা পুরুষার্থ করে মাতা-পিতার হৃদয়াসনকে জয় করো। এ হলো রাজযোগ। বাবা জানেন যে, মাম্মা - বাবা প্রথম নম্বরে যান। মাম্মা হলেন কুমারী কন্যা আর ইনি অধর কুমার। বাচ্চারা ঘরে এমন কোনো কাজ করলে বাবা বলেন, আমার দাড়ির লাজ রাখো। আমার নাম বদনাম করো না। খুব ভালোভাবে ঘরে ঘরে যেন এই বোর্ড লাগানো থাকে যে -- তোমরা এসে বেহদের বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নাও। রাজাদের, সন্ন্যাসীদের পরের দিকে জাগতে হবে। দিন প্রতিদিন তোমরাও তীক্ষ্ণ হতে থাকবে। তোমরা শক্তি পেতে থাকবে। তোমরা দেখছো যে সামনে বিনাশ উপস্থিত, লড়াইও লাগবে। এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণরাই আবার দেবতা হবে। তোমরা যত পুরুষার্থ করবে, তত উঁচু পদ পাবে। দিন প্রতিদিন এ অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে। বাবার রূপও তো তোমাদের বোঝানো হয়েছে। তিনি হলেন তারার মতো কিন্তু নতুনদের প্রথমেই এই কথা বলবে না। যখন খুব ভালোভাবে বুঝবে, তখন বলবে। যখন জিজ্ঞেস করবে, এত বড় রূপ, তখন বুঝিয়ে বলবে। এমন সাক্ষাৎকার তো অনেকেরই হয় কিন্তু এর অর্থ কেউই বুঝতে পারে না। আত্মা যেমন ঝলমলে তারা, বাবাও ঠিক তেমন। তাঁকেই পরমপিতা পরম - আত্মা বলা হয়। তাহলে পরমাত্মা হয়ে গেলো। তিনি এনার মধ্যে আসেন। এসে পাশে বসেন। যেমন গুরুর কাছে শিষ্য বসে যায়। তিনি শেখান, তোমরা হলে বাচ্চা। ইনিও পাশে থাকেন। বাপদাদা কন্সাইন্ড কিন্তু এ হলো গুহ্য রহস্য। কেউ যখন জিজ্ঞেস করবে তখন বোঝাতে হবে। না বাবা - বাবা করতে থাকো। বাবা তোমাদের স্বর্গের জন্য রাজযোগ শেখান। বাচ্চারা তো একথা জানেই যে, এই সময় পর্যন্ত যা কিছুই অতীত হয়ে গেছে, তা সবই ড্রামা। বিদ্বান তো আসতেই থাকবে। বাচ্চাদের কাছে মায়া জোরে তুফান আনবে কিন্তু তোমরা হাত ছেড়ো না। মায়া হলো অজগর।

খুব ভালো ভালো সন্তানদেরও খেয়ে নেয়। আগের কল্পেও এমনই হয়েছিলো। যারা তীক্ষ্ণ বিশালবুদ্ধির বাচ্চা হয়, তারা প্রতিটি কথাই বুঝতে পারে। তারা বিচার সাগর মন্ডন করবে যে, আমরা এমন - এমনভাবে কাউকে বোঝাবো, দান করবো। বাবা হলেন রূপ বসন্ত। তোমরাও হলে রূপ বসন্ত। বাবা বলেন যে, আমি হলাম স্টার, আমার মধ্যে এই পার্ট ভরা আছে। প্রতিটি আত্মার মধ্যে পার্ট ভরা আছে। এই কথা সাইন্সের অহংকারীরা বুঝতে পারে না। ওই রেকর্ড তো ঘষে নষ্ট হয়ে যায় বা ভেঙ্গে যায় কিন্তু তারার মতো আত্মা হলো অবিনাশী যার মধ্যে অবিনাশী পার্ট ভরা আছে। এর কোনো অন্তই হয় না। অন্তও যখন নেই, তখন আদিও নেই, এ চলেই আসছে। এই ড্রামার রহস্য এখন তোমরা বুঝছো। তোমরা হলে - অন্ধের লাঠি। তাদের পথ বলে দিতে হবে। এখন সকলেরই হলো বাণপ্রস্তু অবস্থা। বাণীর উর্ধ্বে যেতে হবে। বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাবো, তাই যত সম্ভব বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্মের বিনাশ হবে। একে রুহানী যাত্রা বলা হয়। বাবা বলেন -- হে আমার পথিক বাচ্চারা, তোমরা পরিশ্রান্ত হয়ে না। তোমাদের বাবা এবং রচনাকে স্মরণ করতে হবে। এই রচনার মালিক হতে হবে। এ তো অতি সহজ। তোমরা সবসময় শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো। গাড়ি চালানোর সময়ও বুদ্ধির যোগ কোথায় থাকা উচিত? বাবা নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেন যে ---আমি নারায়ণের পূজো করতে বসতাম, তো বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যেতো। তখন নিজেকে চড় মারতাম। তো এখনো বুদ্ধি দৌড়াতে থাকে। আমাদের পুরুষার্থ করতে করতে তাঁর স্মরণে শরীর ত্যাগ করা উচিত। ভক্তিতে মানুষ বলে --- কৃষ্ণের স্মরণে শরীর ত্যাগ করলে আমরা কৃষ্ণপূরী চলে যাবো কিন্তু কৃষ্ণ তো সকলের বাবা নন। সকলের বাবা হলেন একজনই। সকলের সঙ্গতিদাতা "রাম" বাবা এসেই সকলের সঙ্গতি করেন। মুক্তি তো সকলেই পায় কিন্তু যারা প্রথমে আসবে তারা অবশ্যই সুখ দেখবে। নতুন আত্মা যখন উপর থেকে আসে তখন তার অনেক মান থাকে। যার মধ্যেই প্রবেশ করুক না কেন, তার নাম উজ্জ্বল হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। আমরাই এখন সেই দেবী - দেবতা তৈরী হচ্ছে। তোমরা ব্রাহ্মণরাই এখন সঙ্গমযুগে আছো, বাকি সবাই কলিযুগে। এখানে যারা আসেন, তারা মানবে যে, এখন কলিযুগের অন্ত। দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হচ্ছে। তাই এ হলো মহাভারী মহাভারত লড়াই। তোমাদের দ্বারাই সকলে জ্ঞান পায়। মায়েদের তুলে ধরার জন্য বাবা আসেন কেননা মায়েদের উপর অনেক অত্যাচার হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণের পুরুষার্থ কে কতটা করে, তা সাক্ষী হয়ে দেখে, স্বয়ং আট ঘন্টা পর্যন্ত বাবাকে স্মরণের পুরুষার্থ করতে থাকো।

২) বাবার সমান রূপ বসন্ত হয়ে বিচার সাগর মন্ডন করে জ্ঞান দান করতে হবে। অন্ধের লাঠি হতে হবে।

বরদান :- অল্পকালের সংস্কারকে অনাদি সংস্কারের দ্বারা পরিবর্তন করে বরদানী, মহাদানী হও

অল্পকালের সংস্কার, যা না চাইলেও আমাদের বাণী এবং কর্ম করিয়ে থাকে, তাই তো বলা --  
আমার এই উদ্দেশ্য ছিলো না বা এই লক্ষ্য ছিলো না কিন্তু হয়ে গেলো । কেউ বলে যে, আমি ক্রোধ  
করি নি কিন্তু আমার বলার সংস্কারই এমন -----তাই এই অল্পকালের সংস্কারও অনেকসময় বাধ্য  
করে দেয় । এখন এই সংস্কারকে অনাদি সংস্কারে পরিবর্তন করো । আস্কার অনাদি, প্রকৃত সংস্কার  
হলো সদা সম্পন্ন, সদা বরদানী আর মহাদানী ।

স্লোগান :-- পরিস্থিতি রূপী পাহাড়কে উড়তি কলার পুরুষার্থ দ্বারা পার করাই হলো উড়ন্ত যোগী  
হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- মন্মনাভব রূপী ইঞ্জেকশন সর্ব দুঃখের রোগ থেকে মুক্ত করে, দেহী-অভিমানী হও তাহলে পবিত্রতা-সুখ-শান্তির বর্ষা প্রাপ্ত হবে"

প্রশ্ন:- বাবার কোন্ মহিমা কে তোমরা বাচ্চারা প্রাক্টিক্যালি টেস্ট করেছ ?

উত্তর :- বাবার মহিমায় গায়ন করা হয় - কত মিষ্টি, কত প্রিয় শিব ভোলা ভগবান ... এরই প্রাক্টিক্যাল টেস্ট তোমরা বাচ্চারা করেছ। তোমরা অনুভব করে বল মিষ্টি বাবা আমাদের কত মিষ্টি করে দিচ্ছেন। বাবা নিজের মিষ্টি বাচ্চাদের আশীর্বাদ করেন - বাচ্চারা, সর্বদা জীবিত থাকো। অতি প্রিয় বাবার আপন হয়েছ তাই ওঁনার মতন মিষ্টি ফুল হও।

গীত :- ধৈর্য ধর ওরে রে মন ....

ওম্ শান্তি। মানুষ যখন অসুস্থ হয় তখন সার্জেন ধৈর্য দেন রোগ মুক্ত হওয়ার জন্য। সে তো হল শারীরিক রোগ। এখন বাচ্চারা তোমরা জেনেছ যে ইনি হলেন রূহানী সার্জেন। আত্মা রোগ যুক্ত হয়েছে, তাই আত্মাকে জ্ঞানের ইঞ্জেকশন লাগানো হচ্ছে। আত্মাকেই জ্ঞান ইঞ্জেকশন লাগানো হয়, শরীরকে নয়। কোনো ছুঁচ বা ওষুধ ইত্যাদি নেই। এই একটি-ই ইঞ্জেকশন যথেষ্ট। কোন্ ইঞ্জেকশন ? মন্মনাভব, অশরীরী ভব - এ হল ইঞ্জেকশন। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকলে পবিত্রতা-সুখ-শান্তির বর্ষা জমা হয়। দেহী-অভিমানী হয়ে যত বাবাকে স্মরণ করবে, ততই বর্ষা জমা হতে থাকবে। বাচ্চারা জানে অর্ধকল্পের দুঃখ হরণ করেন যিনি, তিনি এসেছেন। হর-হর মহাদেব বলা হয়। এখন সেই মহাদেব নয়, দুঃখ হরণ তো বাবা-ই করবেন। দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করেন বাবা। বাচ্চারা জানে যথাযথভাবে আমরা অর্ধকল্প কিছু কিছু দুঃখ দেখে এসেছি। এখন রোগ বেড়ে গেছে। পাঁচ বিকার খুব দুঃখী করেছে তাই বাবা বলেন এই যে কল্পের খাতা আছে, সেসব এখন ঠিক করো। ব্যবসায়ীগণ ১২ মাসের জমা ও খরচের খাতা রাখে তাইনা। যারা চাকরি করে তারা জমা খরচের খাতার বিষয়ে জানেনা। সর্বোচ্চ ব্যবসা হল জহরাতের ব্যবসা। এইটিও হল জ্ঞান রত্ন। ব্যবসায়ীগণ জানেন আমাদের উপার্জন হয় বা ক্ষতি হয়। কখনও ক্ষতি, কখনও লাভ, এইসব তো চলতেই থাকে। বাবা বলেন অর্ধকল্প তোমাদের যে খাতাটি ক্ষতি-র দিকে গেছে, এখন আবার জমা করতে হবে। ক্ষতি-র দিকে কেন গেছে ? কারণ তোমরা দেহ-অভিমানী হয়েছে , মায়া রাবণ খাতা খারাপ করে দিয়েছে। মায়া সবার ক্ষতি করেছে তাই সবাই কাঙাল হয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা বলো - বাবা, আপনি সত্য বলছেন, সঠিকভাবে মায়া অনেক ক্ষতি করেছে। ক্ষতি হতে হতে সবাই কড়ি তুল্য হয়েছে। এখন সত্য পিতা নয় থেকেও নারায়ণ হওয়ার মতামত দিচ্ছেন। যে শ্রীমতের দ্বারা আমরা শ্রেষ্ঠ হব এবং আমাদের অর্ধকল্পের জন্যে জমা হয়ে যায়। এই একবারই খাতা জমা হয়। বাবা বলেন ভালো ভাবে খাতা জমা করতে হবে। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে হলে দেহী-অভিমানী হও। বাবাকে স্মরণ করো। আত্মা-ই পতিত হয় তাইজন্যে পাপ-আত্মা, পুণ্য-আত্মা বলা হয়। পাপ শরীর বলা হয়না। পাপ-আত্মায় পরিণত করে মায়া রাবণ। বাবাকে স্মরণ না করলে পুণ্য-আত্মা হবে কিভাবে। অশুদ্ধ অহংকার হল একনশ্বর ভূত। মায়া কত ক্ষতি করেছে। দুনিয়ায় এই লাভ ক্ষতির বিষয়ে কারো জানা নেই। এইসব বাবা বলে দেন। শ্রীমৎ ভগবানুবাচ। ভগবান হলেন এক, যিনি এসে রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেন। এই যোগ খুব লাভজনক। মানুষকে

উর্ধ্বে ওঠায়। শুধুমাত্র একটি কথায় নিশ্চয় রেখে এক পিতাকে স্মরণ করতে থাকো, ব্যাস। এই কথা তো জানো ধৈর্য রাখতে হবে। অবশ্যই আমাদের ভাগ্য উদয় হয়েছে। বাবা আমাদের পার করিয়ে নিয়ে যাবেন। এই বেশ্যালয় থেকে শিবালয়ে নিয়ে যেতে বাবা এসেছেন। একমাত্র তিনি-ই হলেন শিবাইয়া অর্থাৎ পার করান যিনি। পতিত পাবন হলেন শিবাইয়া। যারা সাতার্নে তীক্ষ্ণ হয় তারা খুব যুক্তির সঙ্গে সাতার্ন দেয়। খুব সহজ ভাবে সাতার্ন শেখায়। তোমরা বাচ্চারা জানো - বাবা আমাদের কত সহজভাবে কলিযুগী তীর থেকে সত্যযুগী তীরে নিয়ে যাচ্ছেন, বুদ্ধিযোগ অথবা স্মরণের দ্বারা। আত্মাদের সঙ্গে কথা বলছেন। বাবা নিজে এসে আত্মাদের জ্যোতি জাগ্রত করেন। ওঁনাকে দীপ শিখাও বলা হয়। জ্যোতি স্বরূপও বলা হয়। মানুষ মরলে প্রদীপ জ্বালানো হয়। তাতে ঘি ঢালা হয়। তোমাদের জ্ঞান ঘৃত অর্ধকল্প প্রাপ্তি না হওয়ায় সকলের প্রদীপ প্রায় নিভে গিয়েছে। অল্প জ্যোতি আছে। এই সময় হল ঘোর অন্ধকার। সত্যযুগে হয় উজ্জ্বল সকাল। এখন আবার আত্মারা তোমাদের সবার প্রদীপ জাগ্রত হচ্ছে। সাথে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রও তোমরা প্রাপ্ত করছ। পত্রেও লেখা হয় মিষ্টি মিষ্টি প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা ..... বাবা খুব মিষ্টি কিনা। তোমরা প্রাক্টিকালে এই টেস্ট কর যে বাবা কত মিষ্টি, কত প্রিয় ! আমাদের কত মিষ্টি করেন! এই কথাও তোমরা জানো - আমরা কত মিষ্টি, কত প্রিয় ছিলাম ! তারপর আমরাই পূজ্য থেকে পূজারীতে পরিণত হয়ে নিজেকেই পূজো করি। আমরা সেই লক্ষ্মী নারায়ণ অথবা সূর্যবংশী ছিলাম। তারপরে আমরাই সেই চন্দ্রবংশী হই। এখন আবার সূর্যবংশীতে যাই অর্থাৎ লাভে থাকি, তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং পড়াশোনা করতে হবে। এইসব খুব ওয়ান্ডারফুল কথা। গায়নও আছে সেকেন্ডে রাজা জনকের জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। আমাদের জনক সম জ্ঞান চাই। তোমরা সবাই জনক তাইনা। ঘরের মালিক তাইনা। কেউ বেশি, কেউ কম বিত্তবান। সবাই তো জনক কিনা। গরিব মানুষও নিজেকে ঘরের মালিক ভাববে। তাই তোমরা সবাই নিজেকে জনক নিশ্চয় কর। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। গরিব নিবাজ অর্থাৎ দীনের নাথ বাবাকে বলা হয় কারণ সবচেয়ে গরিব ভারতবাসী হয়েছে। একজন তো তোমাদের সম্পূর্ণ বেগর হতে হবে। এই দেহটিও নিজের ভেবো না। একটি কাহিনী আছে না - বলা হয়, লাঠিও তুলোনা। বাবা বলেন মুখ্য হল দেহ অহংকার। দেহকে ভুলে যাও। একমাত্র পিতাকে স্মরণ কর। এইসব তোমরা সবাই জানো - আমি আত্মা, এই হল শরীর। একটি শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করা হয়। পুনর্জন্মের কথা সবাই বিশ্বাস করে। নিশ্চয়ই যে যুগে থাকবে সে যুগেই পুনর্জন্ম হবে। ৮৪ জন্ম আছে কিনা। এই হল চক্র। বাচ্চারা তোমাদের থেকেই আদি কাল আরম্ভ হয়। তারপরে তোমরা নীচে আসো। এই হল স্ব দর্শন চক্র। তৃতীয় নেত্রও তোমরা প্রাপ্ত কর। যত বাবাকে স্মরণ করবে, ততই উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। জীবন মুক্তি তো সবারই প্রাপ্ত হয়। প্রথমে তো মুক্তিতে যেতে হবে। তোমরাও প্রথমে মুক্তিতে যাও তারপর জীবনমুক্তিতে আসবে। স্বর্গে সর্ব প্রথম দেবী দেবতা ধর্মের আত্মারা আসবে, যে ধর্ম এখন লুপ্ত প্রায় হয়েছে।

এখন বাবা আশীর্বাদ করেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, সদা শান্তি ভব। চিরজীব ভব অর্থাৎ অনেক জন্ম জীবিত থাকো। আশীর্বাদ তো বাবার কাছে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তারপরে প্রত্যেক কে নিজের পুরুষার্থ করতে হবে যে আমরা চিরজীব হব কিভাবে। বাবাকে স্মরণ করেই তোমরা চিরজীব হচ্ছ। এই আশীর্বাদ বাবা করছেন। ব্রাহ্মণ জন বলেন আয়ুজ্ঞান ভব। বাবাও বলেন - বাচ্চারা সদা জীবিত থাকো। তোমরাও বুঝতে পারো আমরা চিরজীব হই। অর্ধকল্প কখনও কাল গ্রাস করবেনা। সত্যযুগে মৃত্যুর কথা নেই। এখানেতো মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায় তাইনা। তোমরা তো পুরুষার্থ করছ মৃত্যুর জন্যে। শরীর ত্যাগ করে আমরা নিজের পিতার কাছে ফিরে যাব, স্বর্গবাসী হতে। নির্বাণধাম

যাওয়ার জন্যে শুধু পুরুষার্থ কর, সন্ন্যাসীগণ করতে পারেনা। তারা না নিজে মুক্তি লাভ করেন, না অন্যকে করতে পারেন।

তোমরা জানো আমরা বাবাকে স্মরণ করতে করতে শরীর ত্যাগ করব। কেউ বলে - বাবা, আমরা শীঘ্র আসব। বিনাশ কবে হবে ? আমরা কবে যাব ? তোমরা এমন কথা বোলোনা - আমরা কবে যাব ! এমন বলা অর্থাৎ বাবা আপনি কবে ফিরবেন ! এই রকম হিসেব হয়। তোমরা শিববাবার কাছে বসে আছ। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। তোমাদেরই স্মরণিকা তৈরি আছে। অতি প্রিয় বাবার সন্তান হয়েছে , তাই তোমাদেরও বাবার মতন খুব মিষ্টি, খুব প্রিয় হতে হবে এবং সবাইকে এমন করতে হবে। সময় তো লাগে। কেউ খুব তীর বেগে দৌড়ায়, কেউ কম। কল্প পূর্বের মতন বলা হবে এই পর্যন্ত অমুক এমন দৌড় দিয়ে ফুলে পরিণত হয়েছে। এতজন কুঁড়ি হয়েছে। কেউ তো কুঁড়ি হয়ে কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে আবার কাঁটায় পরিণত হয়। মায়ার ঝড় এলে কুঁড়ি ও ফুল কিছুই থাকেনা । বড় কাঁটায় পরিণত হয়। অনেক অবলাদের উপরে অত্যাচার হওয়া আরম্ভ হয়। তাদের বন্ধনে রাখা হয়। অনেক ক্ষতি হয়। বৃন্দাবনের কথা - ভিতরে ডাম্প হত ... এ হল জ্ঞান ডাম্পের কথা। তোমরা বাচ্চারা বিভিন্ন স্থান থেকে আসো জ্ঞান ডাম্প শিখতে। তখন বাবা বলেন যে মেঘ রিফ্রেশ হবে সে জ্ঞান ডাম্প করবে। বাবা বলেন আরও একটু সময় আছে। এইটি তো খুব ভালো সময়। যত সময় পাও ততই ভালো। আমাদের অবস্থা পাকা হয়ে যাবে। বাবা রত্ন দিতে এসেছেন কিনা। এখন তো অবস্থা খুব কাঁচা । সবার জমা হয়না। বিশাল রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এইসব তোমরা জানো যে আমরা বাবাকে স্মরণ করে রাজধানী স্থাপন করি। বাবা ও খাজানা স্মরণে থাকে। স্মরণ দ্বারা আমরা নিজের স্বরাজ্য স্থাপন করি। স্ব অর্থাৎ আত্মার কাছে এখন রাজত্ব নেই। আবার আমরা সেই রাজার রাজা হব। এই নেশা আত্মার থাকে। আত্মা এই অর্গন দ্বারা বর্ণনা করে। আত্মাদেরই এই সৃষ্টি চক্রের নলেজ প্রাপ্ত হয়েছে। বীজ এবং ঝাড়কে জেনেছে। সর্ব প্রথম পিতার পরিচয় দিতে হবে। ইনি হলওন সব আত্মাদের নিরাকারী পিতা। প্রথমে ব্রাহ্মণ রচনা করেন। শুদ্ধ বর্ণকে ব্রাহ্মণ বর্ণে পরিণত করেন। এই হল টপ মোস্ট বংশতালিকা। ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা তারপর ক্ষত্রিয়, তারপর ইসলামী, বৌদ্ধি ইত্যাদি সবাই উদ্ভিত হয়। ইনি হলেন গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার, শারীরিক পিতা উঁচু থেকে উঁচু ব্রহ্মা। রুহানী বাবা হলেন শিববাবা। মূল বতন, সূক্ষ্ম বতন এবং স্থূল বতন। ব্রহ্মা দ্বারা এই ব্রাহ্মণের জন্ম হয়। তারপরে তারা দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্রে পরিণত হবে। নাটসেল সম্পূর্ণ বুদ্ধিতে আছে। শরীর নির্বাহ অর্থে কর্ম করতে হবে কারণ তোমরা হলে কর্মযোগী। চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি করার জন্যে ৮ ঘন্টা তোমাদের ফ্রী সময় আছে। সেসব তো করতেই হবে। সরকারের চাকরি ৮ ঘন্টার হয়। গভর্নমেন্টের চিফ জাস্টিস থাকে। কিন্তু তিনি তো সম্পূর্ণ জাজমেন্ট দেন না। এই হল পাণ্ডব গভর্নমেন্ট তার সঙ্গে ধর্মরাজও। বাচ্চাদের বোঝান হয় যদি ভালো ভাবে বাবার সার্ভিসে থাকবেনা, দেহি অভিমানী হবেনা এবং কোনও উল্টো কর্ম অর্থাৎ বিকর্ম করবে তাহলে দন্ড জমা হয়ে যাবে। এই হল হাইয়েস্ট গভর্নমেন্ট, হাইয়েস্ট সুপ্রিম জাজও। কোনোরকম গাফিলতি করতে ট্রাইব্যুনাল বসবে। বিশেষ করে বাচ্চারা তোমাদের জন্যে। যে যেরকম কর্ম করে সে সেরকম ফল প্রাপ্ত করে। এই হল রুহানি গভর্নমেন্ট। রুহ বা আত্মা দন্ড ভোগ করে। এখানে তো স্থূল দন্ড প্রাপ্ত হয়। ওই হল গুপ্ত সাজা, গর্ভে সাজা ভোগ করে। তারপরে বলে আমায় বাইরে বের কর। কিন্তু জেল-বার্ড তো অর্ধকল্প হতেই হয়। তারপরে অর্ধকল্প তোমরা গর্ভ মহলে থাকো। বাবা বলেন বাচ্চারা আমি তোমাদের কত সার্ভিস করি, এই পতিত দুনিয়ায়, পতিত দেহে এসে। আমায় এনার দেহেই আসতে হয়, এনার নাম রাখা হয় ব্রহ্মা। ব্রহ্মা সরস্বতী, শ্রী নারায়ণ এবং

শ্রী লক্ষ্মী হয়, সেইরূপ-ই ওনার সন্তানদের । তোমরা জানো আমরা মাতা পিতার সিংহাসনে বিরাজিত হব। একে অপরের উত্তরাধিকারী হও। প্রথমে যারা আসে তারা আবার পরে আসতে থাকে। এখানে বলা হয় মাঝাকে পরাজিত কর তাহলে স্বর্গের মালিক হবে। পতিত মানুষ স্বর্গের মালিক হতে পারবেনা। বাবা বলেন ড্রামায় কল্প-কল্প আমার পার্ট আছে। তোমরা জানো এখন ড্রামা পূর্ণ হচ্ছে। সত্যযুগের হিস্টি জিওগ্রাফি পুনরায় রিপিট হবে। তখন আমরা-ই দেবী দেবতা হব। তোমরা এই চক্রটিকে জানো। তোমাদের ভাগ্য উদয় হয়েছে। জ্ঞান সূর্য তোমাদের ভাগ্য উদয় করছেন। ভাগ্যে যে দাগ লাগে সেইটি হল - দেহ-অভিমান। মুখ্য কথা হল দেহি-অভিমानी হও। বাবাকে স্মরণ করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। কত সহজ এই কথা। তোমরা জানো এই হল পাঁচ হাজার বছরের কথা।

মুখ্য কথা বাবা বোঝাচ্ছেন - দেহী -অভিমानी হতে থাকো। বোঝাতে হয় ভগবান তো হলেন এক তাইনা, যাঁকে ভক্তজন স্মরণ করে। ভক্তগণ যদি ভগবান হয় তাহলে স্মরণ করবে কাকে। ভক্ত অথবা সাধু সাধনা করেন ভগবানের। বলেন জ্যোতিতে জ্যোতি বিলীন হবে। কিন্তু নির্বাণ ধামের মালিক চাই তাইনা। এমন নয় ব্রহ্ম-ই ভগবান। ভগবান বলেন - এইসব তোমাদের বিভ্রম। আমি তো স্টার, ব্রহ্ম বাস করি । যেমন আত্মায় ৮৪ জন্মের অবিনাশী পার্ট নির্দিষ্ট আছে , যা কখনো বিনাশ হতে পারেনা। এমন বাবা বলেন আমি আত্মাও এই ড্রামার বন্ধনে বাঁধা আছি। এইসব হুবহু আবার রিপিট হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

- ১) অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দান করে প্রকৃত ব্যবসায়ী হতে হবে। সত্য ব্যবসা করতে হবে।
- ২) দেহী-অভিমानी হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে। জ্ঞান ডাক্ষ শিখতে হবে এবং শেখাতে হবে।

বরদান :- করনকরাবনহারের স্মৃতিতে বিঘ্নের বীজ সমাপ্তকারী সমর্থ আত্মা ভব

ব্যাখ্যা: সর্ব প্রকারের বিঘ্নের বীজ দুটি শব্দে নিহিত আছে : এক অভিমান এবং দ্বিতীয় অপমান। সেবার ক্ষেত্রে কখনো অভিমান আসে যে আমি করেছি, আমিই করতে পারি .... বা কখনও আমায় আগে করা হয়নি কেন , আমায় কেন বলা হল, আমার অপমান করা হয়েছে। এইরকম ভাবনা ভিন্ন ভিন্ন বিঘ্নের রূপে আসে। যখন তোমরা হলে খোদাই খিদমতগার, করন করাবনহার হলেন বাবা তখন অভিমান কোথা থেকে আসে, অপমান কোথায় হয়েছে ? তাই কন্বাইন্ড রূপের স্মৃতি দ্বারা সমর্থ আত্মা হও তো বিঘ্নের বীজ সদাকালের জন্যে সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান - জ্ঞান স্বরূপ হতে হলে বাবা এবং পড়াকে সমান ভাবে ভালোবাসো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা যেমন সবাইকে সুখ দেন, তোমরা বাচ্চারাও ফুল হয়ে সবাইকে সুখ প্রদান কর, কাউকে কাঁটার মতো খোঁচা ( দুঃখ ) দিওনা । সবসময় খুশিতে থাক"

প্রশ্ন :-- বাবা যখন বাচ্চাদের সাথে মিলিত হন, কোন্ কোন্ মধুর শব্দ আর বাক্য দ্বারা জিজ্ঞাসা করেন ?

উত্তর :-- মিষ্টি মিষ্টি হারিয়ে যাওয়া বাচ্চারা সবসময় খুশি আর সন্তুষ্ট থাক তো ? এমন মিষ্টি কথা শিববাবার মুখেই শুনতে ভালো লাগে । কতখানি স্নেহ নিয়ে বাবা জিজ্ঞাসা করেন, বাচ্চারা রাজী খুশি আছ তো ! কেননা বাবা জানেন বাচ্চারা এখন যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছে । মায়া শক্তিশালী হয়ে পিছনে সরিয়ে দেয়, এগোতে দেয়না, আর তাই বাবা জিজ্ঞাসা করেন, বাচ্চারা মায়াজীত হয়েছ ? সবসময় সমর্থ উদ্ভাদ ( ঈশ্বর ) স্মরণে থাকে কি ? খুশিতে আছ তো ?

গীত : ---- মাতা ও মাতা তুমিই ভাগ্য বিধাতা ....

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ । শিব কোনও শরীরের নাম নয় । এই ব্রহ্মাকে কেউ ভগবান বলতে পারে না। ব্রহ্মাও বলেন শিব ভগবানুবাচ । ব্রহ্মার পিতা হলেন শিব । রচয়িতা পিতা মূলবতনবাসী নিশ্চয়ই উচ্চ থেকে উচ্চতর হবেন । ব্রহ্মা -বিশ্ব-শঙ্করকেও উঁচু থেকে উঁচু বলা হয়না । উচ্চ থেকে উচ্চতর রচয়িতা এক শিববাবাই। বাচ্চারা জানে, উঁচু থেকে উঁচু বাবার কাছ থেকেই আমরা বর্ষা নিতে এসেছি । ঐ বাবা স্বর্গের রচয়িতা, এখন বাবা সামনে বসে আছেন । মাতা-পিতা ও তো চাই । তমৈব মাতাশ্চ পিতা .... গীত আছে । এখন শিববাবা স্বয়ং বলছেন, আমি এই শরীরে ( ব্রহ্মা ) এসে মুখ বংশাবলী রচনা করি । মাতা ছাড়া তো বংশাবলী রচিত হবে না। ব্রহ্মাই হলেন মাতা, কিন্তু এই মাতা পালন করতে পারেন না। ইনি তো পিতৃরূপে, মাতৃরূপ চাই।

ইনি হলেন দাদা ( ব্রহ্মা )। এই গুহ্য রমণীয় কথা বুঝতে হবে । এটা তো বাচ্চারা জানে, আমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী, একে অ্যাডপশন (দত্তক) করা বলে । কুখ বংশাবলীদের (মাতৃ গর্ভে জন্ম) অ্যাডপশন করা বলা হয়না । মুখ দ্বারা বলে তুমি আমার, একে বলে মুখ বংশাবলী । যেমন সন্ন্যাসীকে বলবে তুমি আমার গুরু আর ওরা বলবে তুমি আমার শিষ্য, সুতরাং ওরা মুখ দ্বারা বলা কথাকে অনুসরণ করে, ওরা হলো মুখের ফলোয়ার্স । মুখ দ্বারা উৎপত্তি । ওদের কুখ বংশাবলী বলা হবে না । এখন বাবা জিজ্ঞাসা করছেন, শঙ্করাচার্যের পিতা কে ? যিনি তাকে জন্ম দিয়েছেন, তাঁকে পিতা বলবে ? না । শঙ্করাচার্যের পিতা পরমপিতা পরমাত্মা । শঙ্করাচার্যের নতুন আত্মা এসে প্রবেশ করে ধর্ম স্থাপনের জন্য। যেমন পরমপিতা পরমাত্মা এনার শরীরে প্রবেশ করেছেন, ঠিক তেমনই শঙ্করাচার্যের নতুন আত্মা প্রবেশ করে, মুখ বংশাবলী রচনা করেছেন, তারপর তারা মুখ বংশাবলী হয়ে অনুসরণ করে, ওনার দ্বারাই ধর্ম স্থাপন হয়। যেমন ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপনা হয় । প্রতিটি কথা বাবা এসে বুঝিয়ে বলেন । শিববাবা এমন বলবে না যে, আত্মারা আমার মুখ বংশাবলী । শিববাবা আসেন, এসে এই প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেন ।

শিববাবা এনার মুখ দ্বারাই বলেন -- তুমি আমার । বাচ্চারা ও তারপর বলে বাবা, তুমি আমাদের । ব্রহ্মা দ্বারাই তোমরা বাচ্চা হতে পার। শিববাবা বলেন, বাচ্চারা মনে রেখ, বর্ষা তোমরা আমার

কাছ থেকেই পাবে, ব্রহ্মার কাছ থেকে পাবে না, একদমই পাবে না । স্বর্গের রাজধানীর বর্ষা আমার কাছ থেকেই পাবে । স্বর্গের রচয়িতা আমি , আমাকে হেভেনলী গড ফাদার বলা হয় । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে হেভেনলি গড ফাদার বলবে না । এনাকে মাস্টার ক্রিয়েটর বলা হয় । আর উনি হলেন বাবা । কি ক্রিয়েট ( রচনা ) করেন ? স্বর্গ রচনা করেন । কার দ্বারা রচনা করেন ? মুখ্য বাচ্চা হলেন ব্রহ্মা । তারপর হল ওনার পৌত্র,পৌত্রিরা । একজন হল রুহানী বাবা, অপর জন শরীর ধারী বাবা । এখন নিরাকার রুহানী বাবা কিভাবে এসেছেন? নিশ্চয়ই শরীর চাই, এমনতো নয় যে, শিববাবা সাগরের মধ্য দিয়ে পাতার উপর আঙুল চুষতে চুষতে আসবেন? শরীরতো চাই তাই না! গায়নও আছে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, সুতরাং ব্রহ্মারও পিতা চাই । ব্রহ্মার পিতা হলেন শিব, তাই বাবা বলেন, তোমাদের ব্রহ্মা বা ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতীকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই । এনাদের দ্বারা তোমাদের শিববাবাকে স্মরণ হয় । ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী সরস্বতী প্রথম নম্বরে চলে গেছেন । জগৎ-অম্বার অনেক বড়ো মেলা উদযাপন হয়, কেননা ব্রহ্মচারী পবিত্র হয় । পবিত্রতা নামকে কত উচ্ছল করে তোলে । জগৎ অম্বার নাম ব্রহ্মাকে দেওয়া যাবে না । জগৎ অম্বাকে অবশ্যই প্রয়োজন, তা নাহলে বাবা কিভাবে রচনা করবেন । বাবাই বাচ্চাদের বোঝান, বাচ্চাতো অনেক তাই না! বলা হয় রুক্ষিণী, সত্যভামা আরও অনেককেই দৌড় করিয়েছিল অর্থাৎ আপন ( নিজের ) করেছিল । এভাবে অনেক নাম বলা হয়েছে। আটায় যেটুকু নুন থাকে, তার মতো করে (ওই নুন টুকুই সত্য, বাকি সব বানানো), নানান কথা বলা হয়েছে । মহাভারী মহাভারত যুদ্ধের কথাও শাস্ত্রে গায়ন আছে । তারপর তাকে বলবে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ । এটাই রিহাসাল হতে থাকবে । প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ, তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ।

এখন বাচ্চারা জানে, এই লড়াই এখন জোরদার হবে, তা নাহলে মৃত্যু কিভাবে ঘটবে ? যাদব ও কৌরব কুলের বিনাশ ঘটবে, বাকি পান্ডবকুলই শুধু থাকবে । তোমরা পান্ডবকুলেরাই বসে আছ । তোমাদের বুদ্ধিতে গীতা জ্ঞান আছে । বাবা বসে সব শাস্ত্রের সারমর্ম বুঝিয়ে দেন । সাক্ষাত্কার করান । স্বয়ং জানেন তাই তো সাক্ষাত্কার করান তাই না ! যা কিছু শাস্ত্র বেদ ইত্যাদি তোমরা পড়েছে, আমি তার সার বোঝাই । আমারই সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি ভগবদ্গীতা । আমি রাজযোগ শেখাই, সেটাই পরে বসে গ্রন্থ তৈরি করে । আমিই এসে তোমরা বাচ্চাদের যুদ্ধক্ষেত্রে জ্ঞান প্রদান করি, রাজযোগ শেখাই। যুদ্ধ হলো মায়ার সাথে । ওরা তো স্থূল যুদ্ধের ময়দান দেখিয়েছে । যে প্রধান তারই বায়োগ্রাফি তৈরি করে । তোমাদের মধ্যেও মুখ্য কে - কে সেটাও বলে । এখানে বরাবর মুখ্য হলেন সরস্বতী । ব্রহ্মাও আছেন যিনি এই যজ্ঞের স্থাপনা করেছেন, আর যারা এই যজ্ঞের শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছেন তাঁরাও নম্বর অনুযায়ী প্রিয় হয়ে গেছেন । বলবে অমুক দ্বারা অনেকে কাঁটা থেকে কলি আর কলি থেকে ফুল হয়েছে । যে ভালো ভাবে ধারণ করে, তাকেই ফুল বলে। কাঁটা তাকেই বলে, যে অপরকে দুঃখ দেয় । কাঁটার কাজ দুঃখ দেওয়া । ঐ কাঁটা ( হৃদের গুল্ম ) জড় । এই কাঁটা হলো হিউম্যান । বাবা বলেন, আমি তোমাদের ফুল বানাই, ফুল একে অপরকে অগাধ সুখ প্রদান করে । ওখানে তো পশুও একে অপরকে সুখ দেয় তাই বলা হয় বাঘ ও গরু একত্রে জলপান করে অর্থাৎ দুঃখের চিহ্নটুকুও নেই । ঐ অবস্থা এখন বাচ্চাদের ধারণ করতে হবে । সত্য যুগে তো তোমরা প্রালব্ধ ভোগ কর, নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে । পুরুষার্থ ছাড়া কিছুই হবে না । বাবা বলেন, শুধুই আমাকে স্মরণ কর । ব্রহ্মা তো এমন বলবে না। ইনি বলেন বর্ষা তোমরা বাবার কাছ থেকেই পাবে, মায়ের কাছ থেকে নয়, যদিও জ্ঞান দ্বারা বুঝিয়ে দেন তথাপি বর্ষা তাঁর কাছ থেকেই পাবে, যাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে । ওনার ( ব্রহ্মা ) আত্মাকেও

আমার কাছে আসতে হবে, সুতরাং আমাকেই স্মরণ কর । স্মরণের যাত্রার উপরেই সব নির্ধারিত । অল্ফ পেয়েছি মানে সর্ব প্রাপ্তি । অল্ফ অর্থাৎ আল্লাহ ( ঈশ্বর )। ঈশ্বর অর্থাৎ পিতা । বাচ্চা পিতার কাছেই জন্ম নেয় । বাচ্চারা পিতাকে পেয়েছে অর্থাৎ সর্ব প্রাপ্তি লাভ করেছে । বাবার সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্তি হলো। সেকেন্ডে পুরো প্রপার্টি প্রাপ্তি লাভ হয় । জন্ম গ্রহণের সাথে সাথে সেকেন্ডে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে যায় । এই বাবা বলেন, আমি তোমাদের মালিক বানাই, নিজে হইনা । উনি সবসময়ই কর্মাতীত । আমাদের কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, নতুন কর্ম সম্বন্ধ জুড়তে হবে আর তাই পুরুষার্থ করতে হবে । পুরুষার্থ করান বাবা । এ হলো আশ্চর্যজনক কথা । বাবা বসে বোঝান আর সব গুরুরা মানুষ । আমি মানুষ রূপে জন্ম নিই না । আমারতো শরীরই নেই । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের সূক্ষ্ম আবরণ আছে । তাঁদের দেবতা বলা হয় , আমাকে তো দেবতা বলবে না । উঁচু থেকে উঁচু ভগবান বলবে । গাওয়া হয় "তমেব মাতাশ্চ পিতা তমেব \*\*\*" উনিই হলেন মাতা, বাবা অ্যাডস্ট করেন । মাতাদের সেবা করেন, তাই তাঁর নাম জগৎ অম্বা । শিববাবা ব্রহ্মা মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ -ব্রাহ্মণীদের রচনা করেন। এরা হলো মুখ বংশাবলী । এনাকে ( ব্রহ্মা ) রথ বানিয়ে রচনা করেন । ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী নামে পরিচিত, কিন্তু ব্রহ্মা থেকেতো বর্সা পাওয়া যাবে না । ব্রহ্মার কাছে কি আছে , কিছুই তো নেই । দেহ সহিত সর্বস্ব ত্যাগ করে দিয়েছেন । ব্রহ্মা তো বেগার ( ভিক্ষুক ) । সর্ব ধর্ম্মানি পরিত্যজ্য মামেকম্ শরণং ব্রজ \*\*\*" আমরা তো আত্মা, বেহদ বাবার সন্তান । এ কথা এনার আত্মা বলে । বাবাও বলেন - এ আমার মুরুব্বি বাচ্চা, কিন্তু প্রজা তো মাতা দ্বারাই সৃষ্টি হয়, সুতরাং ব্রহ্মা মুখ দ্বারা ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী রচিত হয়। তোমরা সব ব্রাহ্মণ -ব্রাহ্মণীরা পুরুষার্থ করছ । তোমরা ব্রাহ্মণদের ও এমনই মিষ্টি হতে হবে, সবাইকে সুখ দিতে হবে । বাবা কতো মিষ্টি, এরকমই মিষ্টি হতে হবে ।

বাবা কতো স্নেহ দিয়ে বলেন, মিষ্টি মিষ্টি আদরের বাচ্চারা, কতো ভালোবেসে বলেন, বাচ্চারা খুশিতে আছ তো!

বাবা এও জিজ্ঞাসা করেন, কখনও মায়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ো না তো ! মায়ার তুফান অনেক আসবে । বস্ত্রিংয়ে হেরে যাওয়া উচিত নয় । শক্তিশালী মাস্টার এখানে বসে আছেন । মায়াও কম নয়, কিন্তু এমন তো নয় যে মায়া সবাইকে পরাজিত করবে । এখন তো তোমরা জান শক্তিশালী কে ? তিনি একজনই - শক্তিশালী ব্রহ্মা, যিনি বরাবর মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করেছেন । তিনি হলেন মেল ( পুরুষ ) । তারপর নম্বর অনুযায়ী তোমরা গঙ্গারা আছ । মেল্স ( পুরুষ ) অনেক আছে । জগদীশ, সঞ্জয় আছে, অন্যদের বোঝানোর মতো তাদের খুব ভালো দক্ষতা আছে। এ হলো সামরিক । কমান্ডার-ইন-চিফ, মেজর, জেনারেল ইত্যাদি আরও অনেক আছে । কিন্তু এরা হলো ছদ্মবেশে আধ্যাত্মিক বাহিনী । তুলনা তো আছে না! ওরা কৌরব পান্ডবদের ভুল ভাবে তুলনা করেছে । এখন বাবা বলছেন যাচাই কর। আমার সুমত "শ্রীমতে" চলো । জন্ম জন্মান্তর ধরে কুমতে চলেছ । এ হলো সুমত । শাস্ত্রে লেখা আছে পাখিরা সাগরের জল নিঃশেষ করেছে । পাখিরা খোড়াই সাগর নিঃশেষ করতে পারে ? তোমরা বাচ্চারাই হলে সেই পাখি, জ্ঞান ভূ - ভূ করতে থাক । তোমরা জ্ঞান সাগর পুরোই নিঃশেষ করে দাও । ওঁনার কাছ থেকে বর্সা নিয়ে সব কিছুই প্রাপ্তি করে নাও । বাবার জন্য তোমরা রাজস্ব কিছুই রাখো না । তোমরা সব কিছু নিঃশেষ করে নিয়ে নাও । পুরো খাজানা তাঁর কাছ থেকে নাও । সব রত্ন তোমরা তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্তি কর। ঐ স্প্যারোরা শরীর ধারী পাখি ছিল না । তোমরাই ছিলে সেই স্প্যারো, যারা জ্ঞান রূপী সাগর নিঃশেষ করেছ । ওরা কোন্ কাহিনী পাখিদের সাথে মিশ্রিত করে বলে দিয়েছে । তিনি তোমাদের রত্ন

(জ্ঞান ) প্রদান করেন । কোথায় জ্ঞান রত্ন আর কোথায় সাগরের জল দেখিয়ে দিয়েছে । বিস্তার ব্যবধান আছে জ্ঞান রূপী রত্ন আর সাগরের জল নিঃশেষ করার মধ্যে, যা ওরা দেখিয়েছে। ইনি হলেন জ্ঞান সাগর, জ্ঞান রত্ন । রূপ বসন্তের গল্পও তোমার শুনেছ । তোমরা জান রূপ হলেন বাবা আর এনার ( ব্রহ্মা ) মাধ্যমে এসেই রত্ন প্রদান করে থাকেন। আর কেউ এর মূল্য দিতে পারে না । এ হলো জ্ঞান যার দ্বারা বহু উপার্জন হয় । বাবা এই মুখ দ্বারা তোমাদের রত্ন প্রদান করেন । বাবা হলেন রূপ, জ্যোতি স্বরূপ, জ্ঞানের সাগর নিশ্চয়ই জ্ঞানই শোনাবেন । জ্যোতি স্বরূপ তোমরাও, কিন্তু জ্ঞানের সাগর একজনই । উনিই এসে রাজযোগ শেখান । প্রথমে ব্রহ্মা, তারপর তোমরা বাচ্চাদের বসে জ্ঞান শোনান । বাচ্চাদের রূপ বসন্ত তৈরি করেন । তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঝুলি একবারই এসে পরিপূর্ণ করে দেন । সাধু ইত্যাদিরা বলে ঝুলি ভর্তি করে দাও । ভক্তি মার্গের ঝুলিতে কি আছে ? কিছুই তো নেই, শুধু চেয়ে যায় । এ হলো বুদ্ধি রূপী ঝুলি । স্মরণেই পবিত্রতা, তাই পাত্র (আত্মা) শুদ্ধ হতে হবে । ব্রহ্মচর্যেই জ্ঞান সুন্দর ভাবে ধারণ হয় । ওখানে তো সব ছোট বাচ্চা । এখানে তো বৃদ্ধ, জোয়ান সব আছে । যোগ দ্বারাই বর্তন ( আত্মা ) শুদ্ধ পবিত্র হয় । বুদ্ধির তালা খুলে যায় । তোমরা জান আমরা বাচ্চাদের যুদ্ধের ময়দানে প্রধান কে ? ব্রহ্মা, দ্বিতীয় স্থানে মাঙ্গা সরস্বতী । এনার নাম অনেক উঁচুতে । তাঁর নাম উজ্জ্বল করতে হবে । ব্রহ্মা তো গুপ্ত রূপে । মাঙ্গার নাম শক্তি সেনা রূপে পরিচিত । জগৎ অম্বা ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী । এনার মাঙ্গা তবে কে ? এইসব গুহ্য কথা এখনই শোনানো হয় । নিশ্চয়ই প্রথম কল্পেও শুনিয়েছিলেন, তাই তো বলেন, গুহ্য (গোপনীয়) কথা শোনাতে থাকি । বাচ্চা তো অনেক আসবে । শেষ পর্যন্ত অনেক বৃদ্ধি পাবে, বিদ্বৎ অনেক আসবে, কিন্তু সৃষ্টি রূপী ঝাড় অবশ্যই ফলীভূত হবে । কেউ কিং অফ ক্লাওয়ার । যেমন মালার উপর বাবা - রূপ, ঠিক তেমনই তোমরাও হলে - রূপ ; শুধু বসন্ত নও । এখন বাবা রূপ- বসন্ত হয়ে এসেছেন, তোমাদের নিজের মতো করে তৈরি করতে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত - পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কাঁটা থেকে ফুল তৈরি করার সেবা কর, বাবার সমান রূপ-বসন্ত হতে হবে ।

২) সমর্থ ওস্তাদের ( ঈশ্বর ) সুমত-এ ( শ্রীমত ) চলে মায়ার উপর বিজয়ী হয়ে জগৎ জীত হতে হবে । কখনও হার খাওয়া উচিত নয় ।

বরদান :- প্রত্যেকের স্বভাব সংস্কারকে জেনে, সংঘাতের পরিবর্তে নিরাপদ থাকতে সমর্থ স্বরূপ মাস্টার নলেজফুল ভব

কোনও পরিস্থিতিতে ছোট করা বা বাড়তে দেওয়া, এটা নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। অন্যের স্বভাব সংস্কার সম্পর্কে জানা হয়ে গেলে, নলেজফুল আত্মা কখনও সেই স্বভাব সংস্কারের সাথে টক্কর থাকেনা । যেমন কেউ যদি জানতে পারে, এখানে গর্ত বা পাহাড় আছে তবে সে সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবে, পাহাড় বা গর্তের সাথে ঠোঁক্কর থাকেনা, ঠিক তেমনই তোমরাও পরিস্থিতি থেকে

নিজেদের সরিয়ে নিয়ে নিরাপদ হয়ে যাও। কোনও কাজ থেকে বিমুখ হয়ো না (নিজেকে সরিয়ে নিওনা), বরং নিজের নিরাপত্তার শক্তি দ্বারা অন্যদেরও নিরাপত্তা দেওয়া -- এটাই হলো নিজেকে সরিয়ে নেওয়া।

স্লোগান :- উড়তি কলার অনুভব প্রাপ্তি করতে হলে সবসময় ভাগ্য আর ভাগ্যবিধাতার স্মরণে থাক  
।

### একাগ্রতা দ্বারা সর্বশক্তির প্রাপ্তি

আজ, সবাই তোমরা মিলন উদযাপনের একই শুদ্ধ সঙ্কল্পে স্থিত, তাই না ! একই সময়, একই সঙ্কল্প - একাগ্রতার এই শক্তি অতি শ্রেষ্ঠ । সংগঠনের এক সঙ্কল্পের একাগ্রতার এই শক্তি, তুমি যা চাও সেটাই অর্জন করতে তোমায় সমর্থ করে তোলে । যেখানে একাগ্রতার শক্তি আছে সেখানে সর্বশক্তি সাথে আছে, এইজন্য একাগ্রতাই সহজ সাফল্যের চাবি । এক শ্রেষ্ঠ আত্মারও একাগ্রতার শক্তি চমৎকার করে দেখাতে পারে, সুতরাং, একবার ভাবো, অনেক শ্রেষ্ঠ আত্মাদের একাগ্রতার সঙ্কল্প শক্তি সংগঠিত রূপে কি না অর্জন করতে পারে ! যেখানে একাগ্রতা, সেখানে শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্পষ্টতা স্বতঃই থাকবে । যে কোনও নবীনত্বের ইনভেনশনের জন্য একাগ্রতা আবশ্যিক, সেটা লৌকিক দুনিয়ার ইনভেনশন হোক বা আধ্যাত্মিক ইনভেনশন, একাগ্রতা অর্থাৎ এক সঙ্কল্পে স্থির হওয়া । একের প্রতি ভালোবাসায় মগ্ন হওয়া । একাগ্রতা চারিদিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়ানো থেকে সহজেই রেহাই দেয় । যত সময় ধরে একাগ্রতার স্থিতিতে স্থিত হবে তোমরা ততটা সময়ই দেহ আর দেহের দুনিয়া সহজভাবে ভুলে যাবে, কারণ সেই সময়ের জন্য তোমার দুনিয়াই সেইরকম হয়ে যায়, যেখানে তুমি সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হও । এইরকম একাগ্রতার শক্তির তুমি অনুভাবী হয়েছ ? একাগ্রতার শক্তি দ্বারা তোমরা যেকোনও আত্মার কাছে মেসেজ পৌঁছাতে পারো ; যেকোনও আত্মাকে আহ্বান করতে পারো । যেকোনও আত্মার আওয়াজ ক্যাচ করতে পারো । দূরে বসেও যেকোনও আত্মাকে সহযোগ দিতে পারো । এই একাগ্রতা সম্পর্কে তোমরা জানো, তাই না ? এক এবং একমাত্র বাবা ব্যতীত আর কোনও সঙ্কল্প হতে দিওনা । এক বাবার মধ্যে সারা সংসারের সর্বপ্রাপ্তি অনুভূত হতে হবে । শুধুই এক, আর কেবল এক ! পুরুষার্থ দ্বারা একাগ্র হওয়া, সেটা আলাদা স্টেজ । কিন্তু একাগ্রতায় সুস্থিত হওয়া, অতি শক্তিশালী স্টেজ । এইরকম শ্রেষ্ঠ স্থিতির এক সঙ্কল্পও বাবা সমান হওয়ার অনেক অনুভূতি করায় । এখন এই রূহানী শক্তির প্রয়োগ করে দেখ । এইজন্য তোমার একান্তের সাধন প্রয়োজন । এইরকম অভ্যাস হলে লাস্টে চতুর্দিকে হাঙ্গামা হতে থাকলেও যখন সবাই তোমরা ঐকের গভীরে হারিয়ে যাবে, তখন হাঙ্গামার মধ্যেও একান্তের অনুভব করবে । কিন্তু এই অভ্যাস অনেক সময় ধরে করার প্রয়োজন, তবেই চারিদিকের অনেক প্রকারের হাঙ্গামা হওয়া সত্ত্বেও তোমরা নিজেদের একান্তবাসী অনুভব করবে । বর্তমান সময় এইরকম গুপ্ত শক্তিদের দ্বারা অনুভাবীর প্রতিমূর্তি হওয়া অতি আবশ্যিক । সবাই তোমরা এখনও নিজেদের বিজি মনে করছো, কিন্তু এখন তবুও অনেক ফ্রি আছে । পরে তোমাদের আরও উন্নতির সাথে অধিকতর বিজি হয়ে যাবে । এইজন্য বিভিন্ন রকমের স্ব-অভ্যাস, স্ব-সাধনা এখন যথাসাধ্য চেষ্টা করো । চলতে ফিরতে যতটা সময়ই নিজের জন্য পাও সেটা উপযুক্ত বিধির অভ্যাসে সফল করতে থাকো । দিন দিন বাতাবরণ অনুযায়ী ইমার্জেন্সি কেসেস (cases) বেশি আসবে । এখন তোমরা পুরোপুরিভাবে আরামে তাদের ওষুধ দিয়ে সুস্থ করছো । পরে ইমার্জেন্সি সব কেসের কারণে তোমাদের কম সময়ে এবং অল্প পরিমাণ শক্তিতে আরো বেশি কেস করতে হবে । যখন তোমরা চ্যালেঞ্জ করছো যে বিশ্বের জন্য একটাই হাসপিটাল আছে সদা অবিনাশী নিরোগী হওয়ার, তখন চারিদিকের রোগীরা কোথায় যাবে । ইমার্জেন্সি কেসের লাইন হবে । সেই সময়ে তোমরা কি করবে ? অমর ভব র বরদান দেবে, তাই না ! স্ব-অভ্যাসের অক্সিজেন দ্বারা সাহসের শ্বাস দিতে হবে । অনেক হোপলেস কেস অর্থাৎ যারা চারিদিকের সবকিছুতে ভগ্নাৎসাহ হয়েছেন, তারাও আসবে । এইরকম হোপলেস আত্মাদের সাহস দিতে হবে, তাদেরকে এই সাহসের শ্বাসই দিতে হবে ।

তৎক্ষণাৎ তোমাদের অক্সিজেন দিতে হবে । সেই স্ব-অভ্যাসের আধারে এমন আত্মাদের তোমরা শক্তিশালী বানাতে পারবে ! সুতরাং ফুরসৎ নেই এটা ব'লোনা । ফুরসৎ থাকলে এখনই আছে, কিন্তু পরে আর তোমাদের সময় থাকবে না । লোককে যতই বলো যে তোমার সময় নেই, কিন্তু সময় করে নিতে হবে । তোমরা তাদের এটাই বলো, তাই না ! অতএব, স্ব-অভ্যাসের জন্য সময় পেলে তোমরা করবে, না । সময় বার করে নিতে হবে । স্থাপনার আদিকাল থেকে এক বিশেষ বিধি চলে আসছে । সেই বিধি কি ? বিন্দু বিন্দুতে সরোবর । সুতরাং, সময়ের জন্যেও এই বিধি গ্রহণ করতে হবে । যে সময়টুকুই তোমাদের আছে, এই অভ্যাসে সর্ব অভ্যাস স্বরূপ সাগর হয়ে যাবে । এমনকি যদি তুমি সেকেন্ড মাত্র সময়ও পাও, সেটাও অভ্যাসের জন্য জমা করতে থাকো । শুধু ভাবো সেকেন্ড সেকেন্ড করেই তুমি কতো জমা করে ফেলবে ! সেটা একত্র করলে অধঘন্টাও হতে পারে । চলতে-ফিরতে অভ্যাসীদের মতো হও । চাতক পাখি যেমন এক এক বিন্দুর জন্যেও তৃষ্ণার্ত থাকে । এইরকম স্ব-অভ্যাসী তোমরা, চাতক বিহঙ্গেরা, একেক সেকেন্ড এই অভ্যাস যদি ক্রমাগত চালিয়ে যাও তবে অভ্যাসস্বরূপ হয়ে যাবে ।

স্ব-অভ্যাসে অমনোযোগী হয়োনা, কারণ অল্পে বিশেষ শক্তির অভ্যাস প্রয়োজন । সেই প্র্যাকটিক্যাল পেপার্সের ভিত্তিতেই নাস্তার নিতে যাচ্ছ, সেইজন্য ফাস্ট ডিভিশন নেওয়ার জন্য স্ব-অভ্যাস ফাস্ট করো । তাতেও একাগ্রতার শক্তির বিশেষ প্র্যাকটিস করতে থাকো । কোনস্থানে হযতো হাঙ্গামা হতে পারে, কিন্তু তোমরা অবশ্যই একাগ্র হও । সাইলেন্সের স্থানে বা পরিস্থিতিতে একাগ্র হওয়া, এতো সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু চারিদিকের অস্থিরতার মধ্যে এক -এর মধ্যে হারিয়ে যাও অর্থাৎ একান্তবাসী হয়ে যাও । একান্ত হয়ে নিজে একাগ্রতায় স্থিত হওয়া, মহারথীদের মহান পুরুষার্থ । নতুন বাচ্চাদের জন্য এটা অতি সহজ বিধি । শুধু একই জিনিস স্মরণ করো এবং একই বিষয়ে সবাইকে শোনাও । তাহলে একটা বিষয় স্মরণ করা বা সবাইকে শোনানো কোনো কঠিন কিছু নয়, তাই না ! যদি অনেক বিষয় থাকে তো তোমরা ভুলে যাও, কিন্তু যদি একটা হয়, তাহলে ভুলবে না । শুধু নিরন্তর এক -এর মহিমা করতে থাকো, এক -এর গীত গাইতে থাকো এবং এক -এরই পরিচয় দিতে থাকো । এটা তো সহজ, নাকি এটাও কঠিন ! যেখানে এক সেখানে তোমাদের স্থিতি একরস হয়ে যায় । আর কি চাই তোমাদের ! একরস স্থিতিই তো চাই, তাই না ! সুতরাং, ব্যস, শুধু এক শব্দ স্মরণে রাখো । এক -এর গীত গাইতে হবে, এক'কে স্মরণ করতে হবে, কতো সহজ ! নতুন বাচ্চাদের জন্য বাবা শট্‌কাট রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছেন, যাতে তোমরা তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারো । এটাই তো চাও, তাই না ! তোমরা এসেছ পরে, কিন্তু যেতে চাও আগে, সুতরাং শট্‌কাট রাস্তা । যদি তোমরা ক্রমাগত এই রাস্তায় চলতে থাকো তো আগে পৌঁছে যাবে । মাতারা চায় সবকিছু সহজ হবে, তাই না ! কারণ তোমাদের বহু বহু জন্মের অনেক ক্লান্তি, সেইজন্যই তোমরা সবকিছু সহজ চাও । লক্ষ্যহীনভাবে তোমরা কতো ঘুরেছ ! ৬৩ জন্ম তোমরা হারা উদ্দেশ্যে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছ । সহজ মার্গ আপন করে নিলে লক্ষ্যে পৌঁছেই যাবে । বুঝেছ তোমরা, আচ্ছা !

এখানে নতুনও বসে আছে আর মহারথীরাও বসে আছে । উভয়েই বাবার সামনে । সবচেয়ে বেশি কাছে গুজরাট, তাই না ! কাছের হওয়ার সাথে গুজরাটনিবাসী সহযোগীও বটে ! সহযোগিতার ক্ষেত্রে গুজরাটের নম্বর রাজস্থানের আগে । আবু রাজস্থানে । বাস্তবে রাজস্থান বেশি কাছে, তাই না ! যদি রাজস্থানের রাজারা আগ্রহ হন, তবে তাঁরা চমৎকার করতে পারেন । এখন তাঁরা গুপ্ত, কিন্তু পরে তাঁরা প্রত্যক্ষ হবেন । জানো তোমরা, গুজরাটের জন্ম কিভাবে হয়েছিল ? গুজরাটকে প্রথমে সহযোগ

দেওয়া হয়েছিল। সহযোগের জলে বীজ বোনা হয়েছিল। সুতরাং সহযোগের ফলই তো বেরোবে, তাই না ! ডাইরেক্ট বাবার থেকে সহযোগের জল পেয়েছিল গুজরাট। এইজন্য ফলও বেরোয় সহযোগের। বুঝেছ তোমরা ! তোমরা গুজরাটবাসী কতো ভাগ্যবান ! গুজরাটে বাপদাদা সেন্টার খুলেছেন। গুজরাট খোলেনি, এই কারণে না চাইতেও সহজেই সহযোগের ফল বেরোতেই থাকবে। তোমাদের মেহনত করতে হবে না। কোনো কার্যেই তোমাদের মেহনত করতে হবে না। ধরিদ্রী সহযোগের সেই ফল। আচ্ছা।

স্ব-অভ্যাসের সব চাতকদের, সদা একান্তবাসী, একাগ্রতার শক্তিশালী আত্মাদের, সদা স্ব-অভ্যাসের শক্তি দ্বারা যারা সবাইকে ভগ্নাংসাহ থেকে হৃদয়ে খুশি ভরিয়ে দেয়, সদা সর্বশক্তিকে প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করে, এমন শ্রেষ্ঠ স্ব-অভ্যাসকারী, স্বরাজ্য অধিকারী, শ্রেষ্ঠ মহাবীর আত্মাদের এবং নতুন বাচ্চাদের, সবাইকে বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার।

কেউ আসে আর কেউ যায়। এটা আসা যাওয়ার মেলা। বাপদাদা সব বাচ্চাদের দেখে খুশি হন। তোমরা নতুনই হও বা পুরানো, তোমরা ভাষা জানো বা না জানো, মুরলি বুঝতে পারো কি না পারো, কিন্তু তোমরা তো বাবারই। তবুও তো তোমরা ভালোবেসে এখানে পৌঁছে যাও। বাবা কিসের জন্য ক্ষুধার্ত ? ভালোবাসার। সাধারণ বোধের জন্য ক্ষুধার্ত নন। বাবা ভালোবাসা দেখেন - হৃদয়ের ভালোবাসা। যতটা তোমরা ভোলাভালা ততটাই প্রকৃত ভালোবাসা তোমাদের আছে, চাতুর্যপূর্ণ ভালোবাসা নয়, এইজন্য ভোলাভালা বাচ্চা সবচেয়ে প্রিয়। তাঁর যেমন নলেজফুল হওয়ার টাইটেল আছে তেমনই ভোলানাথ টাইটেলও আছে। উভয়েরই স্মৃতিচিহ্ন আছে। নতুন বাচ্চাদের স্নেহপূর্ণ উপলব্ধি খুব ভালো। আচ্ছা -

পাটির সাথে অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাৎকার

১) সদা নিজেকে ডবল লাইট ফরিস্তা মনে করো ? ফরিস্তা অর্থাৎ ডবল লাইট। তোমাদের যত হালকাভাব হবে ততই নিজেকে ফরিস্তা অনুভব করবে। ফরিস্তা সদা ঝকমক করবে, ঝকমক করার কারণ সবাইকে নিজের দিকে স্বতঃ আকৃষ্ট করে। এইরকম ফরিস্তার দেহ এবং দেহের দুনিয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। সেবার্থে তারা শরীরে থাকে, তাদের সম্পর্কের আধারে নয়। ফরিস্তা তাদের দেহগত সম্পর্কের আধারে থাকেনা, কিন্তু সেবার সস্বন্ধ অনুযায়ী থাকে। সস্বন্ধ সম্পর্কে ভেবে তারা প্রবৃত্তিতে থাকেনা, বরং এটাই তাদের সেবা মনে করে থাকে। সেই একই ঘর, একই পরিবার কিন্তু সেবার সস্বন্ধ। তারা কর্মবন্ধনের বশীভূত হয়ে থাকেনা। সেবার সস্বন্ধে 'কি' 'কেন'র প্রশ্ন থাকেনা। যেকোন ধরনের আত্মাই হোক, সেবার সস্বন্ধ প্রিয় হয়। যেখানেই দেহ সেখানেই বিকার। দেহের সস্বন্ধ থেকে বিকার আসে, যদি দেহের সস্বন্ধ না থাকে তবে বিকারও থাকেনা। যেকোনও আত্মাকে সেবার সস্বন্ধে যদি দেখ তো বিকারের উৎপত্তি হবেনা। এইরকম ফরিস্তা হয়ে থাকো, আত্মীয়-পরিজন হয়ে নয়। যেখানে সেবার ভাব থাকে সেখানে সদা শুভ ভাবনা থাকে, অন্য কোনো ভাব নয়। একেই বলা হয়ে থাকে, অতি ন্যারা এবং অতি প্রিয়, কমলসম। সকল পুরুষের থেকে উত্তম ফরিস্তা হও, তবেই দেবতা হবে।

২) তোমরা সব বেগমপুরের বাদশাহ, নিজেদের সমস্ত রকম দুঃখের উর্ধ্বে সুখ-সংসারের অনুভাবী মনে করে চলো ? প্রথমে দুঃখের সংসারের অনুভাবী ছিলে, এখন দুঃখের সংসার থেকে বেরিয়ে সুখের সংসারের অনুভাবী হয়ে গেছ। সুখের এক মন্ত্র পাওয়ায় তোমাদের এখন দুঃখ সমাপ্ত হয়েছে।

সুখদাতার সুখস্বরূপ আত্মা তোমরা, সুখের সাগর বাবার বাচ্চা । এই মন্ত্র তোমাদের দেওয়া হয়েছে । যখন মন বাবার প্রতি নিবদ্ধ, দুঃখ কিভাবে হবে ? মন যখন বাবাকে ছাড়া অন্য কোথাও নিবদ্ধ হয় তখনই মনের দুঃখ হয় । যদি তোমরা মন্বনাভব হও তো দুঃখ হতে পারে না । সুতরাং, তোমাদের মন বাবার দিকে নাকি আর অন্য কোথাও আছে ? যখন তোমাদের মন ভুল পথে চালিত হয় তখনই দুঃখ হয় । যখন সোজা রাস্তা আছে, তখন উল্টো পথে কেন যাও ? যে রাস্তায় যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা আছে, সেই রাস্তায় কেউ গেলে গভর্নমেন্টও জরিমানা ধার্য করে, তাই না ! রাস্তা যখন বন্ধই করে দেওয়া হয়েছে তবে কেন যাও সেখানে ? তোমরাই বলা, তন তোমার, মনও তোমার, ধনও তোমার, আমার বলে কিছুই নেই তবে দুঃখ সেখানে কিভাবে আসবে ? যদি প্রকৃতভাবেই তোমার তবে সেখানে দুঃখ নেই, যদি হয় আমার তবে দুঃখ আছে । তোমার তোমার বলতে বলতে তোমার হয়ে যায় ।

৩) সদা একবল, এক ভরসা স্থিতিতে থাকো তোমরা ? এক -এর ওপর ভরসা অর্থাৎ বলের প্রাপ্তি । এমন অনুভব করো ? নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী , অন্য শব্দে বলা হয়, এক বল, এক ভরসা । নিশ্চয়বুদ্ধির বিজয় হবেনা, এমন হতেই পারেনা । যদি তোমার নিজের মধ্যে হবে কি হবে না'র সামান্যতম সংশয়ও থাকে , তবে বিজয়ও হবেনা । বিজয় প্রাপ্ত হবেনা, এমন কখনোই হতে পারেনা, যদি নিজের , বাবার এবং ড্রামার প্রতি সম্পূর্ণ নিশ্চয় থাকে । যদি বিজয় না হয়, তবে কোনো না কোনো পয়েন্টে অবশ্যই নিশ্চয়ের অভাব আছে । যদি বাবার প্রতি নিশ্চয় থাকে তাহলে তোমার নিজের প্রতিও নিশ্চয় আছে । তোমরা যে মাস্টার, তাই না ! যখন তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান অথরিটি তখন তো ড্রামার সবকিছু নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে দেখবে । এইরকম নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চাদের ভিতরে সদা এই উৎসাহ থাকবে, আমার বিজয় তো হয়েই আছে । এমন বিজয়ীই বিজয় মালার দানা হয় । বিজয় তাদের উত্তরাধিকার । তোমাদের জন্ম-সিদ্ধ অধিকার হিসেবে তোমরা এই উত্তরাধিকার লাভ করো ।

মাতাদের সাথে সাক্ষাৎকার: -

বাপদাদাও সদাই মাতাদের নমস্কার জানান, কারণ তোমরা মাতারাই সেবাতে সদা প্রথম পদক্ষেপ করো । বাপদাদা মাতাদের গুণগান করেন । তোমরা কতো শ্রেষ্ঠ মাতা হয়ে গেছ, যা দেখে বাপদাদাও পুলকিত হন । ব্যস্ ! শুধু এই ভাগ্যকে স্মৃতিতে রেখে সদা খুশি থাকো । মনে খুশির গীত সদা বেজে চলুক, মাতাদের আর কি কাজই বা করতে হবে ! তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ, শুধু গাইতে আর নাচতে হবে । মন থেকে নাচো আর মন থেকে গীত গাও । একেক জগৎ মাতা একেক দীপ প্রজ্জ্বলিত করলে কতো দীপ জ্বলে উঠবে ! জগতের মাতারা জগৎ জ্যোতির প্রজ্জ্বলন করছ, তাই না ! দীপ জ্বলতে জ্বলতে দীপমালায় পরিণত হয়েই যাবে । আচ্ছা ।

প্রশ্ন: - সেবার সহজ সাধন, সবাইকে আকৃষ্ট করার সহজ সাধন বা পুরুষার্থ কি ?

উত্তর: - উৎফুল্ল চেহারা । যারা সদা উৎফুল থাকে তারা স্বতঃই সবাইকে আকৃষ্ট করে এবং সহজেই সেবার নিমিত্ত হয়ে যায় । মনের উল্লাস খুশির লক্ষণ । যখন লোকে খুশির চেহারা দেখে, তারা নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের কিসের প্রাপ্তি হয়েছে ! কিসের সন্ধান পেয়েছ তোমরা ! সুতরাং, তোমরা সদা খুশিতে থাকো, তোমরা কি ছিলে আর কি হয়েছ, এতেই সেবা হতে থাকবে ।

প্রশ্ন: - তিলকের অর্থ কি ? কোন তিলক ধারণ করলে সদা নেশাতে আর খুশিতে থাকবে ?

উত্তর: - তিলকের অর্থ স্মৃতিস্বরূপ । সুতরাং সদা স্মৃতিতে যেন থাকে যে আমরা সিংহাসনাসীন । আমরা সেই হারানিধি আত্মা যারা পরমাত্ম - সিংহাসনের অধিকারী হয়েছি । এই তিলক ধারণ করলে সদা খুশি আর নেশায় থাকবো । এমনিতে বলা হয়ে থাকে, সিংহাসন এবং সৌভাগ্য । তোমাদের তথ্যতাসীন হওয়ার সময় অর্থাৎ সৌভাগ্য হয়েছে । সুতরাং তোমরা সদা শ্রেষ্ঠ এবং সৌভাগ্য প্রাপ্ত আত্মা, এই নেশা আর খুশি যেন সদা থাকে ।

বরদান: - স্মরণ আর সেবা দ্বারা সমস্ত পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে অগ্নিতে নিজেকে সমর্পণ করে প্রকৃত বহি-পতঙ্গ ভব

যে বাচ্চারা স্মরণ আর সেবায় সদা বিজি থাকে, তারা সব রকম আবর্তন থেকে মুক্ত হয়ে যায় । যদি কোনও চক্র বাকি থেকে যায় তাহলে তোমরা চক্করই লাগাতে থাকবে । কখনো সঙ্কল্পের চক্কর, কখনো স্বভাব-সংস্কারের চক্কর, এইরকম ব্যর্থের সব আবর্তন সমাপ্ত তখনই হবে যখন বুদ্ধিতে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই থাকবে না । অগ্নিতে যারা সমর্পিত হয়, তারা অগ্নিসম হয়ে যায় । এইভাবে যারা নিজেদের সমর্পণ করে দেয় তারাই প্রকৃত বহি-পতঙ্গ ।

শ্লোগান: - যারা প্রকৃত পারস অর্থাৎ পরশ-মণি হয়েছে, তাদের সঙ্গে লোহা সদৃশ আত্মারাও সোনা হয়ে যায় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য ঈশ্বরের দওক সন্তান, তাঁর শ্রীমতই তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানায়"

প্রশ্ন :- তুমি যখন মৃত, তোমার কাছে সম্পূর্ণ দুনিয়া মৃত - এর অর্থ কি ?

উত্তর :- তোমরা বাচ্চারা যখন বাবার কাছে এসে জীবন্মৃত হও, তখন তোমাদের কাছে সম্পূর্ণ দুনিয়া শেষ হয়ে যায়। অন্য মানুষেরা তো যে দুনিয়ায় মারা যায়, সেই দুনিয়ায় জন্ম নেয়, কিন্তু তোমাদের জন্ম এই পুরানো দুনিয়ায় হয় না। তোমাদের নতুন জন্ম নতুন দুনিয়ায় হয়। তোমরা বাচ্চারা স্বর্গের বাদশাহী পাও।

গীত :-- মরণ তোমারই দ্বারে.....

ওম্ শান্তি। এই গায়নও এই সময়ের, যা আবার ভক্তিমার্গে গাওয়া হয়। এই সময় তোমরা যখন বাবার কাছে জীবন্মৃত হও, তখন বরাবর সম্পূর্ণ দুনিয়াও তোমাদের কাছে শেষ হয়ে যায়। অজ্ঞান কালে মানুষ যখন মারা যায়, তখন সেই দুনিয়াতেই জন্ম নেয়। দুনিয়া তো আছেই। মানুষ যে দুনিয়ায় মারা যায়, সেই দুনিয়াতেই জন্ম নেয়। তোমরা বাচ্চারা যখন বাবার হও, তখন এই দুনিয়াই তোমাদের কাছে শেষ হয়ে যায়। কথিত আছে -- তুমি যখন মারা গেলে তখন সম্পূর্ণ দুনিয়াই তোমার কাছে মৃত -- কিন্তু দুনিয়ার তো বিনাশ হয় না। এই দুনিয়াতেই আবার জন্ম নিতে হয়। এখন তোমরা যেমন জীবন্মৃত হও, তখন তোমাদের এই মৃত্যুতেই সম্পূর্ণ দুনিয়াও তোমাদের কাছে শেষ হয়ে যায়। তোমাদের মৃত্যুতে এই দুনিয়াও তোমাদের কাছে শেষ হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে -- আমরা আবার নতুন দুনিয়াতে আসবে। এ কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো। ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার কারণে আমরা সত্যযুগে জন্মের অধিকার পাই। স্বর্গের বাদশাহী পাই। এই নরক শেষ হয়ে যায়। এতে কোনো পরিশ্রম নেই, কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মৃত্যুমুখী মানুষকে বলা হয় রাম - রাম বলা। মৃত্যুর পরে যখন দেহ নিয়ে যায় তখন বলে -- রাম নাম সত্য .....এ কথা ভগবানকেই বলে। রাম নাম সত্য -- অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা যিনি সত্য, তাঁর নামই নেওয়া উচিত। তাঁকে মানুষ রাম বলে দেয়। মালাও রাম - রাম বলেই জপ করে। রাম - রাম ধ্বনি এমন করে যেন বাজনা বাজায়। বাচ্চারা, তোমাদের বাবা বোঝান যে কোনো আওয়াজ করবেন না। কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করতে হবে। তোমরা জানো যে -- বেঁচে থেকেই ঈশ্বরের কোলে আসার কারণে তোমাদের এই দুঃখ রূপী দুনিয়া শেষ হয়ে যায়। বাবা আমরা তোমার গলার হার হয়ে যাবো। রুদ্র মালারও গায়ন আছে। রাম মালা বা কৃষ্ণ মালা বলা হয় না। তোমরা এই রুদ্র মালায় গ্রথিত হওয়ার জন্য আগের কল্পের মতো এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে এসে বসেছো। এমন কোনো দ্বিতীয় সংসঙ্গ নেই যেখানে বোঝানো হয় যে আমরা ঈশ্বর বাবার গলায় দুলবো। বাবার থেকে তো তোমরা অবশ্যই আশীর্বাদী বর্ষা পাবে। বাবা -- এই কথা কে বলে? আত্মা। আত্মাতেই তো মন - বুদ্ধি আছে, তাই না। বুদ্ধি প্রথমে বোঝায় তারপর বলে। প্রথমে সঙ্কল্প আসে তারপর কর্মেন্দ্রিয়কে বলে --- বরাবর আমরা বাবার হয়েছি, বাবার হয়েই থাকবো। তাঁকে তো গড ফাদার বলা হয়, তাই না। এরপর জিজ্ঞেস করো, তোমাদের মধ্যে গড ফাদারের নলেজ আছে কি? তখন মানুষ বলবে -- গড তো সর্বব্যাপী। তখন বলা -- তোমাদের আত্মা তো বলে পরমপিতা পরমাত্মা তো পিতা,

তাহলে কিভাবে সর্বব্যাপী হবেন ? বাচ্চার মধ্যে বাবা কি এসে গেছেন ? বাবাকে সর্বব্যাপী বলা সম্পূর্ণ ভুল । লৌকিক বাবারও পাঁচ - সাতটি বাচ্চা থাকে । তারা কি বলবে, বাবা আপনি সর্বব্যাপী ? এও বোঝার মতো কথা । মুখে বলা পরমপিতা, এরপর কিভাবে সর্বব্যাপী বলে দাও ? পিতা আমার মধ্যে আছে -- এ কিভাবে হতে পারে ! বাচ্চারা এমন বলতে পারে যে, আমার মধ্যে বাবার গুণের প্রবেশ আছে, কিন্তু বাচ্চা খোড়াই বলবে যে, আমিই বাবা । তোমরা আত্মারা হলে অনেক বাচ্চা । আবার তোমরা বলে দাও যে, পিতা আমার মধ্যে আছে । বাবা কিভাবে বাচ্চাদের মধ্যে থাকবে ? খুব ভালোভাবে নিজে বুঝে তারপর অন্যদের বোঝাতে হবে ।

রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ তো বিখ্যাত । রুদ্র হলেন নিরাকার । কৃষ্ণ তো সাকার । অবশেষে ভগবান কাকে বলা যাবে ? কৃষ্ণকে তো বলা যাবে না । মানুষ তো ভুলে বসে আছে ----তারা বলে দেয়, ভগবান তো সর্বত্র, আমার মধ্যেও আছে । বাবা তো ঘরেই আছেন, আবার কোথায় থাকবেন । এখন বাবা এই বেহদের ঘরে এসেছেন । তিনি এখানে বিরাজিত । তিনি বলেন, আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করেছি । কিছু জিজ্ঞেস করার হলে জিজ্ঞেস করো । আগে পিতৃপুরুষদের ডাকার অনেক রেওয়াজ ছিলো । পিতৃপুরুষরা তো আত্মা । পিতৃপুরুষদের অর্থাৎ আত্মাদের খাওয়ানো হয় । বলবে আজ আমাদের দাদুর শ্রাদ্ধ, আজ অমুকের শ্রাদ্ধ । তো আত্মাদের ডাকা হয় । তো আত্মাদের ডাকা হয়, খাওয়ানো হয় । মনে করো, কারোর তার স্ত্রীর প্রতি প্রেম, তার স্ত্রীর আত্মাকে ডাকে । বলে, আমি হীরের নাকছাবি পারাবার কথা দিয়েছিলাম, ব্রাহ্মণকে ডেকে তাকে হীরের নাকছাবি পরায় । আত্মাকেই তো ডাকে, শরীর খোড়াই আসে । এই নিয়ম ভারতেই । যেমন তোমরা সুস্কম বতনে যাও । কেউ মারা গেলে তোমরা তারজন্য ভোগ দাও । সুস্কমবতনে সেই আত্মা আসে । এ হলো সম্পূর্ণ নতুন কথা । যতক্ষণ না কেউ খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে ততক্ষণ সংশয় আসবে । এরা কি করে ? ব্রাহ্মণদের রীতি রেওয়াজ দেখো কেমন ।

এই সময় সকল মনুষ্য মাত্রেই তমোপ্রধান । বাবা তো হলেনই পতিত পাবন । তিনি কখনোই তমোপ্রধান হন না । মানুষকে পতিত - পাবন বলা হবে না । পতিত - পাবন অর্থাৎ সম্পূর্ণ দুনিয়াকে যিনি পবিত্র করেন । এ তো একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউই হতে পারবে না । ধর্ম স্থাপকরা তো আসেন তাঁদের নিজের - নিজের ধর্ম স্থাপন করতে । খৃষ্টান ধর্মের ঝাড় ওখানেই আছে । প্রথমে ক্রাইস্ট আসবেন তারপর তাঁর পিছনে পিছনে তাঁর ধর্মের সবাই আসতে থাকবেন । বৃদ্ধি পেতেই থাকবে । তিনি কোনো পতিতকে পবিত্র করেন না । নম্বর অনুসারে তাঁদের সংখ্যা আসতে থাকে । পতিত - পাবন তো এই সময়ই চাই, যখন সবাই কবরে শায়িত হয়ে যাচ্ছে । সবাইকে পবিত্র একজনই করেন । এ কথা তো তোমরা বুঝতে পারো যে, বরাবর এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়াই জর্জরিভূত অবস্থা । এখানে বট গাছের উদাহরণ দেওয়া হয় যার অনেক বড় ঝাড় হয় । তার নীচে দলে দলে লোক গিয়ে বসে । সমস্ত ফাউন্ডেশন তো নীচেই । বাকি ডালপালা সব ওপরে খাঁড়া থাকে । এও তেমনই এক ঝাড় । দেবী - দেবতা ধর্মের যে ঝাড় তার ফাউন্ডেশনের উল্টোভাবে উপরে রয়েছে, যার গোড়া একদম কেটে গেছে । বাকি সব আছে । বীজ থাকলে তবেই তো আবার স্থাপন করা যাবে । বাবা বলেন --- আমি আবার এসে তা স্থাপন করি । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, আর শঙ্করের দ্বারা বিনাশ । এই মহাভারতের লড়াইয়ে বরাবর অনেক ধর্মের বিনাশ হয়েছিলো । যারা রাজযোগ শিখেছিলো তাদের আবার রাজধানী স্থাপন হয়েছিলো । তোমরা জানো যে, আমরা আবার বাবার কাছে যাবো তারপর আবার নতুন দুনিয়ায় আসবো । তারপর এই ঝাড় বৃদ্ধি পেতে থাকবে ।

যে দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো তা এই সময় প্রায় লোপ পেয়ে গেছে । তাই বাবা বলেন -- আমি আবার এসে সেই আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি । ভারত, যা একসময় উঁচুর থেকেও উঁচু ছিলো, এখন তার গ্রহণ লেগেছে । কাম চিতায় বসার কারণে এখন সম্পূর্ণ দুনিয়া কালো হয়ে গেছে । এখন তোমরা আবার জ্ঞান চিতায় বসে গোরা হও । তোমরা তো শ্যাম হয়ে গিয়েছিলে, শ্যাম থেকে গোরা, সুন্দর করেন একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মা । তোমরা তাঁর শ্রীমত পাও । পরম পিতা পরমাত্মার আত্মাতো চির পবিত্র এবং গোরা । এই আত্মার মধ্যেই খাদ জমা হয় (সোনার মতো )। তোমরা এখন জানো যে এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে । সবার মৃত্যু নিশ্চিত । তখন তোমাদের বলার জন্য এমন কেউ থাকবেন না, যিনি বলবেন, রাম -রাম বলো । এই মৃত্যু এমন হবে যে সবাই মরবে । এখন কতো মানুষ মারা যাবে । জমিতে এখন কতো সার পাওয়া যায় ! তাহলে কেন এই ধরিত্রী এক নম্বর ফসল দেবে না ? সত্যযুগে সব সস্কীই সবুজ এবং তাজা হবে । পচা জিনিসকেই সার বলা হয় । আবর্জনা জ্বলে সার বানানো হয় । এই সার বানানোতেও সময় লাগে । এই সৃষ্টিরও তেমনি নতুন হতে সময় লাগে । তোমরা সুস্কমবতনে যাও । সেখানে তোমাদের কতো বড় বড় ফল দেখানো হয় । অমৃত পান করানো হয় । তোমরা বিচার করো, কতো সার পাওয়া যাবে - তাও বিশেষত এই ভারতে । ওখানে কতো সুন্দর সুন্দর জিনিস থাকবে । সুস্কম বতনে তোমাদের বৈকুণ্ঠের অমৃত পান করানো হয় । বাগান ইত্যাদিরও সাক্ষাৎকার করানো হয় । ওখানে আমাদের বাগান থাকবে । বাচ্চারা তার সাক্ষাৎকার করেছে । সেখান থেকে অমৃত পান করে আসতো । রাজকুমাররা বাগান থেকে ফল নিয়ে আসতো । এখন সুস্কমবতনে তো আর বাগান থাকে না । অবশ্যই তারা বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলো । এক একজন আলাদা করে সাক্ষাৎকার করাবে না । যারা নিমিত্ত হয় তাদের করানো হয় । এমনও হতে পারে, যদি তোমরা স্মরণে থাকো, বাবার বাচ্চা হয়ে থাকো এবং সম্পূর্ণ সমর্পিত হও, তাহলে পরের দিকে তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হবে । আগে তো এমন ভাঙি হতো । এই ভাঙিতে এমন অনেকে আসতো যারা শক্তিশালী হতে চায় । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, কাউকে কোনো বই দিয়ে দিলেই তারা বুঝতে পারবে না । বোঝানোর জন্য ভালো টিচার অবশ্যই চাই । টিচার এক সেকেন্ডেই বোঝাবেন -- ইনি তোমাদের বাবা, ইনি দাদা, আর এই বেহদের বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা । কাউকে কোনো বইপত্র দিলে তারা দেখেই ফেলে দেবে । তারা কিছুই বুঝতে পারবে না । এ অবশ্যই বোঝাতে হবে যে, বাবা এখন এসেছেন । এই ঢোল পেটানো হলো তোমাদের দায়িত্ব ।

বরাবর যাদব, কৌরব এবং পাণ্ডবরাও আছে । মহাভারতের লড়াইও সামনে অপেক্ষা করছে । অবশ্যই যিনি রাজযোগ শেখাবেন তিনিও থাকবেন । স্বর্গের স্থাপনাও অবশ্যই হবে । এক ধর্মের স্থাপনা এবং অনেক ধর্মের বিনাশ হবে । তোমরা জানো যে, আমরাই নর থেকে নারায়ণ এবং নারী থেকে লক্ষ্মী হই । এই হলো এম অবজেক্ট । মানুষ থেকে দেবতা হতে এক মুহূর্তও লাগে না .....এই দেবতা কেবল সূর্যবংশীদের বলা হয় । চন্দ্রবংশীদের ক্ষত্রিয় বলা হয় । প্রথমে তো দেবতা হওয়া উচিত, তাই না । পাস না করতে পারলে ক্ষত্রিয় হয়ে যায় । তাই বাবা বলেন, মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, বাবার কতো হারানিধি বাচ্চা আছে । কারোর বাচ্চা যদি হারিয়ে যায়, তাকে ৬ - ৮ মাস বাদে পাওয়া গেলে তখন কতো ভালোবেসে মিলিত হয় । বাবারও তেমন কতো খুশী হবে । বাবা এও বলেন --- আমার প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা পাঁচ হাজার বছর পরে এসে মিলিত হয়েছো । প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা হারিয়ে গিয়েছিলে, এখন আবার এসে মিলেছো বেহদের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নেওয়ার জন্য । সার্বভৌম দৈবী দুনিয়া তোমাদের গড ফাদারলী বার্থ রাইট । বাবা তোমাদের বেহদের

বাদশাহী দিতে এসেছেন। ইনি হলেন হেভেনলী গড ফাদার। তিনি বলেন বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য কতো বড় উপহার নিয়ে এসেছি কিন্তু এর যোগ্য হতে হবে। বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। বাবা - মাঙ্গা বলে যদি ভুলে যাও বা ছেড়ে দাও তাহলে তো গলার হার হতে পারবে না। বাবা বাচ্চাদের কতো ভালোবাসেন। বাবা বাচ্চাদের মাথায় চড়িয়ে রাখেন। বেহদের বাবার কতো সন্তান। বাবা কতো উঁচুতে ওঠান। যারা পায়ে পড়ে, বাবা তাদেরও ওপরে চড়ান। তাহলে কতো খুশীতে থাকার উচিত আর এই শ্রীমতে চলা উচিত। একই মতে চলতে হবে। নিজের মতে চললেই তা মৃত্যুতুল্য হবে। আর বাবার শ্রীমতে চললে তোমরা শ্রেষ্ঠ মানুষ অর্থাৎ দেবতা হবে। স্ক্রিয় তো দুই কলা কম হয়ে যায়। এখানে হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জায়গা, স্ক্রিয় নয়। বাবা তো জিঙ্কোস করেন, তোমরা কতো নম্বরে পাস হবে? তাঁর সম্মান রেখো। বেহদের বাবাও বলেন, তোমরা সূর্যবংশী হও। তোমরা জানো কি যে, ১০৮ এর বিজয় মালাই পাস হয়। মাঙ্গা - বাবাকে অনুসরণ করতে হবে। তাঁরা নিজেদের সমান স্বদর্শন চক্রধারী তৈরী করে শিববাবার সামনে উপহার হিসেবে নিয়ে আসে। বাবা জিঙ্কোস করেন, কতোজনকে নিজের সমান বানিয়েছো? এ কতো মজার কথা। তোমরাই এ কথা বুঝতে পারো। নতুন কেউই একদম এই কথা বুঝবে না। এ হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার কলেজ। কারোর কারোর তো সাত দিনেই রং চড়ে যায়। আবার কারোর এই রং চড়েই না। ছি - ছি কাপড়ের উপর (অপবিত্র শরীর এবং মন) খুব মুশকিলের সঙ্গেই রং চড়ে। খুবই পরিশ্রম করতে হয়।

প্রথম দিকের কথা যা বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, প্রথমে সবাইকে বলো --- বেহদের বাবাকে তোমরা জানো কি? তখন তারা বলবে ----হ্যাঁ, আমার মধ্যেও আছে, তিনি তো সর্বব্যাপী। আরে, তোমাদের মধ্যেও যদি থাকে, তাহলে তো জিঙ্কোস করার দরকারই নেই। তোমরা বলো যে তিনি বাবা, তাহলে তোমার মধ্যে বা আমার মধ্যে কিভাবে হতে পারে! বাবা হলে বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা অবশ্যই পাওয়া উচিত। প্রথমে অল্ফ বা আল্ফার উপর বোঝাও। বাবা বলেন --- হে আমার হারানিধি বাচ্চারা, এমন কথা কোনো সল্ল্যাসী বা গুরু গোঁসাইরা বলতে পারেন না। তোমরা জানো যে বরাবর তোমরাই শিববাবার হারানিধি বাচ্চা। পাঁচ হাজার বছর পরে তোমরাই স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা নেওয়ার জন্য মিলিত হয়েছে। তোমরা জানো যে তোমরাই স্বর্গের মালিক ছিলে আবার তোমরাই মালিক হচ্ছে। স্বর্গে অবশ্যই যেতে হবে। তারপর পুরুষার্থ অনুসারে উঁচু পদ পাবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) মাঙ্গা - বাবাকে অনুসরণ করে সূর্যবংশীতে আসতে হবে। নিজের মতে চলবে না। শ্রীমতে চলে উঁচু দেব পদ পেতে হবে।

২) আমরা বাবার হয়েই থাকবো --- এই নিশ্চয়তার সঙ্গে থাকতে হবে। কখনোই কোনো বিষয়ে সংশয় করবে না।

বরদান :-- বুদ্ধির চমৎকারিত্বের দ্বারা আকারে সাকারের অনুভব করে দিলারামের দিলরুবা (হৃদয়েশ্বরী ) ভব

কোনো বাচ্চা পরে এলেও আকার রূপের দ্বারা সাকার রূপের অনুভব করতে পারে । এমন অনুভবের সঙ্গে তারা বলে -- আমরা সাকারের পালনা নিয়েছি আর এখনো নিষিদ্ধ । তাই আকার রূপে সাকারের অনুভব করা হলো বুদ্ধির লগন এবং স্নেহের প্রত্যক্ষ স্বরূপ । এও চমৎকার বুদ্ধির প্রমাণ । এমন বাচ্চাই দিলারাম বাবার সামনে দিলারামের দিলরুবা (হৃদয়েশ্বরী), যার হৃদয়ে সর্বদা এই গানই বাজে --- বাহ আমার বাবা বাহ ।

স্নোগান :-- ত্যাগী আত্মার প্রতিটি কর্ম বা পদে সফলতা নিহিত আছে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা প্রকৃত রুহানী ব্রাহ্মণ নতুন দুনিয়ার স্থাপনার কার্যে নিমিত্ত, তোমাদের নিজের অশ্ব অর্থাৎ শরীর এই যন্ত্রে স্বাহা করতে হবে"

প্রশ্ন:- অবস্থা স্থায়ী বা একরস বা অচল করার সাধন কি ?

উত্তর :- অবস্থা স্থায়ী তখন হবে যখন নিরন্তর যোগে থাকবে। যোগ খন্ডিত হয় তখন যখন কারো প্রতি মমত্ব থাকে তাই নষ্টমোহ হও। বুদ্ধিকে পবিত্র করো। জ্ঞানের ধারণাও পবিত্র বুদ্ধিতেই হয় সেইজন্য বুদ্ধি রূপী পাত্রটি স্বচ্ছ রাখবে আর বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত থাকবে ।

গীত :- এই বসন্ত, এই বসন্তেই হল সময় এই দুনিয়াকে ভুলে যাওয়ার ....

ওম্ শান্তি।. নিরাকার শিব ভগবানুবাচ। আকার ও সাকারকে ভগবান বলা হবেনা। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা এই সঙ্গমে বসে আছি। বাবা বুঝিয়েছেন - এই সময় তোমাদের দৈবী সম্প্রদায় বলা যাবেনা। এই সময় তোমরা হলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ-ও এইসময় হয় দুই প্রকারের। এখন এই হল প্রকৃত ব্রাহ্মণের কুল। ঐ ব্রাহ্মণজন এই কথা জানেনা যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ-ও হয়। তাই তাদেরও পরিচয় দিতে হয়। যদি কেউ আসে তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। এমন অনেকে আছে যারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়। সেই ব্রাহ্মণদের ভিন্ন প্রকার আছে। এখানে তোমরা হলে একমাত্র ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মার সন্তান তোমরা হলে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। বিকার গ্রস্ত হতে পারো না। ছোট বড় সবাই ব্রাহ্মণ। তবে তারা হল দৈহিক ব্রাহ্মণ। তোমরা হলে প্রকৃত রুহানী ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। তোমরা জানো আমরা হলাম প্রকৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার সন্তান। পরম পিতা পরমাত্মা নিজের নাতি নাতনীদের পড়ান নিজের পুত্র দ্বারা। পুত্র হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। যদিও শাস্ত্রে দক্ষ প্রজাপিতার নামও আছে। দক্ষ নামে কেউ নেই। এনার নামই দক্ষ প্রজাপিতা রাখা হয়েছে। শাস্ত্রে লেখা আছে অশ্ব বা ঘোড়া দিয়ে যন্তু করা হত। এখন অশ্ব হলে তোমরা। তারা তো বসে কাহিনী লিখেছে। যথার্থ অর্থ বুঝতে পারেনা। কিছু শব্দ তো এসেছে। যেমন নাটক তৈরি হয়। ঝাঁসি-র রানী নাম আছে কিন্তু সেই অ্যাক্টর তো আর রিয়্যাল নয়। আর্টিফিসিয়াল । নিজেদের লোকজনকে সৈন্য বাহিনী সাজিয়ে নাটক তৈরি করে। যা কিছু অতীতে হয়ে গেছে সেসবই আবার নতুন এক্টর দিয়ে পার্ট প্লে করানো হয়। তোমরা তো পার্ট শিখে নিয়েছ। অটোমেটিক্যালি আত্মায় যা পার্ট ভরা আছে সেই অনুযায়ী প্লে হচ্ছে। তোমরা নিজেদের পার্ট বুঝেছ। এই হল ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। এমন নয় , রচনা -ই নেই, তাদের নতুনে পরিণত করা হয়। এইসব বুঝতে হবে। মানুষ ভাবে মহা প্রলয় হয়ে হয়েছে, তারপরে অশ্বখ পাতায় সাগরে শিশুর আগমন হয়েছে। এমন তো হতে পারেনা। তবুও , বাবা নতুন সৃষ্টি রচনা করেন তো সর্ব প্রথম শিশু গর্ভ মহলে আসে। সে যেন ক্ষীর সাগরে আছে। এখানে হল গর্ভ জেল , বিষয় সাগর। অনেক দন্ড ভোগ করে। এইসব বাবা বসে বোঝান। এর নাম হল সহজ রাজ যোগ। তোমরা হলে দেবী দেবতা ধর্মের আত্মা। তোমরা পুরুষার্থ করে রাজার রাজা হবে। লক্ষ্মী নারায়ণও তাঁরা ই হবেন। তাঁদের ৮৪ জন্ম এখন পূর্ণ হয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন কল্প পূর্বে তোমরাই ছিলে। যখন কেউ আসে তখন বাবা জিজ্ঞাসা করেন - এর আগে কখনও দেখা হয়েছে ? বলে - হ্যাঁ বাবা, ৫ হাজার বছর পূর্বে দেখা হয়েছিল। কল্প-কল্প , কল্পের সঙ্গম যুগে দেখা হয়েছে। দেখা হবে। কোনো শেষ

নেই। এই হল তৈরি করা ড্রামা। বাবা বলেন আমায় পতিত থেকে পবিত্র করতে আসতে হয়। মধ্য কালে আমার আসার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার নাম হল পতিত-পাবন। বলা হয় আবার এসে ভারতকে বা সৃষ্টিকে পবিত্র করুন। সৃষ্টির আদি কালে ভারতে দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিল। বহু বহু বছর পূর্বে ..... বলা হয় তাইনা । কিন্তু কবে ? সেসব বুঝতে পারেনা। পুরানতম মানুষ হলেন দেবী-দেবতা। স্বর্গের জিনিস মহল ইত্যাদি দেখানো হয় তাইনা। পুরানতম ছিলেন দেবী-দেবতা, তাঁদের সোনা, হীরে, জহরাতের মহল ছিল। ৫ হাজার বছরের কথা। এর চেয়ে পুরানো কিছু হয়না। পুরানতম লক্ষ্মী-নারায়ণও নন, রাধে-কৃষ্ণ হলেন পুরানতম। লক্ষ্মী-নারায়ণের পূর্বে রাধে-কৃষ্ণ হয় কিনা। কৃষ্ণ হলেন স্বর্গের প্রথম সন্তান। আত্মাও পবিত্র, শরীরও পবিত্র এক নম্বর। মুখ্য প্রিন্স-প্রিন্সেস কিনা। বাবা বলেন আমি এক পথিক বা যাত্রী। কোথাকার যাত্রী ? তোমরা জানো পরম ধাম বা নির্বাণ ধামের যাত্রী। যাত্রী তো আত্মা-ই হয়।

আমি আত্মা হলাম এভার পিওর (সদা পবিত্র) । তোমরা হলে আমার সজনী। তোমরা শ্যাম বর্ণ হয়েছ। এখন আমি তোমাদের আত্মাকে গৌর বর্ণে পরিণত করি। খাদ বের করি। একজন যাত্রী তোমাদের সবাইকে সুন্দর করেন। তিনি হলেন অতিপ্রিয় যাত্রী । স্বর্গে তো ন্যাচারাল শোভা থাকে। দেবতার কত সুন্দর হয়। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ তোমাদের পুরানো শরীর আছে। তোমরা সুন্দর থেকে শ্যাম বর্ণ হও , আমি যাত্রী তোমাদের গৌর বর্ণে পরিণত করি। আমি এই পুরানো শ্যাম বর্ণ সজনীর মধ্যে প্রবেশ করি। এনার মধ্যে এসে এনাকে এবং তোমাদের সবাইকে গৌর বর্ণ করি। একজন যাত্রী বা পথিক এসে কতজনকে সুন্দর করেন। যাত্রী বা পথিক শব্দ টির অর্থ তোমরা বোঝো। যখন তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলবে তখনই তোমরা সুন্দর হবে। আত্মারা তোমাদের ভিতরে খাদ পড়েছে তাতেই তোমরা শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়েছ। এবারে এই খাদ বেরোবে কিভাবে ? আমার সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়ে। সেই যোগ অগ্নি দ্বারা খাদ ভস্ম হয়ে যাবে। যথার্থ কথা তোমরা বুঝেছ। বাবা তোমাদের অনেক বোঝান কিন্তু তোমরা ভুলে যাও কারণ যোগ ঠিক নেই। নষ্ট মোহ হও নি। বাবা তো হলেন এভার পিওর অথবা পবিত্রতার সাগর। তোমরা জানো আমরা আত্মারাই আয়রন এজেড হই তখন নকল গহনা (পাঁচ ত্বের দেহ) প্রাপ্ত হয় তাই প্রথমে আত্মার খাদ বের করা উচিত। বাবাকে স্মরণ করো। একেই যোগ অগ্নি বলা হয়। শিববাবা বলেন আমি তো হলাম এভার পিওর (সদা পবিত্র) । আমি না থাকলে তোমাদের পিওর বা পবিত্র কে করবে ? নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আমাদের আত্মায় ৮৪ জন্মের খাদ পড়েছে। এখন আমরা বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়ে পবিত্র হব। কোনো রূপ বিকার থাকবেনা। যদি কোনো বিকার রয়ে যায় তবে দন্ড ভোগ করতে হবে। তাই নিরন্তর পুরুষার্থ করে , পরিশ্রম করে এমন অবস্থা হোক যে কখনও মায়ার ঝড় চঞ্চল করতে পারবেনা। অচল ঘর হও। আত্মা যে এই দেহের মধ্যে অবস্থিত আছে সে বাবার স্মরণে পরিপক্ব অবস্থায় পৌঁছে পরে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে। কোনো বিকর্ম হবেনা। আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। পরিশ্রম তো আছে তাইনা। পরম পিতা পরমাত্মারও পার্ট আছে। আমরা ওঁনাকেই স্মরণ করি। তিনি কিভাবে এসে পড়ান। সেসব তো প্রাক্টিক্যাল হবে তাই না ! ভগবান পড়িয়ে ছিলেন ৫ হাজার বছর পূর্বে। যথার্থভাবে প্রাচীন ভারতকে রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেছেন। বাচ্চারা জানে এই হল সেই প্রাচীন রাজ যোগ। বাবা বলেন আমায় স্মরণ কর স্মরণেই পরিশ্রম আছে। মুখ্য কথা হল স্মরণের। বাবা আদেশ করেন আমায় স্মরণ কর। কিন্তু মায়া আদেশ অনুসারে চলতে দেয়না। বিঘ্ন বাধা সৃষ্টি করে। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করলে তোমরা আমার মতন পবিত্র হবে এবং নলেজফুল, ব্লিসফুল হয়ে যাও। তোমরা ব্লিস (কল্যাণ) করছ। তোমাদের

এখানে তিন পায়ের সমান পৃথিবী প্রাপ্ত হয়না এবং বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বের বাদশাহী প্রদান করেন তাই সবাই বাবাকে স্মরণ করে। বাণী থেকে উর্ধ্ব যাওয়ার জন্যে মানুষ বানপ্রস্থে যায় অর্থাৎ মুক্তিধামে যেতে চায়। মুক্তি জীবনমুক্তি তো বাবা ব্যতীত কেউ দিতে পারেনা। বাবার দ্বারা তোমরা প্রথমে শুদ্ধ থেকে ব্রাহ্মণ হও। কষ্টের কোনো কথা নেই, উঠতে-বসতে-চলতে-ফিরতে নিজের পুরুষার্থ করতে থাকো। তোমরা বুঝেছ যে স্মরণ করলেই গৌর বর্ণে পরিণত হওয়া যাবে। তোমাদের আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। পবিত্র পিতা এসে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দেন। অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করতে থাকতে হবে। মানুষ অসুস্থ হলে বলা হয় অমুক কে স্মরণ কর। কিন্তু অত সহজে কি আর স্মৃতি টিকবে। এর জন্যে খুব প্র্যাক্টিস চাই , তবে অল্প সময়ে যেমন হবে মতি, সেই মতন হবে গতি । তোমাদের বাবার স্মরণে থাকতে হবে। কর্মাজীত হতে হবে। যোগের দ্বারা বিকর্ম গুলি ভস্ম করলে দন্ড ভোগ করবেনা। যোগ যুক্ত না থাকলে দন্ড ভোগ করে মুক্তি ধাম যাবে , এতেই নম্বর অনুযায়ী হয়। অতএব গৌর বর্ণের যাত্রী হলেন একমাত্র বাবা। যাত্রী তো সব আত্মারা-ই। কত দূর থেকে আসে পার্ট প্লে করতে। যেমন ঐ এক্টর নিজের ঘর থেকে আসে পার্ট করতে। এইটি রাবণের দেশ তাইনা। রাবণ পতিত করেছে। আমি পতিতদের পবিত্র করে সঙ্গে নিয়ে যাব। কোনো গুরুর অসংখ্য ফলোয়ার্স হয়। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে নিয়ে যান না এবং নিজেও যান না। পথই জানে না। জ্যোতি জ্যোতিতে বিলীন হয়না। আত্মা হল অবিনাশী। খন্ড খন্ড হয়না। দেহের মৃত্যু হয়, দহন হয়। আত্মঘাতীও হয়। একে অপরের সঙ্গে কিছু ঘটলে, বা আশা পূরণ না হলে একত্রে ডুবে মরে, তাদেরই জীব-ঘাতী বা আত্মঘাতী মহাপাপী বলা হয়। আত্মঘাতী নয়, দেহের বিনাশ হয়। সুতরাং বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই ধারণা হবে। কেউ যতই ভালো মুরলি পড়ুক, মায়া এমন যে এক চড়েই শেষ করে দেয়। তাদের বক্সিং চলতে থাকে। এ হল যুদ্ধ-শ্বল, যুদ্ধের ময়দান। শাস্ত্রে তো কত কি বসে দেখানো হয়েছে, রাত-দিনের তফাৎ। এই সময়ের জন্যে বলা হয় এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়েছে। দেবী-দেবতা ধর্ম লুপ্ত হয়েছে। জড় চিত্র গুলি রয়ে গেছে। তোমরা শিব মন্দিরে গিয়ে বলবে এই হল শিববাবার মন্দির। ব্রহ্মার মন্দিরে গিয়ে বলবে এই মন্দিরটি দাদা-র। এই হল জগৎ অম্বার মন্দির। নীচে রাজ যোগের তপস্যা করছে , উপরে বৈকুণ্ঠের স্মরণিকা। নাহলে দেখানো হবে কিভাবে। কেউ মরলে বলা হয় বৈকুণ্ঠে গেছে। তাই তারা বৈকুণ্ঠ উপরে তৈরি করেছে। স্মরণিকা, ড্রামা অনুযায়ী একেবারে সম্পূর্ণ। বাবা ও মাম্মা - কামধেনু বসে আছে। তারা গরু ভেবেছে। গরু নিয়ে তো ফকিররা বের হয়। তাহলে এ হল কামধেনু ও কপিল মুনী । কপিল মুনীর কাছে কামধেনু ছিল। কাহিনী তো অনেক আছে।

শিববাবা বলেন - আমি হলাম যাত্রী। ব্রহ্মা (দাদা) এমন কথা বলবেন না। শিববাবা বলেন আমি যাত্রী এভার পিওর। এই হল অপবিত্র বিকারী দুনিয়া। ঐ হল নির্বিকারী দুনিয়া। এইসব হল নির্ধারিত ড্রামা। বাবা বসে বোঝান। দুনিয়ায় কেউ জানেনা। আত্মারা হল নিরাকারী দুনিয়ার নিবাসী। এখানে আসে পার্ট প্লে করতে। কর্মক্ষেত্র কিনা। পরম ধামকে কর্মক্ষেত্র বলা হবেনা। একেই নাটক বলা হয়। ভারত হীরে তুল্য ও কড়ি তুল্য হয়। ভারতেরই বর্ণ হয়। ব্রাহ্মণ বর্ণ, দেবতা বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ, বৈশ্য, শুদ্ধ বর্ণ..... এই বর্ণে ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়। সব ধর্মে ৮৪ জন্ম হয়না। বাবা কত কথা মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের বোঝান। বাচ্চারা জানে কল্প কল্প পড়েছি। পুরুষার্থ অনুসারে ট্রান্সফার হবে। যেমন স্কুলে ট্রান্সফার হয় তাইনা। তোমরাও নম্বর অনুসারে গিয়ে রাজত্ব কর। শুধু বাবার আপন হয়ে বাবাকে স্মরণ কর। বাবাকে তো ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করো। তা নাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে কিভাবে। ক্ষণে ক্ষণে নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমরা আত্মারা হলাম ইন্সটাল

অর্থাৎ অবিনাশী। বাবা আদেশ করেছেন আমায় স্মরণ কর তবে বিকর্ম বিনাশ হবে। স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ হবেনা। পদ মর্যাদাও উঁচু প্রাপ্ত হবেনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) যোগ অগ্নি দ্বারা বিকর্মের খাদ ভস্ম করে গৌর বর্ণ হতে হবে। পবিত্র হয়ে সবাইকে পবিত্রতার সৌভাগ্য দান করতে হবে।

২) নিজেকে এমন অচলঘর (Home of stability) স্বরূপে স্থির করতে হবে যে কোনও রকম বিকর্ম যেন না হয়। স্মরণের পরিশ্রম দ্বারা নিজের অবস্থা পরিপক্ব করতে হবে।

বরদান :- স্নেহের জাদু দিয়ে নির্বন্ধনকেও বন্ধনে বাঁধতে পারে এমন শ্রেষ্ঠ জাদুগর ভব

ব্যাখা: বাবার চেয়েও বড় জাদুগর হলে তোমরা বাচ্চারা। এমন স্নেহের জাদু আছে তোমাদের কাছে যে নির্বন্ধনকেও বন্ধনে বেঁধে নাও। বাবাও বাচ্চাদের ছাড়া কিছুই ভাবেন না। নিরন্তর বাচ্চাদেরকেই স্মরণ করেন। কতবার তো বাবাকে ভোজন করতে বসে আহবান কর, একসাথে খাও, চলো, শোও তখনো বাবা সঙ্গে থাকেন। কোনো কর্ম করার সময় বলো এই কাজটি আপনার, আপনি করান আমরা নিমিত্ত রূপে হাত চালাই। তারপর কর্মের বোঝা সেটিও বাবাকে দিয়ে দাও, তাহলে তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাদুকর তাইনা।

স্লোগান - নিজের স্ব স্থিতির শক্তি দ্বারা পরিস্থিতিকে পরিবর্তনকারী কখনো চিন্তিত হতে পারেনা ।

২০-০৬-১৮ : প্রাতঃমুরলী

ওঁ শান্তি!

"বাপদাদা"

মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - পুণ্য আত্মা হওয়ার লক্ষ্যে এখন তোমরা পরম শিক্ষকের শিক্ষাগুলিকে ধারণ করো, যোগের দ্বারা পাপ কর্মের খাতার হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে দাও"

প্রশ্ন :- মোস্ট বিলাভেড (প্রিয় থেকেও প্রিয়তম) বাবার প্রতিও কোনো কোনো বাচ্চার কখনও কখনও সংশয় জেগে ওঠে - কিন্তু তা কেন এবং কখন ?

উত্তর :- বাচ্চারা যখন অন্যের কথাতে প্রভাবিত হয়, কিম্বা সঙ্গদোষে পড়ে যায়, তখনই সংশয় জাগে। এখান থেকে বেরোবার পরেই, এখানকার জ্ঞান এখানেই পড়ে থাকে। তারা এমনই ভুলে যায় যে, নিজেদের সুখ-দুঃখের খবরা-খবরও পর্যন্ত জানায় না। ক্লাসে যায় না, মুরলীও পড়ে না। এই কারণেই বাবা বলেন- বাচ্চারা, সঙ্গদোষের থেকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। কখনও অন্যের কোনও প্রকার কথাতে যেন প্রভাবিত হয়ো না।

গীত :- এই পাপের দুনিয়া থেকে  
অন্য কোনও সুখের দুনিয়ায়  
নিয়ে চलो বাবা।

ওঁ শান্তি! পরম শিক্ষক (পরমাত্মা) স্বয়ং এই পাঠশালা পরিচালনা করছেন। পূর্বেই তো তোমাদের বোঝানো হয়েছে, একাধারে তিনি যেমন পরম-পিতা, অন্যদিকে তিনি-ই আবার পরম-শিক্ষকও বটে। (সৌভাগ্য-ক্রমে) এমন গুণধারী বাবার সন্তান হয়েছে তোমরা। এই সময় বাবা তোমাদেরকে পালনা দিয়ে সুন্দর ভাবে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বাচ্চারা, তার সাথে সাথে এই বাবা শিক্ষকরূপেও সর্বপ্রকার শিক্ষাও দিচ্ছেন তোমাদের। তোমরা বর্তমানের যে অস্ত্রানী পাপের দুনিয়াতে আছো, সেই তোমাদেরকেই বাবা এই বিশেষ জ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত করছেন, যাতে তোমাদের পুণ্য-আত্মা বানিয়ে সেই পুণ্য-আত্মাদের দুনিয়াতে নিয়ে যেতে পারেন। এই দুনিয়াটা এখন একেবারেই পাপী-আত্মাদের দুনিয়া। সবচেয়ে বেশী পাপ করায় মায়ারূপী রাবণ। আর সবচেয়ে বড় পাপ হলো, একে অপরকে অপবিত্র বানানো। এছাড়াও পতিত-পাবন বাবার কর্ম-কর্তব্য হলো, আগামী ২১-জন্মের জন্য আত্মাদেরকে পবিত্র বানানো। যখন লোকেরা বলে, "ওহ্ ভগবান" অর্থাৎ ওহ্ গড়-ফাদার, তখন অবশ্যই তাদের দৃষ্টি থাকে উপরের দিকে। তারপরেও তারা বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী। বাবা তাই ববাম্বাদের বোঝাচ্ছেন- এই মায়ারূপী রাবণই সবাইকে অপবিত্র করে তুচ্ছ-বুদ্ধির বানায়। তা থেকে রেহাই পেতে সবাই পরমাত্মাকেই স্মরণ করে, যেহেতু এটা রাবণ-রাজত্বের দুঃখধাম। সাধু-সন্ন্যাসীরা একে দুঃখধাম জানে বলেই, তারা শান্তি-ধামে যাবার লক্ষ্যে সাধনা করে। ভারতবাসীদেরও আগ্রহ থাকে কৃষ্ণ-পুরীতে যাবার। সবারই প্রিয় থেকেও প্রিয় এই শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু ভারতবাসীরা সঠিক ভাবে এটাই জানে না যে, শ্রীকৃষ্ণের আগমন কখন হয়, আর উনি এসে করেন বা কি ? বাবা আরও জানাচ্ছেন- বর্তমান দুনিয়ায় এমন একজনও নেই, যিনি সম্পূর্ণ পুণ্যাত্মা। যদিও অনেকে অনেক দান-পুণ্যও করে, কিন্তু তাতে তো কেবল অল্প-কালেরই সুখ পাওয়া যায়। এমনটা মোটেই হয় না যে, কেউ সদা-কালের সুখী, সদা শান্ত চিত্তের হয়ে যায়। যেহেতু এটা দুঃখ-ধাম তাই সদা-কালের শান্তি এখানে পেতেই পারে না। যা পায় তা ক্ষণিকের সুখ ও আনন্দ। এখানে এমন কোনও ঘর নেই, যেখানে সদাই শান্তি বিরাজ করছে। কোনও না কোনও ঝগড়া-অশান্তি লেগেই থাকে। তাই তো

লোকেরা পরমপিতা পরমাত্মাকে ডাকতে থাকে আর বলে - "বাবা এই পাপের দুনিয়া থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো বাবা।" কারও কারও ইচ্ছা জাগে নির্বাণ-ধামে যাবার। কিন্তু সেখানে যেতে হলে, সেখানকার বিষয়ে জানা না থাকলে, সেখানে যাবেই বা কি প্রকারে ? নিবাস স্থানের ঠিকানা জানা থাকলে, তবেই তো পৌঁছতে পারবে সেখানে। যেমন ধরো তোমরা কোথাও পিকনিক করতে যাবে, তখন সেই জায়গার উল্লেখ তো করতে হবে। সেই স্থানের বিষয়ে জানা থাকলে, তবেই তো সেখানে পৌঁছতে পারবে। যেমন অনেক লোকেরা ভাবে, বৈকুন্ঠে যাবে। কিন্তু কিভাবে সেখানে যেতে হয়, সেটাই জানে না। কেউ মারা গেলে বলা হয়, "লেস্ট ফর হেভেনলী অ্যাবোড" অর্থাৎ এই দুনিয়া থেকে চলে গিয়ে তার (আত্মার) স্বর্গ-প্রাপ্তি হয়েছে। এর অর্থ বর্তমানের এই দুনিয়া তবে অবশ্যই নরক, যেখানে সে এতদিন ছিল। আবার একথাও বলে- "হে পতিত-পানন, তুমি এসো। তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও।" স্বর্গ-রাজ্য তো পবিত্র দুনিয়া। তাই তো এখানকার মানুষেরা বাবাকেই ডাকতে থাকে- "পতিত-পানন তুমি এসো।" কারণ এই সৃষ্টি-জগৎ যে এখন পতিত হয়ে আছে। এতৎ সত্ত্বেও লোকেরা সঠিক ধারণায় আসতে পারে না। যেহেতু তারা নিজেদের ব্রাহ্ম ধারণায় বিভোর হয়ে আছে। অথচ তারাই আবার বাবার কতই না মহিমা করতে থাকে। কোনও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি মারা গেলে, কত কিছুই না করা হয়। এমন কি তার কত না মহিমাও করে থাকে।

বাচ্চারা, তোমরা তো এখন বুঝতেই পেরেছো, তোমরা তোমাদের সেই প্রকৃত বাবার কাছেই বসে আছো, যিনি উচ্চ থেকেও অতি উচ্চের অর্থাৎ সর্বোচ্চ পরমপিতা-পরমাত্মা। ওঁনার পরেই দ্বিতীয় স্থান ব্রহ্মার। প্রথম-জন ঈশ্বরীয়-পিতা আর দ্বিতীয়-জন জাগতিক-পিতা। এনারা দুজনেই একত্রিত-সমাহত। সেই বাবাই বলছেন-এটা তো দুঃখের দুনিয়া- তাই না! তাই বাবা স্বয়ং এসেছেন, একে সুখধাম বানাতে। যিনি এখন শিক্ষক রূপে বসে আছেন বাচ্চাদের সামনে। পরে উনিই আবার বাচ্চাদেরকে তাদের আপন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন নিজের সাথেই। আর সেই কারণেই নিজের আপন বাচ্চাদেরকে এমন উপযুক্ত করে গড়ে তুলছেন। যদিও সব আত্মাধারী বাচ্চাকেই উনিই নিয়ে যান। কিন্তু তোমরা বি.কে. বাচ্চারা তো জানো, একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই কেবল নির্বাণধামবাসী হতে পারো। আত্মা যখন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক হয়ে শান্ত হয়ে যায়, তখন তারা রাজ্য-ভাগ্যের কর্ম-কর্তব্য করতে পারে না। এই রাজ্য-ভাগ্যের কর্ম-কর্তব্য তখনই করতে পারে আত্মারা যখন সে শরীর অবস্থান করে। সর্বাগ্রে সকল আত্মাদেরকেই অবশ্যই যেতে হয় "সুইট-হোম" অর্থাৎ শান্তিধামে। অতএব সুইট হোমে যাবার জন্য নিশ্চয় সেই সুইট-বাবার প্রয়োজন। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন- "ওহে, ভারতবাসীরা, আমারও জন্ম হয় এই ভারতেই। তাই তো আমি এই ভারতেই এসেছি।" তোমাদের একথাও জানা নেই যে, ইতিপূর্বে এই বাবা কখন এসেছিলেন, এসে কিভাবে ভিখারী ভারতবাসীদের প্রত্যেককে কাঙ্গাল থেকে রাজপুত্র বানিয়েছিলেন ? তোমরা যে জয়ন্তী-উৎসব পালন করো, তা তো আমারই জন্ম-জয়ন্তী। আমার উদ্দেশ্যই তো তোমরা শিবরাত্রি-ব্রত পালন করো। এরপরে আসে কৃষ্ণ-জয়ন্তী। যতক্ষণ না পর্যন্ত শিব-জয়ন্তী হয়, তার আগে কৃষ্ণ-জয়ন্তী পালন করা যায় না। অর্থাৎ একটি হলো স্বর্গ-রাজ্যের (প্রতিষ্ঠার) জয়ন্তী অপরটি হলো নরক-রাজ্যের বিনাশ। স্বর্গ-রাজ্যের জয়ন্তী স্বয়ং শিববাবা নিজেই করান। কৃষ্ণ তো আর তা করতে পারবে না। অথচ, তোমরা কিন্তু কৃষ্ণেরই মহিমা প্রচার করতে থাকো। তোমাদের মহিমায় শিব-ভগবানের জীবন-গাঁথা কোথায় ? আসলে, তা যে কারও জানাই নেই। কিন্তু এখন তোমরা বি.কে.-রা তা জানতে পেরেছো। আর এই না জানার কারণেই, আজকাল শিব-জয়ন্তীর কোনও দাম ও মান নাই। এমন কি শিব-জয়ন্তী নামটাই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ত্রিমূর্তি চিত্রেও ত্রিমূর্তি-শিবের বদলে ত্রিমূর্তি-ব্রহ্মাকে

দেখানো হয়েছে। এগুলিই বাবা উদাহরণ সহযোগে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বোঝাবার সাথে সাথে বলছেন- বাচ্চারা, অবিনাশী নাটকের চিত্রপটের ঘটনাক্রম এমনভাবেই যে রচিত। সেই অনাদি-কাল থেকে এভাবেই তা চলে আসছে। এর অর্ধ-কল্প ভক্তি-মার্গের আর অর্ধ-কল্প জ্ঞান-মার্গের। অর্থাৎ অর্ধেক অর্ধেক সমান। লোকেরা তো সত্যযুগ ও ত্রেতাকে লক্ষ-লক্ষ বছরের বলে থাকে, আর কলিযুগের আয়ুকে অনেক কম বলে থাকে - তবে এমত অবস্থায় কল্পের অর্ধেক তবে হবে কি করে ? যেখানে সত্যযুগকে অনেক লক্ষা সময়ের বলে তারা, আর কলিযুগকে বলে ৪০-হাজার বর্ষের। তবে তো তা অর্ধেক-অর্ধেক হচ্ছেই না। আচ্ছা, তবে ভক্তি-মার্গের শুরু হয় কখন থেকে ? রাম-রাজ্য আর রাবণ-রাজ্য তো অর্ধেক-অর্ধেকই হতে হবে। এদিকে বাস্তবে কল্পের আয়ু তো কেবলমাত্র ৫-হাজার বছর। কল্পের চার-ভাগের মাহাত্ম্য-তেও তা বর্ণিত আছে। যার প্রত্যেকটির আয়ুষ্কালও সমান-সমান। তারই স্মৃতিতে জগন্নাথ-পুরীতে যে ভাণ্ডে ভাতের অন্ন বানানো হয়, তাকে সমান চার অংশে ভাগ করা হয়। স্বস্তিকা চিহ্নেও সমান চার ভাগ দেখানো হয়। এই স্বস্তিকা চিহ্নেই লোকেরা গণেশের রূপে পূজা করে। যদিও এসব ভক্তি-মার্গের পূজার রীতি-নীতি, আচার-বিচার ও সামগ্রী।"

বাবা জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, বর্তমানের এই সময়টা তোমাদের পূর্বের পাপের হিসাব-নিকাশ সম্পূর্ণ করে, আগামী পুণ্যের খাতায় জমা হচ্ছে। তোমরা যতই স্মরণের যোগে থাকবে-পাপও ততই ভুল হতে থাকবে। একমাত্র তখনই তোমরা পুণ্যস্বা হতে পারবে। পবিত্র হতে লোকেরা গঙ্গা-স্নানে যায়। ফিরে এসে পর মুহূর্তেই আবার তারা অপবিত্র হয়। অথচ এই গঙ্গা-স্নানের প্রকৃত অর্থ কেউ-ই তাদেরকে বোঝাতে পারে না। কিন্তু বাবা তো একাই বাবা, আর বাকী যারা তারা সব নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্কের। দেহধারী আত্মারা সবাই একে অপরের ভাই। অতএব এক ভাই-এর দ্বারা অপর ভাই কোনও প্রকারের অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পেতেই পারে না। অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায় একমাত্র বাবার থেকে। আর বাবাও কেবলমাত্র একজনই, যিনি এনার (ব্রহ্মার) সাথে কল্পইও অর্থাৎ ব্রহ্মার মধ্যে সমাহৃত। পরমাত্মা বাবা যিনি তোমাদের আত্মাদের বাবা আর ইনি (ব্রহ্মা) মনুষ্য-কুলের পিতা। তাই এনার নাম প্রজাপিতা (ব্রহ্মা)। তোমরা বি.কে.-রা জানতে পেরেছো, বর্তমানের এই পাপের দুনিয়া থেকে সুখধামে যেতে চলেছো তোমরা। শ্রীমৎ-এর অনুসরণে তোমরা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণ অবস্থা থেকে দেবতা হতে চলেছো। আর এই বর্ণ বা জাতি কেবলমাত্র ভারতেই প্রযোজ্য। বাকী যে এত প্রকারের ধর্ম আছে তাদের ক্ষেত্রে সেই দেবতা-বর্ণ প্রযোজ্য নহে। বর্ণ প্রকৃত এই প্রকারের- ব্রাহ্মণ বর্ণ, তারপর দেবতা বর্ণ, এর পরে ক্ষত্রিয় বর্ণ ..... এই ভাবেই তা অলরাউন্ড চলতে থাকে। এক বর্ণের উপস্থিতি কালে অন্য বর্ণের উপস্থিতি হয় না। বিরাট স্বরূপে এই বর্ণ প্রথার ব্যাখ্যা আছে। ব্রাহ্মণ বর্ণকেই ঈশ্বরীয় বর্ণ বলা হয়। যেখানে তোমরা এসে বাবার অধিকারী বাচ্চা হও। তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চা অর্থাৎ বি.কে.! যেমন খ্রীষ্টানদের জাগতিক পিতা যীশু-খ্রীষ্ট। কিন্তু ঈশ্বরীয় পিতা সকল আত্মারই কেবল এই একজনই। যিনি নিরাকার বাবা। উনি এসে (ব্রহ্মার) সাকার শরীরকে লোন নিয়ে নিজের আধার বানান। লোকেরা তো কৃষ্ণের খড়ম্ ইত্যাদিকেও পূজা করে মাথা ঠুকতে থাকে। যেহেতু তারা কৃষ্ণের অনুগামী। শিববাবা জানাচ্ছেন, ওনার তো কোনও চরণ-ই নেই আর না পড়েতে হয় কোনও খড়ম্। তাছাড়া কিভাবেই বা নিজের চরণে মাতাদেরকে নতজানু করাবে ? যেখানে বাবা জানেন, (বাণপ্রস্থের) বাচ্চারা এখন কত ক্লান্ত। এখানে বাবার কাছে আসে তাদের ক্লান্তি দূর করতে। সত্যযুগে সেখানে ক্লান্তি বলে কিছুই নেই। কিন্তু এতদিন তোমরা তো মাটিতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে নিজেদের কপালের ছাল-চামড়া উঠিয়ে মাথা একেবারে খালি করে ফেলেছো। যা কেবল সময়ের অপচয়, অর্থের অপচয়।

বাবা এবার বলছেন - "বাচ্চারা, আমি তো তোমাদের খুবই সম্পদশালী-ধনবান বানিয়েছিলাম। তেমনি করে এখন আবার গড়ে তুলছি। এই এক-একটি ভ্যাশন (মহাবাক্য) লাখ-লাখ টাকা মূল্যের সম্পত্তি। বর্তমান ভারতের কি কাঙ্গাল দশা। অন্যদের কারও এমন দূর্দশা কখনই হয় না। তাদের নাগরিকরা কত বিত্তবান। ভারত সরকারকে কত ধার-দেনা করতে হয়। কত প্রকার পথের সন্ধান করতে হয় ধার নেবার জন্য। বেচারী অসহায় ভারত সরকার তার পূর্ব অবস্থার স্মৃতি বিস্মৃতি হবার কারণে। একদা যে স্বয়ং মালিক অর্থাৎ পূজ্য ছিল, সে এখন পূজারী হয়ে আছে। সেই পূর্বের অবস্থার কথাই তোমাদের বোঝানো হচ্ছে, পূর্বে এই তোমরাই সেই দেবী-দেবতা ছিলে। সমগ্র বিশ্বের মালিক তোমরাই ছিলে। সেই তোমরাই এখন ঈশ্বরীয় সন্তান ব্রাহ্মণ-কুল ভূষণ। এরপরে তোমরাই আবার দেবতা বর্ণের হবে। পর্যায় ক্রমে আবার ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণের হবে। আবারও ব্রাহ্মণ বর্ণেরই হবে। এই "হাম সো"-এর অর্থ কেবল তোমরাই বুঝতে পারবে। লোকেরা বলে থাকে- "আমি আত্মা, আত্মাই পরমাত্মা।" এই ভাবধারাতেই তারা তাদের তরী নিজেরাই ডুবিয়ে দেয়। লোকেরা তো এটাও জানা নেই যে, স্বর্গ-রাজ্য কোথায় ? কেউ মারা গেলেই বলে -তার স্বর্গ-প্রাপ্তি ঘটেছে, অথবা বলে- জ্যোতি জ্যোতিতেই বিলীন হয়ে গেছে। অবিদ্যার আত্মাকে মরণশীল আত্মা বানিয়ে দেয়। অজ্ঞানী-বোকার মতন বুদ্ধি যে তাদের। অবশ্য এই অবিদ্যার ড্রামার চিত্রপটও তেমনি ভাবেই রচিত আছে। বিনাশের লড়াই-যুদ্ধ যখন শুরু হবে, তখন তাদের কেবল গ্রাহি-গ্রাহি করতে হবে। সেইসব দৃশ্যও এই ব্রাহ্মণ বাচ্চারা দেখবে। অবশ্য তা দেখবে, যে পাক্সা-সেবাধারী বাচ্চা হবে সে। পাহাড়ের চূড়া থেকে সেই দৃশ্যের সাক্ষ্যাংকার হবে। তোমরা নাটক-সিনেমায় তা দেখে থাকবে- কিভাবে বিনাশ হয়, কিভাবে ভয়ঙ্কর আগুন লাগে। মুসলিমধারে লাগাতার বৃষ্টি পড়তেই থাকে। কোনও শস্য, শাক-সবজি কিছুই পাওয়া যাবে না। মুহূর্তেই এসব হয়ে যাবে। যেমন বলা হয়, শংকরের চোখ খোলার সাথে সাথেই সবকিছুর বিনাশ হয়ে যায়। যদিও তা প্রবাদ বাক্য। এখানে চোখ খোলার কোনও ব্যাপার নেই। এসব কিছুই নির্দিষ্ট আছে, ড্রামা যে ভবিষ্যৎ।

বাবা এসে আবার নতুন করে নতুন দুনিয়ার রচনা করেন। এখন সেই দুনিয়ার পরিবর্তন হতে শুরু হয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা সেই নতুন দুনিয়ার নিমিত্তেই পুরুষার্থ করে চলেছো। তবুও মায়া কিন্তু এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী আছে। তাই তো অনেক আত্মা বাবার সন্তান হয়ে, তারপরেও বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। তারপর তারা এমন বাবার নামে বদনামও ছড়ায়। যেমন আগেও বাচ্চাদের মধ্যে অনেকেই বেশ জ্ঞানী-গুণী বাচ্চাও ছিল, কিন্তু আজ আর নেই। প্রিয় থেকেও প্রিয়তম বাবা বা পতি হলে সে অবশ্যই প্রতি সপ্তাহেই চিঠি পাঠাবে। প্রথা অনুযায়ী সন্তান তার বাবাকে তার নিজের খবরা-খবর তো জানাবেই। কিন্তু এখান থেকে যাবার পরেই মায়া যে তাকে ধরে নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। ধনবান হলে, মায়া খুব জোরে থাপ্পরও মারে, গরীবকে ততটা নয়। অবশ্য বাবা তাদের নাম প্রকাশ করবেন না এখানে। বাপদাদার কাছে যখন আসে, তখন তারা কতই না সেবা করে, কিন্তু কেউ যদি তেমন কিছু বলে, যার পরিপ্রেক্ষিতে যেই তাদের সংশয় আসে, সেখানেই সে ইতি টেনে দিল। তখন না কোনও চিঠি-পত্র, না ক্লাসে যাওয়া, সবকিছুই বন্ধ করে দেয়। এ যেন গর্ভের বাচ্চাকে শাস্তি দেওয়া। তার উত্তর হয়-"আমি খাঁচা-বন্দী পাখী হবো না, আমি থাকবো মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে"। আর যেই সে তা হলো, অমনি সঙ্গদোষে পড়ে, আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল। একই প্রকারে, যেই তারা এখান থেকে তাদের লৌকিক ঘরে পৌঁছায়, তারপরেই এখানকার রীতি-নীতির ইতি টানে। আবার পৌঁছে যায় সেই পূর্বাবস্থায়। এটাই খুব মজার ব্যাপার। কারও কোনো বন্ধু, পাত্র-

মিত্র, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি কোনও সম্পর্ক নেই এখানে। তাই যেই তুমি শূদ্র-কূলে প্রবেশ করলে, অমনি মায়ায় থপ্পরে পড়ে গেলো। মায়া তোমাকে টেনে নিল। সত্যি মায়া, মোহ-মায়ায় তুমিও খুব শক্তিশালী- এমন বাবাকে স্মরণ করার কথাও ভুলিয়ে দাও তাদেরকে। এমন কি জ্ঞানকেও ভুলিয়ে দাও তুমি।

এখানে সেই একই বাবা শিক্ষক রূপে জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন তোমাদের। লোকেরা তো মনে করে, যিনি ভগবান-তিনিই ধর্মরাজ। এমনও বলে, সুখ-দুঃখ সে তো ভগবানেরই দান। দুঃখের অর্থ হলো শাস্তি। কিন্তু বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন- উনি কারওকেই দুঃখ দেন না। প্রথমতঃ, দুঃখ তো দিয়ে থাকে রাবণ। দ্বিতীয়তঃ, গর্ভ-জেলের শাস্তি, সে তো ধর্মরাজ দেন তোমাদের। আর যে পাপ করে, তার সেই পাপের সাক্ষ্যাংকারও করিয়ে দেন তিনি। সত্যযুগে তা গর্ভ-মহল হয়, অথবা তাকে ক্ষীর-সাগরও বলতে পারো। চিত্রে যা দেখানো হয়, অশ্বখ-পাতার উপর বসে, ক্ষীর-সাগরে কৃষ্ণ তার আঙ্গুল চুষছে মজা করে। একেই বলা হয় গর্ভ-সাগর। দ্বাপর আর কলিযুগে আত্মারা থাকে গর্ভ-জেলে। সেখানে গর্ভের ভিতরে তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করতে হয়। বর্তমানের এই জগৎ-টা হলো মায়ার রাজ্য। তাই ৬৩-জন্ম গর্ভ-জেলে যেতে হয় ও যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়। এরপর সত্যযুগ ও ত্রেতার ২১-জন্ম খুব আশে-আরামেই অতিবাহিত হয়। তখন কোনও আত্মার দ্বারা এমন কোনও পাপ কার্য হয় না যে, গ্রাহি-গ্রাহি রবে তাদের কাঁদতে হবে। বাচ্চারা এগুলি তোমাদের শোনাচ্ছেন সেই একজন, যিনি তোমাদের বাবা-শিক্ষক-সদগুরু। এখন তোমরা বুঝতে পারছো, পূর্বে তোমরা কতই না অজ্ঞানী-বোকা ছিলে। কিন্তু এখন তোমরা এই জ্ঞানের পাঠে যথেষ্ট বিচক্ষণ হচ্ছে। মানুষেরা যখন পতিত অবস্থায় আসে, তখন একবারই বাবা এসে তাদেরকে পবিত্র বানান। বাচ্চারা, এখন তোমরা স্ব-দর্শন চক্রধারী হয়েছো। লোকেরা এই চক্রের প্রকৃত অর্থটাই যে জানে না। তাদের ধারণা এমনই যে, পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্য যুদ্ধের সময় কৃষ্ণ এই চক্র ব্যবহার করে তা ঘুরিয়েছিলেন বিনাশের উদ্দেশ্যে ..... ইত্যাদি ইত্যাদি, অনেক গল্প-গাঁথাই লেখা হয়েছে, যা আদৌ তা সত্য নয়। এখন তোমাদেরও সেই সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান হয়েছে। তোমরাও স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে চক্রবর্তী মহারাজা-মহারানীও হতে পারবে। এমন কি সমগ্র বিশ্বের মালিকও হতে পারবে। যেখানকার প্রজারাও মালিক। এখন যেমন প্রজারা বলে, তারাই ভারতের মালিক। কিন্তু সেখানে যেমন রাজা-রানী, প্রজারাও তেমনি ...! তবুও রাজা আর প্রজার মধ্যে তফাৎ তো থাকবেই। তখনকার সবকিছুই এখনই তোমরা জানতে পারছো। এই পাঠ যে যত পড়বে সেই অনুযায়ী। আচ্ছা !

পতিত থেকে পবিত্র বানাবার কারিগর মাতা-পিতা, বাপদাদার পতিত থেকে পবিত্র হওয়া বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাগ। ঈশ্বরীয় পিতার নমন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সুইট-হোমে যেতে গেলে খুব-খুবই মিষ্ট স্বভাবের হতে হবে। কখনও সঙ্গদোষের প্রভাবে পড়ে, বাবাকে যেন ভুলে যেয়ো না। কোনও প্রকারের সংশয় যেন না আসে মনে।

২) অন্তিম বিনাশের দৃশ্য দেখতে হলে পাক্ষা সেবাধারী ব্রাহ্মণ হতে হবে। বাবার বাচ্চা হয়ে তোমার দ্বারা বাবার কোনও প্রকার বদনাম যেন না হয়।

বরদান :- একই সময়ে এক সাথে মন-বাণী আর কর্মের দ্বারা সেবা করতে সমর্থ সফলতা সম্পন্ন হও

বিস্তার :- যখনই যে কোনও স্থানের সেবা শুরু করবে, সেই একই সময়ে অন্য সব প্রকারেরও সেবা করবে। 'মনসা'তে থাকবে শুভ ভাবনা, 'বাণী'তে থাকবে বাবার সাথে সম্বন্ধ জোড়বার শুভ কামনার 'শ্রেষ্ঠ বাক্য' আর সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসার স্নেহ। শান্তির স্বরূপের দ্বারা সকলকে আকর্ষিত করো। এইভাবে সর্বপ্রকারের সেবা একসাথে করতে পারলে, সফলতা সম্পন্ন হতে পারবে। সেবার প্রতিটি ধাপেই সেই সফলতা লুকিয়ে আছে - এই নিশ্চয়তার আধারে সেবা করতে থাকো।

স্লোগান :- শুদ্ধ সংকল্পগুলিকে নিজের জীবনের অমূল্য সম্পদ বানাতে মনেও সেই সংকল্পই উঠবে - যাতে নিজের ও অন্যের কল্যাণ নিহিত রয়েছে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - ঈশ্বরীয় ছেলেবেলাকে ভুলে তোমরা উঁচুর থেকে উঁচু অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষাকে হারিয়ে ফেলো না, সম্পূর্ণ পাস করতে পারলেই সূর্যবংশী ঘরানার রাজত্ব পাবে"

প্রশ্ন :-- সত্যযুগ আর ত্রেতায় কোনো আত্মাকেই নিজের কর্মের ভোগ করতে হয় না -- তা কেন ?

উত্তর :-- কেননা সত্যযুগ আর ত্রেতায় যে আত্মারা আসে, তারা এই সঙ্গম যুগের প্রালঙ্ক ভোগ করে, তারা সঙ্গম যুগে বাবার কাছে এমন কর্ম শেখে যে ২১ জন্ম পর্যন্ত তাদের কর্মের ভোগ করতে হয় না । এখন বাবা এমন কর্ম শেখান যে, আত্মা কর্মাতীত হয়ে যায় । তখন কোনো কর্মের ফল দুঃখ রূপে ভোগ করতে হয় না ।

গীত :-- ছোটবেলার দিন ভুলে যেও না...

ওম শান্তি । বাচ্চারা মিষ্টি - মিষ্টি গীত শুনেছে । বেহদের বাবা তাঁর প্রতিটি বাচ্চাকে বোঝাচ্ছেন । যিনি শ্রী শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ, তাঁকেই পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । এ কথা বলাও হয় যে শিব ভগবান উবাচঃ অথবা রুদ্র ভগবান উবাচঃ । রুদ্র পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয় । তাই পরমপিতা পরমাত্মা এখন এই শরীরের দ্বারা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । এমন অন্য কোনো মানুষ, সাধু - সন্ত আদি বলবে না যে, তোমরা হলে আত্মা । তোমাদের পরমপিতা এই মুখ কমলের দ্বারা তোমাদের বলছেন । গোমুখের কথাও বলা হয় । এখানে জলের তো কোনো কথা নেই । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । ১০৮ রুদ্র মালা বা শিবের মালা তো আছে, তাই না । তাই প্রথমে এই কথা পাক্ষা নিশ্চিত করো যে, বাবা আমাদের আত্মাদের পড়াচ্ছেন । আত্মাই সংস্কার সঙ্গে করে নিয়ে যায় । আত্মাই এই অরগ্যান্সের দ্বারা পড়ে । আত্মা নিজেই বলে ---- আমি এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করি । বিভিন্ন নাম - রূপ - দেশ - কাল ... সত্যযুগে আমি যখন জন্ম নিই তখন রূপ পরিবর্তন হয়ে যায় । এ কথা আত্মাই বলে । সত্যযুগে যখন থাকি তখন পুনর্জন্ম সত্যযুগেই হয় অথবা বাবা বাজাচ্ছেন যে, তোমরা যখন স্বর্গে থাকো তখন তোমাদের পুনর্জন্ম সেখানেই হয় কেবল নাম রূপের পরিবর্তন হয়ে যায় ।

বাবা, নিরাকার শিববাবা এই রথে এসে বোঝাচ্ছেন ---- বাচ্চারা, এখন তোমরা আমার সন্তান হয়েছো । তোমাদের এখন খুশীর পারদ চড়েছে । আমরা এই ব্রহ্মার দ্বারা বেহদের বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিচ্ছি । আত্মা বলে যে -- আমি এই শরীরের দ্বারা ব্যারিস্টারী বা ডাক্তারীর অভিনয় করি । আমরা আত্মারা অশরীরি ছিলাম তারপর গর্ভে এসে শরীর ধারণ করেছি । বাবা বলেন, আমি তো গর্ভে আসি না । পরমপিতা পরমাত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করে -- এমন কথা আমরা বলবো না । এই দাদা (ব্রহ্মা বাবা ) শরীর গ্রহণ করে । এই আত্মা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেছে । এই আত্মা কিন্তু নিজের জন্মকে জানতো না । এখন ইনি ৮৪ জন্মকে জেনেছেন । আত্মাই বলে যে ---- আমি সূর্যবংশী ঘরানায় জন্ম নিয়েছিলাম । তারপর পুনর্জন্ম নিয়ে এসেছি । তারপর চন্দ্রবংশী ঘরানায় জন্ম নিয়েছি । তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলিযুগে এসেছি । আত্মা বলে যে, দ্বাপরে আমি বাবাকে অনেক স্মরণ করেছি । লিঙ্গ রূপে পরমপিতা পরমাত্মার পূজাও করেছি । আমি আত্মা ছিলাম সত্যযুগের মালিক, সেখানে আমি কারোর পূজা

করতাম না । স্বর্গে কোনো ভক্তি হয় না । অর্ধেক কল্প আমি ভক্তি করেছি । এখন আবার আমি বাবার সামনে এসেছি । এখন তোমরা সবাই সেই নিরাকারের সামনে এসেছো সাকারের মাধ্যমে । বাবা বলেন, তোমরা এই ঈশ্বরীয় জন্ম ভুলে যেও না । তোমরা বলো -- বাবা, এ তো বড় মুশকিল । আরে, মুশকিল কিসের । আমি হলাম তোমাদের আত্মাদের বাবা । আমি এসেছি তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাতে । তোমরা স্বর্গের বাদশাহী পাওয়ার জন্য পড়ো । আমি পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যেই জ্ঞানের সংস্কার আছে, তাই আমাকে জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ বলা হয় । নিজেই বলি --- বরাবর আমিই হলাম রচয়িতা । আমি পরমধামে থাকি । আমি একবারই এখানে আসি, যখন আমাকে পড়াতে হয় । আমি এসেই এই পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র বানাই । তাহলে নিশ্চই পতিতরাই আমাকে স্মরণ করবে । সত্যযুগে পবিত্ররা তো আমাকে স্মরণ করবে না । এমন তো কেউ বলবে না যে, তুমি এসে আমাদের আত্মাদের পতিত বানাও । তা নয়, তোমাদের পতিত মায়া বানিয়েছে, তাই তো বলো পবিত্র বানাও । ওরা কিন্তু জানে না যে আমি কবে আসি । আমি এই সঙ্গম যুগেই আসি । অন্য কোনো সময় আমি আসি না । এখন আমি এসেছি । মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের আমি দত্তক নিয়েছি । তোমরা জানো কি, বাবা আবার নতুন করে রাজযোগ শেখাচ্ছেন, যাতে ভারত আবার পবিত্র হবে । এ হলো নিরাকার ঈশ্বরের পাঠশালা । নিরাকার বাবা বলেন -- আমি এই শরীরে আসি । এই ব্রহ্মা হলো তোমাদের বড় মা । এই মাম্মা সরস্বতী হলেন জগদম্বা, ইনি ব্রহ্মার পুত্রী । বড় মা তো পালনা করতে পারেন না, তাই এই জগদম্বাকে রাখা হয়েছে । এই ব্রহ্মার শরীরকে জগদ অম্বা বলা হবে না । ইনি হলেন মাতা - পিতা । এই ব্রহ্মা তোমাদের মাও । অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা মায়ের থেকে পাওয়া যায় না । বাবার থেকেই অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায় । তোমরা হলে এই ব্রহ্মা মায়ের মুখ বংশাবলী । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা আমার হয়ে স্বর্গের বাদশাহী নেওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে করতে আবার মায়ার যুদ্ধে হেরে যেও না । তোমরা পালিয়ে যেও না । এই ঈশ্বরীয় ছেলেবেলা ভুলে যেও না । যদি ভুলে যাও, তাহলে তোমাদের কাঁদতে হবে । তাই বি.কে সরস্বতী, যাঁকে জগদম্বা বলা হয়, তিনি পালনা করার নিমিত্ত হয়েছেন । এই ব্রহ্মা কিভাবে পালনা করবেন । এই কলস প্রথমে ইনি পান । প্রথমে এনার কান শোনে, তারপর জগদম্বা আসেন সামলানোর জন্যে । এখন বাবা বলছেন, আমি সঙ্গম যুগে এসেছি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । যেমন ধর্মের মাসকে তোমরা তো পুরুষোত্তম মাস বলো । তেমনই এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ যেখানে উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ হতে হয় । পুরুষোত্তম অর্থাৎ উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ কে ? এই যে শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ, এই নর - নারী উঁচুর থেকেও উঁচু কার দ্বারা এবং কিভাবে হয়েছিলেন ? বাবা বলেন, আমার দ্বারা । আমার নামই হলো শ্রী - শ্রী, শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ । শ্রী নারায়ণের মতো এমন শ্রেষ্ঠ মানুষ আমি বানাই । আমি পতিতদের পবিত্র বানাই । যাতে আবার এমন লক্ষ্মী নারায়ণ পুরুষোত্তম এবং পুরুষোত্তমিনী হতে পারেন । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, দেহ সহিত দেহের যা কিছু সম্বন্ধ আছে, সবকিছু তোমরা ভুলে যাও । এক আমার সাথে যোগ লাগাও । তোমরা বলো যে, আমরা এক বাবার বাচ্চা হয়েছি । বাবার স্থাপন করা সেই স্বর্গের মালিক হবো আমরা । বাবা বলেন --- তোমরা আমাকে স্মরণ করো । এ হলো আত্মা অথবা বুদ্ধির যাত্রা । এই ধারণা সম্পূর্ণ আত্মাকেই করতে হবে । এই শরীর তো হলো জড় । আত্মার প্রবেশের কারণেই এই শরীর চৈতন্য হয় ।

তাই বাবা বলেন -- আমার প্রিয় বাচ্চারা, এই স্মরণের লক্ষ্য হলো অনেক বড় । তীর্থে গিয়ে মানুষ তো ঘুরে চলে আসে । তীর্থে গেলে মানুষ তো কখনোই বিকারে যায় না । ক্রোধ, লোভ যাই হোক না কেন, কিন্তু পবিত্র অবশ্যই থাকে । আবার যখন ঘরে ফিরে আসে তখন অপবিত্র হয়ে যায় । এইসময়

সকলের আত্মাও যেমন অশুদ্ধ, শরীরও তেমন অশুদ্ধ। লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানী থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যত আত্মা এসেছে, এই সময় সকলেই পতিত। সত্যযুগে বেহদের সুখ - শান্তি এবং পবিত্রতা থাকে। কলিযুগে এই তিন থাকে না। ঘরে ঘরে দুঃখ আর অশান্তি। কোনো কোনো ঘরে তো এমন অশান্তি হয় যেন নরক। মানুষ নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করতেই থাকে। তাই বাবা বলেন --তোমাদের এই ছেলেবেলা ভুলে যেও না। যদি ভুলে যাও তাহলে উঁচুর থেকেও উঁচু বর্ষা হারিয়ে ফেলবে। ভুলে গেলে বা বাবাকে ছেড়ে দিলে, তাহলে অধোগতি প্রাপ্ত হবে। যদি শ্রীমতে চলো তাহলে শ্রেষ্ঠের থেকেও শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মী - নারায়ণ হতে পারবে। রাম - সীতা ত্রেতায় চলে আসে। দুই কলা কম হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের ঋত্রিয়র নিদর্শন দেওয়া হয়েছে। এমন নয় যে ওখানে কোনো রাম রাবণের লড়াই লেগেছিলো। যারা মায়াকে জয় করতে পারে তারা দেবতা বর্ণে যায়, আর যারা মায়াজিত হতে পারে না, পাস করতে পারে না তাদের ঋত্রিয় বলা হবে। তারা রাম - সীতার ঘরানায় চলে যাবে। এক নম্বর সূর্যবংশী, যারা গদিতে বসবে, তাদের সম্পূর্ণ মার্কস একশো। অল্প নম্বর কম হলে তাহলে দ্বিতীয় নম্বরে, ৩৩ প্রতিশত নম্বরের নীচে এসে গেলে পরে রাজ্য পাবে। সূর্যবংশী সম্পূর্ণ হলে চন্দ্রবংশী চলতে থাকবে। সূর্যবংশীর পর চন্দ্রবংশী হয়। সূর্যবংশী রাজধানী এখন অতীত হয়ে গেছে। এই ড্রামাকেও বুঝতে হবে। সত্যযুগের পর ত্রেতা, মানুষ সতোপ্রধান থেকে সতো হয়। খাদ পড়তে থাকে। প্রথমে গোন্ডেন তারপরে সিলভার, কপার -- এখন তোমাদের আত্মার মধ্যে খাদ জমা হয়ে গেছে। আত্মার জ্যোতি নিভে গেছে। সবাই পাথর বুদ্ধির হয়ে গেছে। বাবা এসে আবার পরশ পাথরের তুল্য বুদ্ধির করে তোলেন। তিনি বলেন -- হে আত্মারা, চলতে ফিরতে যে কোনো কাজ করেও বাবাকে স্মরণ করো। আট ঘন্টা তো পাণ্ডব গভর্নমেন্টকে সাহায্য করো। তোমরা এখন আসুরী কুল থেকে ঈশ্বরীয় কুলে এসেছো আবার যদি অসুর কুলে চলে যাও অথবা তাদের স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে না। সমস্ত পরিশ্রম এতেই। না হলে অন্তিম সময়ে অনেক কাঁদতে হবে, অনুতাপ করতে হবে। পাপের বোঝা থেকে যাবে তখন তোমাদের জন্য আদালতও বসবে। তোমাদের সাষ্কাংকার করানো হয় যে তোমরা অমুক জন্মে এই করেছিলে। কাশী কলবটেও সাষ্কাংকার করিয়ে সাজা দেওয়া হতো। এখানেও সাষ্কাংকার করিয়ে ধর্মরাজ বলবে -- দেখো বাবা তোমাদের এই ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা পড়িয়েছিলেন, তোমাদের এতকিছু শিখিয়েছিলেন তবুও তোমরা এই এই পাপ করেছিলে, না কেবল এক জন্মের জন্য, তিনি জন্ম - জন্মান্তরের পাপের সাষ্কাংকার করাবেন। অনেক সময় লাগে। মনে হবে অনেক জন্ম ধরে সাজা ভোগ করছি, তখন অনেক অনুতাপ করবে, কাঁদবে, কিন্তু এতে কি হবে? তাই আমি প্রথম থেকেই বলে দিই। বাবার নাম বদনাম করলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে, তাই বাচ্চারা, তোমাদের নিজের সঙ্করর নিন্দুক হয়ো না। না হলে সাজাও যেমন থাকে তেমনি পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

তোমাদের সৎ বাবা, সৎ টিচার এবং সৎ গুরু একজনই। এখন বাবা বলছেন, এই ব্রহ্মা বাচ্চা আমাকে খুব স্মরণ করে। জ্ঞানও ধারণ করে। ইনি আর মাশ্বা নাম্বার ওয়ান পাস করে লক্ষ্মী - নারায়ণ হবে তারপর এঁদের সাম্রাজ্য তৈরী হবে। যখন সবাই পুরুষার্থ করছে তখন আমরাও মাশ্বা - বাবার সমান পরিশ্রম করে তাদের হৃদয়াসনের মালিক যেন হতে পারি, মাতা - পিতাকে অনুসরণ করে ভবিষ্যতে সিংহাসনের অধিকারী যেন হতে পারি। এই রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান কেউই জানতে পারে না। এরা তো বলেই দেয় -- আমরা তো জানিই না, আমরা নাস্তিক। এই না জানার কারণেই ভারতবাসী অথবা সব বাচ্চারা দুঃখী হয়ে গেছে। তারা জলের জন্য বা জমি - জায়গা নিয়ে লড়াই ঝগড়া করে -- এ কথা বলাও হয় যে এ হলো পূর্ব জন্মের কর্মের ফল। এখন বাবার

থেকে তোমরা এমন কর্ম শেখো যে ২১ জন্ম তোমাদের কর্মের ভোগ করতে হবে না । তিনি তোমাদের একদম কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে দেন । ভগবান উবাচঃ -- হে বাচ্চারা, আমি তোমাদের বাবা অথবা এই সাজনের হয়ে কখনো তাঁকে ছেড়ে দিও না । এই ছেড়ে দেওয়ার সঙ্কল্পও কখনো আসা উচিত নয় । ওখানে কখনো স্ত্রী তার স্বামীকে ছেড়ে দেওয়ার সঙ্কল্পও কখনো করে না । বাচ্চারাও কখনো বাবাকে ছেড়ে দেবে না । আজকাল তো অনেকেই ছেড়ে দেয় । সত্যযুগে কেউ এমন ছেড়ে দেয় না কারণ ওখানে তোমরা এখনকার পুরুষার্থের প্রালম্ব ভোগ করো তাই কোনো দুঃখ বা ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই নেই ।

এ হলো স্মরণের যাত্রা -- পরম পিতা পরমাত্মার কাছে যাওয়ার জন্য রুহানী যাত্রা । নিরাকার বাবা এই মুখের দ্বারা নিরাকার আত্মাদের সাথে কথা বলেন । তাহলে এ তো গোমুখ হলো । ইনি হলেন বড় মা । তোমরা হলে মুখ বংশাবলী । তাঁর থেকে জ্ঞান রত্ন নির্গত হয় । বাকি গরুর মুখ থেকে জল কি করে নির্গত হবে ? বাবা এই মুখের দ্বারা অবিদ্যার জ্ঞান রত্নের দান করেন । এক একটি রত্ন লাখ টাকার সমান । যতটা তোমরা ধারণ করতে পারবে ; মুখ্য কথা হলো মনমনাভব । এই এক রত্নই হলো মুখ্য । বেহদের বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে আমি বেহদের সুখের বর্ষা দেওয়ার জন্য তোমাদের কাছে বাঁধা । যতক্ষণ তোমাদের শরীর আছে, তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে আমি তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী দেবো কেননা তোমরা আঞ্জাকারী এবং বিশ্বাসী হয়ে যাও । যে যত স্মরণে থাকে, সে ততই এই দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে পারে । এই স্মরণেই বিকর্মের বিনাশ হয় । মায়া বাচ্চাদের প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয় তাই বাবা সাবধান করেন । কখনোই বাবাকে ভুলে যেও না । আমি তোমাদের নিতে এসেছি । সত্যযুগ থেকে এই নাটক আবার রিপিট হবে । আমি কিন্তু সত্যযুগের মালিক হবো না । আমি তোমাদের স্বর্গের রাজত্ব দিই । আমি আবার অর্ধেক কল্প বাণপ্রস্থে চলে যাবো । তখন এই অর্ধেক কল্প আমাকে কেউ স্মরণ করবে না । দুঃখে সবাই আমাকে স্মরণ করে । সুখে কেউ করে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) আট ঘন্টা অবশ্যই পাণ্ডব গভর্নমেন্টের সাহায্য করতে হবে । স্মরণে থেকে এই বিশ্বকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে ।

২) কখনোই কোনো উল্টো কাজ করে সঙ্গুর নিন্দা করিও না । মাম্মা - বাবার মতো পুরুষার্থ করে সূর্যবংশী রাজত্ব নিতে হবে ।

বরদান :-- আপন মনে করার অধিকারের অনুভূতির দ্বারা অধীনতাকে সমাপ্ত করে সর্ব অধিকারী ভব

বাবাকে আপন করা অর্থাৎ নিজের অধিকারের অনুভব হওয়া । যেখানে অধিকার থাকে সেখানে না নিজের প্রতি অধীনতা আর না সম্বন্ধ - সম্পর্কে আসার অধীনতা, না প্রকৃতি এবং পরিস্থিতিতে

আসার অধীনতা । যখন এই সব প্রকারের অধীনতা সমাপ্ত হয়ে যায়, তখনই সর্ব অধিকারী হতে পারো । যারাই বাবাকে জেনেছে এবং জেনে নিজের করে নিয়েছে তারাই হলেন মহান এবং অধিকারী ।

স্লোগান :-- নিজের সংস্কার এবং গুণকে সকলের সাথে মিলিয়ে চলা -- এটাই হলো বিশেষ আত্মার বিশেষত্ব ।

"মিষ্টি বাচ্চারা- এই পুরাতন দুনিয়া এবং পুরাতন মঞ্চ থেকে মন উঠিয়ে নাও। তোমাদেরকে বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে, তাই ঘরকে স্মরণ কর"

প্রশ্ন:- নিজের স্থিতিকে ভালো করার জন্য কোন্ বিষয়ে খুব মনোযোগ দিতে হবে?

উত্তর:- ভোজনের বিষয়ে। বুদ্ধিমান বাচ্চারা যোগযুক্ত থেকে নিজের হাতে ভোজন বানাবে এবং খাবে। যদি কেউ বাবাকে স্মরণ করে, ভালোবাসার সাথে ভোজন বানিয়ে খায়, তাহলে তার স্থিতি খুব ভালো হওয়া সম্ভব। বাবার স্মরণে থেকে ভোজন বানালে, বাবাও তার সুবাস নেবেন। সেবাধারী বাচ্চাদেরকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। সকল প্রকার সেবা নিজের হাতে করতে হবে।

গীত:- মুঝকো সাহারা দেনে ওয়ালে... (হে আমাকে সাহারা প্রদানকারী, তোমাকে আমার অন্তর বলছে ধন্যবাদ...)

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারাও জানে যে আমরা আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মা বাবার কাছ থেকে শুনছি। আগে তোমরা সংসঙ্গে গেলে এইরকম ভাবতে না যে আমরা আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে শুনছি। এখানে তো বাচ্চারা বাবার সম্মুখে এবং বাবা বাচ্চাদের সম্মুখে আছেন। বাবাও নিরাকার, এবং আত্মাও নিরাকার। কত ডের ডের বাচ্চা। বাবা ছাড়া তো এইসব আর কেউ বলতে পারবে না। বাবার সামনে যেসব ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা রয়েছে, তাদেরকেই বাবা বোঝাচ্ছেন। তোমরা জানো যে এই সময়ে সবাই পাপ আত্মা। এটা মোটেই পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া নয়। সত্যযুগকে পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া বলা হয়। এখন তোমাদের মত বাচ্চাদেরকে বেহদের বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এখন বাবা বলছেন, এই পুরাতন দুনিয়াতে দেহ সহিত যা কিছু রয়েছে, সেই সবকিছুকে ভুলতে হবে। সেইসবের প্রতি বৈরাগ্য আসা উচিত। এটাই হল বেহদের বৈরাগ্য। তোমাদেরকে জঙ্গলে যেতে হবে না, ঘর-গৃহস্থেই থাকতে হবে। কিন্তু এই পুরাতন দুনিয়াকে অন্তরে স্থান দেওয়া যাবে না। এটা হল কলিযুগের মঞ্চ। এই মঞ্চেই যখন সত্যযুগ ছিল, তখন দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। তারা অভিনয় করত। এখন এই মঞ্চ পুরাতন হয়ে গেছে। সত্যযুগকে পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া বলা হয়। তোমরা এখন এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছ, সেই সবকিছু হল পুরাতন জিনিস। যদি এই ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করতে চাও, তাহলে এই পুরাতন দুনিয়াকে অন্তরে স্থান দিও না। অন্তরে নুতন দুনিয়াকে স্থান দিতে হবে। এখন তো এই পুরাতন শরীর ত্যাগ করে আমাদেরকে ফেরৎ যেতে হবে। খুশি হওয়া উচিত যে বাবা পুনরায় আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। পুনরায় আমাদেরকে স্বর্গে গিয়ে অভিনয় করতে হবে। তাই ঘর-গৃহস্থে থাকলেও মোহ রাখা যাবে না। পুরাতন দুনিয়াকে তো কবরস্থান হতেই হবে। অভিনয় শেষ করার পর নাটকের অভিনেতা তার ঘরের কথা মনে করে। তোমরাও জানো যে আমরা ব্রাহ্মণরা ৮৪ জন্ম ধরে অভিনয় করেছি। তাই ৮৪ চক্র বলা হয়। বর্ণগুলোও স্মরণ করতে হবে। শিববাবা বসে ফুলগুলোকে দেখছেন। এনার আত্মাও দেখেন এবং বাবাকেও স্মরণ করেন - বাবা আমাদেরকে এই জ্ঞান শুনিয়েছেন। তিনিই হলেন বাবা, টিচার এবং সদগুরু। তাঁর হাতে কোনো শাস্ত্র নেই। বাচ্চারাও বলবে - শিববাবা আমাদেরকে সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান শুনিয়েছেন, সেটাই আপনাকে শোনাচ্ছি। তখন সদগুরুর কথাই স্মরণে আসবে এবং সমগ্র জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফিও স্মরণে আসবে। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা

ওখানে অঙ্গহীন অবস্থায় থাকি। বাবা তো সদাই অশরীরী। এখন তিনি আমাদেরকে এই শরীরের দ্বারা আগের কল্পের মত শিক্ষা দিচ্ছেন। আমরা হলাম আত্মা। পুণ্য-আত্মা অথবা পাপ-আত্মা বলা হয়, কিন্তু পাপ বা পুণ্য-পরমাত্মা বলা হয় না। সন্ন্যাসীদেরকে মহান আত্মা বলা হয়। পরমাত্মা যদি সর্বব্যাপী হন, তাহলে তো মহান পরমাত্মাও বলা উচিত। এটা তো কখনোই সম্ভব নয় যে পরমাত্মা বসে বসে যন্ত্র-তপস্যা ইত্যাদি করবেন। ভক্তরা ভগবানকে খোঁজে। নাটকের মধ্যেই এইরকম ভক্তিমাগের দৃশ্য রয়েছে। পুনরায় তোমাদেরকে ২১ জন্ম সুখ ভোগ করার পর ৬৩ জন্মের জন্য ভক্তিমাগের চক্রে আসতে হবে। তোমরা জানো যে আমাদের ভূমিকা সবার থেকে আলাদা। প্রত্যেক অবিনাশী আত্মা-ই অবিনাশী ভূমিকা পেয়েছে। শরীরটার তো মৃত্যু হয়ে যায়। আত্মারাই বলে যে আমি ৮৪ জন্ম ধরে অভিনয় করেছি। এখন আমাদেরকে অভিনয় সমাপ্ত করে এই বস্ত্রটাকে ত্যাগ করতে হবে। এর প্রতি মোহ রাখা যাবে না। আত্মাই সবকিছু করে। আত্মাই পড়াশুনা করে এবং এই অঙ্গের দ্বারা বলে- আমি এতকিছু পড়েছি। আত্মা বেরিয়ে গেলে এই শরীরটাকে লাশ বলা হয়। আত্মা বলে- আমি হলাম অমর। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন আছে যে এই বেহদের নাটকে আমাদের ৮৪ জন্মের পার্ট রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের অনেক অভিনেতা রয়েছে। ভারতের অনেক মহিমা। খ্রিস্টানরাও ভারতকে সম্মান করে। তারা মানে যে ভারতই হল প্রাচীন। সেইসময় কোনো খ্রিস্টান ছিলনা। কিন্তু ওরা কেবল মুখেই বলে যে ভারত হল সর্বপ্রাচীন, আসলে তো কিছুই জানে না। ওখানে তো দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল, যাদেরকে ভগবান-ভগবতী বলা হয়। গড কৃষ্ণ বলা হয় না, লর্ড কৃষ্ণ বলা হয়। কৃষ্ণ অথবা দেবতাদের পুরাতন চিত্রের চাহিদা রয়েছে। কারণ দেবী-দেবতারাই হল সবার থেকে বড়। ভারতের অনেক মহিমা। গীতাতে যদি নাম পরিবর্তন করা না হত তাহলে সবাই জানত যে এই ভারত ভূমিই হল আমাদের অর্থাৎ সকল মনুষ্য আত্মার পিতার জন্মস্থান। শিবের মন্দির যেখানে সেখানে রয়েছে। পতিত-পাবন বাবা পতিত দুনিয়াতে এসেই সবাইকে পবিত্র বানান - তাই তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। মহিমা করে বলা হয়- শিবায় নমঃ, তুমি হলে মাতা-পিতা, আমরা তোমার বালক... তুমি হলে জ্ঞানের সাগর, তোমার মতি-গতি সম্পূর্ণ আলাদা, তোমার মহিমা অপারামঅপার। কিন্তু তাঁকেই ভুলে যায়। তাই ভারতের মহিমাও চাপা পড়ে গেছে। বাচ্চারা এখন বিদেশে গেলে তাদেরকে বোঝাতে হবে- যিনি সকল আত্মাদের পিতা, তিনি আসলে নিরাকার। তোমরা গড ফাদারকে স্মরণ কর, কিন্তু তিনি কখন আসেন সেটাই তো জান না। ইউরোপবাসী যাদবরাও জানে যে আমরা যেসব মুসল (মিসাইল) বানিয়েছি সেগুলো দিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের বংশের-ই বিনাশ হবে। মহাভারতের লড়াই সুপ্রসিদ্ধ। মৃত্যু অতি নিকটে। ভারত যেহেতু অতি প্রাচীন, তাই অনেকেই এর সহযোগী হয়েছে। তারা মনে করে ভারত খুব ধনবান ছিল। এত সম্পত্তি ছিল যে পরবর্তী কালে মুসলমানেরা হীরে-মানিক ইত্যাদি নিয়ে গেছে এবং সেগুলো দিয়ে তাদের সমাধিকে অলঙ্কৃত করেছে। বাচ্চারা জানে যে ভারতে বরাবর দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। এখন আমরা পুনরায় সেই রাজত্ব নিষিদ্ধ। যোগবল ব্যতীত কেউই বিশ্বের মালিক হতে পারে না। খ্রিস্টানরা তো আসলে একটাই ধর্মের, কিন্তু নিজেদের মধ্যে লড়াই করে নিজের কুলকেই বিনষ্ট করছে। যাদববংশীরা মুসলের (মিসাইল) দ্বারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। তারা জানে এটাও যে বোমের দ্বারা সমগ্র দুনিয়াটাই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আমরা আর রাজত্ব করতে পারব না। তোমরা জান, দুটো হনুমান লড়াই করবে, আর মাঝখান থেকে মাখন পাব আমরা। তোমরা এখন পুরুষার্থ করছ। তোমাদের মত বাচ্চাদের এখন এই পুরাতন দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আসা উচিত। কারণ তোমরা জানো যে এই সবকিছু এখন বিনষ্ট হবে। কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। করবস্থানকে স্মরণ করে আর কি হবে? কবরস্থানের বিনাশ হয়ে পরীস্থান হবে। সত্যযুগে এই ভারতেই হীরে-

মানিকের খনি ছিল। এখন তো সেইসব কিছুই নেই। বাচ্চারা সাফাংকার করেছে যে কিভাবে বিমানে করে সোনা ইত্যাদি নিয়ে আসত। গোটা সৃষ্টিটাই নুতন হয়ে যাবে। ওখানে কত ভাল ভাল ফুল ফল হবে। ওখানে সবকিছুই ভালো মানের হবে। নোংরা করার মত কিংবা দুঃখদায়ী কোনো কিছু সেখানে থাকবে না। তাই তাকে স্বর্গ বলা হয়। সুতরাং একজন প্রেমিক সকল প্রেমিকাকে নিয়ে যেতে এসেছেন। শরীর তো সকলেরই বিনাশ হয়ে যাবে। এইসব হোলি ইত্যাদি আসলে এখানকার উৎসব। কিন্তু তার যথায়থ মহত্ব কেউই জানে না। রাখিবন্ধন উৎসব এবং রাবণ পোড়ানোর উৎসবও পালিত হয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে সমগ্র দুনিয়াটাই এখন রাবণের ঘর। সবাই শোক বাটীকায় আছে। সবাই কত দুঃখী। তাই এইসবের প্রতি মমত্ব রাখা যাবে না। এখন আমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছি। তাই ঘরকেই স্মরণ করতে হবে। সত্যযুগে যখন শরীরটার বয়স হয়ে যাবে, তখন ভাববে যে এবার এই পুরাতন শরীরটা ছেড়ে নুতন শরীর নেব। তোমরা এখন বুঝেছ যে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তাই এই দেহ-অভিমান ত্যাগ করতে হবে। দুনিয়ার মানুষ এইসব কথা জানে না। ওরা তো বলে- আত্মাই হল পরমাত্মা, পরমাত্মা-ই হলেন আত্মা। বাবা বোঝাচ্ছেন, এইগুলো হল মিথ্যা। যদি ভক্তই ভগবান হবে, তাহলে ভগবানকে স্মরণ করে কেন? পতিত-পাবন রূপে কেবল নিরাকার বাবার গায়ন করা হয়। তিনি বলেন, আমাকে এই পতিত দুনিয়াতেই আসতে হয়। তারপর এই দুনিয়াকে এবং তোমাদেরকে অর্থাৎ সকল বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানাই। সমগ্র দুনিয়াকে পবিত্র বানিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। ওখানে পরমধামে তো সব আত্মারা পবিত্রই থাকে। তারপর এখানে সতো, রজো এবং তমো অবস্থার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে অস্তিমে পতিত হয়ে গেছে। এটা হল সবার অন্তিম জন্ম। লক্ষ্মী-নারায়ণও এখন অন্তিম জন্মে আছে। কেবল বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন। এই সৃষ্টিচক্রকে বুঝতে পারা খুবই সহজ। মাতারাও এই গোলার চিত্রের দ্বারা ভালোভাবে বোঝাতে পারবে। এরজন্য কেবল বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। ছবির সাহায্যে বোঝানো খুবই সহজ। বাবা ছাড়া আর কেউ এই নলেজ বোঝাতে পারবে না। অন্য কারোর কাছে এইসব ছবি নেই। এইসব ছবির খুব কদর হবে। বাবা বলেন, যারা খুব শিক্ষিত তাদেরকে এইসব ঝাড়, ত্রিমূর্তির ছবি পাঠাও। বিদেশেও পাঠাও। এইগুলো দিয়ে ফার্স্টক্লাস সার্ভিস হওয়া সম্ভব। কারোর কাছে ব্যক্তিগতভাবে গিয়েও বোঝাতে পার। এটাও তো নলেজ, তাই না? কলেজেও এটা শেখানো উচিত। তাহলে তারা বেহদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফির জ্ঞান পাবে। যে ব্রাহ্মণ কুলের হবে, তার বুদ্ধিতে তীর লেগে যাবে। বাবা বিভিন্ন ধরনের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। বাচ্চাদের মধ্যে যদি জোশ আসে তাহলে ঠান্ডা সোডা ওয়াটারের মত হয়ে যায়। বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে এইসব চিত্র দাও। চিত্র পাঠালে তবেই তো কারোর তীর লাগবে, তাই না? বিদেশের বড় বড় ব্যক্তিদেরকে ফ্রিতে দাও। বেহদের বাবা বলছেন, তোমরা ফ্রিতেও দিতে পার। কিন্তু তাই বলে এমন নয় যে ট্রামে-বাসে যাকে পাবে তাকেই দিয়ে দেবে। সে যোগ্য কিনা সেটাও তো দেখতে হবে। এইগুলোর মধ্যে খুব ভালো জ্ঞান রয়েছে। বড় বড় দোকানেও দিতে পার। অনেক পরিশ্রম করতে হবে। সার্ভিসেবল বাচ্চাদের সেবা করতে হবে। প্রত্যেকের নিজ নিজ সেবা রয়েছে। মাতাদেরকেও ঘরের মধ্যে সেবা করতে হবে। ছবির সাহায্যে ভালোবেসে বোঝাও। ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ছবি দেখিয়ে বোঝানো হয়। কেউ ৪ মাসের বাচ্চা, কেউ ৬ মাসের বাচ্চা, কেউ আবার ২ মাসের। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে কিভাবে ৮৪ জন্ম নেওয়া হয়। এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি, এরপর দেবতা হব, তারপর ঋত্রিয় হব। এইভাবে নিজের সাথে কথা বলতে হবে। তোমরা পারলৌকিক পিতার সাথে কথা বল। এটাই হল বিচার সাগর মন্থন করা। যত সার্ভিস করবে, তত পুরস্কার পাবে। তোমরা এখন গডলি সার্ভিসে রত। বাবা বলেন - ঘর-গৃহস্থও সামলাও, কিন্তু ৮ ঘন্টা এই সেবাও কর। তোমরা বেহদের খাজনা পাও। সারাদিন বুদ্ধিতে এই স্ব-

দর্শন চক্র ঘোরানো উচিত। ৮৪ জন্মের চক্র স্মরণে আসা উচিত। এইটা কেন ভুলে যাও? যত স্মরণ করবে, ততই বাবার গলার হার হবে। তারপর বিষ্ণুর গলার হার হবে। প্রতি মুহূর্তে বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়। এখানে ধারণা ভালো হবে কারণ কোনো আত্মীয়-বন্ধুরা নেই। তাকেই সার্ভিসেবল বলা যাবে যে সারাদিন সেবারত থাকে, বাবার মুরলি শোনে, রিপোর্ট করে, তারপর নোট করে। টিচাররা মনে করে যে আমাদের স্কুল থেকে যদি অনেকজন পাস করে বেরোয় তাহলে গভর্নমেন্ট হয়তো পুরস্কার দেবে। তোমাদেরকেও এইরকম ভাবতে হবে যে আমিও ভালো ভালো বাচ্চাদের অনেক বড় গ্রুপ তৈরি করে বাবার কাছে নিয়ে যাব। তাহলেই বুদ্ধিমান বলা হবে। কেউ যদি পরিশ্রম না করে তাহলে রিপোর্ট আসে। আরাম প্রিয়তা খুবই ক্ষতিকর। টিচারদেরকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে যাতে তারা ১০টা সেন্টার সামলাতে পারে, এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারে। ৫-৬ ঘন্টা ঘুম যথেষ্ট। বাকি সময়ে পরিশ্রম করতে হবে। যারা খুব বুদ্ধিমান বাচ্চা, তারা ভোজনও নিজের হাতে বানানোর চেষ্টা করবে। বাবাকে স্মরণ করে ভালোবাসার সহিত ভোজন বানিয়ে খেলে তার স্থিতি খুব ভালো থাকবে। বাবাও চান যে নিজের হাতে ভোজন বানাও। বাবাকে স্মরণ করে বানাতে বাবাও তার সুবাস নেবেন। বাবার স্মৃতির দ্বারা খুব ভালো উন্নতি হবে। স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে থাক। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা, বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং।  
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) নিজের সাথে অথবা পারলৌকিক পিতার সাথে কথা বলে এবং বিচার সাগর মন্থন করে বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখতে হবে।

২) এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি। এটা হল শোক বাটীকা। এর ওপর মমত্ব রাখা যাবে না। নুতন দুনিয়াকে অন্তরে স্থান দিতে হবে।

বরদান:- অনেক রকমের আগুন থেকে নিজেকে এবং সবাইকে বাঁচাতে সক্ষম সত্যিকারের দয়ালু হও।

বর্তমানে মানুষ অনেক রকমের আগুনে জ্বলছে। অনেক রকমের দুঃখ, চিন্তা, সমস্যা ইত্যাদি যেসব বিভিন্ন ধরনের আঘাত দ্বারা আত্মারা আজ আহত, সেইগুলো আগুনের মত জীবিত অবস্থায় জ্বলতে থাকার অনুভব করায়। কিন্তু তোমরা এইরকম জীবন থেকে বেরিয়ে কত শ্রেষ্ঠ জীবনে এসেছ, তোমরা এখন শীতল সাগরের তীরে বসে আছ। অতীন্দ্রিয় সুখ এবং শান্তির প্রাপ্তিতে লীন হয়ে আছ। তাই দয়ালু হয়ে অন্য আত্মাদেরকেও অনেক রকমের আগুন থেকে রক্ষা কর। গলিতে গলিতে গুণান-স্থান বানিয়ে সবাইকে তাদের ঠিকানা দর্শাও।

স্লোগান:- যার কেবল বাবার সাথে সত্যিকারের ভালোবাসা আছে, সে সহজেই অশরীরী হতে পারে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতিজ্ঞা কর যে, আমরা পাস উইথ অনার হয়ে দেখাব। কোনও অবস্থাতেই মাতা - পিতার প্রতি সংশয় বুদ্ধি রাখব না"

প্রশ্ন :-- মায়ার বক্সিং থেকে তোমাদের কোন বিষয়ে খুব সতর্ক হতে হবে ?

উত্তর :-- বক্সিং( মায়ার সাথে লড়াই ) করতে করতে কখনও যেন মাতা-পিতার প্রতি সংশয় ( অনিশ্চয়তা ) দেখা না দেয়, এ ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হবে । অশুদ্ধ অহংকার বা অশুদ্ধ লোভ, মোহ যদি জন্ম নেয় ; তবে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । তোমাদের বেহদ বাবার কাছ থেকে বর্সা নেবার শুদ্ধ লোভ আর এক বাবার প্রতিই সব মোহ রাখতে হবে । বেঁচে থেকেও মরে যেতে হবে ( দুনিয়া থেকে আসক্তিহীন )। আমি শুধুমাত্র বাবার আর বাবার কাছ থেকেই বর্সা নেব । যাই কিছু ঘটুক না কেন, নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা কর। মাতালে ( প্রকৃত সন্তান ) হলে বেহদের প্রাপ্তি হবে, আর সংশয় বুদ্ধি হলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে ।

গীত :-- তোমাকে ডাকার জন্য হৃদয় ব্যাকুল ....

ওম্ শান্তি । ওম্ শব্দের অর্থ তো একদম সহজ । আমি আত্মা, অন্তর্মুখী। আত্মা অমর অবিনাশী, একথা কে এসে বোঝান ? বেহদের বাবা । বাচ্চারা সংখ্যায় অনেক, কিন্তু কোটি সংখ্যক বাচ্চার মধ্যে অল্প কিছু ; তার মধ্যেও আবার সামান্য কয়েকজন বুঝবে । বাচ্চারা জানে, বেহদের বাবা বেহদ সুখের বর্সা দেওয়ার জন্য আমাদের উপযুক্ত করে তুলছেন । আমরাই পূজ্য দেবী-দেবতারার বিশ্বের মালিক ছিলাম । ভারত ছিল সোনার পাখি, সেই সময় ভারত ছিল ধার্মিক, পুণ্যবান, ন্যায়পরায়ণ এবং একশ' ভাগ সমৃদ্ধশালী । বাবাই এসব বুঝিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা কতো উপযুক্ত ছিলাম, বিশ্বের মালিক ছিলাম । এখন বাবা আবার সারা বিশ্বে রাজত্ব করার জন্য অধিকারী করে তুলছেন । মায়া এসে এতোই কাণ্ডাল বানিয়ে দিয়েছে যে, কাণাকড়িও মূল্য নেই । অধার্মিক কার্যই করিয়েছে । একমাত্র বাবাই এসে ধার্মিক বিষয়ে শিক্ষা দেন, যা চিরন্তন সত্য । যাঁর উদ্দেশ্যে তোমরা গীতও গেয়েছ -- তুমিই মাতা-পিতা .....

ওঁর সম্মুখেই তোমরা বসে আছ আর বেহদের বর্সা নেবার জন্য পুরুষার্থ করছ । তোমরা জান আমরা বাবার হয়ে গেছি , বাবাও বলেন, তোমরা আমার সন্তান । এই সময় কেউ পিতার পরিচয় জানেনা । কখনও বলে নাম রূপ-হীন, আবার কখনও নাম রূপ দিয়ে বলে দেয়, সবকিছুর মধ্যে পরমাত্মা আছেন । অনেক ধর্ম, অনেক মত হওয়ার কারণে বাবা বলেছেন -- এই সব দেহের ধর্ম ভানকে ত্যাগ কর । ভিন্ন ধর্মের আত্মাদের মধ্যে কেউ বলে আমি খ্রিস্টান, কেউ বলে আমি মুসলমান ; দেহের এই ধর্মকে ভুলতে হবে । এখন বাবা বলেন -- প্রিয় বাচ্চারা, যখন থেকে মাঝ্মা - বাবা বলা হয়, তখন তো মাঝ্মা - বাবাকে কেউ ভুলে যেতে পারে না । এখানে এটাই আশ্চর্যজনক যে, বাচ্চারা এরকম মা-বাবা যাঁদের কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য বর্সা পাচ্ছে তাঁকেই ভুলে যাচ্ছে । জন্মের পর জন্ম ধরেতো তোমরা তোমাদের লৌকিক মা - বাবাকে মনে রেখেছ । এখন তোমাদের অন্তিম জন্ম । তোমরা নিশ্চিত থাক যে, বাবাই কল্পে -কল্পে এসে আমাদের দেবতা বানান, তারপরও এমন বাবাকে কি করে ভুলে যাও? বাচ্চারা বলে, ড্রামানুসারে কল্প প্রথমেও ভুলে গিয়েছিলাম । বাবাকে পেয়ে, বাবার সন্তান হয়েও তাঁকে ভুলে গিয়ে পরিত্যাগ করি । চমকপ্রদ ভাবে

ঈশ্বরে সমর্পিত হয়, তাঁর জ্ঞান শোনে, অন্যদেরও শোনায় .... তারপরই অহো মম্ মায়া হয়ে ভাগন্তি হয়ে । মায়া লৌকিক বাবার কাছ থেকে আলাদা হতে দেয়না । কিছু কিছু বাচ্চা আছে যারা বাবাকে ছেড়েই চলে যায় । পারলৌকিক বাবা তোমাদের স্বর্গের উপযুক্ত করে কত মূল্যবান বর্সা উপহার দেন । ওরা হলো হদের মা -বাবা আর ইনি হলেন বেহদের মাত-পিতা যিনি তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী দিচ্ছেন। নিশ্চিত হয়েও এরকম পিতাকে কেন ত্যাগ করে চলে যাও? ভালো ভালো বাচ্চারা ৫ - ১০ বছর ধরে বাবার জ্ঞান ধারণ করে সুন্দর পার্ট বাজায়, তারপর মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে যায় । এ হলো যুদ্ধের ময়দান । বাবাকে স্মরণ করা কখনওই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কম স্মরণের জন্য অনেক বড়ো ক্ষতি হয়ে যায়। অনেক বাচ্চাকে মায়া জিতে নিয়েছে, একদম কাঁচা খেয়ে ফেলেছে । অজগর সাপের মতো মুখে পুরে গিলে নিয়েছে । তোমরা মহারথী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও আর মায়া এসে পতনের রাস্তায় ফেলে শেষ করে দেয় । ভালো ভালো প্রথম নম্বরে যাওয়ার মতো উপযুক্ত বাচ্চা, যার ডায়রেকশনে মাত-পিতাও পার্ট বাজাত, এখন তারা নেই । কি হয়েছিল তাদের ? কোনও কথায় বা ঘটনায় তাদের সংশয় দেখা দিয়েছিল । বাবা বুম্বিয়ে বলেন, বাবার প্রতি নিশ্চয় বুদ্ধি যার থাকবে বিজয়ী সে হবেই, আর সংশয় বুদ্ধি বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে । এইভাবে কত অধম গতি প্রাপ্ত হবে । তোমরা এখানে আসো বাবার কাছ থেকে পুরো বর্সা নিয়ে প্রিন্স - প্রিন্সেস হওয়ার জন্য । যদি আশ্চর্যবৎ পলায়ন কর তবে কি পদ পাবে ? প্রজার মধ্যে গিয়েও পদ কম হয়ে যাবে । সাজাও খেতে হবে অনেক । যেমন ঐ গভর্নমেন্টে চিফ জজ ইত্যাদিরা থাকেন সাজা ঘোষণা করার জন্য, এখানে তো একজনই বাবা । বাবা বলেন, আমি আসি তোমাদের পতিত থেকে পাবন বানাতে, যদি সম্পূর্ণ পবিত্র না হও তবে পতিত থেকেও পতিততর হতে হবে । সর্বশক্তিমান বাবাকে ডিস-রিগার্ড করলে ধর্মরাজের সাজাও কঠিন থেকে কঠিনতম হবে । এটাই বোঝার ব্যাপার তাইনা ! তুমি মাত-পিতা বলার পর তাঁরই শ্রীমতে চলা উচিত । শ্রী শ্রী মত ( শ্রেষ্ঠ মত ) এ চলাকালীন যুগযুক্ত হয়ে থাকা উচিত অর্থাৎ কর্ম করতে করতে বুদ্ধিযোগ ঈশ্বরের সাথে থাকবে । তোমরাই শ্রেষ্ঠ ছিলে, শ্রেষ্ঠ সূর্যবংশীয় ,চন্দ্রবংশীয় মহারাজা, মহারানী পদ প্রাপ্ত করবে ২১ জন্মের জন্য । শ্রেষ্ঠ হবার জন্য শ্রী শ্রী মত চাই । শ্রী শ্রী শুধুমাত্র একজনকেই বলা হয় । দেবতাদের শুধু শ্রী বলা হয় । এই সময়তো সবাই আসুরি সম্প্রদায়ের অর্থাৎ ৫ বিকার রূপী আসুরি মতানুসারে চলছে । এখন তোমরা বাচ্চারা পেয়েছ শ্রী শ্রীর মত, যে মতানুসারে চলে তোমরা শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ টাইটেল প্রাপ্য কর । তোমরা রাজ্য -ভাগ্য অধিগ্রহণ কর । সত্য - ত্রেতা যুগে পবিত্রতার তাজ (লাইট) আর রত্ন জড়িত তাজ (সম্পদের) থাকে । সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশীদের তাজ মস্তকে শোভা পায়। মহারাজা - মহারানীদেরও তাজ দেখানো হয় । প্রজারা তাজবিহীন তাই দেখানো হয়না । দ্বাপর থেকে যখন তাজধারীরা ধীরে ধীরে পতিত হবে, তখন আর লাইটের তাজ থাকবে না । পতিত রাজা -রানীরা পবিত্র রাজা-রানীদের পূজা করে । এখন তো দুটোর একটা তাজও নেই, তাজবিহীন হয়ে পড়েছে । এখন প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব, যাকে পঞ্চায়েতি রাজ্ বলা হয় । তোমরা হলে পান্ডব, তোমাদের ও কোনও তাজ নেই । তোমরা কত বুদ্ধিমান, মূলবতন, সূক্ষ্ম বেতন, স্থূলবতন তথা সৃষ্টির আদি - মধ্য - অন্ত সব তোমাদের নলেজে আছে । তোমরা জান আমরা পুনরায় ডবল তাজধারী হতে যাচ্ছি । হেল্থ - ওয়েল্থ দুই-ই প্রাপ্তি করছি । বেহদের বাবা এসে আমাদের পড়াচ্ছেন, সুতরাং তোমরা হলে পান্ডব গভর্নমেন্টের স্টুডেন্টস ।

ভগবানুবাচ -- আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই । গীতায় শুধু নাম বদল করা হয়েছে সঙ্গমে আল্লার সাথে পরমাআল্লার মিলন সংঘটিত হয়েছে, তা না জানার কারণেই ঐ বিভ্রান্তি । এখন তোমাদের বেহদ বাবার কাছ থেকে বর্সা প্রাপ্তি হচ্ছে । সত্যযুগ - ত্রেতায় তোমরা প্রালব্ধ সুখ ভোগ

কর । তারপর তোমাদের স্মৃতি স্মারক দ্বাপর থেকে তৈরি হতে শুরু করে । এখানে যার মৃত্যু হয় তার স্মৃতি ফলক এই মৃত্যুলোকেই তৈরি হয় । যেমন নেহেরুর মৃত্যুর পরে তাঁর স্মৃতি ফলক এখানেই তৈরি হয়েছে । তোমাদের স্মৃতি স্মারক অমরলোকে থাকবে না। তোমাদের স্মৃতি স্মারক দ্বাপরেই তৈরি হয় যা তোমরা দেখতে পাও । জগত অশ্বা আদি দেব -দেবী কারা ছিল তা কেউ জানেনা । জানাতো উচিত তাইনা ! ড্রামার আদি -মধ্য - অন্তের সব কিছুই মানুষের জানা উচিত তাইনা ! লক্ষ্মী - নারায়ণ কে ছিলেন তাও অজানা । বাবা হলেন নলেজফুল । আমরা ওঁনার বাচ্চারা নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী মাস্টার নলেজফুল হয়েছি । বাবা পবিত্রতার সাগর, আমরাও পবিত্রতা ধারণ করছি । আত্মা যারা অপবিত্র হয়ে গেছে তারা পবিত্র হয়ে ওঠে । গঙ্গা স্নানে কেউ পবিত্র হতে পারেনা । পতিত পাবন এক বাবাকেই বলা হয় । তোমরা ওঁনার সম্মুখে বসে আছ । একবার যখন বাবার প্রতি নিশ্চয় বুদ্ধি হয়েছে, তা থাকবেই । বাবাকে খোড়াই বাচ্চারা ভুলে যেতে পারে ? মৃত্যুর পরেও তার আত্মাকে ডেকে আনে ,তারপর সেই আত্মা এসে কথা বলে । ড্রামানুসারে পার্ট থাকলে সেই আত্মা এসে বার্তালাপ করে । ড্রামায় যা পাস্ট হয়ে গেছে তা ফিক্সড । ড্রামাকে সঠিকভাবে জানা উচিত। এমনটা নয় যে ভাগ্যে থাকলে পুরুষার্থ করব । তৃষ্ণা নিয়ে বসে থাকব আর জল নিজে থেকে এসে মুখে গড়িয়ে পড়বে তা কি হয় ? হয়না । প্রতিটি পদক্ষেপে পুরুষার্থই হলো প্রধান । ভাগ্যে থাকলে হবে এমন মনে করলে, করে উঠতে পারবে না । চুপ করে বসে যাওয়া মানে মরে যাওয়া ( অধোগতি প্রাপ্ত হওয়া )। সন্ন্যাসীদের কর্ম পরিত্যাগের সন্ন্যাস কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় থাকলে কর্ম থেকে সন্ন্যাস নিতে পারবে না । কর্মেন্দ্রিয় ছাড়া উঠবে বসবে কি করে ? আত্মাই শরীরকে চালনা করে, আত্মার মধ্যেই থাকে সংস্কার । রাতে আত্মা অশরীরী হয়ে যায় । আত্মা বলে, কর্ম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি আর তাই রাতে বিশ্রামরত অবস্থায় অশরীরী হয়ে যাই । আত্মাই খাদ্য পানীয় গ্রহণ করে, অরগ্যান্স দ্বারা বলে - আমি ব্যারিস্টার, আমি অমুক । আত্মাই বাবাকে স্মরণ করে বলে - ও গডফাদার দয়া কর । উনি নলেজফুল, ব্লিসফুল, উনি সর্বোত্তম । এখানে তো তোমাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান । ব্রহ্মান্ড, সৃষ্টিবতন কি ? ড্রামা কিভাবে রিপটি হয় ? আত্মা কোথায় যায় ? কিভাবে পূর্ণজন্ম হয় ? কতবার জন্ম হয় ? এসব কেউ জানেনা । তোমরা বাচ্চারা পুরুষার্থ অনুযায়ী জানতে পারছ । অন্যদেরও এই জ্ঞানরূপী চিতায় বসিয়ে বৈকুণ্ঠের পথ বলে দিতে হবে । আরতো কেউ এই গুহ্য রহস্য জানেনা । বাবা বসে বোঝান, বাচ্চারা বাবার হাত ছেড়েনা । বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । বাবার বাচ্চাদের স্মরণ করার প্রয়োজন পড়েনা । উনিতো জানেন সবাই আমার সন্তান, সবাই আমাকে স্মরণ করে । নির্বাণধামে আমার সাথেই বাচ্চারা থাকে, তাই ভুল করেও বাবাকে ভুলে যেওনা । কোনওরকম সংশয় যেন না আসে । এখনতো বাবা আদেশ করছেন -- মামেকম আর বর্সাকে স্মরণ কর। কোনওরকম ঠোকারুঁকি, কথা কাটাকাটিতেও বাবাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বাবাকে ভুলে গেলে তোমাদের তরী ডুবে যাবে, অর্থাৎ সর্ব কার্য কঠিন হয়ে পড়বে । শত্রুও তোমাদের অনেক কারণ তোমরা নিজেরাই বল এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা বিনাশ স্ফোয়ীলা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে । তোমরা স্বচ্ছতার সাহায্যেই বোঝাও যে , এই লড়াইয়ের পরই মুক্তি -জীবনমুক্তির গেট খুলেছিল । অনেক আত্মারা মুক্তিধামে যায় তারপর ফিরে আসে জীবনমুক্তিতে । প্রথমে দেবী -দেবতা ধর্মের আত্মারা আসে ,বাকি সবাই পরে পরে নিজ নিজ ধর্মের স্থাপনা করে। বাবা বলেন, আমি ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপনা করি আর সাথে সাথে ব্রাহ্মণদের দেবী-দেবতা করে তুলি । শূদ্র যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্রাহ্মণ হচ্ছে ঠাকুর দাদার কাছ থেকে বর্সা কি করে পাবে ? বর্ণতে অবশ্যই আসতে হবে । দেখেই বোঝা যাবে এই আত্মা দেবী -দেবতা কুলের । যারা দৈবী কুলের হবে তাদেরই স্যাপলিং( কলম) তৈরি হবে । তাই বাবা বোঝান এরকম মিষ্টি

বাবা দাদাকে কখনও ভুলে যেওনা । যাঁর উদ্দেশ্যে বল -- তুমি মাত - পিতা...তোমার শিক্ষা গ্রহণ করে ২১ জন্মের জন্য বেহদের সুখ প্রাপ্ত করব । পুরুষার্থ করে উঁচু পদ প্রাপ্তি করতে হবে । সুপুত্র যারা হবে -- প্রতিজ্ঞা করবে যে , বাবা আমরা পাস উইথ অনার হয়ে দেখাব । সূর্যবংশীয় রাজ্য ভাগ্য অবশ্যই প্রাপ্তি করব । বাবা বলেন, তোমাদের খুব সতর্ক হওয়া উচিত। মায়াও কিছু কম নয় ।

প্রত্যেকে এমন পুরুষার্থ কর যাতে স্বর্গে গিয়ে সূর্যবংশী পদ লাভ করতে পার । এখন পুরুষার্থ করলে কল্প কল্প ধরে এই পুরুষার্থ তোমাদের চলবে । তাই বাবা বলেন, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা -- সামলে চলে। কখনও সংশয় বুদ্ধি যেন না আসে । লৌকিক সম্বন্ধেও বাচ্চারা কখনও মা -বাবার প্রতি সংশয় প্রকাশ করতে পারেনা । তা অসম্ভব । এখানেও বুদ্ধিতে বাবা শুধু এটাই স্মরণ রাখা উচিত । ইনি হলেন বেহদের সুখ প্রদানকারী বাবা, তবুও মায়া এসে তোমরা বাচ্চাদের বন্ধি-এ হারিয়ে দেয় । বাবা বলেন, কখনও অশুদ্ধ অহংকার বা অশুদ্ধ লোভ করা উচিত নয় । বাস্তবে তোমরা হলে অত্যন্ত লোভী, কিন্তু শুদ্ধ লোভ এটাই যে, বেহদ বাবার কাছ থেকে স্বর্গের বর্সা নেব । স্বর্গের প্রতি মোহ হল শুদ্ধ লোভ । এক বাবার প্রতি সম্পূর্ণ মোহ রাখা । বেঁচে থেকেও মৃত হয়ে থাক ।

ব্যাস , আমি একমাত্র বাবার, বাবাই আমার সব । বাবার কাছ থেকেই বর্সা নেব । যাই কিছু ঘটুক না কেন, নিজের কাছে স্বয়ং প্রতিজ্ঞা কর, যদি আর কিছু প্রাপ্তি নাও হয় তবুও সংশয় আসা উচিত নয় । যদি কোনও কথায় সংশয় আসে বাবার প্রতি যেন না আসে । তোমরা তো বাবার তাইনা ! বাবার প্রতি সংশয় আসা উচিত নয় । মাতলে তাকেই বলে যে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র। পতিতকে বৈমাত্র্যে (সৌতেলা) বলা হয় । জ্ঞান ধারণায় চলতে চলতে আরও অনেক কিছু জানতে পারবে । যদি এই সময় শরীর ত্যাগ কর তাহলে কি পদ পাবে ? আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা বাপ দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ড্রামাকে ভালভাবে বুঝে চলতে হবে । পুরুষার্থ করে প্রালব্ধ সঞ্চয় করতে হবে । ড্রামা বলে বসে থাকা উচিত নয় ।

২) কখনও বাবাকে ডিস-রিগার্ড করা উচিত নয় । প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁর শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে । বাবার প্রতি যেন কখনও সংশয় না আসে ।

বরদান :- ট্রাস্টি হয়ে লৌকিক দায়িত্ব পালনে অক্লান্ত ডবল লাইট ভব

লৌকিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে সেবার দায়িত্ব পালনকারী ডবল লাইট প্রাপ্তি করে । ডবল দায়িত্ব পালনকারী অর্থাৎ ডবল প্রাপ্তি, কিন্তু ডবল দায়িত্ব পালনকারী হয়েও, হাঙ্কা থাকার জন্য নিজেকে ট্রাস্টি মনে করে, দায়িত্বভার সামলালে ক্লান্তি অনুভব হবেনা । নিজের গৃহস্থ , নিজের প্রবৃত্তি অর্থাৎ আমিত্ব ভাব থাকলেই সব কিছু বোঝা মনে হয়। কিছুই নিজের নয় সবই বাবার, আমি শুধুমাত্র দেখাশোনা করছি, কিছুই নিজের নয় যদি তবে বোঝা কিসের ।

স্লোগান:- সবসময় জ্ঞান সূর্যের সামনে থাকলে ভাগ্যরূপী ছায়াও তোমার সাথে থাকবে অর্থাৎ জ্ঞান সূর্যের সাথে থাকা মানেই নিজের ভাগ্যোদয়ের সূচনা ।

২৪-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইস: ২৪-০৪-৬৫ মধুবন

## "জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র (wisdom) হল জীবনে সুখ আর শান্তির আধার"

গীতঃ - মানুষ আজ অন্ধকারে আছে . . .

ওম্ শান্তি । গীতে তোমরা শুনেছ, আমরা মানুষ সকল অন্ধকারে আছি । কিন্তু আজ দুনিয়া তো মনে করে যে আমরা অনেক আলোর মধ্যে আছি, কতো আলোকিত হয়েছে ! আমরা চাঁদে পর্যন্ত যেতে পারি, আমরা আকাশে এবং নক্ষত্র মাঝে ভ্রমণ করতে পারি । মানুষ আজ কি না করতে পারে ! এই সমস্ত জিনিস দেখে মানুষ ভাবে অনেক আলো এসে গেছে । অথচ গীতে বলে, আমরা অন্ধকারে আছি । তাহলে কোন্ ব্যাপারে সেই অন্ধকার ? যখন এত গবেষণা করছে, চন্দ্র - তারা পর্যন্ত যাওয়ার সাহস করছে ! এতকিছু হওয়া সত্ত্বেও যে জিনিস তোমাদের লাইফে প্রয়োজন, যে লাইফ সুখ আর শান্তিতে সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন তা তাদের কাছে নেই । মানুষ এই দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতিসাধন করেনি । লাইফে সুখ শান্তির বদলে আরও দুঃখ অশান্তি বেড়েই যাচ্ছে । সুতরাং এর থেকে প্রমাণ হয়, মানুষের যা প্রয়োজন সেটাই কম হয়ে যাচ্ছে । এই উপলব্ধির অভাবই অন্ধকার । এখন দেখ, ঘরে বসেই অন্য জায়গার সব জিনিস দেখতে পাচ্ছে, অন্য স্থানে লোকের সাথে কথা বলতে পারছে, তাদের কাছে টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদির মতো সব জিনিস আছে, কিন্তু আমরা যেটাকে মনের সুখ শান্তি বলি, সেই জিনিস এখনো তাদের কাছে নেই, তাই না ! অন্ধকার এই অনুভূতির আর এই কারণেই বলা হয় মানুষ আজ অন্ধকারে । আজ মানুষ অসুখবিসুখ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য কতো চিকিৎসা, কতো ওষুধপত্র ইত্যাদি তৈরি করছে, কিন্তু তবুও রোগী বেড়েই যাচ্ছে এবং তাদের দুঃখ অশান্তি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে । এইজন্য তারা ডাকে, "তোমাকে এখন আসতে হবে" ! তারা কাকে ডাকে ? এইজন্য তারা কোনো মানুষকে ডাকেনা, তারা পরমাত্মাকে ডাকে । মানুষের কাছে তো দেওয়ার মতো নেইও কিছু । যখন আমরা বলি, 'মানুষ', তো তার মধ্যেই সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মা ইত্যাদিগণ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় । যারা তোমাদের পার করবে বলে ভাবছ, তারা নিজেরাই তো মানুষ আর সব মানুষ অন্ধকারে, এইজন্য আমাদের যা প্রয়োজন সেটা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না । তারপরেই আমরা পরমাত্মাকে ডাকি, সেইসঙ্গে গেয়েও থাকি "তুমি অন্ধের যষ্টি" । কিন্তু আমাদের এই অন্ধত্ব কিভাবে ? এমন নয় যে, দেখার জন্য আমাদের চোখ নেই । এই পদার্থ এবং সবকিছু দেখার জন্য আমাদের চোখ থাকলেও সেই নেত্র নেই, যাকে জ্ঞান-নেত্র বলা হয় । এই নেত্র অথবা উইসডম আমাদের নেই, লাইফে পূর্ণ সুখ এবং শান্তি আমরা কিভাবে আনতে পারি ! যাই হোক, সেই জ্ঞান নেত্র এখান থেকে অর্থাৎ ললাট থেকে বেরিয়ে আসবে না । চিত্রকরেরা দেবতাদের চিত্রে তৃতীয় নয়ন দেখিয়েছে, তাতে অনেকে মনে করে বোধহয় কখনো তিন নেত্রযুক্ত মানুষ ছিলো, অথচ তিন নেত্রযুক্ত মানুষের অস্তিত্ব থাকতেই পারেনা । এই যে সমস্ত ছবিতে অলঙ্কার দেখানো হয়েছে, সেইসবেরও অর্থ বুঝতে হবে । কখনো তিন নেত্র কোনো মানুষের হয়ই না, তারা দেবতাই হোক বা অন্য কেউ ! মানুষই দেবতা আর মানুষই অসুর । সেটা হলো মানুষের কোয়ালিফিকেশন । যাই হোক, এটা এমন নয় যে তারা মানুষের শরীরের আকার পরিবর্তন করে দেয়, যাতে কারও চতুর্ভুজ থাকবে, কারও বা তৃতীয় নয়ন থাকবে । অথবা কেউ যদি অসুর হয় তো তার আকারে ভিন্ন কিছু হবে । যখন মানুষ ডিসকোয়ালিফায়েড হয়, তখন তাকে অসুর বলা হয়ে থাকে আর যখন তার কোয়ালিফিকেশনে সে সর্ব গুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়, তখন সে হয় দেবতা । যতই হোক, শরীরের আকারে কোনও ফারাক হয়না,

তাদের কোয়ালিফিকেশনে অবশ্যই ফারাক হয়, তোমরা এটাকে পবিত্র অপবিত্র অথবা গুণ অপগুণ সম্পন্ন বলো বা ব্রষ্টাচার অথবা শ্রেষ্ঠাচার হওয়া বলো, এই সব শব্দই আচরণের ভিত্তিতে প্রয়োগ হয় ।

চার ভুজেরও অর্থ আছে, দুই ভুজ নারীর দুই ভুজ পুরুষের অর্থাৎ নরের । সুতরাং, নর-নারী যখন পবিত্র হয়, তখন কিংডমের সিংহল হিসেবে চতুর্ভুজের ডবল ক্রাউন হওয়ার ছবি দেখানো হয় । যখন এমন রাজত্ব ছিল, তখন সেই রাজত্বে সব নর ও নারী সুখী ছিল, সুতরাং, সেটাই চতুর্ভুজ রূপে তারা দেখিয়েছে এবং রাবণকে দশ মাথা সমেত দেখিয়েছে । এরও সাংকেতিক অর্থ আছে । দশ মাথাসহ কোনো মানুষ হয়না । এও বিকারের এক সিংহল, প্রবৃত্তি যখন অপবিত্র হয়, তখন পাঁচ বিকার স্ত্রীর এবং পাঁচ বিকার পুরুষের, সব একসাথে মিলিয়ে তারা দশ মাথা দেখিয়েছে । সুতরাং, এই নর নারী যখন অপবিত্র হয়, সংসার তখন অনেক দুঃখী হয় আর নর নারী যখন পবিত্র তো সংসারও সুখী । মানুষ যখন পবিত্র তখন তারা ন্যাচারালি হেলদি, তাদের গঠনে, বৈশিষ্ট্যে অথবা ন্যাচারাল বিউটিতে ফারাক হতে পারে । কিন্তু এটা এমন নয় যে তারা তিন আঁখি অথবা দশ মাথা হবে ।

বাবা বলেন, দেখ, এটাই জ্ঞান নেত্র । এই নলেজের নেত্র দ্বারাই সদা সুখ শান্তি প্রাপ্ত করতে পারো । এখানে তো সব মানুষ খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে গেছে, যত খোঁজ করছে ততই দুঃখ অশান্তি বেড়েই চলেছে । দেখ, খোঁজ তো করে সুখের জন্য । কিন্তু তবুও তারা সেইসব জিনিসেরই উদ্ভাবন করছে যা আরও দুঃখের কারণ হবে । একবার বস্ব ইত্যাদির দিকে দেখ, কি কি সব জিনিস তারা আবিষ্কার করছে ! অথচ এই সায়েন্স যদি ভালোভাবে কাজে ব্যবহার করা হতো তাহলে তারা অনেক জিনিসের থেকে সুখ পেতে পারতো । যতই হোক, তাদের হলো বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি , এইজন্য সেই বুদ্ধি দ্বারা সব কাজই উল্টো হয়ে যায় । এই সময় এখন বিনাশের, সেইজন্য বুদ্ধি উল্টো কাজই করে । তারা দুনিয়ার বিনাশের কথাই ভাবে আর এই কারণেই বলা হয়, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি । কিসের থেকে বিপরীত বুদ্ধি ? পরমাত্মার থেকে । সুতরাং, এখন পরমাত্মার প্রতি কারও প্রীতি নেই । সবার প্রীতি মায়ার সাথেই ।

কেউ কেউ আবার ভাবে, তারা তাদের চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছে, তা' মায়ী । এই শরীর মায়ী, এই সংসার মায়ী, এই ধন-সম্পত্তিও মায়ী । যাই হোক এইসব মায়ী নয় । ধন-সম্পত্তি তো দেবতাদের কাছেও ছিলো । শরীরও দেবতাদের ছিলো এবং তাঁরা দুনিয়ায় বিদ্যমান ছিলেন । তাহলে কি সেই মায়ী ছিলো ? না । পাঁচ বিকারকে মায়ী বলা হয়ে থাকে । বিকার হলো মায়ী আর মায়ীই দুঃখের কারণ । ধন সম্পত্তি দুঃখদায়ী জিনিস নয় । সম্পত্তি সুখের সাধন, কিন্তু সেই সম্পত্তিকে ইমপিওর কে বানিয়েছে ? পাঁচ বিকার ( মায়ী ) । সুতরাং মায়ারূপী বিকারের জন্য সবকিছু দুঃখের কারণ হয়ে গেছে । এখন ধন থেকেও দুঃখ, শরীর থেকেও দুঃখ, সব জিনিস থেকে এখন দুঃখের প্রাপ্তি । কারণ সবকিছুতে এখন মায়ার প্রবেশ ঘটে গেছে, এইজন্য বাবা বলেন, এখন এই মায়ার থেকে পরিত্রাণ পেলে তখনই তোমার এই শরীর থেকে, সম্পত্তি থেকে এবং সংসার থেকে সবসময় সুখ পাবে, যেমন দেবী দেবতাদের ছিলো ।

তবে মায়ার থেকে নিস্তার পাওয়ার অর্থ এই নয় যে তুমি শরীর ছেড়ে চলে যাও, বা এই দুনিয়াতে তুমি ফিরেই আসোনি । এইভাবেও অনেকে ভাবে যে এই সংসারই মায়ী, অথবা তারা বলে, জগৎ মিথ্যা কিন্তু জগৎ মিথ্যা নয়, জগৎ অনাদি, একে মিথ্যা বানানো হয়েছে । বিকারের কারণে মানুষ

দুঃখী হয়ে আছে । এখন এই দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে হবে । এই দুনিয়া পবিত্র ছিল । সেই পবিত্র দুনিয়ায় দেবতাগণ থাকতেন, তাঁরা এই দুনিয়ারই মানুষ ছিলেন । দেবতাদের দুনিয়া ওপরে কোথাও ছিলোনা । মানুষ অর্থাৎ আমরা যখন দেবতা ছিলাম তখন সেই দুনিয়াকে স্বর্গ অথবা হেভেন বলা হতো । আমরা মানুষই স্বর্গবাসী ছিলাম, অর্থাৎ সেই সময় ছিল স্বর্গের এবং স্বর্গে আমাদের জেনারেশন ( প্রজন্ম ) অব্যাহত ছিল । সুতরাং এই সমস্ত ব্যাপার বুঝে মাঝাকে সমাপ্ত করতে হবে অর্থাৎ বিকারকে জিততে হবে, কারণ এই ধনও এখন বিকারী কর্মের ভিত্তিতে হওয়ায় সেটাও দুঃখের কারণ হয়ে যায় । শরীরও বিকারের দ্বারা নির্মিত হওয়ায়, তাতেও রোগ, অকাল মৃত্যু হতে থাকে এবং এই কারণে তাতেও দুঃখ পেতে হয় । নয়তো আমাদের শরীরে কখনো রোগ ছিলনা, কখনো অকাল মৃত্যু হতোনা কারণ সেই শরীর তৈরি হতো পবিত্রতার ( নির্বিকার হওয়ার ) বল দ্বারা, এখন তা বিকার দ্বারা উৎপন্ন হয়, এই কারণে তাতে দুঃখ থাকে । এখন এই দুঃখ থেকে বেরনোর জন্য এবং সংসারকে সুখী বানানোর জন্য তাঁকে ( পরমাত্মাকে ) ডাকে । সুতরাং দেখ, বাবা এখন আমাদের জ্ঞানের ( বোধবুদ্ধিসম্পন্ন ) তৃতীয় নেত্র প্রদান করছেন, যা আমাদের বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । জ্ঞানের এই তৃতীয় নেত্র আমরা ব্রাহ্মণ সকলের কাছে আছে, দেবতাদের কাছে নেই । প্রথমে আমরা শূদ্র ছিলাম, শূদ্র অর্থাৎ বিকারী, এখন বিকারী হওয়া থেকে পবিত্রতার মার্গে আমরা পা রেখেছি । সুতরাং আমরা ব্রাহ্মণ হয়ে গেছি । একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই ত্রিনেত্র আছে এবং যখন আমরা দেবতা হই, তখন প্রারন্ধ লাভ করি । দেবতাদের আর জ্ঞান নেত্রের আর প্রয়োজন হয় না এবং এবং এই কারণে যেসব অলঙ্কার সমেত তাঁদের দেখানো হয়েছে, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ইত্যাদি সব ব্রাহ্মণের, দেবতাদের নয় ।

এই শঙ্খও জ্ঞানের, অথচ ভক্তিমাৰ্গে তারা সেইসব স্থূল জিনিস রেখে দেয় । গদার অর্থ পাঁচ বিকারের ওপর আমাদের বিজয় লাভ । চক্র হলো চার যুগের । আমরা প্রথমে দেবতা ছিলাম এবং তারপরে আমরা নীচে এসেছি, এখন বাবা এসেছেন আবারও আমাদের শ্রেষ্ঠ বানাতে । আমরা এখন আমাদের চক্র সম্পূর্ণ করেছি । সুতরাং, এটাই স্ব-দর্শন চক্র, অর্থাৎ স্ব-কে দর্শন অর্থাৎ নিজেকেই নিজের সাক্ষাৎ হওয়া । কেউ কেউ বলতে পারে, পুরানো কিভাবে হয়েছে ? ওহ ! এটা তো প্রকৃতির নিয়ম । সময়ের সাথে সাথে সবকিছু পুরানো হতেই হয় । কোনকিছু যখন পুরানো হয়ে যায় তখন নতুন বানানো হয় । এই সমস্ত জিনিস বুঝতে হবে । প্রতিটা জিনিসের এবং প্রতিটা পরিস্থিতির নিজস্ব নিয়ম ! এইজন্য এখন আমাদের পুরুষার্থ করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বে নিয়ে যেতে হবে এবং নতুন হতে হবে । সুতরাং, তোমরা বলতে পারোনা যে বাবা যখন ছিলেনই তখন কেন আমাদের নীচে পড়ে যেতে দিয়েছেন ? তিনি আমাদের পড়ে যেতে দেননি । কিন্তু আমরা যদি না পড়ি অর্থাৎ নীচে না নামি তবে বাবা এসে কিভাবে আমাদের শ্রেষ্ঠ বানাতেন ! আমাদের ওপর থেকে পতন হয়েছে তাইতো তিনি এসেছেন । তাঁর গায়নও আছে, পতিতকে পবিত্র বানানোর কারিগর , যদি পতিতই কেউ না হয়, তবে আমরা কিভাবে তাঁকে বলবো পবিত্র বানানোর কারিগর ? সুতরাং, পতিত হতে হবে, তারপর পবিত্র হতে হবে, তারপর আবার পবিত্র থেকে পতিত হতে হবে, এটা চক্র এইজন্য এই চক্রকেও ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং নিজেকে পতিত থেকে পবিত্র বানাতে হবে, পূজনীয় হতে হবে, তখন আমাদেরও মহিমা হয় । মহিমা তাঁদেরই হয় যারা গায়নযোগ্য হয় এবং যিনি গায়নযোগ্য বানান । এতে উভয়কেই প্রয়োজন, তাই না ! যারা পূজনযোগ্য আর যিনি সেইরকম যোগ্য বানান । এটা আদৌ তেমন নয়, যে নিজেই সেইরকম হবে আর অন্যদেরও সেইরকম বানাবে ! যে আত্মা সেই পরমাত্মা, পরমাত্মাই আত্মা , এইরকম তো নয়, তাই না ? যারা পবিত্র হয় এবং যিনি তোমাদের সেইরকম বানান, উভয়ই আলাদা । এইজন্য এইসব ব্যাপারে কখনও বিভ্রান্ত হয়োনা । আমাদের সেইরকম হতে হবে, শ্রেষ্ঠ হতে হবে,

পুরুষার্থ করতে হবে। যথার্থ পুরুষার্থ কি সেই বিষয়ে বাবা এসে আমাদের বুদ্ধি দেন। শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির পুরুষার্থ কি, সেটা তিনি এখন শেখান। এত সময় ধরে সেই পুরুষার্থ কিভাবে করতে হবে, আমাদের কেউ শেখায়নি, কারণ যারা শেখানোর তারা নিজেরাই সবাই চক্রের আবর্তনে ঘুরছে, তাই না! একেশ্বর, যিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ বানান তিনি এখন এসেছেন এবং এসে শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য কিভাবে আমাদের পুরুষার্থ করতে হবে তা শিখিয়ে দেন। এটা আমরা যতটা ধারণা করি, সেই অনুযায়ী আমরা প্রারব্ধ লাভ করি। এই সব নলেজ আমাদের বুদ্ধিতে আছে, তারজন্য আমাদের কি মেহনত এবং কি পুরুষার্থ করতে হবে, সেই ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে। চক্রকে তো তার নিজের সময়ে চলতেই হবে।

বাবা যে এইরকম শ্রেষ্ঠ কার্য করার জন্য এখন উপস্থিত হয়েছেন, তা থেকে আমাদের পুরোপুরি লাভ নিতে হবে। যীশুখ্রিস্ট, বুদ্ধ বা অন্য যারাই এসে তাদের কার্য করেছিল, সেই কার্য আলাদা, সেটা আমাদের উত্তরতি কলা অর্থাৎ অবরোহন কলার সময়ের। এখন আমাদের চড়তি কলার অর্থাৎ আরোহণ কলার, সুতরাং সময়টাও আমাদের বুঝতে হবে। এই সময়, আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার, তাদের উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার। সেই ধর্মস্থাপকেরা তো আসেই দ্বাপরকাল থেকে এবং কলিযুগকে নীচে নামতেই হয়। সুতরাং তাদের নীচে নামতেই হয় এবং পবিত্র থেকে পতিত হতেই হয়, সেইজন্য তাদের সম্বন্ধে এটা বলা যায় না যে তারা পতিতকে পবিত্র বানায়। না, এটা একমাত্র একাধিপতি এসেই পতিতকে পবিত্র করেন, অর্থাৎ তিনি সব আত্মাকে গতি-সদগতিতে নিয়ে যান, সুতরাং রেম্পন্সিবিলাটি তো 'এক'-এরই হয়ে গেল, তাই না! কোনো আত্মা, যত মহান আত্মাই হোক, যখন সে প্রথম নীচে নেমে, তখন সে পবিত্র, তারপর তাকে নীচে নামতেই হয়। কারণ চক্রের টার্ন সেইরকমই অর্থাৎ চক্র সেইভাবেই ঘোরে আর সেই কারণে তাকেও নীচে নেমে যেতে হয়। নিজের নিয়মানুসারে সবাইকে নিজের সেই চক্র পার করতেই হয়। সুতরাং এখন আরোহণের সময় এবং একমাত্র 'এক'ই নিমিত্ত, যিনি আমাদের ওপরে নিয়ে যান। সুতরাং, বাবার থেকে এখন আমাদের সেই সৌভাগ্য নিতে হবে। আচ্ছা।

এখন এখানে তোমাদের অনেক ইনকাম হচ্ছে, একের শতগুণে বা হাজার গুণে জমা করছো। যেমন উৎসাহ নিয়ে করছো, সেইরকম উৎসাহ অনুযায়ীই প্রাপ্তি হয়। যারা বাধ্যবাধকতায় কিছু করে বা এতে বিরক্ত হয়ে অনেক অসুবিধার সাথে কিছু করে, অথবা দেখানোর জন্য করে, তাদের সেই হিসেবে প্রাপ্তি হয়। কারও কারও মধ্যে থাকে যে দুনিয়ার লোক যেন দেখে তারা কি করেছে . . . কেউ কেউ দানও করে সবাইকে দেখানোর জন্য, যাতে সবাই এই ব্যাপারে জানতে পারে। সুতরাং, দানের অর্ধেক শক্তিই চলে যায়, এইজন্য গুপ্তদানের মাহাত্ম্য অনেক, তার মধ্যে শক্তি থাকে। এর থেকে তোমরা অনেক বেশি লাভ করতে পারো। তাছাড়া, শো (show) করলে সেটার মূল্য কম হয়ে যায়। সুতরাং করারও একটা ধরণ আছে। সতোগুণী, রজোগুণী, তমোগুণীভাবে সবকিছু করার মধ্যেও একটা হিসেব আছে। সুতরাং, কিভাবে আমরা কর্মকে শ্রেষ্ঠ বানাবো এবং সবকিছু কিভাবে আমাদের করা উচিত যাতে আমরা আমাদের ভাগ্য শ্রেষ্ঠ বানাতে পারি! সুতরাং সেটা বানানোরও ধরণ তোমাদের জানা উচিত। যদি তোমরা এইরকম ভালো পথে চলছো, তবে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তৈরি হতে যাচ্ছে। আচ্ছা!

বাপদাদা এবং মায়ের মিষ্টি মিষ্টি খুব ভালো এবং সুযোগ্য বাচ্চাদের প্রতি স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদানঃ - বাবা সমান বেহদের বৃত্তি রাখতে সমর্থ মাস্টার বিশ্ব - কল্যাণকারী ভব

বেহদের বৃত্তি অর্থাৎ সকল আত্মাদের প্রতি কল্যাণকারী মনোভাব রাখা, এটাই বিশ্বকল্যাণকারী হওয়া । শুধু নিজের বা নিজের হদের আত্মাদের কল্যাণার্থে নিমিত্ত হওয়া নয়, বরং তোমার সবার প্রতি কল্যাণের মনোভাব থাকতে হবে । যারা নিজের উন্নতি, নিজস্ব প্রাপ্তি এবং তৃপ্তিতে খুশি হয়ে চলে, তারা স্ব-কল্যাণী । কিন্তু যারা বেহদের মনোভাব নিয়ে বেহদের সেবায় বিজি (busy) থাকে তাদের বলা হয়, বাবা সমান মাস্টার বিশ্ব কল্যাণকারী ।

স্লোগানঃ - নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান, লাভ-ক্ষতিতে যারা নিবৃত্ত থাকে, তাদেরই বলা হয়, 'যোগী তু আত্মা' ।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- এই সময় তোমাদের সকলের বাণপ্রস্তু অবস্থা, তোমাদের এখন বাণীর উর্ধ্বে নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই বাবাকে স্মরণ করো"

প্রশ্ন :- ২১ জন্ম সুখ প্রাপ্তির আধার কি ?

উত্তর :- ৬৩ জন্মের ভক্তি । যারা প্রথম - প্রথম সত্যোপদান ভক্তি করেছিলো অর্থাৎ যারা অনেক জন্মের পুরানো ভক্ত, তারাই এখন জ্ঞান শুনছে, তারাই ২১ জন্মের সুখ প্রাপ্তি করে । এখন তোমাদের ভক্তির পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে । ভগবান তোমাদের ভক্তির ফল দিতে এসেছেন । ভক্ত কখনই ভগবান হতে পারে না ।

গীত :- মাতা ও মাতা, তুমিই সবার ভাগ্য বিধাতা....

ওম শান্তি । বাচ্চারা মায়ের মহিমা শুনেছে । এখন মাতাকে তো ভগবান বলা যাবে না, কেননা ভগবানকে তো পিতা বলা হয় - পরমপিতা । এখন পিতা থাকলে অবশ্যই মাতা থাকবে । মাতাকে অনেকেই খুব মানে । মাতা থাকলে পিতাও থাকবে । মাতা নিজেকে ভগবান বলতে পারেন না । এই পয়েন্ট ধারণ করতে হবে । জগদম্বার কতো মহিমা । এমন বলা হবে না যে ভগবান বা বাবা সর্বব্যাপী । তা নয়, যখন মাতা পিতা বলা হয়, তখন বাচ্চারাও তো আছে । যদি ভগবান সর্বব্যাপী হয় তাহলে সকলেই তো ভগবান হয়ে গেলো । তাহলে তো ভগবতীও হতে পারবে না । সর্বব্যাপীর জ্ঞানে তো ভগবতী তো থাকে না । সবাই যদি ভগবান হয় তাহলে তো আত্মাই পিতা হয়ে গেলো । মাতা তো থাকলো না । এ খুব ভালোকরে বোঝার মতো কথা । তোমরা জানো যে -- কোনো আত্মাই নিজেকে ভগবান বলতে পারে না । ভক্ত যদি বলে যে আমি ভগবান, তাহলে মাতা তো সিদ্ধ হয় না । আবার ভক্ত তো পুনর্জন্ম নেয় । ভগবান তো পুনর্জন্ম নেন না । এমন নয় যে ভগবানের নিজের কোনো শরীর আছে । তাই এই সর্বব্যাপীর বিষয়ে খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে । ভক্তের জন্য তো ভগবানের প্রয়োজন । ভক্ত অনেক -- ব্রাদার্স - সিস্টার্স -- সকলেই হলো ভক্ত । আত্মা বলে যে - এই সময় আমি ভক্তি কালে আছি । আবার আত্মাই বলবে - এখন আমি বাবাকে পেয়েছি, তাই এখন আমি জ্ঞানে আছি । আত্মাই জ্ঞান শোনে । ভক্ত তো পুনর্জন্ম নেয়, ভগবান তো পুনর্জন্ম নেন না । এই শরীর তাঁর নয় । এ তো সবাই জানে যে -- পাঁচ ত্বকের শরীর নিয়ে ভগবান জন্ম নেন না, তিনি পরকায়াতে প্রবেশ করেন । এই ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করও হলেন সুক্ষ্ম বতনবাসী । তাই প্রতিটি কথাই খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে বসাতে হবে । আত্মা বলে যে, আমি এক পুরানো শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করি । পুরানো শরীর ছোটোই হোক বা বড়, এক ছেড়ে দ্বিতীয় ধারণ করি । এখানে তো হঠাৎই ছোটো বা বড়র শরীর ত্যাগ হয়ে যায় । আর ওখানে তো আয়ু সম্পূর্ণ হওয়ার পরে মনে করে, এখন পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন নিতে হবে । এই জ্ঞান তো আত্মার মধ্যেই আছে, তাই না । আত্মাই পুনর্জন্ম নেয় । পরমাত্মার জন্য তো এই কথা বলা যাবে না । ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করকেও পরমাত্মা বলা যাবে না । তাঁরা হলেন সুক্ষ্ম বতন বাসী । বাবা তো মূল বতন বাসী । আর কেউই বুঝতে পারে না যে, পরমাত্মা মূল বতন বা নির্বাণধামে থাকেন । নির্বাণধাম অর্থাৎ বাণীর উর্ধ্বে ধাম তাই বাণপ্রস্থ নাম বলা হয় । বাণীর উর্ধ্বে অবস্থায় যাওয়ার জন্য যখন ৬০ বছর বয়সের পরে মানুষ বৃদ্ধ হয়, তখন বাণপ্রস্থ গ্রহণ করে । এখানে তো তোমরা ছোটো - বড় সকলেই মনে করো যে আমরা বাণপ্রস্তু । আত্মা বলে যে -- আমাদের বাণীর উপরের স্থানে

যেতে হবে । আত্মাকে পুরুষ বলা হয় । আত্মা যখন শরীরে আসে তখন বলে যে -- এই সময় আমি পুরুষ বা স্ত্রীর শরীর পেয়েছি । তাই আত্মার এখন বাণপ্রস্থে যাওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে । আত্মাকে পুরুষ বলা হয় । মাতারা কখনোই বাণপ্রস্থে যায় না । এখানে কিন্তু বাবা বোঝাচ্ছেন - আত্মা তো পুরুষ । তোমাদের সকল আত্মাদের এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা । এখন সবাইকে ফিরে যেতে হবে । আমি এখন তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি তাই আমাকে স্মরণ করো তাহলেই আমার ধামে যেতে পারবে । এ কথা কোনো মানুষ বলতে পারে না । সুপ্রীম রুহ বাবাই এই কথা বলতে পারেন । সন্ন্যাসী - উদাসীরা এমন বাচ্চা - বাচ্চা করে কথা বলবেন না । বাবার এই জ্ঞান কারোর মধ্যে নেই । জিজ্ঞেস করো তাদের -- ভগবান কোথায় আছে ? তো বলে দেবে ভগবান সর্বব্যাপী । যেহেতু ভগবানের জ্ঞান কারোর মধ্যে নেই তাই ভক্তি করে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য কিন্তু কিভাবে আর কবে মিলিত হবে ? এই কথা কেউই জানে না । বাবা বলেন - কোটির মধ্যে কয়েকজনই আমাকে চিনতে পারে । সারসের মতো মানুষ ত অনেক আছে । এদের মধ্যে কয়েকজন হারানিধি (সিকিলধে) আছে যারা এসে আমাকে চিনতে পারবে আর বাবার কাছে নিজের আশীর্বাদী বর্সা নেবে । তোমরা বুঝতে পারো যে এই সময় সকলেই ভক্ত । তারা চায় যে ভগবানের থেকে ভক্তির ফল নেবো । যদি তোমরা সকলেই ভগবান হয়ে যাও তাহলে ভক্ত তো কেউই হতে পারবে না । যদি তোমরাই ভগবান হয়ে গেলে তাহলে তোমাদের আর কিসের চাহিদা থাকবে ? ভক্ত তো ভগবানের সাথে মিলিত হতে চায় । নিজেকে ভগবান বলা - এ তো এক ধরনের অপমান হয়ে গেলো, এর থেকে বড় অপমান আর কিছুই হয় না । আল্লাহর থেকে আমরা তো বরিস্তের বার্ষা নিতে চাই । তোমরা বলো যে - আমরাই আল্লাহ । এখন তোমরাই বিচার করো । তোমাদের যদি কেউ বলে -- আমি আল্লাহ, এ কিভাবে হতে পারে ? আল্লাহ তো সবার থেকে বড় । এ তো খুবই বোঝার কথা । কখনোই কেউ নিজেকে আল্লাহ বা ভগবান বলতে পারে না । বাবা সকলেরই এক । এমন অনেকেই বলে যে ভগবান সর্বব্যাপী । আরে, তুমি ভগবান এ কথা তো আমরা মানি না । আমরা তো ভক্ত । সেই মাশুকের আশিক আমরা । এক পরমাত্মাকেই পতিত পাবন বলা হয় ।

তোমরা তো জানো যে, তোমাদের বড়রা বলে যে, রচয়িতা আর রচনা হলো অন্তহীন । তাহলে তোমরা নিজেকে কিভাবে রচয়িতা বলতে পারো ? বীজ অন্তহীন হতে পারে না । ঝাড়কে অন্তহীন বলা হয় । এতো পাতা ইত্যাদি গোনা সম্ভব নয় । এক বীজ থেকে কতো ডালপালা, পাতা ইত্যাদি বের হয় । তোমরা হলে চৈতন্য, তোমরা চলাফেরা করো । সবথেকে বড় মহিমা হলো মানুষের । বাবা বলেন, আমি এসে বাচ্চাদের সমস্ত নাটকের রহস্য বুঝিয়ে বলি । এ তো বানানো এক ড্রামা । এই নাটক নিয়েই তোমাদের চলতে হবে । তোমরা বাবার সন্তানরা স্বদর্শন চক্রধারী হও । বাবা তোমাদের আত্মাদের বসে নিজের সমান বানান । তোমরা এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানো । তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য, নতুন ধর্মের স্থাপনার জন্য পরমপিতা পরমাত্মার থেকে নতুন কথা শোনো, যিনি এই সৃষ্টিকেও পবিত্র করেন । তিনি তোমাদেরও নতুন করে বানান । নতুন সৃষ্টিতে নতুন দুনিয়া হবে স্বর্গের, এখন তো নরকের দুনিয়া । তোমরা এখন নরকের দুনিয়ায় আছো । এখন পরমপিতা পরমাত্মা এসেই তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী করেন । বাকি সকলেরই তো দুটিই হাত থাকে । মানুষ যে ৮৪ জন্ম নেয়, তাদের চারটি হাত কখনোই হতে পারে না । তোমরা এমন কথা কখনোই শুনবে না যে, শঙ্করের একশো বা হাজার হাত আছে । ব্রহ্মার হাত দেখানো হয়েছে । কেউ বলে আমরা চতুর্ভুজ ব্রহ্মার কাছে গেছি, কেউ আবার বলে আমি হাজার ভুজাধারী ব্রহ্মার কাছে গেছি । ব্রহ্মার সন্তান বৃদ্ধি পেতে থাকে । তাহলে কতো ভুজা হয়ে যাবে ? তিনি তো প্রজাপিতা, তাই না । সৃষ্টির যখন

রচনা করেছেন তখন বরাবর বাহুও থাকবে। বাকি মানুষরা কখনো চার বা ছয় ভূজাধারী হয় না। সুক্ষ্ম বতনে তো কিছুই নেই। এই সব বাবা বসে বোঝান। তিনি বলেন, এই দাদাও অনেক শাস্ত্র পড়েছেন, গুরু করেছেন। সে হলো ভক্তি মার্গ। তোমাদের ভক্তির পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে। তোমরা হলে অলরাউন্ডার। শুরুর থেকে তোমরা অনেক বেশী ভক্তি করে এসেছো। এই সময় ভক্ত তো অনেক। তোমরা তো অল্প বাচ্চা। বাবা বলেন --- আমি তোমাদের সাক্ষাৎকার করাই। কোনো ভক্ত যদি স্মরণ করে, তাকেও সাক্ষাৎকার করাই। তোমরাই সতোপ্রধান ভক্তি করেছো তাহলে তোমরাই সবথেকে বেশী জন্ম নিয়েছো। তোমরা ৬৩ জন্ম ভক্তি করেছো। তার পরিবর্তে তোমরা ২১ জন্মের সুখ পাও। এ কতো বোঝার কথা, তাই নতুনরা যখন আসে তখন তাদের দিয়ে ফর্ম ভর্তি করানো হয়। এই ফর্ম খুব সুন্দর --- তোমাদের গুরু কে? গুরু করলে অবশ্যই তোমরা ভক্ত হলে। তোমরাই যদি ভগবান হলে তাহলে গুরু কেন করলে? ভগবান কিভাবে ভগবানকে গুরু করবে? ভক্ত ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য গুরু করে। তোমরা যদি নিজেরাই ভগবান হলে তাহলে গুরু দিয়ে কি হবে? অনেক যুক্তি দিয়ে বুদ্ধির সঙ্গে বোঝাতে হবে। রোজ তোমাদের নতুন নতুন কথা বোঝানো হয়। মল্ল যুদ্ধে অনেক যুক্তির সঙ্গে লড়াই হয়। কোথা থেকে অমুককে লক্ষ্য করবো, কিভাবে তীর মারবো।

মানুষ আদি দেব ব্রহ্মাকে মহাবীর বলে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে। কেউ কেউ হনুমানকে মহাবীর বলবে কেননা হনুমান মহাবীরত্ব দেখিয়েছে। কোথায় সেই মহাবীর, আবার তার নাম পবন পুত্র রেখে দিয়েছে। আদি দেব তো ব্রহ্মা, তিনিও মানুষ। জগদম্বাও মানুষ। এতো হাত কোথায়? মাতার যদি এতো থাকে, তাহলে আমাদেরও থাকা উচিত। এ খুবই আশ্চর্যের কথা। এমন নয় যে সকলেই এই জ্ঞান ধারণ করে সেই নেশায় থাকে। এখানেও নম্বর অনুযায়ী। ওই সংসঙ্গে এমন কথা থাকে না। এ তো স্কুল। এখানে নম্বর অনুযায়ী বাচ্চারা আছে। কারোর মায়ার তুফান এলো আর পড়ে গেলো, তাই ব্রাহ্মণদের মালা তৈরী হয় না। যখন ফাইনাল মালা তৈরী হবে তখন তাকে রুদ্র মালা বলবে। তোমরা হলে রুদ্র শিববাবার সন্তান। রুদ্র যন্তু যখন রচনা করা হয় তখন রুদ্রের চিত্র বড় বানানো হয়। বাকি ছোটো ছোটো শালগ্রাম বানিয়ে মানুষ পূজো করে। বাবা বসে এইসব গুহ্য কথা বুঝিয়ে বলেন। সেবাপরায়ণ বাচ্চারা খুব ভালোভাবে ধারণ করতে পারবে আর অন্যদেরও বোঝাতে পারবে। এ তো খুবই সহজ। আমরা সকলেই আত্মা। বলা হয় সকলেই ভাই - ভাই। আত্মারা সকলেই ভাই - ভাই। ভাই - ভাই বলে আবার নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করে। যখন বলো, সকলেই ভাই - ভাই, তাহলে সকলেই বাবা, কিভাবে বলতে পারো? সকলেই ঈশ্বর, এ কথা কিভাবে বলো? সব ভগবান ভাই - ভাই কিভাবে হতে পারে? তিনি তো সমস্ত আত্মাদের বেহদের বাবা। এ কতো সহজ কথা। তোমরা জানো যে ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয়। তারপর আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। এক থেকে দুই, দুই থেকে চার হয়। এমনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বরাবর প্রজাপিতা যখন ব্রহ্মা তখন নতুন সৃষ্টির তো রচনা হবেই। জগত পিতা, তিনি হলেন রচনাকার। তোমাদের তিনি রচনা করেছেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা তিনি নতুন প্রজার রচনা করেন, অর্থাৎ পুরানো থেকে নতুন তৈরী করেন। মানুষ তবুও মনে করে সাগরের জলে পিপল পাতায় ভেসে এসেছে। আচ্ছা, তাঁকে কে রচনা করেছেন। এ কথা বাবা বসেই বোঝান যে নতুন প্রজা কিভাবে রচনা করা হয়? সেখানে, অর্থাৎ স্বর্গে আত্মা গর্ভে যেন আরামে বসে থাকে। সেই সময় কোনো জ্ঞান থাকে না। শাস্ত্রে তো কেমন সব কথা লিখে দিয়েছে। প্রলয়ও বড় এবং ছোটো দেখানো হয়। ওরা বলে প্রলয় হয়। বাবা বলেন, প্রলয় কখনো হয় না। আমি আসি ব্রহ্মার দ্বারা পতিতকে পবিত্র বানাতে। তোমরা এক

একজনের কাছে ভোঁ ভোঁ করো । এখন সকলেই বিকারী এবং পতিত । বাবা হলেন পতিত পাবন, তাঁর দ্বারাই আমরা ঈশ্বরের সাহায্যকারী হই । আমরাও নিজে পবিত্র হই এবং অন্যদেরও পবিত্র করি । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) এই বানানো ড্রামার উপরেই চলতে হবে । গুণনের মন্বন করে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে । সর্বদা খুশীতে থাকতে হবে ।

২) ভক্তদের ভগবানের সত্য পরিচয় দিতে হবে । বিভ্রান্তির হাত থেকে মুক্ত করতে হবে । ব্রহ্মার সাহায্যকারী হাত হয়ে ঈশ্বরীয় সাহায্যকারী হতে হবে ।

বরদান :- অখণ্ড স্মৃতির দ্বারা বিঘ্নের বিদায়কারী মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

সঙ্গম যুগ হলো বিঘ্নকে বিদায় দেওয়ার যুগ, যাকে অর্ধেক কল্পের জন্য বিদায় দিয়ে দিয়েছে তাকে আর আসতে দিও না । সর্বদা স্মরণে রেখো, আমরা হলাম বিজয়ী রত্ন, মাস্টার সর্ব শক্তিমান -- এই স্মৃতি যদি অখণ্ড থাকে, তাহলে শক্তিশালী আত্মাদের সামনে মায়ার বিঘ্ন আসতে পারবে না । বিঘ্ন এলো - তাকে দূর করলে - তাহলে অখণ্ড, অটল বলা হবে না, তাই সর্বদা শব্দের উপর নজর দাও । সদা স্মরণে থাকলে সর্বদা নির্বিঘ্ন থাকতে পারবে আর বিজয়ের বাজনা বাজতে থাকবে ।

স্লোগান :-- ঈশ্বরীয় সেবায় নিজেকে অফার করাই হলো বাপদাদার ধন্যবাদ প্রাপ্ত করা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অশরীরী হওয়ার পরিশ্রম কর, অশরীরী অর্থাৎ কোনোরকম দৈহিক ধর্ম নয়, সম্বন্ধ নয়, আত্মা একা বাবাকে স্মরণ করবে"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা তোমাদের ১০০% শক্তি কবে হবে, তার জন্যে পুরুষার্থ কি ?

উত্তর :- তোমরা বাচ্চারা যখন স্মরণের রেস করে অস্তিম সময়ে পৌঁছাবে, তখন তোমাদের ১০০% শক্তি হবে, সেই সময় যদি কাউকে বোঝাও তার জ্ঞানের তীর লাগবে অর্থাৎ সে অবিলম্বে বুঝে যাবে। এইজন্যে দেহি-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করো , নিজের হৃদয় দর্পণে দেখো যে পুরানো সব খাতা স্মরণের দ্বারা ভস্ম হয়েছে !

গীত :- তুমি প্রেমের সাগর ....

ওম্ শান্তি। এখন বাচ্চারা জানে, অল্ফ (পিতা) এসেছেন। গায়নও আছে - পিতার কাছে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি অর্থাৎ স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হয় কারণ বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি বাবার কাছেই প্রাপ্ত হয়। মানুষের দ্বারা মানুষের প্রাপ্ত হয়না। সন্তান জন্ম হওয়া মাত্র উত্তরাধিকারী হয়। প্রথমে যখন কেউ আসে তখন তাদের দিয়ে ফর্ম ভরানো হয় যে আত্মার পিতা কে ? বলাও হয় জীবাত্মা, পুণ্যাত্মা.... । এমন বলা হবেনা - জীব পরমাত্মা, পাপ পরমাত্মা, পুণ্য পরমাত্মা। না, মহাত্মা, পুণ্যাত্মা বলা হয়। গায়নও হয় আত্মা পরমাত্মা আলাদা রয়েছে বহুকাল ... সুতরাং নিশ্চয়ই পরমাত্মাকেই আসতে হয় দুঃখ হরণ করতে। অতএব কেউ এলে প্রথমে তাদের দিয়ে ফর্ম ভরানো হয় - তোমাদের আত্মার পিতা কে ? শরীরের পিতা কে ? দুটি জিনিস আলাদা আলাদা আছে - আমি এবং আমার। আমি আত্মা, আমার শরীর। অহম আত্মার নিবাস স্থান কোথায় ? তাহলে তোমাদের আত্মার পিতা কে ? এমন বলা হবেনা পরমাত্মার পিতা কে ? প্রথমে অল্ফ-কে জানতে হবে। তিনি হলেন সত্য। জ্ঞানের সাগর। তিনি হলেন সকলের পিতা। কোনো মানুষ, জজ ইত্যাদি কারো জানা নেই যে আমরা হলাম আত্মা। আত্মাই শরীরের অর্গান দ্বারা বলে - আমি জজ, আমি সার্জেন। আত্মা অভিমানী স্বরূপে একমাত্র পিতা পরিণত করেন। এখন তোমরা জানো আমরা হলাম আত্মা। বাকি এইসবই হল শরীরের সম্বন্ধ। শরীরের সম্বন্ধেও মাতা, পিতা .... ইত্যাদি সম্বন্ধ ক্রিয়েট হয়। আত্মার সম্বন্ধে সবাই হল ভাই-ভাই। প্রথমে এই কথাটি বোঝাতে হবে। গায়নও আছে সেকেন্ডে জীবনমুক্তির বর্ষা। জীবনমুক্তি প্রদান করেন কে ? সত্যযুগে হল জীবনমুক্তি, কলিযুগে হল জীবন-বন্ধ। এইসব বোঝাতে হবে। তাই এখানে ফর্ম ভরানোর নিয়ম টি ভালো।

তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা আত্মা, আমাদের পিতার এখানে স্মারক চিহ্ন আছে। তিনি হলেন নিরাকার আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। আমরা হলাম সাকার। নিরাকারের স্মরণিকা আছে। অর্থাৎ নিশ্চয়ই এসেছিলেন। পতিতকে পবিত্র করেন যিনি, পুরনোকে নতুন করেন যিনি। দুনিয়া নতুন থেকে পুরানো হয়। দুনিয়া একটি-ই। নিশ্চয়ই দুনিয়ার রচয়িতা হবেন একজন , দুইজন হতে পারেনা। গড ইজ ক্রিয়েটর (ঈশ্বর হলেন রচয়িতা)। উনি পুরানো দুনিয়াকে নতুন করেন। নতুন দুনিয়া অথবা ভারত স্বর্গ ছিল। গড ইজ ওয়ান (ভগবান হলেন এক) । ওয়ার্ল্ড ইজ ওয়ান (দুনিয়া হল একটি)। সত্যযুগ ছিল, এখন আছে কলিযুগ। প্রাচীন ভারত ছিল অর্থাৎ নতুন দুনিয়ার

রচয়িতা ভারতকে নতুন তৈরি করে ছিলেন। প্রথমে যখন কেউ আসে তখন তাদের এই রহস্য টি বোঝাতে হবে। তোমরা হলে আত্মা, আত্মার পুনর্জন্ম হয়। বাবা এসে দেহি অভিমানী করেন। আমি জজ, আমি ব্যারিস্টার, আমি খ্রীস্টান । এইসবই হল শরীরের ধর্ম। আত্মা হল অশরীরী তো কোনো সম্বন্ধ তো নেই। কোনো ধর্ম নেই। আত্মা আলাদা কর্মাভীত হয়ে যায়। আবার নতুন করে মাতা পিতার সম্বন্ধ তৈরি হয়। দেহ পরিবর্তন, পার্ট পরিবর্তন, মাতা পিতা সবাই হয়ে যায় নতুন। আত্মার পুনর্জন্ম হতেই থাকে। বাস্তবে আত্মা হল নিরাকার, নিরাকারী দুনিয়ায় বাস করে। তারপর আত্মা শরীর ধারণ করে বলে এই হল আমার নাম ও রূপ। এখন বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন – তোমরা নিজেদের আত্মা ভাবো। তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তোমরা ৮৪ জন্ম পার্ট প্লে করেছ , তোমরা ব্যারিস্টার হয়েছ, রাজা হয়েছ। এখন তোমরা বিশ্বের মালিক হও। পরম পিতা পরমাত্মা-ই কেবল আত্মাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। এইসব কথা কারো বুদ্ধিতে নেই। তারা তো বলে দেয় আত্মাই হল পরমাত্মা। বাবা এসে সৃষ্টি চক্রের রহস্য বলে দেন। এখন তোমরা জানো যে যথাযথভাবে আমরাই ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমণ করেছি। এখন এইটি হল শেষ জন্ম, পরমধাম ফিরে যেতে হবে। মানুষ চেষ্টাও করে মুক্তিধামে যাওয়ার। আমরা আত্মারা মুক্তিধামের নিবাসী। কিন্তু দেহ অভিমান হওয়ার দরুন জ্ঞান নেই। আমরা আত্মারা নিরাকারী দুনিয়ায় বাস করি। সেখান থেকে আসি পার্ট প্লে করতে। এখন ভগবানকে স্মরণ করি, ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্যে। তো সবচেয়ে প্রথমে বোঝাতে হবে – আত্মা এবং শরীর আলাদা দুটি জিনিষ। আত্মায় আছে মন-বুদ্ধি, আত্মা হল চৈতন্য। আত্মা অবিনাশী। শরীর হল বিনাশী। সব আত্মার পিতা হলেন নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা , তিনি হলেন নলেজফুল। ওঁনাকেই গীতার ভগবান বলা হয়। সব ভক্তজনের প্রেম রয়েছে, প্রেমের সাগর ভগবানের সঙ্গে। ভক্তদের আকৃষ্ট করেন। ভগবান তো একজন-ই হওয়া উচিত। এতজন সবাই ভক্ত আছে। সবাই পতিত। তারা পতিত পাবনকে স্মরণ করে, অর্থাৎ নিশ্চয়ই একজন নিরাকার আছে তাইনা। বাকি সবাই তাঁরই রচনা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও হলেন রচনা। মনুষ্য সৃষ্টিও হল রচনা। উঁচু থেকে উঁচু পিতা পরমধামে বাস করেন। যেমন আত্মা হল স্টার, তেমনই পরম পিতা পরমাত্মাও হলেন স্টার।

বাচ্চাদের বোঝান হয়েছে ওয়ার্ল্ড একটি, সেটাই রিপিট হবে। যে সব ধর্ম আছে সবাইকে পরিক্রমা করতে হবে। সব এক্টররা হল পার্টধারী। কারো পার্ট পরিবর্তন হয়না। অর্থাৎ পার্ট করতেই হবে। সর্ব প্রথম এই কথাটি বোঝাতে হবে যে আত্মার পিতা কে ? বলা হয়- ও গড ফাদার। এই কথাটি কে বলেছে ? আত্মা বলে শরীর দ্বারা। আত্মার পিতা হলেন পরম পিতা পরমাত্মা। এই হল মুখ্য কথা। তোমাদের কারো সঙ্গে অযথা তর্ক করতে হবেনা। এই হল সেকেন্ডে জীবন মুক্তি। বাবা বাচ্চাদের বোঝান – বাচ্চারা, তোমরা দেহি অভিমানী হও। এইসময় এই হল পতিত দুনিয়া, গড ফাদারকে না জানার দরুন অনাথ হয়েছে। সত্যযুগে তো প্রালঙ্ক ভোগ করো। সেখানে বাবাকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই। দুনিয়া এই কথা জানেনা যে ভারতবাসীরা বাবার কাছে প্রালঙ্ক প্রাপ্ত করে। ভারত স্বর্গে পরিণত হয়। নরকে পরিণত করে মায়া (রাবণ)। ভারত কে নতুন থেকে পুরানো হতে হয়। এই যেমন বাড়ির আয়ু ১০০ বছর, তাহলে ৫০ বছর হলে বাড়িটি কে পুরানো বলা হবে। ঠিক তেমনই দুনিয়া নতুন থেকে পুরানো হয়। আবার নতুন কে করবে ? রিপিট হয় কিভাবে ? দুনিয়া পবিত্র ছিল, কে তৈরি করেছিল। পতিত পাবন হলেন এক মাত্র পিতা। তিনি-ই পবিত্র করবেন। পতিত কে করে ? পবিত্র কে করে ? এইসব কেউ বুঝতে পারেনা। এখন তোমরা বাবার আপন হয়েছ। পিতা মানে পিতা। পিতাকে অর্ধেক বা তিনের চার ভাগ বিশ্বাস করা হয়না। কিন্তু

মায়া দেহ অভিমানে এনে দেয়। সম্পূর্ণ পরিশ্রম লাগে অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে। তা নাহলে মায়া হল একনশ্বর শত্রু। স্মরণের শক্তি দিয়ে তোমরা রাজস্ব প্রাপ্ত কর। স্মরণের দ্বারাই তোমরা বাবার কাছে বর্ষা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত কর। স্মরণের শক্তি আছে। বাবা বলেন দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ভুলে আমায় স্মরণ করো কারণ আমার কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। সত্যযুগ হল জীবনমুক্ত, কলিযুগ হল জীবন বন্ধ । পাঁচটি বিকার রূপী রাবণের বন্ধন আছে। সেখানে এইসব থাকেনা। বাবা এসে উদ্ধার করেন।

তোমরা জানো- ভারতে সুপ্রীম পীস-প্রসপারিটি (পরম শান্তি-সমৃদ্ধি) ছিল। এখন নেই। অর্থাৎ নিশ্চয়ই সুপ্রিম ফাদার (পরম পিতা) স্থাপন করেছিলেন। নিশ্চয়ই এসেছিলেন। সঙ্গমে এসে ভারতকে জীবনমুক্ত করেন। বাকি সব ধর্ম হল বাই প্লট। এই ভারত হল ওল্ড (পুরানো)। নতুন ভারতে দেবী-দেবতাদের রাজস্ব ছিল, এক ধর্ম ছিল। যাকে স্বর্গ বলা হয়। অতএব সর্ব প্রথম বাবার পরিচয় দিলে আর আর্গুমেন্ট (তর্ক) করবেনা। বাবা তো সত্য বলেন। ওঁনার হল শ্রীমৎ। নেত্রট হল ব্রহ্মার মত। নিশ্চয়ই বাবার কাছে ব্রহ্মা মত প্রাপ্ত করেন। ব্রহ্মা এখন রাত্রে আছেন । দিনের বেলায় ছিলেন। ব্রহ্মার দিন ও রাত অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার ও কুমারীদেরও দিন ও রাত । প্রজাপিতা ব্রহ্মার রাত অবশ্যই বাচ্চাদেরও রাত হবে। বাবা বোঝান আমি আসি, ব্রহ্মা মুখ দ্বারা সর্ব প্রথম ব্রাহ্মণ রচনা করি। ব্রাহ্মণ বর্ণ চাই। এই যজ্ঞের রচনা করা হয়েছে তাইনা। কৃষ্ণ যজ্ঞ বলা যাবেনা। এই হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। রুদ্র মালা। শিব পিতা এইসময় যজ্ঞ রচনা করেন। এই পিতা বসে পড়ান। বাচ্চারা, আমি তোমাদের নর থেকে নারায়ণ, রাজার রাজা করি। এই হল রাজ যোগ। কৃষ্ণকে পরমাত্মা বলা যাবেনা। পরমাত্মা রাজ যোগ শেখান যার দ্বারা তোমরা শ্রীকৃষ্ণের মতন হও। মুখ্য কথা হল সর্ব প্রথম বাচ্চাদের দেহি অভিমানী হতে হবে। তা নাহলে কারো জ্ঞানের তীর লাগবেনা। দেহি-অভিমানী হয়ে পিতাকে স্মরণ করলে শক্তি প্রাপ্ত হবে । যখন তোমরা ভালো রূপে বীর হয়ে যাবে তখন ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদিকে জ্ঞানের তীর লাগবে। ধীরে ধীরে হবে। এখন তোমরা শক্তি প্রাপ্ত করছ। শেষ পর্যন্ত ১০০% হতে হবে। রেস করতে হবে। এখন তোমরা পড়ছ। খুব বীর হয়ে যাবে। বোঝানো উচিত তোমরা হলে জীব আত্মা, পরমাত্মা পিতা হলেন এক। তাহলে তোমরা আত্মাই পরমাত্মা কেন বলা ? পতিত পাবন পরমাত্মা তো হলেন একজন। তোমরা তো পুনর্জন্মে আসো। পরমাত্মার নিজস্ব দেহ নেই। তিনি হলেন রুদ্র শিব। মানুষকে পরমাত্মা বলা যাবেনা। আত্মার দেহের আধারে নাম রাখা হয়। আত্মা যদিও সবারই একরকম হয়। কোথাও আত্মা যদি বারিস্টারের দেহে জন্ম নেয়। বাকি এরকম নয় আত্মা কুকুর, বেড়াল হয়ে জন্মায়। বাবা বলেন - প্রিয় বাচ্চারা, মানুষ, মানুষই হয়। পশুদের ভ্যারাইটি আলাদা। এই সময় মানুষ তো পশুর চেয়েও অধম। মায়া সম্পূর্ণ খাবার নষ্ট করে দিয়েছে ড্রামা অনুযায়ী, এখন বাবা এসে উদ্ধার করছেন।

পরমাত্মাকে ভারতবাসী মাতা-পিতাও বলে। বিদেশিরা বলে ও গড ফাদার। আত্মা, ফাদার আছে তো সঙ্গে মাদারও চাই। ইভ বলে। কিন্তু সে কে ? ইভ কাকে বলা যায় ? মাঙ্গাকে ইভ বলা যাবেনা। মাঙ্গা তো হলেন জগৎ অম্বা। ব্রহ্মাকে ইভ বলা হবে কারণ এনার মুখ দ্বারা রচনা হয়, তবে তো তুমি মাতা পিতা প্রমাণিত হবে। একজনকেই মাতা-পিতা বলা হয়। জগৎ অম্বার-ও মাতা হওয়া উচিত। তিনি হলেন মানুষ। এইসব কথা তখনই ধারণ হবে, যখন নিরন্তর দেহী অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করবে। স্মরণে না থাকলে ধারণাও হবেনা। মায়া খুব সাংঘাতিক, স্মরণে না থাকলে ঘৃষি মারতেই থাকবে। দশ-বারো বছর হয়ে গেলেও মায়া ঘৃষি মেরে দেয়। মুখ ঘুরিয়ে দেয়। অনেকে

ভুলে যায়। তখন বলে ভাগ্যে ছিলনা। গীত আছে না - এসেছি ভাগ্য উদয় করে ... কোন্ ভাগ্য উদয় করে এসেছ ? লক্ষ্মীকে বরণ করার ভাগ্য। বাপদাদা বলেন - হৃদয় দর্পণে দেখো - তোমরা কি যোগ্য হয়েছ ? বাবার মতন মিষ্টি হয়েছ ? বাবা বলেন দেহী-অভিমানী হও। আমি পিতা, আমায় যত স্মরণ করবে তত জমা হবে। স্মরণ না করলে জমা হবেনা। স্মরণের দ্বারা-ই পুরানো খাতা ভস্ম হবে। যোগ অগ্নি অর্থাৎ স্মরণ। অহম আত্মা পরমাত্মাকে স্মরণ করি। বাবাও বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমায় স্মরণ করো। আত্মাই পরমাত্মা বলাটা ভুল। পরমাত্মা কখনও পুনর্জন্মে আসেন না। তোমাদের তো সদা পুনর্জন্ম হয়। আমার জন্ম হল দিব্য অলৌকিক। আমি সাধারণ দেহে প্রবেশ করি। নাহলে ব্রাহ্মণ আসবে কিভাবে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা চাই বৃদ্ধ স্বরূপ। শিশু চাইনা। কৃষ্ণ হলেন শিশু। রাধে-কৃষ্ণকে ছোট বয়সে দেখানো হয়। ছোট বাচ্চাকে এতজন সব প্রজাপিতা বলবে কিকরে। তোমরা কৃষ্ণকে মাতা পিতা কিভাবে বলবে। এখন পরম পিতা পরমাত্মা গাইড রূপে এসেছেন, সব আত্মাদের নিয়ে যেতে। বাবা তো ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন। সর্ব প্রথম ফর্ম ভরাও। মুখ্য কথা হল গীতার ভগবান কে ? এই যজ্ঞ কে রচনা করেন ? রুদ্র যজ্ঞ বা জ্ঞান যজ্ঞ বলা হবে। পরমাত্মা তো হলেন জ্ঞানের সাগর, সকলের পিতা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) দেহী অভিমানী হয়ে, দেহের সব ধর্ম ভুলে আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, এটা পাকা করতে হবে। বাবার মতন মিষ্টি মধুর হতে হবে।

২) দেহী অভিমানী হয়ে বাবার পরিচয় দিতে হবে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তির বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার বাবার কাছেই প্রাপ্ত হয়। কারো সঙ্গে ডিবেট বা তর্ক করবেনা।

বরদান :- উৎসাহ-উদ্দীপনা দ্বারা বিঘ্ন সমাপ্তকারী বাবার সমান সমীপ রত্ন ভব

ব্যাখ্যা: বাচ্চাদের হৃদয়ে যে উৎসাহ উদ্দীপনা আছে যে আমি বাবার সমান সমীপ রত্ন রূপে সুপুত্র সন্তান হওয়ার প্রমাণ দেব - এই উৎসাহ উদ্দীপনাটি হল উড়ন্ত কলার আধার। এই উদ্দীপনা অনেক রকমের বিঘ্ন সমাপ্ত করে সম্পন্ন হতে সাহায্য করে। এই উৎসাহ-উদ্দীপনার শুদ্ধ ও দৃঢ় সঙ্কল্প বিজয়ী হতে বিশেষ শক্তিশালী শস্ত্রে পরিণত হয় তাই হৃদয়ে সর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনা বা এই উড়ন্ত কলার সাধনটি বজায় রাখবে।

স্লোগান - যেমন তপস্বী সদা আসনে বিরাজিত থাকে তেমনই তোমরাও একরস অবস্থার আসনে বিরাজমান হও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ সহিত সমস্ত কিছুই এমন কি বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়াকেও ত্যাগ করতে হবে তোমাদের। যেহেতু প্রকৃত গাইড দ্বারা দিশা পেয়ে গেছো তোমরা"

প্রশ্ন :- ঈশ্বরীয় পরিকল্পনায় কোন্ এমন কর্ম-কর্তব্যের কল্যাণ লুকিয়ে আছে তাতে ?

উত্তর :- তা এক মহাবিনাশের কর্ম-কর্তব্য! যার কারণে বেহদের পুরোনো এই দুনিয়াকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতেই হবে। অবশ্য এই ধ্বংসের পিছনেও কল্যাণ লুকিয়ে আছে। কিন্তু অজ্ঞানী লোকেরা ভাবে, এ তো খুবই অকল্যাণের। অথচ বাবা স্বয়ং বলছেন-"আমি যে এই জ্ঞান-যজ্ঞের রচনা করেছি, এই যজ্ঞেই বর্তমানের এই পুরোনো দুনিয়ার সমস্তকিছুই অহুতি হয়ে, আবার নতুন দুনিয়ার সূচনা হবে।"

গীত :- ওঁ নমঃ শিবায়ঃ .....

ওঁ শান্তি! বাচ্চারা গীত তো শুনলে তোমরা, কিন্তু এই গীতে কার মহিমা করা হয়েছে ? তোমাদেরই প্রকৃত মাতা-পিতা অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা। যিনি উচ্চ থেকেও অতি উচ্চের, সর্বোচ্চ ভগবানের। তিনি ঈশ্বরীয়- পিতা 'গড-ফাদার'! এই যে ঈশ্বরকে ফাদার বলা হচ্ছে - কিন্তু কাদের ফাদার তিনি ? --তিনি সমগ্র মনুষ্য সৃষ্টি জগতের ফাদার। যিনি অসীম বেহদের বাবা। ওনাকে যেখানে বাবা বলা হচ্ছে, তার অর্থ উনিই (সন্তানের) রচয়িতা। আসলে সমগ্র মনুষ্য সৃষ্টি জগতেরই রচয়িতা উনি। বাস্তবে সকল মনুষ্য মাত্রেরই দু-ধরণের বাবা থাকে- একজন (দেহধারী) লৌকিক বাবা, অপরজন পারলৌকিক বাবা, অর্থাৎ আত্মার বাবা। লৌকিক বা জাগতিক বাবার দ্বারা আমাদের আত্মার জন্য দেহ বা আকার গঠিত হয়। আত্মা কিন্তু নিরাকার। আত্মাদের নিজস্ব নিবাসস্থান নিরাকারী দুনিয়াতে। যাকে ব্রহ্মলোক বলা হয়। আর এখানে আত্মারা শরীর পায় তাদের কর্ম-কর্তব্যের পাট করার জন্য। তাই, অবিদ্যার নাটকের এই ড্রামার রহস্যকে খুব ভালভাবে জানা উচিত। বাচ্চারা, তোমরা তো জানতে পেরেছো যে, গড-ফাদারের মহিমা অন্য সবার থেকেই পৃথক ধরণের। তাই তো তোমরা তাকে ডাকো- "ওগো ঈশ্বরীয় পিতা" বলে। মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ ইনিই। সৃষ্টি-জগতের কল্প-বৃক্ষ একটি উল্টো বৃক্ষের মতন। বীজরূপী বাবা যিনি বৃক্ষের উপরি ভাগে অবস্থান করেন। তাই, মানুষেরা যখন ওনাকে "ও গড-ফাদার" বলে ডাকে, তখন তাদের দৃষ্টি থাকে উপরের দিকে। সকল আত্মারই পিতা সেই এক পরমপিতা পরমাত্মা। যেহেতু একমাত্র উনিই সর্বোচ্চ, তাই ওনার মহিমাও তেমনি সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু মানুষেরা তা সঠিক ভাবে বোঝে না। সকল আত্মাধারীদেরই পিতা এই এক ও একমাত্র বাবা। এই বাবা হলেন নিরাকার বাবা। এছাড়াও আর একজন আছেন সাকারী বাবা, যিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মা। যাকে আদিদেব, মহাবীর, এ্যাডম্-ও বলা হয়ে থাকে। যার মাধ্যমে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা রচান। কোনও দেহধারীর পিতাকে কখনই অসীম বা অনন্ত (জগতের) বলা যেতে পারে না। যেমন লৌকিক পিতা যেভাবে রচনা রচেন - ওনাকে প্রথমে স্ত্রী-রূপে কাউকে গ্রহণ করতে হয়, তারপর সেই স্ত্রীর মাধ্যমে বাচ্চার জন্ম দেন। এই কর্ম-কর্তব্য সম্প্রদান যিনি করেন, তাকেই বাবা বলা হয়। কিন্তু এই বাবাকে কখনই সর্বব্যাপী বা অসীম-অনন্তের বাবা বলা হয় না। শরীরধারী পিতার সন্তানেরা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার স্নেহাশীষ ও জাগতিক আশীর্বাদী যা কিছু থাকে তাও পেয়ে থাকে। তেমনি অসীম বেহদের

নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাও সকল আত্মাদের বেহদের বাবা। এই মূল কথাটাই বুঝতে হবে এবং বোঝাতেও হবে।

ঈশ্বর এক ও একমাত্র অর্থাৎ বাবা কেবল একজনই। কিন্তু আত্মারা এখন তাদের এই প্রকৃত বাবা, পরমাত্মাকে ভুলেই গেছে। আর বাবাকে ভুলে যাবার কারণেই মানুষেরা এখন এমন অনাথ হয়ে গেছে। বাবাকে সঠিক ভাবে না জানার কারণে স্বর্গ-রাজ্যের কথা অর্থাৎ রচনার বিষয়গুলি, কিম্বা ভাই-বোনের সম্পর্ক ইত্যাদি সবকিছুই ভুলে গেছে। বাবাকে ভুলে যাবার কারণেই নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া লেগেই আছে। যা একেবারে কাঙ্গাল অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। যেহেতু ধন-সম্পদ-আশীর্বাদ, সেসব কিছুই তো পাওয়া যায় এক ও একমাত্র বাবার থেকেই। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরও ওনারই রচনা। এই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর এনারা সূক্ষ্মবতনবাসী। আর সূক্ষ্মবতনের উপরেই আছে মূলবতন, যেখানে বাস করেন পরমপিতা পরমাত্মা। আমরা আত্মারাও সেখানকার বাসিন্দা। আত্মারা নিজেরাই একথা বলে থাকে যে, "নিরাকারী সেই দুনিয়া হলো সুইট গড-ফাদারলী হোম"। বাচ্চারা, তোমরা তো এই বতনের বিষয়ে অবগতই আছো। বাস্তবে বতন বা লোক হলো তিনটি : মূলবতন, সূক্ষ্মবতন ও স্থূলবতন। উচ্চ থেকেও অতি উচ্চের সর্বোচ্চের হলেন এই বাবা। যিনি পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং 'করনকরাবনহার', 'রচনাকার' (ক্রিয়েটর) এবং 'নির্দেশক' (ডাইরেক্টর)-ও বটে। উনি সর্বাগ্রে রচনা করেন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে। তারপর ব্রহ্মা দ্বারা ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারীদের দওক নেন সন্তান হিসাবে। (এই ব্রহ্মাও তিনিই-) দিলওয়ারা মন্দিরে যাকে আদি-দেব হিসাবে দেখানো হয়। স্মরণিকায় তোমাদেরকেও দেখানো হয়, (ব্রহ্মার) নীচে বসে তপস্যায় মগ্ন তোমরা। যিনি এই ভারত-খণ্ডকে এমন পতিত বানিয়ে থাকে, স্মৃতিস্মৃষ্টি তারও স্মৃতি-স্মারক রয়েছে সেখানে। আত্মারূপী প্রেমিকাদের সবারই এক ও একমাত্র প্রেমিক (পরমাত্মা)। মন্দিরের স্মৃতি-স্মারকে দেখানো আছে, মন্দিরের সন্মুখেই বসে আছেন (জগৎ মাতা) জগদম্বা ও জগৎপিতা। ওনারা বসে রাজ-যোগের তপস্যা করছেন। ভগবান স্বয়ং তা বলছেন- "আমি ব্রহ্মার এই শরীরে অবস্থান করে তোমাদেরকে এই রাজযোগের শিক্ষা দিয়ে থাকি যেখানে জগদম্বাও উপস্থিত থাকেন, প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথে ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারীরাও উপস্থিত থাকে। তাদের সাথেই থাকে অধর-কুমারীরাও।" অথচ, মন্দির নির্মাতারা নিজেরাই জানে না যে, কারা কুমারী আর কারা অধর-কুমারী। এমন ক্ষেত্রে অবশ্য তারা জগৎ-অম্বা ও জগৎ-পিতার সন্তান হিসাবেই গ্রাহ্য হবে। বাবা স্বয়ং তাদের সবার সামনে বসে এই রাজ-যোগের শিক্ষা দিচ্ছেন।

বাবা আরও জানাচ্ছেন- কেনই বা সর্বাগ্রে তিনি ব্রহ্মাকেই রচনা করেন। যেহেতু, বাবার প্রবেশতা ঘটে কোনও এক সাধারণ বানপ্রস্থ শরীরে। তখন থেকে সে আদিদেবে (ব্রহ্মায়) পরিণত হয়। এই প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেই আবার মহাবীর বলা হয়। কিন্তু ইনি কার সন্তান ? বাবা স্বয়ং বসে তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন - "এই ব্রহ্মার দেহেই আমার প্রবেশতা ঘটে, লোকেরা আমাকে শিব নামে জানে।" আর, এমনটা ভাবারও কোনও যুক্তিই নাই যে, বাবা এখানে আসেন না। লোকদের মুখে মুখেই তো এমন কথা হামেশাই শোনা যায়- "যদা যদা হও ধর্মস্য .....!" বর্তমানের এই সময়টাই হলো পতিত দুনিয়ার। তাই উনি না এলে এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানাবে কে ? -- একথাও তো বুঝতে হবে। তাই বাবা বুঝিয়ে বলছেন- "একমাত্র আমিই সেই সদগতি-দাতা। গঙ্গা-নদীর (জল) দ্বারা কারও গতি বা সদগতি হতে পারে না কখনও। সদগতি করতে পারেন, একমাত্র একজনই যিনি পরমপিতা পরমাত্মা। যিনি সদাই পবিত্র। অর্থাৎ যিনি 'হেভেনলী গড-ফাদার, যিনি

স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। তোমরা বি.কে.-রা যার সন্তান। অতএব তোমরা যেখানে তারই সন্তান, তবে তোমরা (উত্তরাধিকার সূত্রে) কেনই বা গড়-ফাদারের কাছ থেকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হবার আশীর্বাদী-বর্সা নেবে না ? এটাই তো হলো বুঝদারের মতন কথা। দিলওয়ালা মন্দিরে স্মৃতি-চিহ্ন হিসাবে এসবের চিত্র ও মূর্তি যেখানে রয়েছে। যেখানে দেখানো হয়েছে, ধ্যান-মগ্ন তপস্যায় নীচের দিকে তোমরাই সেখানে বসে আছো। আর উপরের দিকে আছে স্বর্গ-রাজ্যের স্মৃতি-চিহ্নের চিত্রাদি। একদা যেসব দেবী-দেবতারা এই ভারতেই ছিল। আর তাই তো বাবাকেও আসতে হয় পতিত বাস্তুদেরকে পবিত্র বানাতে। বাবা নিজেও তা বলেন--কল্প-কল্প ধরে, প্রতি কল্পেরই সঙ্গমযুগে ওনাকে আসতে হয়। একমাত্র এই সঙ্গমযুগই হলো সর্ব শুভ-লক্ষণযুক্ত যুগ। যা (কলিযুগের অন্তিম সময় ও সত্যযুগের প্রারম্ভের মধ্যবর্তী সময়) তাই বাবা আসেন কলিযুগের অন্তে এসে সত্যযুগ স্থাপনা করেন। বি.কে.-বাস্তুদেরকে সামনে বসিয়ে স্বয়ং (পরমাত্মা) বাবা এসব বোঝাচ্ছেন। বাবা নিজে কিন্তু জন্ম-মৃত্যুর রহিত। কোনও মনুষ্যকেই ভগবান বলা চলে না। মানুষেরাই ৮৪-জন্ম নিয়ে থাকে।

বাস্তুরা, তোমরা তো জানো, বর্তমানের এই কলিযুগ অর্থাৎ মৃত্যুলোক। আর সত্যযুগকে বলা হয় অমরলোক। বর্তমান সময়টা হলো নরকেরও অধম। এখানে একে অপরকে মারতে-কাটতেই ব্যস্ত থাকে। এই ভারত ভূখণ্ডই একদা কত পবিত্র ছিল। তখন এখানে দেবী-দেবতারা রাজত্ব করত। বাবা আসেন পতিত দুনিয়ায় পতিত শরীরেই। তবে অবশ্যই যে সত্যযুগেও ছিল, তারই অন্তিম জন্মের দেহে বাবা এসে আধার নেন তার কর্ম-কর্তব্য সম্প্রদান করতে। তাই তো একথাও প্রচলিত আছে, আত্মা পরমাত্মা থেকে পৃথক হয়ে আছে বহুকাল ...। এতেও তো তোমারা কল্প ও যুগের হিসেব মেলাতে পারো। (কল্পের) শুরুতে থাকে আদি-সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের লোকেরা। একমাত্র তারাই কল্পের পুরো ৮৪-জন্ম পায়। ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদিরা ৮৪-জন্ম পায় না। এই ভারত ভূখণ্ডই পরমপিতা পরমাত্মার জন্মস্থান। তাই অন্যান্য সব ভূখণ্ড থেকে এর স্থান সর্বোচ্চে। কিন্তু এখন যে কলিযুগ। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, এ সবই যা কিছু ঘটছে তা হচ্ছে অবিনাশী ড্রামা অনুসারে। এই ড্রামার কোনও বিনাশ নাই। সম্পূর্ণ জগতের ইতিহাস-ভূগোলের পুনরাবৃত্তি হতেই থাকে চক্রাকারে। আর যে এই স্বদর্শন-চক্রের জ্ঞানকে বুঝে চলতে পারে, তবেই সে স্বদর্শন-চক্রধারী রাজা হতে পারে। ভারত ভূখণ্ডে যখন দেবী-দেবতাদের রাজ্য থাকে, তখন অন্য কোথাও আর কোনও ধর্মের উপস্থিতি থাকে না। কল্পের শুরুতে নতুন ভারতের নতুন রাজধানীতে কেবল দেবী-দেবতারা রাজত্ব করে। যাকে বলা হয় 'ওর্যান্ড অলমাইটি অথরিটি'-র রাজ্য। যাকে অন্যেরা কেউই কোনও প্রকারেই পরাজিত করতে পারে না। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ তখন সমগ্র বিশ্বে রাজত্ব করে। তাদের এমন বিশ্বের মালিক বানাবার কারিগর অবশ্যই কেউ থাকবে। তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, গড়-ফাদার। বর্তমান সময়ে তো দেবী-দেবতাদের নাম-গন্ধ বা অস্তিত্বই নেই। কেবলমাত্র দেবী-দেবতাদের মূর্তি ও চিত্রাদিই আছে। কিন্তু তাদের গুণ-শক্তি ও কর্ম-কর্তব্যের বিষয়ে কারও জানা নেই। বর্তমান সময়কালে গর্ভনমেন্টেরও কোনও ক্ষমতা নেই। এমন কি তারা তাদের নিজেদের ধর্মে (কর্ম-কর্তব্য)-এর সঠিক ধারণা নেই। অথচ প্রবাদ আছে - ধর্মই শক্তি। সেই ধর্মের স্থাপনা করার কারিগর এই বাবা। তাই তো ওনাকে বলা হয় সর্বশক্তিমান 'অলমাইটি অথরিটি'। এই 'গড়-ফাদার'-ই একদিকে যেমন বাবা, আবার অন্য হিসাবে ওনাকে 'নলেজফুল টিচার'-ও বলা হয়। যেহেতু উনি আবার পতিত-পাবন, তাই আবার সদগুরুও বটে। ওনার কিন্তু কোনও বাবা নেই। যেহেতু উনি হলেন 'সুপ্রীম-ফাদার', আর 'সুপ্রীম টিচার' কারণ উনি 'নলেজফুল'। একমাত্র উনি ছাড়া আর কোনও মানুষেরই এই অবিনাশী

ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান জানা নেই। একমাত্র উনিই সবার সদগতিদাতা। ওনার কোনও গুরু-গোঁসাইও নেই। একমাত্র উনিই, যিনি অসীম-বেহদের বাবা, বেহদের টিচার, আবার বেহদের সদগুরুও বটে।

বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, বর্তমান ভারত এখন কাঙ্গাল ও পতিত হয়ে পড়েছে। এই পতিত অবস্থা হয়েছে মায়ারূপী রাবণের কারণে। তাই ভারত এখন অসুরদের রাজস্থান (রাজত্ব) ! অথচ, সত্যযুগে যা ছিল দেব-দেবীদের রাজস্থান। যাকে স্বর্গ বা হেভেন বলা হতো। আর এই ভারতই উচ্চ থেকেও উচ্চতর অবিনাশী ভূখণ্ড। এমন কি অবিনাশী বাবারও এটাই হলো জন্মস্থান। এই ভারত ভূ-খণ্ডের বিনাশ হয় না কখনও, যদিও বাকী অন্য সব ভূখণ্ডই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অতএব ড্রামার চিত্রপট অনুসারে বাবারও কর্ম-কর্তব্যের পার্ট আছে - এই পতিত সৃষ্টি-জগৎকে পবিত্র বানিয়ে আদি সনাতন ধর্ম স্থাপনা করার। সেই উদ্দেশ্যেই শংকরের দ্বারা এত অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে থাকে। আর এই বিনাশ কিন্তু কোনও অকল্যাণের নয়। আর তা হচ্ছে রুদ্র জ্ঞান যন্ত্রের মাধ্যমে - যার মাধ্যমে এই বিনাশের শিক্ষা প্রজ্জ্বলিত হয়। বাবা আরও জানাচ্ছেন, গীতার প্রকৃত রচয়িতা উনি অর্থাৎ নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। কিন্তু অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা তাতে কৃষ্ণের নাম লিখে রেখেছে। কিন্তু এখানে ভগবান স্বয়ং বলছেন - "একমাত্র আমিই এসে তোমাদের সেই রাজযোগের শিক্ষা দিয়ে থাকি। এখন থেকে তোমরা হলে রাজযোগী। তাই দেহ সহিত সৃষ্টি জগতের পুরোনো যা কিছু আছে, সে সবকিছুকেই ত্যাগ করতে হবে তোমাদের। আমি নিজে গাইড হয়ে তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই এসেছি।" এক ও একমাত্র এই বাবা-ই হলেন যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের উদ্ধারকর্তা। অর্দ্রেক কল্প হলো ভক্তির অর্থাৎ রাবণ-রাজ্য আর অর্দ্রেক কল্প রাম-রাজ্য। ঈশ্বরীয় বাবা বসে ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে এগুলিই বোঝাচ্ছেন, এমন নয় যে কোনও মনুষ্য তা বোঝাচ্ছেন। পরমাত্মা বাবা তার আত্মারূপী সন্তানদের সাথেই বাক্যালাপ করছেন। বাবা বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমাদের এই পথ হলো প্রবৃত্তি-মার্গ। এই ভারত ভূখণ্ডে যখন পবিত্রতা ছিল, তখন শান্তি ও সমৃদ্ধিও ছিল। তা খুইয়ে ফেলায় এখন আর সেই শান্তি-সমৃদ্ধি নাই। সবাই এখানে যেমন রোগী তেমনি দুঃখী। ভারত যে এখন মহা দুঃখধামে পরিণত হয়েছে। অথচ এই ভারতই একদা সুখধাম ছিল। এখন তাই বাবা বলছেন- "বাচ্চারা, তোমারা আমার সাথেই যোগের অভ্যাস করো। আর এজন্য প্রথমে এই নিশ্চয়তা আসা দরকার যে আমি আত্মা, নিজেকে পরমাত্মা যেন ভেবো না আবার। যেমনটা সাধু-সন্ন্যাসীরা বলে থাকে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী। কিন্তু তা কি করে হয়, পরমাত্মার মহিমা তো সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম। এই তোমরা সবাই সত্যযুগে কত পবিত্র ছিলে। কিন্তু এখন কত অপবিত্র হয়ে আছো।

প্রকৃত অর্থে বর্ণের ধারা এই প্রকারের - ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, তাই না ! তোমরা বি.কে.-রা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার ব্রাহ্মণ সন্তান। কিন্তু এই আদি-দেব ব্রহ্মাকে জন্ম দিয়েছেন কে ? এবার বাবা নিজেই তা জানাচ্ছেন, উনি যখন থেকে এই (ব্রহ্মার) শরীরে প্রবেশ করে তাকে আধার বানিয়েছেন, তখন থেকেই এনার নাম রাখা হয় ব্রহ্মা। অর্থাৎ শিববাবা স্বয়ং এই ব্রহ্মাকে দত্তক নিয়েছেন। তাই তো ব্রহ্মার এই রথ (শরীর) -কে ভাগীরথ অর্থাৎ ভাগ্যশালী রথ বলা হয়। এনার মাধ্যমেই মহাবাক্যের জ্ঞানে তোমারা মায়াকেও পরাজিত করতে পারো। যা ময়দানের কোনও স্থূল যুদ্ধ নয়। তোমরা বি.কে.-রা তো হলে অহিংসক। হিংসা প্রধানতঃ দুই প্রকারের :- প্রথম প্রকার হল - কাম-বিকারের হিংসা। দ্বিতীয় প্রকার হলো, একে অপরকে শারীরিক আঘাত করে মারার হিংসা। বাবা জানাচ্ছেন, এদের মধ্যে কাম-বিকার হলো মহাশত্রু। এর কারণেই তোমরা

আদি-মধ্য-অন্তে দুঃখ পেয়ে আসছো। অর্থাৎ দ্বাপরে যখন থেকে রাবণ-রাজত্বের শুরু হয়। আর ব্রহ্মারও রাত শুরু হয় তখন থেকেই। বর্তমানের এই সঙ্গমযুগ হলো সর্বোচ্চে, অর্থাৎ সর্বাধিক কল্যাণকারী যুগ। এর পর থেকে আবার তোমাদের নীচের দিকেই নামতে হবে। তখন আবার দেবতা থেকে হবে ঋত্রিয়, ঋত্রিয় থেকে হবে বৈশ্য, এভাবেই আবারও শূদ্র-বর্ণেও আসতে হবে। আর যারা ব্রাহ্মণ ধর্মের হবে, তারা অবশ্যই আবার এখানে এসে ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারী হবে। বাবা ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন- একদা এই ভারত ভূখণ্ডই 'জীবনমুক্ত' ছিল, যা এখন 'জীবনবন্ধে' পরিণত। বাবা এসে সেকেণ্ডেই 'জীবনমুক্তি' দিয়ে দেন। একমাত্র এই বাবার থেকেই কল্পে-কল্পে প্রতি কল্পেই এভাবেই অসীম-বেহদের সুখের অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষার প্রাপ্তি হয়। মুক্তি বা জীবন-মুক্তির অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা কোনও মানুষ অন্য মানুষকে দিতে পারে না। ভব-সাগর পার করার মাঝি বা সদগুরু কেবলমাত্র এই একজনই। তোমরা বি.কে.-রা সেই বিশ্বের রচয়িতা বাবার দ্বারাই আগামী বিশ্বের মালিক হতে যাচ্ছে।

বাবা জানাচ্ছেন- উনি নিজে নিষ্কামী। তাই এই ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের সমগ্র বিশ্বের মালিক বানিয়ে, উনি স্বয়ং বানপ্রস্থে গিয়ে বসে থাকেন। লোকেরা নিজেরাই কিন্তু তা কীর্তন করে - "দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখে করে না কেউ ....." অর্থাৎ ভক্তরাও সব কিন্তু সেই একই ভগবানকে স্মরণ করে। তবুও আবার ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে। তবে আর তাদেরকে ভক্ত বলা যাবে কি প্রকারে ? যেখানে তাদের এমনই উল্টো জ্ঞান। বাবা রচনা করান মুখ-বংশাবলী বাচ্চাদেরকে। তোমরা বি.কে.-রা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী বাচ্চা। আর তথাকথিত জাগতিক ব্রাহ্মণেরা হল কুখ-বংশাবলী, অর্থাৎ (গর্ভজাত) কাম-বিকারের দ্বারা জন্ম হয় তাদের। জাগতিক তীর্থের দিশা-নির্দেশকরা হলো জাগতিক পাণ্ডা। তার তোমরা বি.কে.-রা হলে ঈশ্বরীয় পাণ্ডা। এবার বাবা সকল আত্মাদেরকেই বলছেন- "এখন তোমরা একমাত্র এই বাবাকে অর্থাৎ কেবলমাত্র আমাকেই স্মরণ করো, এমন বাবাকে কি ভুলে যাওয়া উচিত ? বাবাকেই যদি ভুলে যাও তবে তার অমূল্য সম্পদ অবিনাশী আশীর্বাদী-বর্ষা পাবে কি করে ? তাই বাবা আবারও বলছেন- ওঁনাকে স্মরণ করতে। বাদবাকী যা কিছুই আছে, তাও তো এই বাবারই রচনা, যা থেকে কোনও প্রকারের আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায় না। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের প্রতি।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কর্ম-কর্তব্যের পার্ট সঠিক ভাবে করার জন্য ড্রামার রহস্যগুলিকে খুব ভালভাবে জানতে হবে। এখন আমরা জ্ঞান-ধনে ধনী, তাই কখনও নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া মোটেই নয়।

২) গাইড হয়ে বাবা স্বয়ং এসেছেন, সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। অতএব এখন দেহ সহ সবকিছুকে ভুলে কেবলমাত্র এক ও একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে।

বরদান :- হিম্মৎ-এর সংকল্প দ্বারা মায়াকে হিম্মৎহীন বানিয়ে হিম্মৎবান আত্মা হও

বিস্তার :- যে বাচ্চারা এক বল ও এক ভরসায় থেকে, এমন হিম্মৎ-এর সংকল্প করে যে- বিজয়ী আমাকে হতেই হবে, তখন সেই হিম্মৎবান বাচ্চাকে বাবা স্বয়ং যেন সাহায্য করছেন - সদা এমনটাই অনুভব হতে থাকে। হিম্মৎ-এর কারণেই সে বাবার সাহায্যের পাত্র হয়ে যায়। হিম্মৎ-এর সংকল্পের সামনে মায়া হিম্মৎহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু, যে এমন দুর্বল সংকল্প করে - সঠিক বুঝতে পারছি না, এটা কি সফল হবে, নাকি হবে না, আমি কি করতে পারবো নাকি করতে পারবো না - এমন সংকল্পধারীকেই মায়া আহ্বান করে। অতএব সদা উৎসাহ-উদ্দীপনা সম্পন্ন হিম্মৎ-এর সংকল্প করতে পারলে তবেই তাকে বলা যাবে হিম্মৎবান আত্মা।

স্লোগান :- নির্মাণচিত্তের আসনে বসে দ্বায়িত্বের মুকুট ধারণ করাই হলো শ্রেষ্ঠত্ব ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার যেমন সকলের প্রতি দয়া আসে, ঘৃণা আসেই না, তেমনই তোমরা বাচ্চারা কারোর প্রতি ঘৃণা করো না, তোমরা দয়ালু হও"

প্রশ্ন :-- দয়ালু বাবার সম্পূর্ণ বিশ্বের প্রতি একটাই প্ল্যান আছে, সেই প্ল্যান কি ?

উত্তর :-- সমস্ত মনুষ্য আত্মাদের তত্ত্ব সহ পতিত থেকে পবিত্র করা, মুক্তি এবং জীবনমুক্তির অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা প্রদান করা । বাবার এই একটাই প্ল্যান আছে । তোমরা বাচ্চারা হলে বাবার সাহায্যকারী । তোমাদের প্রথমে নিজের প্রতি দয়া করতে হবে । শ্রীমত অনুযায়ী চলে নিজেকে পবিত্র বানাতে হবে । তারপর সকলকে বিকার রূপী দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত করার সেবা করতে হবে ।

গীত :- কে এল আজ আমার মনের দ্বারে ...

ওম শান্তি । কে এসেছে ? বাবা এসেছেন । কার কাছে এসেছেন ? বাচ্চাদের কাছে এসেছেন । বাচ্চারা কার কাছে এসেছে ? বাবা বলেন, আমার কাছে । এখন তোমরা সামনে বসে আছ । তোমরা জানো যে, বাবা অনেক দয়ালু । বাবা জানেন যে, এই মায়া আমার বাচ্চাদের অনেক দুঃখী এবং পতিত করেছে । এ কথা বাচ্চারা জানে না । বাবা যেহেতু জানেন, তাই বাবার তো দয়া আসে, তাই না । ঘৃণা কখনো আসবে না । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের সুখের সম্বন্ধে পাঠিয়েছিলাম । এ হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা । এরপর ড্রামা অনুসারে মায়া তোমাদের দুঃখী করেছে । প্রথমে তোমরা সত্যপ্রধান ছিলে, তারপর রজো এবং তমোতে এসেছো । এ কথা আমিই জানি । তোমরা হলে আমার বাচ্চা । আমাকেও আসতে হয় বাচ্চারা, তোমাদের পবিত্র করতে এবং রাজ্য - ভাগ্য দিতে । বাচ্চারাও বুঝতে পারে যে, বরাবরের মতো বাবা এসেছেন । তিনি হলেন প্রেমের সাগর, শান্তির সাগর । তিনি এসে আমাদের সুখ - শান্তির দুনিয়ায় নিয়ে যান । বাবা জানেন যে, এই মায়াই হলো সকালের অতি বড় শত্রু, তাই আমি এখন এসেছি কিন্তু আমি হলাম বিচিত্র, তাই আমাকে কেউ চিনতে পারে না । আগে মানুষ মনে করতো, কৃষ্ণ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, তিনিই স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলেন কিন্তু তিনি কবে এবং কিভাবে বানিয়েছিলেন --এ কথা কেউ জানে না । এখন বাবার খুব দয়া আসে কেননা তিনি জানেন যে, বাচ্চারা মায়া অর্থাৎ পাঁচ বিকার ভূতের বশীভূত হয়ে গেছে । ওরা পরবশ, তাই আমি ওদের উদ্ধার করি । বাবা বলেন যে, বাচ্চারা, তোমরা এখন আমার জন্য অথবা এই ভারত বা সম্পূর্ণ ইউনিভার্সের জন্য আমার মতে চলো । আমাকে স্মরণ করো এবং দয়ালু হও । সবাইকে বাবার পরিচয় দাও । জজেরাও গডের নামে শপথ করায় । কিন্তু তা কেন ? এ কথা কেউ জানে না । এই গড কে ? কেবলমাত্র গড বলে দেয় । ফাদার শব্দও তো আছে । যখন শপথ করানো হয় তখন তারা বুঝতেও পারে না । তারা বলে দেয়, গড ফাদারের নামে শপথ করো কিন্তু এই ফাদারকে তো তারা জানেই না । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, তিনি হলেন গড ফাদার । তারা শপথ করে কেননা তারা এই কথা মনে করে যে, যদি আমরা কিছু ভুল কাজ করি তাহলে বাবা শাস্তি দেবেন । ঘরে যেমন বাচ্চারা উল্টো কোনো কাজ করলে, তারা ভয় পায় যে, বাবা না খাপ্পড় মারে । ওরা গডের নামে শপথ করে । তারা কিন্তু জানে না যে এই গড কে ? তিনি কিভাবে সাজা দেবেন ? খ্রীষ্টানরা বাইবেলের শপথ করে । কেউ আবার গীতার শপথ করবে । তারা মনে করে যে, গীতার ভগবান কৃষ্ণ ছিলেন । তাই কৃষ্ণকে সামনে রেখে ক্ষমা চেয়ে নেয় । তারা মনে করে যে, যদি

আমরা ভুল বলি তাহলে তিনি দণ্ড দেবেন। এখন সত্য তো এক বাবাকেই বলা হবে। ক্রাইস্টকে সম্পূর্ণ দুনিয়া সত্য বলবে না। সদা সত্য তো হলেন গড ফাদার, কিন্তু তাঁকে কেউ জানে না। বাবা এসে যখন বাচ্চাদের জন্ম দেন, তখন বাচ্চারা বাবাকে জানতে পারে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, বাবা তোমাদের আপন করে নিয়েছেন। এই মাতার দ্বারা তোমাদের রচনা করেছেন। তাঁকে আদি দেবও বলা হয়। বাস্তবে আদি দেবীও আছেন। মাঝ্মাকে যদি আদি দেবী বলা হয় তাহলে তাঁর থেকে বড় আদি দেবী ইনি হয়ে যান। এ অনেক বড় গুহ্য কথা। যারা অনেক বিশাল বুদ্ধির হবে, তারাই এই কথাকে বুঝতে পারবে। এ কথা বলাও হয় যে, বাবা পতিতকে পবিত্র বানান। অচ্ছা, পবিত্র দুনিয়া কোনটা? মুক্তিকে কি পবিত্র দুনিয়া বলা হবে নাকি জীবন মুক্তিকে পবিত্র দুনিয়া বলা হবে? এ কথা কেউই জানে না। গায়ন তো অনেকই করে। তাদের বুদ্ধিতে কেবল এই কথাই আছে যে, পরমাচ্ছা আসেন। কিন্তু তাঁর রূপ ইত্যাদি তারা জানে না। আবার বলে দেয় যে, তিনি সর্বব্যাপী।

বাবা খুবই দয়ালু এবং তিনি প্রেমের সাগর। তাই বাচ্চাদেরও দয়ালু হওয়া উচিত। সকলকে ভালোবাসা উচিত। বাবা অনেক দয়া করেন তাই তাঁকে দয়ার সাগর বলা হয়। বাবা বলেন যে, ত্বং সহিত সম্পূর্ণ সৃষ্টির উপর আমি দয়া করে থাকি। আমি জ্ঞানেও পূর্ণ। প্রেমেও আমি পূর্ণ। আমি তোমাদের অতি প্রিয় বানাই। কৃষ্ণ যেমন কত সুন্দর এবং প্রিয়। তাঁর ঘরানায় সকলেই প্রিয়। বাস্তবে সাম্রাজ্য বা বংশ সবসময় রাজারই হয়ে থাকে। যেমন কিং এডওয়ার্ডের রাজত্ব বলা হবে। প্রিন্স অফ ওয়েলসের বলা হবে না। প্রিন্স আবার কিং হয়ে যায়। এও তেমনই। কৃষ্ণের রাজধানীর সঙ্গে খ্রীষ্টানদের অনেক সম্পর্ক আছে। ওই খ্রীষ্টানরা কৃষ্ণের রাজধানী থেকে অনেক উপার্জন করে। প্রথমে তারা কৃষ্ণের রাজধানীকে নিজের দখলে নিয়ে নেয়। তারপর আবার ফিরিয়ে দেয়। কৃষ্ণেরই বলুক বা লক্ষ্মী - নারায়ণের, রাজধানী তো ছিলো, তাই না। এখন ওই খ্রীষ্টানরা কৃষ্ণকে বিশ্বের রাজধানী দিয়ে দেবে। এই রহস্য কত আশ্চর্যের। এখন তারা কৃষ্ণের রাজধানীকে সাহায্যও করছে। অবশেষে সম্পূর্ণ রাজধানী কৃষ্ণকে দিয়ে দেয় তাই কৃষ্ণের মুখে মাখন দেখানো হয়েছে। এমন নয় যে, এ কোনো মাখনের গোলা। দুই বাঁদর নিজেদের মধ্যে লড়াই করে আর মাখন কৃষ্ণ পেয়ে যায়। এ কোনো ভাইয়ের লড়াই নয়, এ হলো বাঁদরের লড়াই। বিকারের এই পাঁচ বাঁদরের নাম খুবই নাম আছে। এখন তোমরা কৃষ্ণের সাম্রাজ্য তৈরী করছো। বিশ্ব - মালিকানার মাখন তাই তোমরা পাবে। লেন - দেন বা কর্মের হিসেব - নিকেশ কেমন। খ্রীষ্টানদেরও কর্ম দেখো রাজধানী নিয়ে আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। নিজেদের মধ্যে কত লড়াই করে। তবুও রাজত্বের মাখন তোমরাই পাবে। তোমরাই প্রিন্স - প্রিন্সেস হও। বাচ্চারা, তোমাদেরও অতি দয়ালু, প্রেমের সাগর হতে হবে। নিজের মনে কোনো ঘৃণা আনবে না। দুনিয়াতে তো একে অপরের প্রতি ঘৃণা করে। যথা রাজা - রাণী তথা প্রজা -- নম্বর অনুযায়ী ঘৃণা করে থাকে। নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করে মরবে।

বাবা খুব ভালোভাবে বোঝান, এতে ঘৃণার কোনো কথা নেই। এই নাটক তো বানানো হয়ে আছে। প্রত্যেক মানুষ নিজেদের নীচ - পাপী বলে। মন্দিরে গিয়ে নিজের প্রতি ঘৃণার প্রদর্শন করে। মহাত্মাদের পবিত্র মনে করে তাদের চরণে মাথা ঠুকতে থাকে। তারা বলে যে, আপনি পবিত্র কিন্তু আমরা পতিত। এই সব কথা তো বাবাই জানেন।

মানুষ গড ফাদারের নামে শপথ করে কিন্তু সেই শপথও মিথ্যে হয়ে যায় কেননা তারা গড ফাদারকেই জানে না। যদি গড ফাদার বলে শপথ করে তাহলে বুদ্ধিতে এই কথা আসা উচিত যে,

তাঁর থেকে তো আমাদের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া উচিত । স্বর্গ কেমন হয়, তা কেউই জানে না । আরে তোমরা তো বলো যে অমুকে মারা গেছে তাই স্বর্গবাসী হয়েছে । তাহলে কোথায় গেলো ? কিছুই বুঝতে পারে না । বাবার কারোর প্রতিই কোনো ঘৃণা নেই । সবার জন্য তাঁর মনে প্রেম আছে ।

এখন তোমরা বাচ্চারা সামনে বসে আছো । বাবার বাচ্চাদের বিশেষ ভাবে আর বাকি সবাইকে সাধারণ মনে করা হয় । বাচ্চারা, তোমাদের পড়িয়ে আমি জীবন মুক্তিতে নিয়ে যাই আর বাকি সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যাই । আমার সকলের প্রতিই প্রেম আছে । ওই গভর্নমেন্ট তো অনেক প্ল্যান বানাতে থাকে । বাবা বলেন, আমার একটিই প্ল্যান । পতিত মানুষদের পবিত্র দেবী দেবতা তৈরী করা । মানুষ ডাকে যে, হে পতিত পাবন এসো । কিন্তু তাঁকে না জানার কারণে বলে দেয় যে, আমরাই পতিত পাবন । তাই বাবা বলেন যে, প্রথমে বড়র থেকেও বড় চিফ জাস্টিসদের সেবা করো । তাদের বোঝানো দরকার যে, আল্লার বাবা তো একজনই, তোমরা কেন তাঁর নামে শপথ করাও ? শপথ করানোর সময় কি কৃষ্ণের কথা মনে আসে ? খৃষ্টানদের জিঞ্জিৎস করো, ক্রাইস্টের কথা কি মনে আসে নাকি গড ফাদারের কথা ? তোমরা জানো যে পাপ করলে দণ্ড ভোগ করতে হবে । বাবা কিন্তু কখনো দণ্ড দেন না । তিনি হলেন করণকরাওনহার । তিনি ধর্মরাজকে দিয়ে শাস্তি দেওয়ান । গড হলেন অতি প্রিয় বাবা । ওরা মিথ্যা বদনাম দেয় যে, বাবাই সুখ দুঃখ দেন । তাহলে কি তিনি নির্দয় ? গায়ন আছে তো, তিনি দয়ালু । বাবা বলেন যে, আমি কি করে নির্দয় হবো । মায়া তোমাদের প্রতি নির্দয় আচরণ করেছে । আমি তো তার থেকে তোমাদের মুক্ত করি । মায়া তোমাদের শাপিত করেছে । এও এক খেলা । সুখধামকে দুঃখধাম হতেই হবে । ভারতই একসময় সুখধাম ছিলো এখন তা দুঃখধাম । বাবা তোমাদের আবার সুখধামের মালিক করেন । কিন্তু তিনি খোড়াই নিজে তোমাদের এমন দুঃখধামের মালিক করবেন । বাচ্চারা বলে যে, বাবা হলেন প্রেমের সাগর । বাবা, তোমার শ্রীমতে চলে আমরা নিজেদের পবিত্র করবো । নিজেদের প্রতি দয়া করবো । যত টিচারের কাছে পড়তে থাকবে, ততই নিজেদের উপর দয়া করবে । না হলে পাস করতে পারবে না । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে খুব ভালোভাবে জ্ঞান আছে । তোমরা জানো যে নলেজফুল, মার্সিফুল, পতিত থেকে পবিত্র করেন একমাত্র বাবা । তাই তাঁর মতে চলতে হবে । নিজের মতের অর্থ হলো রাবণের মত । শ্রীমতে না চলে নিজের মত বা কোনো অন্য মানুষের মতে চললে ধোকা খেয়ে যাবে । শ্রীমত অনুযায়ী পদে পদে চললে তোমাদের তরী পার হয়ে যাবে । এই চড়াই অনেক উঁচু । মায়ার তুফান প্রতি মুহূর্তে আসতে থাকে । বাবার কিন্তু কারোর প্রতি কোনো ঘৃণা নেই । বাচ্চাদেরও এমনই হওয়া উচিত । সবাই তো এখন অজামিলের মতো পাপী । একটা গানেও তো আছে -- আমি এক ছোটো বাচ্চা । যেমন বলা হয় - আমি এক মাসের বাচ্চা । তোমার তো অনেক পবিত্র বাচ্চা আছে, যাদের তুমি পবিত্র করছো । তাহলে আমি এক ছোটো বাচ্চা, আমাকেও পবিত্র করো । তখন তিনি বলেন, তোমরা শ্রীমতে চলো তাহলে পুরানোর থেকেও খুব ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারবে । তোমরা তো লিস্টও পাও । দেবী করে এলে তোমরা শক্তির সঙ্গে যোগদান পাও । এই শক্তিও নম্বর অনুসারে । এমন বলা হয় না যে তোমরা শক্তির সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাও । তা নয়, শক্তির সঙ্গে তোমরা শঙ্খ ধ্বনি শোনো । বুদ্ধি যোগ বাবার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । তোমাদের ঢাক পেটাতে হবে । এখানে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো কথা নেই । কলেজে কোনো অন্ধ শ্রদ্ধা থাকতে পারে না । এ হলো গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি । নলেজফুল গড ফাদার বসে বাচ্চাদের পড়ান । তোমাদের এম অবজেক্ট হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার । ওরা মানুষ থেকে ব্যারিস্টার হয় তাই

ওদের বুদ্ধিযোগ ব্যরিস্টারের সাথে থাকে । ডাক্তারের সাথে থাকে না । এও তো কলেজ, না কি অঙ্ক শ্রদ্ধা ? এখানে এম অবজেক্ট আছে । গড ফাদার আমাদের পড়ান । গীতায়ও ভগবান উবাচঃ লেখা থাকে কিন্তু সেই ভগবান কে ? এ কথা যারা গীতা পড়ে তারাও জানে না । এই ব্রহ্মাও বলেন - আমিও গীতা পড়তাম । এখনকার মানুষ শাস্ত্রকে মানে না । গীতার কথা বললে তাদের বুদ্ধি চলে যায় কৃষ্ণের দিকে । তাঁকে তো সব ধর্মের মানুষ মানবে না । গীতা হলো শিব বাবার বর্ণিত সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি । গড ফাদার যাঁকে বলা হয় তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা । তাই বাবার থেকে তোমাদের স্বর্গের বর্সা পাওয়ার প্রয়োজন অথবা তোমাদের বাবার ঘরে ফিরে যেতে হবে । সকলেই ভগবানের কাছে যেতে চায় আবার সকলেই মুক্তি চায় । ওরা জীবন মুক্তির কথা কি করে জানবে । বাবা বলেন, আমি তো তোমাদের পড়াই । তাহলে আমি কি করে সর্বব্যাপী হবো । সর্বব্যাপী বললে মুখই মিষ্টি হয় না । তাই বাচ্চারা, এই কথা খুব ভালোভাবে ধারণ করো আর খুব মিষ্টি স্বভাবের হও । কাউকে ঘৃণা করা উচিত নয় । যারা সার্জন হয়, যতই খারাপ রোগ হোক না কেন, তাও তাদের দয়া হয় এবং তারা সেই রোগ থেকে রুগীকে মুক্তি দেন । তারা বুঝতেও পারে যে, কোনো খারাপ কাজ করেছে, তাই এমন কর্মভোগ । বাবা বলেন যে, মায়া প্রবেশ করার কারণে মানুষ বিকর্ম করে ফেলে এবং আরো পতিত হয়ে যায় । পাঁচ বিকারকে খারাপ মনে করা হয় তাই তো সন্ন্যাসীরাও এর থেকে পালান । পবিত্রতার অনেক মান । এ কথা তো বুঝতে পারো যে, আমরা প্রথমে দেবতাদের প্রণাম করেছি, তারপর সন্ন্যাসীদের নমস্কার করেছি, কারণ তাঁরাও পবিত্র থাকে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।  
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) খুব ভালোভাবে পড়ে, শ্রীমতে চলে পবিত্র হয়ে নিজের উপর দয়া করতে হবে । কখনোই নির্দয় হবে না ।

২) কারোর প্রতিই ঘৃণা করবে না । বাবার সমান প্রেমের সাগর হতে হবে ।

বরদান :--- প্রবৃত্তিতে থেকেও সমর্পিত হয়ে সেবার ধুনে থেকে বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনে আসীন ভব

যে বাচ্চারা প্রবৃত্তিতে থেকেও সমর্পিত হয়, তাদের সহযোগে সেবার বৃক্ষ ফলীভূত হয়ে যায় । তাদের সহযোগই বৃক্ষের জল হয়ে যায় । গাছ যেমন জল পেলে ভালো ফল দেয় তেমনই শ্রেষ্ঠ সহযোগী আত্মাদের সহযোগে বৃক্ষ ফলীভূত হও । এমন সেবার ধুনে যারা সদা থাকে, প্রবৃত্তিতে থেকে যারা সমর্পিত থাকে, তেমন বাচ্চারা বাপদাদার হৃদয়াসনে আসীন হয় ।

স্লোগান :- কম সময়ে সঙ্কল্পকে ঘুরিয়ে ব্রেক লাগানোর যুক্তি যদি শিখে নাও তাহলে বুদ্ধির শক্তি ব্যর্থ হবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা- সুইটেস্ট বাবা সুইট বানানোর জন্য এসেছেন, তোমাদেরকে দেবতাদের মতো সুইট হতে হবে এবং অন্যকেও বানাতে হবে"

প্রশ্ন:- কোন্ বাচ্চারা সদা সুখী হওয়ার বরদান পেয়ে যায়?

উত্তর:- যার কাছে জ্ঞান রত্নের মূল্য আছে। এক একটা রত্নের কোটি কোটি পতি বানিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আছে। তোমরা বাচ্চারা এইসব জ্ঞান রত্ন ধারণ করে জ্ঞানী-যোগী হও। মুখ থেকে সর্বদা জ্ঞান-রত্ন বেরোলে সদা-সুখী থাকবে। যে সন্তান মিষ্টি হয়, তাকে দেখে বাবাও খুশি হন এবং সদা-সুখী হওয়ার বরদান দেন। তোমরা বাচ্চারা এই বরদানের দ্বারাই এভার-হেলদী, এভার-ওয়েলদী হয়ে যাও।

গীত:- এসেছ তুমি অন্তরে, আমার থেকে দূরে কোথায় যাবে...

ওম্ শান্তি। কত মিষ্টি গীত এটা। হয়তো এটা সিনেমার লোকেরা বানিয়েছে, কিন্তু ওরা তো কিছুই জানে না। তোমরা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এই বেহদের নাটকে অভিনয় করছ। বেহদের বাবাও এখন বেহদের এই ড্রামাতে সম্মুখে বসে অভিনয় করছেন। তোমরা বাচ্চারা কেবল সুইট বাবাকেই সম্মুখে দেখতে পাচ্ছ। আত্মা এই দুই চোখের দ্বারা (শরীরের অঙ্গ দ্বারা) একে অপরকে দেখে। সামনে যেসব আত্মারা বসে আছে, তারাও জানে যে বাবা আত্মাদেরকেই সুইট চিলড্রেন বলছেন। বাবা বলছেন, আমি সকল সন্তানকে অতিশয় মিষ্টি বানানোর জন্য এসেছি। মায়া তোমাদেরকে অতিশয় তিক্ত বানিয়ে দিয়েছে। বাবা-ই এসে বোঝাচ্ছেন যে তোমরা আগে কত সুইট ছিলে। তোমরা যখন মন্দিরে যাও, তখন দেবতাদেরকে কতই না সুইট বলে মনে কর, তাদেরকে কত মিষ্টভাবে দেখতে থাকে। অনেকে বলে, মন্দির খুললেই সুইট দেবতাদের দর্শন করব। মূর্তিটা হয়তো প্রস্তর নির্মিত, কিন্তু লোকে ভাবে যে তারা অতীতে চিন্ময়ী রূপেও এতটাই সুইট ছিল। শিবের মন্দিরেও যায়। তিনি হলেন সুইটেস্ট। নিশ্চয়ই আগে কখনো তিনি এইরকম রূপে এসেছিলেন। সুইটেস্ট-এর থেকেও সুইট, সবচেয়ে মিষ্টি বাবা নিশ্চয়ই ভারতেই এসেছিলেন। মন্দিরে যারা আছেন, তারা সকলেই অতীতে চিন্ময়ী রূপে ছিলেন। নিশ্চয়ই কিছু কর্ম করেছিলেন। সুইটেস্ট বাবাকে কেবল বাচ্চারাই জানবে। তাই তারা অবশ্যই বলবে যে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সুইটেস্ট। সমগ্র দুনিয়ায়, বিশেষ করে ভারতে শিববাবার অনেক মহিমা করা হয়। শিব কাশী, বিশ্বনাথ গঙ্গা - এইরকম অনেকেই বলে থাকে। ওখানে গিয়ে বসবাস করে। এই বাবাও সবদিকে ঘুরে এসেছেন। মানুষ শিবের অনেক মহিমা করে। বাবা জানে যে এরা হল সবাই মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চা। ঘরের বাচ্চা। ক্রমানুসারে সবাই নিজ নিজ ভূমিকা পেয়েছে। কিন্তু সকলের নজর হিরো-হিরোইনের দিকেই যাবে। এই ড্রামাতে যারা হিরো-হিরোইন, তাদের জন্য গায়ন করে - তুমি হলে মাতা-পিতা...। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা সেই মাতা-পিতার সম্মুখেই বসে আছি। তাঁরা তো দুনিয়ার সম্মুখে নেই। এটাই হল গুপ্ত ব্যাপার। এনার নাম-নিশান তো একেবারে মুছে দিয়েছে। কেবল ছবি আছে, কিন্তু সেটা থেকে তো কিছু বোঝা যায় না। শিবের অনেক পূজারী আছে। কিন্তু কারোর কাছেই সম্পূর্ণ পরিচয় নেই। তোমরা জানো যে শিববাবা হলেন সুইটেস্ট। তাঁর মতো সুইট আর কেউ হতে পারে না। সেই সুইটেস্ট বাবা না এলে এই পতিত দুনিয়া পবিত্র হবে কিভাবে। এখন তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর

কেউই সুইট নয়। হয়তো নিজেকে শিব-অহম্ কিংবা ভগবান বলে। কিন্তু ভগবান তো হলেন সুইটেস্ট, তিনি তো পরমধামে থাকেন। তোমরা তাহলে এই পতিত দুনিয়াতে থেকে কিভাবে বল - শিবোহম্, আমি ভগবান! ভগবান হলেন রচয়িতা, পতিত-পাবন। ভক্তসকল ভগবানকে স্মরণ করে। কিন্তু এমন নয় যে ভক্তরাই ভগবান। নিরাকার শিববাবাকেই সুইটেস্ট বলা যাবে। সুইটেস্ট বাবার দ্বারা-ই আমরা সুইটেস্ট স্বর্গে যাব। এখন রাজত্বের রচনা হচ্ছে। সুইটেস্ট বাবা আমাদেরকে মোস্ট বিলাভেড সুইট বানাচ্ছেন। যে নিজে যেমন, সে তো সেই রকমই বানাবে। তিনি বলেন, আমি হলাম নিরাকার। তোমরা আত্মারাও নিরাকার। শিবের মন্দিরে শিবলিপ্সের পূজা হয়। যন্ত্র রচনা করলে শিবলিপ্স এবং শালিগ্রাম বানায়। সেগুলোকে পূজা করে। খুব বড় বড় শেঠজীরা যন্ত্র রচনা করে। রুদ্র অর্থাৎ শিবের লিপ্স বানায় এবং তার সাথে শালিগ্রামও বানায়। ব্রাহ্মণরা পূজা করে। তোমরা ব্রাহ্মণরাই পূজ্য একসময়ে ছিলে, এখন পূজারী হয়েছ। শিবের বড় লিপ্স এবং ছোট ছোট শালিগ্রাম বানিয়ে পূজা করে। এর নামই হল রুদ্র যন্ত্র। এইসব হল মাটির পূজা। স্মরণ করার জন্য মাটির পুতুল বানায়। তারপর পূজারী বসে পূজা করে। ভারত পূজ্য ছিল। সত্য এবং ত্রেতাযুগে কোনো পূজারীপনা ছিল না। অর্ধেক কল্প হল জ্ঞান এবং অর্ধেক কল্প হল ভক্তি। গায়ন করা হয় - তুমি নিজেই পূজারী, নিজেই পূজনীয়। তারপর বলে দেয় যে সবাই ভগবান। মনে করে, ভগবানই পূজ্য ছিল, এবং ভগবানই পূজারী হয়ে যায়। এটাকেই উল্টো গঙ্গা বলা হয়। বাবাকে তো সকলেই স্মরণ করে - হে ভগবান, হে পতিত-পাবন, হে দয়াময়। ব্যাকুলভাবে ডাকে অর্থাৎ আহ্বান করে। ভক্তিমার্গে অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তরা আহ্বান করে। স্বর্গে তো তোমরা মালিক হবে। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে খুব মিষ্টি বানাচ্ছি। গড ফাদার কত মিষ্টি, শিব ভোলা ভগবান কত প্রিয়। শঙ্করের নাম তো দেওয়া যাবে না। শিব হলেন নিরাকার, কিন্তু শঙ্কর আকারী। তাই এদেরকে মিলিয়ে দেওয়া একটা বড় ভুল। মানুষ কোনও মন্দিরে গেলে পূজা তো এক নিরাকারেরই করে। সবাইকে মিলিয়ে দেয়। অক্ষুতম্ কেশবম্, শ্রী রাম নারায়ণম্...। কিন্তু রাম কোথায় আর নারায়ণ কোথায়। সবাইকে এক করে দিয়েছে। ব্যাসদেব কে ছিলেন সেটা কেউই জানে না। বাস্তবে তোমরা হলে সত্যিকারের ব্যাস অর্থাৎ শূকদেবের সন্তান। বাবা বসে সহজ রাজযোগের জ্ঞান শোনান এবং আমরা হলাম সেই শূকদেবের সন্তান, সত্যিকারের ব্যাস। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। বাস্তবে আমাদেরকেই সহজ রাজযোগ শেখানো হয়, যার দ্বারা আমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাই। দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে গান করে - আমরা হলাম পাপী, অধম, তিক্ত...। ওরা তো খুব মিষ্টি, তাই না? লক্ষ্মী-নারায়ণরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছে। তোমরাও সেইরকম। এই নলেজ কেবল তোমরাই পাও। ওখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের মধ্যে এই নলেজ থাকবে না। ওখানে আমরা কাউকে এই জ্ঞান দিয়ে দেবতা বানাব না। তাহলে কি কাজ করব? এখানে তো অনেক কাজ। এখানে আমরা হলাম সুইটেস্ট বাবার সন্তান। এরপর লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে। তোমরা জানো যে সুইটেস্ট ফাদারের দ্বারা আমরা সুইটেস্ট হয়ে যাই। শিববাবা হলেন শ্রী শ্রী, সবথেকে মিষ্টি। তাঁর দ্বারা আমরাও মিষ্টি হয়ে যাই। আমরা নিজেকে শ্রী শ্রী বলতে পারি না। এইগুলো হল বোঝার ব্যাপার। তোমরা যত অশরীরী, দেহী-অভিমানী হবে এবং মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করবে, ততই মিষ্টি হবে। দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। এই মুখ্য বিষয়টা ভুলে যেও না। আমাকে স্মরণ করলে আমার মতো মিষ্টি হয়ে যাবে। তাই এইরকম যিনি বানান, সেই বাবাকে কত স্মরণ করা উচিত। বাবা তো যেন মিষ্টির পাহাড়। বলা হয় - তাঁকে স্মরণ করে সুখ পাও। কোনো মালা জপ করতে হবে না। কেবল তাঁকে স্মরণ করতে হবে। কেউই জানে যে কার স্মরণে এই মালা তৈরি করা হয়েছে। কেবল রাম-রাম বলে আর মালা জপ করে। এখন তোমরা বুঝেছ যে আমরা হলাম রাম অর্থাৎ শিববাবার সন্তান। তাই তাঁকেই স্মরণ

কর। মালা জপ করা তো পূজারীপনা। আমরা বাবাকে অনেক স্মরণ করি। এই স্মরণের দ্বারা-ই আমরা এভারহেলদী, নিরোগী হয়ে যাই। বাবা বারবার বলেন, নিজেকে অশরীরী মনে করে আমাদের স্মরণ করলে জীবনরূপী নৌকা তীরে পৌঁছে যাবে। এছাড়া কোনো ১০-২০টা হাত সহ অথবা শূঁড় বিশিষ্ট মানুষ হয় না। কিংবা কেউ হাঁচি দিলে দেবতা বেরিয়ে আসে না। এখন এইসব কথা শুনে মনে কর যে এগুলো কী সব অদ্ভুত কথা ! এগুলো সব ভক্তিমার্গের সামগ্রী। সত্যযুগে এইসব কিছুই থাকবে না। অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তিমার্গ চলে। কিন্তু জ্ঞান অর্ধেক কল্প ধরে চলে না। জ্ঞানের প্রাপ্তি অর্ধেক কল্প ধরে চলে। জ্ঞানের দ্বারা ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। যেমন ওখানে ভক্তির উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। ভক্তি আগে সতোপ্রধান ছিল। তারপর সতো, রজো, তমো হয়ে যায়। সেইরকম এই বাবার কাছ থেকেও উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। সুতরাং, আগে সতোপ্রধান, তারপর সতো, রজো এবং শেষে তমো অবস্থায় আসে। জ্ঞানের উত্তরাধিকারও সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো এবং তমো হয়। এইগুলো সব বোঝার বিষয়। আগে বুঝতে হবে যে আমরা আত্মারা হলাম মোস্ট বিলাভেড বাবার সন্তান। বাবা এই দেহের মধ্যে এসেছেন। দেহ ছাড়া মুরলী শোনাবেন কিভাবে? নিরাকারী দুনিয়াটা হল সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড। তারপর আছে মুন্ডি ওয়ার্ল্ড, এটা হল টকি। এই হল তিনলোক। প্রত্যেকটা বিষয় তোমরা নুতন শুনছ। দুনিয়াতে আর কেউ এইসব জানতে পারবে না। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড থেকে আসি। আমরা ঐখানের নিবাসী। তাই তার নাম ব্রহ্মান্ড রাখা হয়েছে। ডিম্ব আকৃতির আত্মারা থাকে। কিন্তু আসলে তো এইরকম নয়। যদি স্টার বলা হয়, তাহলে স্টারের পূজা কিভাবে হবে? ফল, ফুল, দুধ ইত্যাদি তার ওপরে কিভাবে থাকবে? এটা ঠিক যে তাঁর নাম শিব। কিন্তু এমন নয় যে তিনি অর্থাৎ বাবা আকারে বড় আর আমরা আত্মারা ছোট ছোট। পরম মানে হল পরমধামে নিবাসকারী আত্মা, যিনি মোস্ট বিলাভেড। তোমরা জানো যে এখন আমাদেরকে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। সবথেকে মিষ্টি বাবা এসে আমাদেরকে মোস্ট সুইট বানান। আত্মা সুইট হয়ে গেলে শরীরটাও সুইট মিলবে। বাবা বলেন, কেবল বীজ এবং বৃক্ষকে স্মরণ কর। ওপরে বীজরূপ বাবা আছেন। তিনি হলেন বৃক্ষপতি। ইনি হলেন ফাউন্ডেশন। এরপর এনার থেকে ডালপালা বেরোয়। এইসব দুনিয়ায় কারোর বুদ্ধিতেই নেই। বাবা বলেন - প্রিয় সন্তান, নিরাকার বাবা এই শরীরের দ্বারা কথা বলেন। তোমরা এই কানের দ্বারা শোনো। আত্মা-ই ধারণ করে। জ্ঞান সূর্যের হয়েছে উদয়, অজ্ঞান অন্ধকারের হয়েছে বিনাশ...। রাতেই তো অন্ধকার হয়, তাই না? মানুষ মনে করে যে এর থেকে আরও অন্ধকার হবে। কিন্তু এটাই হল ঘোর অন্ধকার। এটা মানুষ জানে না। এখন তোমরা রচয়িতা এবং রচনার আদি মধ্য এবং অন্তকে জেনে গেছ। যার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসীরা বলে - অন্তহীন। ঈশ্বর, তোমার গতি-মতি আলাদা। তোমরা বুঝেছ যে ঈশ্বর এসেই গতি-সদগতি করেন। তোমরা জানো যে শ্রীমৎ অনুসারে চলে আমরা নর থেকে নারায়ণ এবং নারী থেকে লক্ষ্মী হব। কতই না নেশা! একটা এইম অবজেক্ট তো থাকেই। ব্যারিস্টার হলেও তো ক্রমানুসারেই হবে, তাই না? সেইজন্য মাতা-পিতাকে ফলো করো। তোমরা জানো যে মাতা-পিতা পুরুষার্থ করে নম্বর ওয়ান হয়ে যান। সুতরাং আমরাও পুরুষার্থ করব। আমরাও এত সুইট হব। সন্তান তার মাতা-পিতার সিংহাসন লাভ করে। সন্তান বড় হয়ে গেলে মাতা-পিতা নীচে নেমে যায়। সেইরকম তোমরাও মাতা পিতার সিংহাসন লাভ কর। তোমাদেরকে, অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে অনেক মিষ্টি এবং প্রিয় হতে হবে। তোমাদের মুখ থেকে সর্বদা রক্ত বার হওয়া উচিত। তোমরাই হলে রূপ বসন্ত। ওরা তো বসে বসে একটা গল্প বানিয়েছে। এটা হল জ্ঞান রক্ত। জহরীদেরকে বাবা ভালো ভাবে জানেন। জহরীর ব্যবসাকে সবথেকে উঁচু ব্যবসা বলে গণ্য করা হয়। এগুলোও হল জ্ঞান রক্ত। এক-একটা রক্ত ধারণ করা হয়। এইগুলোর দ্বারা তোমরা

অগণিত কোটি কোটি পতি হয়ে যাও। তোমাদের মহলে সোনার ইঁট, হীরে-মানিক লাগানো থাকবে। খুব সুখেই থাকবে। এভারহেলদী, এভারওয়েলদী হয়ে যাবে। এটা তো যেন বাবা বরদান দিচ্ছেন। যত বেশি মিষ্টি হবে, বাবা তত খুশি হবেন। স্কুলে টিচার তো স্টুডেন্টদেরকে চেনেন। ইনি হলেন বেহদের বাবা-টিচার এবং সদগুরু। এখন তোমরা বাচ্চারা সামনে বসে আছ। তাই সেইরকম মুরলি চলছে। কিন্তু জ্ঞানীতু আত্মাদেরকে বাবা এখানে থাকতে দেন না। বাবা বলেন - যাও, গিয়ে মানুষ থেকে দেবতা বানানোর সেবা করো। যে খুব তিক্ত এবং রোগী তাকে নিরোগী বানাও। আজকাল তো গড় আয়ু ৪০-৫০ বছর। যোগীদের আয়ু অনেক বেশি হয়। কৃষ্ণকে মহাত্মা কিংবা যোগেশ্বর বলা হয়। যখন তার রাজত্ব ছিল, তখন গড় আয়ু ১৫০ বছর ছিল। এখন সবাই রোগী হয়ে গেছে। হিসাব তো আছে, তাই না? মানুষ এইসব জানে না। যে বুদ্ধিরূপী বাসন আগে সোনার ছিল, তাতে বিষ ভরার ফলে এইরকম হাল হয়ে গেছে। এখন বাবা জ্ঞান অমৃত ঢেলে পুনরায় সোনার বানাচ্ছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা, বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

- ১) বাবার মতো সুইটেস্ট হতে হবে। মুখ থেকে কখনো তিক্ত কথা বেরোনো উচিত নয়। সর্বদা মিষ্টি কথা বলতে হবে।
- ২) বাবা আমাদেরকে যেসব অমূল্য জ্ঞান রত্ন দিচ্ছেন, তার মূল্যকে জেনে ভালভাবে ধারণ করতে হবে।

বরদান:- ব্যালেঙ্গ দ্বারা ব্লিসফুল জীবনের সাফাংকার করাতে সক্ষম সকলের আশীর্বাদের পাত্র হও

সবথেকে বড় কলা হল ব্যালেঙ্গ। স্মরণ এবং সেবার ব্যালেঙ্গ দ্বারা বাবার ব্লেসিংস প্রাপ্ত হতে থাকবে। প্রত্যেক বিষয়ের ব্যালেঙ্গ দ্বারা সহজেই নাস্তার ওয়ান হয়ে যাবে। এই ব্যালেঙ্গই অনেককে ব্লিসফুল জীবনের সাফাংকার করাবে। ব্যালেঙ্গকে সর্বদা স্মৃতিতে রেখে সর্ব প্রাপ্তির অনুভব করতে থাকলে নিজেও আগে এগোতে থাকবে এবং অন্য আত্মাদেরকেও আগে এগিয়ে দেবে।

স্লোগান:- তাকেই মহাবীর বলা যাবে যে সকল মুষ্কিলকে সহজ করে, পাহাড়কে রাই (সর্ষে দানা) বা রুই (তুলো) বানিয়ে দেয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিরন্তর অন্তরে বাবা বাবা নাম স্মরণ কর, এতে অপার খুশি অনুভব করবে ।  
এ নাম মুখে বলার জন্য নয় । অন্তরে অবিরাম স্মরণ চলতে থাকলে সমস্ত দুঃখ ও ক্লেশ সমাপ্ত  
হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :-- অনেক বাচ্চা বলে - আমার মনে সংশয় ও নানা রকম ঝঙ্কাটে জড়িত থাকে। বাবা কোন্ শিক্ষা দ্বারা খুশিতে থাকার যুক্তি তাদের দিয়ে থাকেন ?

উত্তর :-- বাবা বলেন, বাচ্চারা -- এই শব্দটাই ভুল বলছ । আমার মনে সংশয় এটা বলাই মস্ত বড়ো ভুল । বাবার থেকে বুদ্ধি যোগ সরে গেলেই বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, মন উদাস হয়ে পড়ে । তাই বাবা যুক্তি দিয়ে বলছেন -- নিজের চার্ট রাখো । অন্তরে সবসময় বাবার নাম স্মরণ কর । প্রতিটি পদক্ষেপে শ্রীমত অনুসারে চললে সমস্যা সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

গীত :-- বনমালী, তুমিই আমার বাঁচার আশ্রয় ...

ওম্ শান্তি । নিরাকার ভগবানুবাচ, নিরাকার বাচ্চাদের প্রতি । নিরাকার ভগবানুবাচ কার দ্বারা শোনাবেন? এই লোন করা শরীর ( ব্রহ্মা ) দ্বারা । বোঝানো হয়েছে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার কোনও শারীরিক নাম নেই, বাকি সব মানুষ যারা আছে তাদের শরীরের নামকরণ হয়, আর সেই নাম দ্বারা ডাকা হয় । এখানে নিরাকার বাবা নিরাকার বাচ্চাদের বলছেন -- এই শরীরকে ভুলে যাও । তোমরা আত্মাদের এই শরীর ত্যাগ করে আমার কাছে আসতে হবে । এই মৃত্যুলোকে আর তোমাদের জন্ম নিতে হবে না । লৌকিক মা - বাবা শারীরিক সম্বন্ধ জুড়ে বলেন এ তোমার অমুক .... আর পারলৌকিক বাবা বলেন , আমি নিরাকার যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়, তোমরাও নিরাকার আত্মা ; এই শরীরের আধার নিয়েছ । তোমাদের নিজেদের শরীর আছে, আমার এই শরীর ধার করা । এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ কর । তোমরা আত্মাদের নিরাকার পিতা আমি । "বাবা -বাবা" বল। কখনও কখনও কোনও বাচ্চা বলে, আমার মন সংশয়ান্বিত হয়, খুশি থাকে না । আরে ! মন শব্দটি কেন বল ? বল -- বাবাকে কেন ভুলে যাই ! বাবা, যিনি আমাদের স্বর্গের জন্য উপযুক্ত করে তোলেন তাঁকে আমরা কেন ভুলে যাই ? শরীরের ভান ছেড়ে দেহী-অভিমানী হও । বাবা বলেন, এখন তোমাদের ফিরে যেতে হবে । আমাকে স্মরণ কর । নিরাকার বাবা নিরাকার আত্মাদের বলছেন -- 'বাবা - বাবা' নাম জপ। ইনি একাধারে পিতা আবার মাতাও, কিন্তু গুপ্ত রূপে। বাবার সাথে মাকেও অবশ্যই প্রয়োজন । দুনিয়াতে কারও জানা নেই, বাবা এনার ( ব্রহ্মা ) মুখ বংশাবলী রচনা করেন, তবেই তাঁকে ফাদার বলা হয় । কিন্তু মা কোথায়? শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেছেন সুতরাং ব্রহ্মা হলেন বড়ো মা । যেহেতু পুরুষ পালন করতে পারবেন না । জগত -অস্থান নিমিত্ত সামলানোর জন্য । ওঁনার ও মা আছে । এরা সবাই ব্রহ্মাকুমার - কুমারী । ওঁরাও বলে মাত-পিতা । বাবাই বসে এসব বোঝান । এ কোনও সাধু - সন্তের কর্ম নয় । বাবা এসে স্বর্গ স্থাপনা করেন । মায়া রূপী রাবণ নরক বানানোর জন্য উঠে পড়ে লাগে । বাবা হলেন সুখদাতা , সুখ প্রদান করেন । মায়া দুঃখ দেয়। এটাই হলো সুখ দুঃখের খেলা আর সেটা ভারতের জন্য । ভারত হীরে তুল্য ছিল, এখন মূল্যহীন কড়ি হয়ে গেছে। ভারতেই পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম ছিল যার চিত্র আছে । লক্ষ্মী -নারায়ণের রাজ্য ছিল

কিন্তু কবে স্থাপন হয়েছিল, তা কেউ জানেনা । কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দেয় । তোমরা বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে -- ৫ হাজার বছর আগে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিল । তারপর এই লক্ষ্মী - নারায়ণই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এইভাবে রাজত্ব করে । সূর্য বংশে আটটি, তারপর চন্দ্র বংশে ১২ রাজপদে স্থলাভিষিক্ত হন । রাজবংশ আছে তাই না! যেমন মোগল রাজবংশ, শিখ বংশ ..... বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, ৫ হাজার বছর আগে ভারতে একটাই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল । ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি গভর্নমেন্ট ছিল, সেটাও বাবাই তৈরি করেন । ভারতবাসীও এটাই চায়। এখন তো রাজত্ব নেই, না আছে রাজা, না আছে রানী । এখন তো প্রজার উপর প্রজা রাজত্ব করছে, যা ক্ষণস্থায়ী ; এতে কোনও সুখ নেই । সময় যত অতিক্রম হচ্ছে ততই দুখের তীব্রতা বাড়ছে । ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সময় এতো দুঃখ ছিল না, সব কিছু কত সমৃদ্ধ ছিল । এখন তো সবকিছুর মূল্য কত বেড়ে গেছে । খড়া, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসবে । মানুষ একফোঁটা জলের জন্য হাহাকার করবে ।

এখন তোমরা বাচ্চারা নিজেদের তন, মন , ধন ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবার্থে স্বহা ( সমর্পণ ) করেছে, বাবাকেও সহযোগ দিচ্ছ, তারপর বাবা ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি হয়ে এক গভর্নমেন্ট এক রাজ্য স্থাপন করবেন । হাহাকারের পরে জয়জয়কার হবে । যার বিনাশের সাক্ষাত্কার হবে, সে এই চোখ দ্বারা প্রত্যক্ষ করবে। তাই বাবা বসে বোঝান -- তোমরা নিজেকে আত্মা মনে কর । তোমরা বাবার বাচ্চা । বাবা বাবা করতে থাক । মনে সংশয়, খুশি নেই । এই 'মন' শব্দটি বের করে দাও । বাবাকে স্মরণ না করলে খুশি কিভাবে আসবে ? নিজেকে নিজের না জানার কারণেই দুঃখি হও । তুমি 'মন' শব্দটি কেন বল ? আরে ! তোমার বাবার কথা মনে পড়ে না, বাবাকে কি ভুলে যাও! লৌকিক বাবার জন্য কি কখনও বলেছ যে, তুমি তাকে মনে করতে পারছ না ! ছোট বাচ্চাদেরও শেখানো হয় - এরা তোমার মা - বাবা । এই বেহদের বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যাব । শুধুই বাবার হতে হবে । বাবা বলেন, আমার মতানুসারে চল । বাবাকে তো পোতামেল দেখানো উচিত তাইনা ! বাবার তো নিজের বাচ্চাদের প্রতি খেয়াল থাকে যে, তাঁর বাচ্চারা কতটা উপার্জন করছে । বাবাকে যখন বলবে, তখন তো বাবাও জানবে । বাবা তো ঝট করে বলেন, তোমাদের বৈকুণ্ঠের মালিক বানাই। বাবা বলেন, আমি তো দাতা, তোমাদের দিতেই এসেছি । তোমরাও নিজেদের সব কিছু সফল করতে এসেছ, তাই ভবিষ্যতের জন্য এখনই তৈরি হতে হবে । যে যত সফলতা প্রাপ্তি করবে, সে তত বড়ো বৈকুণ্ঠের বাদশাহী লাভ করবে । লেনদেনের হিসেব, বিনিময় প্রথার মতো । পুরানো সবকিছু নিয়ে নতুন দিয়ে থাকেন। এক হাতে দাও , অন্য হাতে নাও । ইনি হলেন প্রথম শ্রেণীর গ্রাহক । কথায় বলেনা -- 'সকালের সাঁই' (সুবহ কা সাই) .... বাবা সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বের মালিক বানাতে আসেন । বাবা বলেন, এই ধন দৌলত সবকিছুই ধুলোয় মিশে যাবে, এসব ত্যাগ কর । দেহ সহ দেহের সব সম্পর্কে ভুলে যাও । নিজেকে ট্রাস্টি মনে কর : যা কিছু আমার আছে সবই ঈশ্বরের দান । সবকিছুই তাঁর। শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম তো করতেই হবে । বাবা সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত হলে উপদেশ দিতেই থাকবেন । বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে, বাবা মোটর ( গাড়ি ) নেব ? বাবা বলেন, আচ্ছা টাকা পয়সা থাকলে মোটর নাও । কেউ বলে বাবা বাড়ি তৈরি করব । বাবা বলেন, আচ্ছা তৈরি কর । উপদেশ বা পরামর্শ দিতেই থাকেন । অর্থ থাকলে বাড়ি বানাও, এরোপ্লেনে ঘোরো, সুখ ভোগ কর । বাচ্চাদেরই মত দেবেন তাইনা ! কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার জন্য বাবার কাছে পরামর্শ চায় । বাবা বলেন, যদি জ্ঞানে না চলতে পারে তবে বিবাহ দাও । ব্রহ্মা বাবা সবসময় সঠিক ডায়রেকশন দেবেন । যদি ভুল ডায়রেকশন দিয়ে থাকেন তবে তার জন্য রেসপনসিবিল হবেন শিববাবা । উনিতো আবার

ধর্মরাজ তাই না ! এটা কোনও সাধারণ সংসঙ্গ নয় । ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি । বাবা পরামর্শ দেন বাম্বারা স্বর্গের মালিক হও । শ্রীমতে চল, দেহী-অভিমানী হও । ওখানে নামও কতো সুন্দর হয়। বসরমল ইত্যাদি নাম ওখানে হয়না । ওখানে রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ইত্যাদি নাম হয় । শ্রী টাইটেলও প্রাপ্তি হয়, কেননা শ্রেষ্ঠ হয় তাই না! এখানে তো কুকুর বিড়াল সবাইকে শ্রী শ্রী টাইটেল দিয়ে থাকে । বাবা বোঝান এ হলো পুরানো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া । এখানে সবকিছুর বিনাশ ঘটবে । এখন তোমরা আমার শ্রীমতে চল । শ্রীমদ্ভগবত গীতাই হলো প্রধান, বাকি বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি অনেক আছে । বাবা এসে ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয় -- তিন ধর্মের স্থাপন করেন । তারপর ইব্রাহিম এসে নিজ ধর্ম স্থাপন করে । যেমন ওদের শাস্ত্র অমুক । আচ্ছা, বেদ কোন ধর্মের শাস্ত্র ? কিছুই জানেনা । বেদ কোনও সন্ন্যাস ধর্মের শাস্ত্র নয় । যদি বেদ শাস্ত্র হয় তবে সেটাই পড়ুক, গীতা কেন উঠায় ? খ্রীষ্টানরা চালাক, ওরা অন্য ধর্মের শাস্ত্র কখনও গ্রহণ করবে না । ভারতীয়রা সবাইকে গুরু বানায় । বাবা বুঝিয়েছেন -- যখন ৪-৫ জন একত্রে আসবে, প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে বোঝানো উচিত । যেমন পাকিস্তানে তোমরা আলাদা আলাদা ভাবে বসতে । আলাদা করে বোঝালে প্রত্যেকের নাড়ী (পাল্স) উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে । ফর্ম পূর্ণ করতে হবে, কেননা প্রত্যেকের ভিন্ন-ভিন্ন রোগ । সার্জেন এক-এক করে রুগী ডেকে পাল্স দেখে তবেই ওষুধ দেন । প্রথমে নিশ্চয় করতে হবে যে, আমি আত্মা । আত্মাই শোনে, আত্মাই পতিত হয় । আত্মাকে নির্লেপ বলা -- এটা সর্বৈব মিথ্যে কথা । আত্মা যেমন কর্ম করে, তদানুসারে তার ফল ভোগ করে । বলাও হয়ে থাকে - কর্মই এমন করেছে ... এখন বাবা আমাদের এমন কর্মই শেখাচ্ছেন যার ফলে আমরা ২১ জন্মের জন্য সুখ ভোগ করব । কর্মের ফল তো আছে তাই না! সত্য যুগে তো কর্ম অকর্ম হয়ে যায়, বিকর্ম কিছুই হয়না । বিকর্ম করায় যে, সেই মায়াই সেখানে থাকেনা । রাজধানী স্থাপন হচ্ছে যখন নিশ্চয়ই তোমরা বর্সা পাবে । কর্মাভীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে । জন্ম-জন্মান্তরের পাপ মাথার উপর । গঙ্গা স্নান বা জপ তপ ইত্যাদি করলে বিকর্ম বিনাশ হতে পারে না । বিকর্ম বিনাশ হয় যোগ অগ্নিতে । অগ্নিতে সবার হিসেব নিকেশ চূত হবে নম্বরানুসারে । হিসেব নিকেশ না মেটালে সাজা খেতে হবে, আর মেটাতে হবে বাবাকে স্মরণের মাধ্যমে । স্মরণ না করার কারণেই আত্মার মধ্যে সংশয় দেখা দেয় । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ না করলে মায়া আঘাত হানবে । যতটুকু সম্ভব স্মরণ কর, কমপক্ষে ৮ ঘন্টা স্মরণ করলে তোমরা পাশ করবে ( সফলতা প্রাপ্তি ) । চাট রাখ। তুফান তখনই আসে যখন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো না । গীত আছে -- সিমর সিমর সুখ পাও । অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত তাঁকে স্মরণে আন্তরিক সুখানুভূতি । রাম-রাম বা শিব শিব করে মুখে বলার প্রয়োজন নেই । মনে মনে স্মরণেই তোমাদের দুঃখ - ক্লেশ সব সমাপ্ত হয়ে যাবে । তোমরা নিরোগী হয়ে যাবে । পরিষ্কার কথা - বাবাকে ভুলে গেলেই মায়া এসে থাপ্পড় লাগাবে । বাবা বলেন, গৃহস্থ ব্যবহারেই থাক কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে বাবার পরামর্শ গ্রহণ কর, কোথাও না পাপ কর্ম কিছু হয়ে যায় । কন্যা জ্ঞানে না আসলে তাকে বাবার পরিচয় দিয়ে জ্ঞানে নিয়ে আসতে হবে । বাম্বা যদি পবিত্র না থাকে নিজের উপার্জন করতে পারে, বিবাহ করতে পারে । কেউ কেউ পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ শুরু করে দেয় । সম্পূর্ণ খবর বাবাকে জানাতে হবে । যারা সম্পূর্ণ খবর জানায় না তাদের বলে সৌতেলা ( বৈমাত্র ), মাতেলা ( প্রকৃত সন্তান ) নিশ্চয়ই বাবাকে সব জানাবে । বাবাকে সব খবর না দিলে বাবা কিভাবে জানবেন । এখানে তোমাদের চেহারা হাসিখুশি, উৎফুল্ল থাকলে ওখানেও তোমাদের চেহারা খুশিতে ভরপুর থাকবে । বিরলা মন্দিরে লক্ষ্মী -নারায়ণের কতো চমৎকার চিত্র আছে, কিন্তু জানেনা এরা কবে এসেছিল? এখন ভারতের ঐ রাজ্য কোথায় ? তোমরা গিয়ে বোঝাতে পার, প্রথমে ছিল সতোপ্রধান

অব্যভিচারী ভক্তি, তারপর ব্যভিচারী, রজো, তমোপ্রধান ভক্তি শুরু হয় । প্রথমে পরমাত্মাকে বেঅন্ত ( অসীম, শেষ নেই যার ) বলা হত, এখন বলে সবকিছুর মধ্যেই ঈশ্বর । একেই বলে তমো বুদ্ধি । তোমাদের এমন বলা উচিত নয় যে, আমার মন বসছে না । এ তুমি কি বলছ ! বাবাকে ভুলে গেলেই এমন অবস্থা হয়। বাবাকে স্মরণ করলেই খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে । বাবাকে স্মরণ করলে অনেক বড়ো উপার্জন হয় । সারা রাত বাবাকে স্মরণ কর । নিদ্রাজীত হয়ে ওঠো । গীতও গেয়ে এসেছ -- সমর্পিত হব । এখন বাবা বলছেন -- আমি এসেছি, এখন তো মামেকম স্মরণ কর । আমি আত্মার পিতা উনি, ওঁনাকে স্মরণ করতে হবে । এই শরীরের প্রতি মমত্ববোধ মিটিয়ে ফেলতে হবে । নষ্টমোহ হয়ে বুদ্ধিযোগ একজনের সাথে যুক্ত করলেই পাক্ষা হয়ে যাবে। আমাকে এখন নতুন ঘরে যেতে হবে, পুরানো ঘরের প্রতি কি মমত্ব রাখব ! নতুন বাড়ি তৈরি হলে পুরানো বাড়ি থেকে মন সরে যায় । বাবা বলেন, দেহ সহ সবকিছুই পুরানো হয়ে গেছে । এখন বাবা আর বর্সাকে স্মরণ কর । এই শিক্ষা গ্রহণ করেই আমরা সত্য যুগে প্রিন্স প্রিন্সেস হব । বাবা সেকেন্ডে প্রত্যক্ষ ফল দিয়ে থাকেন । এ হলো প্রিন্স -প্রিন্সেস হওয়ার কলেজ । প্রিন্স - প্রিন্সেসদের কলেজ নয়। এখানেই তৈরি হতে হবে । প্রিন্স হওয়ার পরে রাজা তো নিশ্চয়ই হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা, বাপ দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য নিজের তন, মন, ধন সব সমর্পণ করতে হবে। সম্পূর্ণ রূপে বাবার সহযোগী হতে হবে ।

২) সবসময় উৎফুল্ল, খুশিতে থাকতে হবে । কোনও কথায় সংশয় বা মুষড়ে পড়া উচিত নয় । বাবার স্মরণেই সব দুঃখ - ক্লেশ মিটিয়ে ফেলতে হবে ।

বরদান :- নিজের আচার - আচরণ আর চেহারা দ্বারা সেবা করতে সমর্থ নিরন্তর যোগী নিরন্তর সেবাধারী হও

সবসময় এটাই স্মৃতিতে রাখতে হবে যে, কোটির মধ্যে কিছু আত্মাই বাবার পরিচয় পেয়ে তাঁকে গ্রহণ করবে আর এই খুশিতে থাকলেই, তোমাদের চেহারা চলতে ফিরতে এক সেবাকেন্দ্র হয়ে যাবে । তোমার হাসিখুশী চেহারা দ্বারা সবাই বাবার পরিচয় পেতে থাকবে । বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চাকে এমনই যোগ্য মনে করেন । সুতরাং চলতে ফিরতে, খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে নিজের চলন আর চেহারা দ্বারা বাবার পরিচয় দেওয়ার সেবা করলে সহজেই নিরন্তর যোগী আর নিরন্তর সেবাধারী হয়ে উঠবে ।

স্লোগান :-- যে অঙ্গদের মতো সদা অচল অটল একরস স্থিতিতে থাকে, তাকে মায়া রূপী শত্রু কখনও টলাতে পারেনা।